বোর্ড প্রশ্ন ও উত্তরমালা ২০২৫

পৌরনীতি ও নাগরিকতা

ঢাকা বোর্ড–২০২৫

পৌরনীতি ও নাগরিকতা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা) **বিষয় কোড :** 1 4 0

সময় : ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান : ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. **বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন কতসালে গৃহীত হয়?**
ⓚ ২০০৮ ⓚ ২০০৯ ⓖ ২০১০ ⓖ ২০১১

২. **রাষ্ট্রের উৎপত্তির প্রাচীন মতবাদ কোনটি?**
ক ঐতিহাসিক খ বলপ্রয়োগ গ ঐশী ঘ সামাজিক

৩. **পৌরনীতির প্রধান আলোচ্য বিষয় হলো–**
i. নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য ii. পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র
iii. অর্থনৈতিক ও সামাজিক চাহিদা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
সাত সন্তানের জনক রমিজ মিয়া একজন অশিক্ষিত ভ্যানচালক। পরিবারের অস্বচ্ছলতা দূর করার জন্য বড় ছেলে গ্রামে একটি মুরগি খামারে কাজ করে।

৪. **রমিজ মিয়ার অধিক সন্তান নেয়ার কারণ কোনটি?**
ক বাল্যবিবাহ খ শিক্ষার অভাব
গ সামাজিক কুসংস্কার ঘ মানবসম্পদ উন্নয়নে বাঁধা

৫. **জীবন রক্ষা কোন ধরনের স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত?**
ক ব্যক্তি স্বাধীনতা খ রাজনৈতিক স্বাধীনতা
গ জাতীয় স্বাধীনতা ঘ সামাজিক স্বাধীনতা

☐ **নিচের ডায়াগ্রামটির আলোকে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**

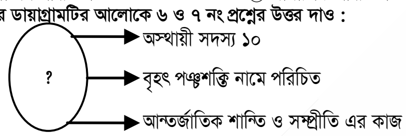

৬. **"?" চিহ্নিত স্থানে কোন নামটি বসবে?**
ক নিরাপত্তা পরিষদ খ সাধারণ পরিষদ
গ আন্তর্জাতিক আদালত ঘ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ

৭. **উক্ত সংস্থাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে–**
i. যুদ্ধবন্ধে শান্তি রক্ষাবাহিনী মোতায়েন করতে পারে
ii. আগ্রাসী দেশের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক অবরোধ
iii. চেষ্টা ব্যর্থ হলে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করতে পারে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮. **কত সালে ম্যাগনাকার্টা সনদ প্রণয়ন করা হয়?**
ক ১২১১ খ ১২১২ গ ১২১৩ ঘ ১২১৫

৯. **২০০৫ সাল পর্যন্ত কোন দেশের সরকার কর্তৃক রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ছিল?**
ক ভারত খ সৌদিআরব গ উগান্ডা ঘ নেপাল

১০. **অধিকার ভোগের জন্য প্রয়োজন–**
i. ভোটাধিকার প্রয়োগ ii. কর প্রদান করা iii. দেশ ভ্রমণ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১. **স্বাধীনতার রক্ষক হিসেবে কাজ করে–**
ক ধর্মীয় অনুশাসন খ বিরোধী মনোভাব গ শিল্পনীতি ঘ আইন

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
'A' একটি রাজনৈতিক দলের নেতা। 'A' এর দল দুইবার পরাজয়ের পর ৩য় বার জয়ী হয়ে সরকার গঠন করে। 'A' এর দেশে অনেক রাজনৈতিক দল রয়েছে।

১২. **'A' দেশে কী ধরনের শাসন ব্যবস্থা বিদ্যমান?**
ক একনায়কতান্ত্রিক খ গণতান্ত্রিক
গ সমাজতান্ত্রিক ঘ রাজতান্ত্রিক

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৩ ও ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
গ্রামের এক কৃষকের ছেলে রহিত ১৯৭১ সালে ঢাকা কলেজের একাদশ শ্রেণির ছাত্র। ২৬ মার্চের আগেই বাবা-মায়ের কাছে চলে আসে। আসার পর কয়েকজন কৃষককে নিয়ে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। তাদের যুদ্ধের রণকৌশলে পাকবাহিনী কৌনঠাসা হয়ে পড়ে।

১৩. **রহিত ও তার সহকর্মীরা কোন বাহিনীর সদস্য ছিল?** [পাঠ্যবই বহির্ভূত প্রশ্ন]
ক অনিয়মিত বাহিনী খ নিয়মিত বাহিনী
গ সেনাবাহিনী ঘ বিমান বাহিনী

১৪. **উক্ত যোদ্ধাদের ত্যাগের ফলে–**
i. বাঙালির আত্ম-মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে
ii. আর্থ-সামাজিক বৈষম্য অনেক কমে এসেছে
iii. স্বাধীনকামী বাহিনীকে স্বাধীনতা অর্জনে আত্মনির্ভর বৃদ্ধি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫. **যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে কোন দেশে?**
ক বাংলাদেশ খ কানাডা গ যুক্তরাজ্য ঘ জাপান

১৬. **আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে–**
i. প্রথা ও রীতি-নীতির সমষ্টি
ii. বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ
iii. সময়ভেদে পরিবর্তনশীল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭. **পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সরকার ব্যবস্থার মতো বাংলাদেশ সরকারের কয়টি বিভাগ রয়েছে?**
ক ৩ খ ৪ গ ৫ ঘ ৬

☐ **নিচের ছকটি পড়ে ১৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**

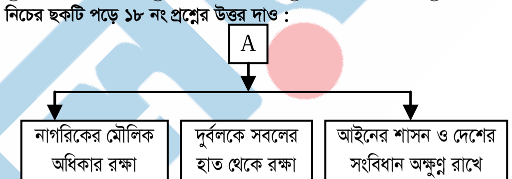

১৮. **'A' চিহ্নিত স্থানে কী নির্দেশ করে?**
ক শাসন বিভাগ খ আইন বিভাগ গ বিচার বিভাগ ঘ অধঃস্তন বিভাগ

১৯. **কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে স্থানীয় সরকারের সম্পর্কের ভিত্তি কয়টি?**
ক ২ খ ৪ গ ৫ ঘ ৭

২০. **সংসদীয় সরকারের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী–**
ক রাষ্ট্রপতি খ প্রধানমন্ত্রী গ আইনসভা ঘ জনগণ

২১. **অলিখিত সংবিধানের বৈশিষ্ট্য হলো–**
ক যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থায় উপযোগী
খ প্রগতির সহায়ক হয়ে থাকে
গ জরুরি প্রয়োজন মিটাতে অকার্যকর
ঘ সরকার ব্যবস্থা স্থিতিশীল থাকতে পারে

২২. **বর্তমান সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানের পূর্বের নাম কী?** [পাঠ্যবই বহির্ভূত প্রশ্ন]
ক বোটানিক্যাল পার্ক খ রেসকোর্স ময়দান
গ ইকো পার্ক ঘ রমনা পার্ক

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৩ ও ২৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
শিক্ষক 'A' রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত কোন একটি মতবাদ শ্রেণিতে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে বসবাস করত। তিনি আরও বলেন দুর্বলের উপর চলতো সবলের অত্যাচার।

২৩. **উদ্দীপকে জনাব 'A' কোন মতবাদকে ইঙ্গিত করেছে?**
ক সামাজিক চুক্তি খ ঐতিহাসিক গ বল প্রয়োগ ঘ ঐশি মতবাদ

২৪. **অনুচ্ছেদের উল্লিখিত প্রবক্তা হলেন–**
i. জনলক ii. জ্যাক রুশো iii. টমাস হবস
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৫. **বাংলাদেশ সরকার প্রথম জনসংখ্যা নীতি গ্রহণ করে কত সালে?**
ক ১৯৭২ খ ১৯৭৪ গ ১৯৭৬ ঘ ১৯৮০

২৬. **"দ্বৈত সরকার ব্যবস্থা" বিদ্যমান রয়েছে–**
ক বাংলাদেশ খ কানাডা গ নেপাল ঘ ভুটান

২৭. **সকল ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ, শ্রেণি-পেশা নির্বিশেষে কাজ করে–**
ক কর কমিশন খ অর্থ মন্ত্রণালয়
গ রাজনৈতিক দল ঘ সরকারী কর্ম কমিশন

২৮. **মেয়াদ পূর্তির পূর্বে ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ও যে কোনো সদস্য অপসারণ পদ্ধতি হলো–**
ক ইউনিয়নের সর্বস্তরের জনগণ মিছিল করে
খ দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের অনাস্থা ভোটের মাধ্যমে
গ এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের অনাস্থা ভোটের মাধ্যমে
ঘ এলাকার সবশ্রেণির জনগণ আন্দোলন করে

২৯. **কত সালে মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকার গঠন হয়?** [পাঠ্যবই বহির্ভূত প্রশ্ন]
ক ১৯৬৬ খ ১৯৬৮ গ ১৯৭০ ঘ ১৯৭১

৩০. **আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারক কতজন?**
ক ৫ খ ১০ গ ১৫ ঘ ২০

☑ খালি ঘরগুলোতে পেন্সিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখ। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখ তোমার উত্তরগুলো সঠিক ছিল কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

ঢাকা বোর্ড–২০২৫

পৌরনীতি ও নাগরিকতা (সৃজনশীল প্রশ্ন)

বিষয় কোড : 1 4 0

সময়– ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। রিপন ও স্বপন ভিন্ন পরিবারের ভালো বন্ধু। রিপন বাবা-মা, চাচা-চাচী ও দাদা-দাদীসহ একত্রে বাস করে। স্বপন মা-বাবার সাথে বসবাস করে মায়া-মমতা, স্নেহ-ভালোবাসা ও অবসরে বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান পরিদর্শনের মাধ্যমে মানসিক ক্লান্তির অবসান ঘটায়।

ক. রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা কী? ১
খ. নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য বিষয়ে তোমার ধারণা ব্যাখ্যা কর। ২
গ. রিপন ও স্বপনের পরিবার কোন ধরনের– ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, স্বপনের বর্ণিত কাজগুলো ছাড়াও পরিবারে আরও কাজ রয়েছে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২। দৃশ্য-১ : ● দেশের বহুমুখী সমস্যা বাছাই ও সঠিক সিদ্ধান্ত।
● উপযুক্ত শিক্ষাদানের মাধ্যমে গড়ে তোলা।
● সর্বোৎকৃষ্ট ও সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য শাসন ব্যবস্থার সফলতা এটির উপর নির্ভর।

দৃশ্য-২ : ● রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত ও সঠিক কর প্রদান।
● সকল পক্ষপাতিত্বের উর্ধ্বে থেকে দেশের সর্বক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা ও নির্ভুল সিদ্ধান্তের শ্রদ্ধা প্রদর্শন।
● জাতীয় স্বার্থে নিজের ক্ষুদ্র লাভ ত্যাগ।

ক. অধিকার কী? ১
খ. জন্মসূত্রে কীভাবে নাগরিক হওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. দৃশ্য-১, নাগরিকের যে গুণের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে– তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দৃশ্য-২, এর নির্দেশনা অনুযায়ী সুনাগরিকের যে গুণটি বিদ্যমান– তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৩।

ছক-১	ছক-২
● মানুষে মানুষে কোনো ব্যবধান না করা। ● নেই ধনী-দরিদ্রের মধ্যকার পার্থক্য। ● সঠিক পেশা ও স্বাধীন মতামত দেওয়া ও জয়ী হওয়া।	● 'A' সমাজ স্বীকৃত ও রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত এবং 'B' কারো কর্মে বাঁধা সৃষ্টি না করে সীমার মধ্যে কিছু করা। ● 'A' এর নিয়ন্ত্রণ আছে বলে সবাই 'B' ভোগ করে। ● 'A' ব্যক্তির বাহ্যিক দিক এবং 'B' ব্যক্তির সীমাহীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

ক. আন্তর্জাতিক আইন কাকে বলে? ১
খ. আইনের শাসন বলতে কী বুঝায়? ২
গ. ছক-১, যে বিষয়টির বিভিন্ন রূপ তুলে ধরা হয়েছে– তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ছক-২, 'A' ও 'B' এর মধ্যে সম্পর্ক খুব গভীর– তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। 'Y' ও তার কয়েক বন্ধু মিলে বিনোদপুর গ্রামে "সবুজ বাংলা" নামে একটি সমিতি গঠন করে। এই প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের মতামত ও দেশের প্রচলিত আইন অনুসরণ করে তৈরি হয় সংস্থার নিয়ম-নীতি। অন্যদিকে 'Z' তার সমমনা যুবকদের নিয়ে "আশার আলো" নামক একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। উক্ত প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য সহজ, সরল, বোধগম্য ও সদস্যদের সামাজিক রীতিনীতি এবং সংস্থার মৌলিক অধিকারগুলোর বিষয় উল্লেখ রেখে নীতিমালা তৈরি করেন।

ক. সংবিধান কাকে বলে? ১
খ. "বৃটিশ সংবিধান তৈরি হয়নি, গড়ে উঠেছে" উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. কোন পদ্ধতিতে 'Y' এর সংবিধান প্রণয়ন হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'Z' সংস্থায় কোন সংবিধানের বৈশিষ্ট্য উল্লিখিত হয়েছে বলে তুমি মনে কর? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫।

ছক-১	ছক-২
● গণমাধ্যমগুলো নেতার নিয়ন্ত্রণে। ● নাগরিকের মৌলিক অধিকার খর্ব। ● বর্তমান বিশ্বে কোনো দেশ এই ব্যবস্থা সমর্থন করে না।	● একাধিক অঞ্চল মিলে গঠিত। ● কেন্দ্রীয় সরকারের কাজ কম। ● কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাচারিতা লোপ পায়।

ক. কল্যাণমূলক রাষ্ট্র কাকে বলে? ১
খ. পুঁজিবাদী রাষ্ট্র কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ছক-১, কোন রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি– ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ছক-২ এ যে সরকার ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে তার গুণগুলো বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। 'A' ও 'B' রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ অলংকার ও সম্মানজনক পদে অধিষ্ঠিত। প্রতিষ্ঠানের সকল শাসন সংক্রান্ত কাজ 'A' এর নামে পরিচালিত এবং 'B' ব্যক্তির নিয়োগ দিলেও অন্যান্য উচ্চপদস্থ নিয়োগসহ সকল পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত 'B' এর নির্দেশে হয়।

ক. সচিবালয় কী? ১
খ. জেলা প্রশাসককে কালেক্টর বলা হয় কেন? ২
গ. বাংলাদেশে 'A' ব্যক্তি কীভাবে নির্বাচিত হয়– ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে 'B' এর পদমর্যাদাসহ কাজের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রেই সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য প্রতিষ্ঠান রয়েছে। বাংলাদেশে এটি দৃশ্যমান ও সাংবিধানিকভাবে তৈরি যার রয়েছে নিজস্ব সচিবালয়। উক্ত সংগঠনের সদস্যগণ দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি কর্তৃক নির্বাচিত।

ক. রাজনৈতিক দল কাকে বলে? ১
খ. 'এক ব্যক্তি, এক ভোট' পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটির গঠন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটির ক্ষমতা ও কার্যাবলি বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। জনাব 'ক' স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের পরোক্ষভাবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, যার সদস্য ২১। অন্যদিকে, জনাব 'খ' দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরকেন্দ্রীক একটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি। উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধান, প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদার অধিকারী এবং রাষ্ট্রের নির্বাহী কার্যক্রম পরিচালিত ব্যক্তি দ্বারা শপথ নেন।

ক. স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা কাকে বলে? ১
খ. নারীর ক্ষমতায়ন বলতে কী বুঝায়? ২
গ. জনাব 'ক' কর্তৃক পরিচালিত সংস্থার গঠন ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব 'খ' এর প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি বিশ্লেষণ কর। ৪

৯। গ্রামের রিক্সা চালক করিম মিয়া ছয় কন্যা সন্তানের জনক। তিনি অল্প বয়সে সংসার করে ভালো আয় করলেও পরিবারের সকল সদস্যের মৌলিক চাহিদা পূরণ হয় না। তিনি বড় মেয়েকে এসএসসি পরীক্ষার আগেই বিয়ে দেন। বিয়ের পরে স্বামী বিভিন্ন সময় বাবার বাড়ি থেকে জিনিসপত্র আনতে বলেন। আনতে রাজি না হলে ঝগড়া বিবাদ করেন। এমনকি তালাক দেয়ার হুমকিও দেন।

ক. নিরক্ষরতা কাকে বলে? ১
খ. খাদ্য নিরাপত্তা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে করিম মিয়ার সমস্যাটি চিহ্নিত করে কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের করিম মিয়ার মেয়ের সামাজিক সমস্যার কারণগুলো বিশ্লেষণ কর। ৪

১০। একটি রাষ্ট্র 'ক' ও 'খ' আলাদা ভূ-খণ্ড। 'ক' অংশের শাসকেরা 'খ' অংশের জনগণকে শোষণ করার হাতিয়ার হিসেবে প্রথমেই তাদের নিজস্ব বর্ণমালার উপর আঘাত হানে। যা 'খ' ভূ-খণ্ডের সর্বস্তরের মানুষকে প্রচণ্ডভাবে প্রতিবাদী করে তোলে এবং একটি সংগঠনের মাধ্যমে আন্দোলন সংগ্রাম করে ও বহু রক্তের বিনিময়ে নিজেদের বর্ণমালা প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং পরবর্তীতে এই আন্দোলনই 'খ' ভূ-খণ্ডের জনগণকে মুক্তির পথে উৎসাহিত করেছিল।

ক. লাহোর প্রস্তাব কী? ১
খ. ছয় দফাকে বাঙালির মুক্তির সনদ বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে কোন আন্দোলন প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আন্দোলনের মধ্যে স্বাধীনতার বীজ নিহীত ছিল। বিশ্লেষণ কর। ৪

১১। পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধের ব্যাপক ধ্বংসলীলার অভিশাপ থেকে মুক্ত করে মানবকল্যাণে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশায় গঠিত হয় সবচেয়ে বড় সংগঠন। এই সংস্থার সদর দপ্তর যুক্তরাষ্ট্রে। বর্তমান বাংলাদেশসহ এর সদস্য ১৯৩।

ক. OIC এর পূর্ণরূপ লেখ। ১
খ. সার্ক কেন গঠন করা হয়েছিল? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংস্থাটির গঠনের পটভূমি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত সংগঠনটির সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক মূল্যায়ন কর। ৪

উত্তরমালা (ঢাকা বোর্ড ২০২৫)

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	খ	২	গ	৩	ঘ	৪	খ	৫	ঘ	৬	ক	৭	ঘ	৮	ঘ	৯	গ	১০	ক	১১	ঘ	১২	খ	১৩	ক	১৪	ঘ	১৫	খ
	১৬	ঘ	১৭	ক	১৮	গ	১৯	ক	২০	গ	২১	খ	২২	খ	২৩	ক	২৪	ঘ	২৫	গ	২৬	খ	২৭	গ	২৮	খ	২৯	ঘ	৩০	গ

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ রিপন ও স্বপন ভিন্ন পরিবারের ভালো বন্ধু। রিপন বাবা-মা, চাচা-চাচী ও দাদা-দাদী সহ একত্রে বাস করে। স্বপন মা-বাবার সাথে বসবাস করে মায়া-মমতা, স্নেহ-ভালোবাসা ও অবসরে বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান পরিদর্শনের মাধ্যমে মানসিক ক্লান্তির অবসান ঘটায়।

ক. রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা কী? ১

খ. নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য বিষয়ে তোমার ধারণা-ব্যাখ্যা কর। ২

গ. রিপন ও স্বপনের পরিবার কোন ধরনের ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, স্বপনের বর্ণিত কাজগুলো ছাড়াও পরিবারে আরও কাজ রয়েছে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[ঢা. বো. ২০২৫]

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা হলো সার্বভৌমত্ব।

খ নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। অধিকার হলো সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত কতকগুলো সুযোগ-সুবিধা যা ভোগের মাধ্যমে নাগরিকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধিত হয়। আর কর্তব্য হলো অধিকার ভোগ করতে গিয়ে একজন নাগরিক রাষ্ট্রের প্রতি যেসব দায়িত্ব পালন করে। সুতরাং নাগরিকের অধিকার ভোগের মধ্যে কর্তব্য নিহিত থাকে। যেমন আমার পথ চলার অধিকার আছে, আবার অন্যজনকে পথ চলতে দেওয়া আমার কর্তব্য। অর্থাৎ আমি অন্যকে পথ চলতে না দিলে অন্য কেউ আমাকেও পথ চলতে বাধা দেবে। একইভাবে, রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার না করে বা আইন না মেনে রষ্ট্রের অধিকার ভোগ করা যায় না। অতএব, কর্তব্য পালন করা ছাড়া অধিকারও ভোগ করা যায় না।

গ রিপনের পরিবারটি যৌথ পরিবার এবং স্বপনের পরিবারটি হলো একক পরিবার।

পারিবারিক গঠন ও কাঠামোর ভিত্তিতে পরিবারকে দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা- একক ও যৌথ পরিবার। একক পরিবার মা-বাবা ও ভাই-বোন নিয়ে গঠিত হয়। এ ধরনের পরিবার ছোট হয়ে থাকে। যৌথ পরিবারে মা-বাবা, ভাই-বোন, দাদা-দাদি, চাচা-চাচি ও অন্যান্য পরিজন একত্রে বাস করে। যৌথ পরিবার বড় পরিবার।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, রিপন ও স্বপন ভিন্ন পরিবারের ভালো বন্ধু। রিপন বাবা-মা, চাচা-চাচি ও দাদা-দাদি সহ একত্রে বাস করে। অন্যদিকে স্বপন মা-বাবার সাথে বসবাস করে মায়া-মমতা, স্নেহ-ভালোবাসা ও অবসরে বিভন্ন দর্শনীয় স্থান পরিদর্শনের মাধ্যমে মানসিক ক্লান্তির অবসান ঘটায়। এ থেকে সহজেই বোঝা যায়, রিপন একটি যৌথ পরিবারে বাস করে। অর্থাৎ রিপনের পরিবারের ধরনটি হলো যৌথ পরিবার। অন্যদিকে, স্বপনের পরিবারটির ধরন হলো একক পরিবার। কারণ সে তার বাবা-মায়ের সাথে একাই বসবাস করে।

ঘ হ্যাঁ, স্বপনের বর্ণিত কাজগুলো ছাড়াও পরিবারের আরও অনেক কাজ রয়েছে।

পরিবার হলো একটি পরিপূর্ণ শিক্ষাকেন্দ্র। ভবিষ্যৎ সুনাগরিক গড়ে তোলার জন্য পরিবারের কোনো বিকল্প প্রতিষ্ঠান আজ অবধি গড়ে উঠেনি। ব্যক্তির ক্ষুদ্র প্রয়োজন থেকে শুরু করে যাবতীয় প্রয়োজন পূরণে পরিবার নানাবিধ কাজ সম্পাদন করে থাকে।

উদ্দীপকের স্বপন মা-বাবার সাথে বসবাস করে মায়া-মমতা, স্নেহ-ভালোবাসা ও অবসরে বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান পরিদর্শনের মাধ্যমে মানসিক ক্লান্তির অবসান ঘটায়। এরূপ কাজে পরিবারের মনস্তাত্বিক ও বিনোদনমূলক কাজ ফুটে উঠে। এর বাইরেও পরিবার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, জৈবিক, শিক্ষামূলক কাজ সম্পাদন করে থাকে। পরিবার তার সদস্যদের সুন্দর ও নিরাপদ জীবন গড়ে তোলার জন্য এসব কাজের অকৃত্রিম প্রতিষ্ঠান হিসেবে আদিকাল থেকেই দায়িত্ব পালন করে আসছে। জৈবিক কাজ সেসবের একটি মৌলিক কাজ। সমাজ স্বীকৃতভাবে সন্তান জন্মদান ও জৈবিক চাহিদা পূরণের কাজটি একমাত্র পরিবার করে থাকে। পারস্পরিক সহায়তায় পরিবারে শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষা থেকে সততা, শিষ্টাচার, উদারতা, নৈতিকতা, নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি শিক্ষালাভ করে, যা পরিবারের শিক্ষামূলক কাজ হিসেবে পরিচিত। পরিবার আদি যুগ থেকেই বিভিন্ন অর্থনৈতিক কাজের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করে আসছে। এছাড়া পরিবারে শিশুর রাজনৈতিক চেতনার বিকাশও ঘটে থাকে।

আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, পরিবার একটি নয় বরং একাধিক কাজের মাধ্যমে এর সদস্যদের জীবনকে সুন্দর করে তোলে।

প্রশ্ন ▶ ০২ দৃশ্য ১ :

- দেশের বহুমুখী সমস্যা বাছাই ও সঠিক সিদ্ধান্ত।
- উপযুক্ত শিক্ষাদানের মাধ্যমে গড়ে তোলা।
- সর্বোৎকৃষ্ট ও সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য শাসনব্যবস্থার সফলতা এটির উপর নির্ভর।

দৃশ্য ২ :

- রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত ও সঠিক কর প্রদান।
- সকল পক্ষপাতিত্বের উর্ধ্বে থেকে দেশের সর্বক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা ও নির্ভুল সিদ্ধান্তে শ্রদ্ধা প্রদর্শন।
- জাতীয় স্বার্থে নিজের ক্ষুদ্র লাভ ত্যাগ।

ক. অধিকার কী ১

খ. জন্মসূত্রে কীভাবে নাগরিক হওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্য ১, নাগরিকের যে গুণের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে-তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্য ২, এর নির্দেশনা অনুযায়ী সুনাগরিকের যে গুণটি বিদ্যমান তা বিশ্লেষণ কর। ৪

[ঢা. বো. ২০২৫]

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক অধিকার হলো সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত কতকগুলো সুযোগ-সুবিধা, যা ভোগের মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে।

খ জন্মগ্রহণই যখন নাগরিকতা অর্জনের ভিত্তি হিসেবে ধরা হয় তখন তাকে জন্মসূত্রে নাগরিক বলা হয়।

একজন ব্যক্তি জন্মসূত্রের দুটি নীতি অনুযায়ী একটি দেশের নাগরিকত্ব লাভ করে থাকে। এ নীতি দুটি হলো জন্মনীতি ও জন্মস্থান নীতি। জন্মনীতি অনুযায়ী পিতামাতার নাগরিকতা দ্বারা সন্তানের নাগরিকতা নির্ধারিত হয়। এক্ষেত্রে শিশু যে দেশে বা যেখানেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন পিতামাতার নাগরিকতা দ্বারা সন্তানের নাগরিকতা নির্ধারিত হয়। আর জন্মস্থান নীতি অনুযায়ী পিতামাতা যে দেশেরই নাগরিক হোক না কেন, সন্তান যে রাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করবে সে ঐ রাষ্ট্রের নাগরিকতা লাভ করবে।

গ দৃশ্য ১ এ নাগরিকের যে গুণের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তা হলো বুদ্ধি।

সুনাগরিকের ৩টি গুণের মধ্যে বুদ্ধি অন্যতম গুণ। বুদ্ধিমান নাগরিক পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের বহুমুখী সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে। সুনাগরিকের বুদ্ধির ওপর নির্ভর করে আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সফলতা। তাই বুদ্ধিমান নাগরিক রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এ কারণে বুদ্ধিমান নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে প্রতিটি রাষ্ট্র তার নাগরিকদের জন্য যথাযথ শিক্ষার ব্যবস্থা করে থাকে।

উদ্দীপকের দৃশ্য ১ এ নাগরিকের যে গুণগুলো প্রকাশ পেয়েছে তা হলো দেশের বহুমুখী সমস্যা বাছাই ও সঠিক সিদ্ধান্ত; উপযুক্ত শিক্ষাদানের মাধ্যমে গড়ে তোলা এবং সর্বোৎকৃষ্ট ও সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য শাসনব্যবস্থার সফলতা এটির উপর নির্ভর। এ সকল বৈশিষ্ট্যগুলো স্পষ্টভাবে নাগরিকের বুদ্ধি গুণকে প্রতিফলিত করে।

ঘ দৃশ্য ২, এর নির্দেশনা অনুযায়ী সুনাগরিকের যে গুণটি বিদ্যমান তা হলো আত্মসংযম।

আত্মসংযমের অর্থ হলো নিজেকে সকল প্রকার লোভ-লালসার উর্ধ্বে রেখে সততা ও নিষ্ঠার সাথে নিজের দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করা। অর্থাৎ, সমাজের বৃহৎ স্বার্থে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করার নাম হলো আত্মসংযম। দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, পক্ষপাতিত্ব, ঘুষ ইত্যাদি থেকে নিজেকে সংযত রাখা হচ্ছে আত্মসংযমের উদাহরণ। আত্মসংযম চর্চায় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ জাগ্রত হয়।

উদ্দীপকে দৃশ্য ২, এর নির্দেশনায় উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো হলো রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত ও সঠিক কর প্রদান; সকল পক্ষপাতিত্বের উর্ধ্বে থেকে দেশের সর্বক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা ও নির্ভুল সিদ্ধান্তে শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং জাতীয় স্বার্থে নিজের ক্ষুদ্র লাভ ত্যাগ। এ সকল বৈশিষ্ট্যগুলো সুনাগরিকের আত্মসংযম গুণকে প্রকাশ করে। কেননা, আত্মসংযম বলতে নিজেকে সকল প্রকার লোভ-লালসার উর্ধ্বে রেখে সৎ ও নিষ্ঠার সাথে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করাকে বোঝায়। সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করার নাম আত্মসংযম। আত্মসংযমী ব্যক্তি স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করতে পারেন এবং অন্যের মতামত প্রকাশেও নিজেকে সংযত রাখেন যা উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে।

সুতরাং বলা যায়, দৃশ্য ২, এর নির্দেশনায় সুনাগরিকের আত্মসংযম গুণটি বিদ্যমান।

প্রশ্ন ▶ ০৩

ছক-১	ছক-২
• মানুষে মানুষে কোনো ব্যবধান না করা। • নেই ধনী-দরিদ্রের মধ্যকার পার্থক্য। • সঠিক পেশা ও স্বাধীন মতামত দেওয়া ও জয়ী হওয়া।	• 'A' সমাজ স্বীকৃত ও রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত এবং 'B' কারো কর্মে বাঁধা সৃষ্টি না করে সীমার মধ্যে কিছু করা। • 'A' এর নিয়ন্ত্রণ আছে বলে সবাই 'A' ভোগ করে। • 'A' ব্যক্তির বাহ্যিক দিক এবং 'B' ব্যক্তির সীমাহীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

ক. আন্তর্জাতিক আইন কাকে বলে? ১
খ. আইনের শাসন বলতে কী বুঝায়? ২
গ. ছক-১, যে বিষয়টির বিভিন্ন রূপ তুলে ধরা হয়েছে– তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ছক-২, 'A' ও 'B' এর মধ্যে সম্পর্ক খুব গভীর– তা বিশ্লেষণ কর। ৪

[ঢা. বো. ২০২৫]

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক এক রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক রক্ষার জন্য যে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা হয় তাকে আন্তর্জাতিক আইন বলে।

খ আইনের শাসনের অর্থ হচ্ছে– কেউ আইনের উর্ধ্বে নয়, সবাই আইনের অধীন। অন্যকথায় আইনের চোখে সবাই সমান। আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিকের সমান অধিকার প্রাপ্তির সুযোগকে আইনের শাসন বলে।

আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান– এর অর্থ, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ-পেশা নির্বিশেষে আইনের সমান আশ্রয় লাভ করা। এর ফলে ধনী-দরিদ্র, সবল-দুর্বল সকলে সমান অধিকার লাভ করে। আইনের শাসনের প্রাধান্য থাকলে সরকার ক্ষমতার অপব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবে এবং জনগণ আইনের বিধান মেনে চলবে।

গ ছক-১, সাম্যের বিভিন্ন রূপ তুলে ধরা হয়েছে।

সাম্য বলতে বোঝায় যেখানে মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ থাকবে না এবং সকলেই যোগ্যতা অনুযায়ী সমান সুযোগ সুবিধা লাভ করবে। সাম্য একদিকে যেমন নাগরিকদের মধ্যে সমতা এনে দেয় তেমনি নাগরিক জীবনকে পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হতে সহায়তা করে। এ কারণে যেকোনো রাষ্ট্রের নাগরিকদের জীবনকে পরিপূর্ণরূপে বিকশিত করার জন্য সাম্য প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

উদ্দীপকের ছক-১ এর তথ্যগুলো হলো, মানুষে মানুষে কোনো ব্যবধান না করা; নেই ধনী-দরিদ্রের মধ্যকার পার্থক্য এবং সঠিক পেশা ও স্বাধীন মতামত দেওয়া ও জয়ী হওয়া। এসব তথ্যগুলো সাম্যকে উপস্থাপন করে। কেননা সাম্যের মূল কথা হলো সমাজে মানুষের মাঝে বৈষম্যের অবসান করা। প্রকৃত অর্থে সাম্য বলতে সেই সামাজিক পরিবেশকে নির্দেশ করে, যেখানে কারো জন্য কোনো বিশেষ সুযোগ সুবিধা থাকে না এবং প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার করে সকলে নিজ নিজ দক্ষতার বিকাশ ঘটাতে পারে।

ঘ উদ্দীপকের ছক-২ এর "A" দ্বারা আইন এবং "B" দ্বারা স্বাধীনতাকে নির্দেশ করা হয়েছে। আইন ও স্বাধীনতার মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর।

আইন বলতে সমাজ স্বীকৃত এবং রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত নিয়মকানুনকে বোঝায়, যা মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং মানুষের মঙ্গলের জন্য প্রণয়ন করা হয়। পক্ষান্তরে অন্যের কাজে হস্তক্ষেপ বা কোনো প্রকার বাধা সৃষ্টি না করে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে কাজ করাই হলো স্বাধীনতা।

উদ্দীপকের ছক-২ এর বৈশিষ্ট্য বা তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করলে সেখানে আইন ও স্বাধীনতার চিত্র খুঁজে পাওয়া যায়। আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। স্বাধীনতা আইন সৃষ্টি করে। তবে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও আইনের অবর্তমানে স্বাধীনতা টিকে থাকতে পারে না। আইনের অবর্তমানে সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ফলে প্রভাবশালী যে কেউ সহজেই অন্যের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে সমর্থ হয়। কিন্তু স্বাধীনতা জনগণের আত্মবিকাশের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে। এসব সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয় আইনের মাধ্যমে। এক একটি আইন এক একটি স্বাধীনতা। আইনের নিয়ন্ত্রণ আছে বলেই সবাই স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে। আইন স্বাধীনতার পূর্বশর্ত। আইন স্বাধীনতার রক্ষক হিসেবেও কাজ করে। এ সম্পর্কে জন লক যথার্থই বলেছেন "যেখানে আইন থাকে না, সেখানে স্বাধীনতা থাকতে পারে না।" আইনের নিয়ন্ত্রণ আছে বলেই স্বাধীনতা রক্ষা পায়। পিতামাতা যেমন সন্তানের রক্ষক হিসেবে কাজ করে তেমনি আইন সর্ব প্রকার বিরোধী শক্তিকে প্রতিহত করে স্বাধীনতাকে রক্ষা করে।

আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, আইন ও স্বাধীনতা একে অপরের সহযোগী হিসেবে জনগণের অধিকার নিশ্চিত করে তাদের জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্যে ভরে তোলে।

প্রশ্ন ▶ ০৪ 'Y' ও তার কয়েক বন্ধু মিলে বিনোদপুর গ্রামে "সবুজ বাংলা" নামে একটি সমিতি গঠন করে। এই প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের মতামত ও দেশের প্রচলিত আইন অনুসরণ করে তৈরি হয় সংস্থার নিয়ম-নীতি। অন্যদিকে 'Z' তার সমমনা যুবকদের নিয়ে "আশার আলো" নামক একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। উক্ত প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য সহজ, সরল, বোধগম্য ও সদস্যদের সামাজিক রীতিনীতি এবং সংস্থার মৌলিক অধিকারগুলোর বিষয় উল্লেখ রেখে নীতিমালা তৈরি করেন।

ক. সংবিধান কাকে বলে? ১
খ. "বৃটিশ সংবিধান তৈরি হয়নি, গড়ে উঠেছে" উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. কোন পদ্ধতিতে 'Y' এর সংবিধান প্রণয়ন হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'Z' সংস্থায় কোন সংবিধানের বৈশিষ্ট্য উল্লিখিত হয়েছে বলে তুমি মনে কর? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[ঢা. বো. ২০২৫]

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব নিয়মের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় তাকে সংবিধান বলে।

খ সংবিধান প্রণয়নের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। তার মধ্যে ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে সংবিধান প্রণয়ন অন্যতম একটি পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে ব্রিটেনের সংবিধান প্রণয়ন করা হয়েছে।

বিবর্তনের মাধ্যমে সংবিধান গড়ে উঠতে পারে। যেমন– ব্রিটেনের সংবিধান ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে লোকাচার ও প্রথার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে সংবিধান কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণয়ন করা হয় না, ধীরে ধীরে গড়ে উঠে। তাই বলা হয়, ব্রিটিশ সংবিধান তৈরি হয়নি, গড়ে উঠেছে।

গ আলাপ-আলোচনা পদ্ধতিতে 'Y' এর সংবিধান প্রণয়ন করা হয়েছে।

একটি দেশের সংবিধান বিভিন্ন পদ্ধতি মেনে তৈরি হয়। এর মধ্যে একটি পদ্ধতি হলো আলাপ আলোচনার মাধ্যমে। সংবিধানের প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত গণপরিষদের সদস্যদের আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সংবিধান রচিত হতে পারে। ভারত, পাকিস্তান ও যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান এভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানও আলাপ আলোচনার মাধ্যমে গণপরিষদ কর্তৃক ১৯৭২ সালে প্রণয়ন করা হয়। সংবিধানের প্রণয়নের যতগুলো পদ্ধতি আছে তার মধ্যে জনপ্রিয়, গ্রহণযোগ্য ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি হলো আলাপ-আলোচনা পদ্ধতি।

উদ্দীপকের 'Y' ও তার কয়েক বন্ধু মিলে বিনোদপুর গ্রামে "সবুজ বাংলা" নামে একটি সমিতি গঠন করে। এই প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের মতামত ও দেশের প্রচলিত আইন অনুসরণ করে তৈরি হয় সংস্থার নিয়ম-নীতি। এভাবে তৈরিকৃত নিয়মকানুন সংবিধান প্রণয়ন পদ্ধতির আলাপ-আলোচনা পদ্ধতি অনুসরণ করেই তৈরি করা হয়েছে। কেননা সমিতির সদস্যরা নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা ও দেশে প্রচলিত আইন অনুসরণ করে তাদের নিয়মনীতি তৈরি করেছে। এরূপ পদ্ধতি আলাপ-আলোচনা পদ্ধতিকেই নির্দেশ করে।

ঘ 'Z' সংস্থায় একটি উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্য উল্লিখিত হয়েছে বলে আমি মনে করি।

উত্তম সংবিধান এমন একটি সংবিধান, যেখানে রাষ্ট্রের সকল রীতিনীতি সুস্পষ্ট এবং নাগরিকের চাহিদার পূর্ণ প্রতিফলন ঘটে। এ ধরনের সংবিধান লিখিত হওয়ায় সেখানে শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন ধারা ও নীতিমালা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে। জনগণের কাছে তা সুস্পষ্ট ও সহজেই বোধগম্য হয়। এ ধরনের সংবিধান সাধারণত সংক্ষিপ্ত আকারের হয়। উত্তম সংবিধানে নাগরিকের মৌলিক অধিকারেরও উল্লেখ থাকে। এর ফলে জনগণ তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়। এছাড়া উত্তম সংবিধানের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো সেখানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি উল্লেখ করা থাকে। যেমন বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতাকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকের 'আশার আলো' নামক সমিতির নিয়মনীতিটি লিখিত। জনকল্যাণকামী, মৌলিক অধিকার, পরিবর্তন ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা রেখে ছোটো ও সকলের বোধগম্য ভাষার প্রণীত হয়েছে। যা উন্নত দেশ গঠনে ভূমিকা রাখে। এরূপ ঘটনায় সহজেই বোঝা যায়, 'আশার আলো' নামক সমিতির নিয়মনীতি উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে। কেননা, একটি উত্তম সংবিধান হয় সুস্পষ্ট, সংক্ষিপ্ত, মৌলিক অধিকারের স্পষ্টতা, জনকল্যাণকামী। এসব বৈশিষ্ট্যগুলো সমিতির নিয়মনীতির বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বিদ্যমান। তাই উক্ত নিয়মনীতি উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে।

প্রশ্ন ▶ ০৫

ছক-১	ছক-২
• গণমাধ্যমগুলো নেতার নিয়ন্ত্রণে। • নাগরিকের মৌলিক অধিকার খর্ব। • বর্তমান বিশ্বে কোনো দেশ এই ব্যবস্থা সমর্থন করে না।	• একাধিক অঞ্চল মিলে গঠিত। • কেন্দ্রীয় সরকারের কাজ কম। • কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাচারিতা লোপ পায়।

ক. কল্যাণমূলক রাষ্ট্র কাকে বলে? ১
খ. পুঁজিবাদী রাষ্ট্র কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ছক-১, কোন রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি– ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ছক-২ এ যে সরকারব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে তার গুণগুলো বিশ্লেষণ কর। ৪

[ঢা. বো. ২০২৫]

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে রাষ্ট্র জনসাধারণের প্রাত্যহিক ন্যূনতম চাহিদা পূরণের জন্য জনকল্যাণমূলক কাজ করে তাকে কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বলে।

খ পুঁজিবাদী রাষ্ট্র বলতে সেই রাষ্ট্রকে বোঝায়, যেখানে সম্পত্তির উপর নাগরিকদের ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করা হয়।

পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদানসমূহ (ভূমি, শ্রম, মূলধন ও ব্যবস্থাপনা) ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকে। এর উপর সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। অবাধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। এ ধরনের রাষ্ট্রে নাগরিকগণ সম্পদের মালিকানা ও ভোগের ক্ষেত্রে স্বাধীন। বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রই পুঁজিবাদী।

গ ছক-১, একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি।

একনায়কতন্ত্র এক ধরনের স্বেচ্ছাচারী শাসনব্যবস্থা। এতে রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত না থেকে একজন স্বেচ্ছাচারী শাসক বা দল বা শ্রেণির হাতে ন্যস্ত থাকে। এতে নেতাই দলের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। আর তিনি একনায়ক বা ডিকটেটর।

উদ্দীপকের ছক-১ এর উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ করলে দেখা যায়, ঐ রাষ্ট্রে গণমাধ্যমগুলো নেতার নিয়ন্ত্রণে। নাগরিকের মৌলিক অধিকার খর্ব। বর্তমান বিশ্বে কোনো দেশ এই ব্যবস্থা সমর্থন করে না। এরূপ বর্ণনায় একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পায়। কেননা একটি একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো একজন নেতা বা একনায়কের ইচ্ছাতেই দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হবে। সেখানে গণমাধ্যম ও জনগণের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা বলে কিছু থাকে না। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের ছক-১ এর রাষ্ট্রে একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বিদ্যমান।

ঘ ছক-২ এ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অনেক গুণ রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলতে সেই ধরনের সরকারকে বোঝায়, যেখানে একাধিক অঞ্চল বা প্রদেশ মিলে একটি সরকার গঠন করে। এ ধরনের সরকার ক্ষমতা বণ্টনের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এতে সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার কিছু অংশ প্রদেশ বা আঞ্চলিক সরকারের এবং জাতীয় বিষয়গুলো কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকে। ফলে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় উভয় সরকারই মৌলিক ক্ষমতার অধিকারী হয় এবং স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র থেকে দেশ পরিচালনা করে।

উদ্দীপকের ছক-২ এ উল্লিখিত সরকারব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো হলো এটি একাধিক অঞ্চল মিলে গঠিত। কেন্দ্রীয় সরকারের কাজ কম। কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাচারিতা লোপ পায়। এতে স্পষ্টভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পায়। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য ও ভিন্নতা বজায় রেখে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলে। এতে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ও ভিন্নতাকে স্বীকৃতি দিয়ে সেগুলোকে লালন করা হয়। ফলে এ ব্যবস্থায় বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য গড়ে উঠে। এ সরকারব্যবস্থায় সংবিধানের মাধ্যমে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করে দেওয়া হয়। ফলে কেন্দ্রের কাজের চাপ কমে যায় এবং কেন্দ্রের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন সহজ হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় আঞ্চলিক সরকার সহজেই অঞ্চলের সমস্যাগুলো বুঝতে এবং তা চিহ্নিত করে সমাধান করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় জনগণ রাজনৈতিকভাবে অধিকতর সচেতন হয়ে উঠে। এ ধরনের ব্যবস্থা স্থানীয় নেতৃত্ব বিকাশে খুবই সহায়ক। কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বন্টনের ফলে কেন্দ্র নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে না। ফলে কেন্দ্রের স্বেচ্ছাচারী হওয়ার আশঙ্কা থাকে না।

সুতরাং বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার নানারকম গুণে গুণান্বিত।

প্রশ্ন ▶ ০৬ 'A' ও 'B' রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ অলংকার ও সম্মানজনক পদে অধিষ্ঠিত। প্রতিষ্ঠানের সকল শাসন সংক্রান্ত কাজ 'A' এর নামে পরিচালিত এবং 'B' ব্যক্তির নিয়োগ দিলেও অন্যান্য উচ্চপদস্থ নিয়োগসহ সকল পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত 'B' এর নির্দেশে হয়।

ক. সচিবালয় কী? ১

খ. জেলা প্রশাসককে কালেক্টর বলা হয় কেন? ২

গ. বাংলাদেশে 'A' ব্যক্তি কীভাবে নির্বাচিত হয়– ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে 'B' এর পদমর্যাদাসহ কাজের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ কর। ৪

[ঢা. বো. ২০২৫]

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে স্থানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়গুলো অবস্থিত তাই সচিবালয় নামে পরিচিত।

খ জেলা প্রশাসক জেলার রাজস্ব সংক্রান্ত ও আর্থিক কাজ সম্পাদন করেন বলে তিনি কালেকটর নামে পরিচিত।

জেলা প্রশাসন মাঠ বা স্থানীয় প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর। এর প্রধান নির্বাহী কর্তা হলেন জেলা প্রশাসক। তার বহুবিধ কাজের মধ্যে একটি হলো রাজস্ব সংক্রান্ত ও আর্থিক কাজ। জেলা প্রশাসক জেলা কোষাগারের রক্ষক ও পরিচালক। জেলার সব ধরনের রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব তার, সে কারণে তিনি কালেকটর নামে পরিচিত। এছাড়া তিনি ভূমি উন্নয়ন, রেজিস্ট্রেশন ও রাজস্বসংক্রান্ত বিবাদ মীমাংসা করে থাকেন।

গ বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে 'A' ব্যক্তি হলেন রাষ্ট্রপতি। তিনি পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন।

বাংলাদেশে সংসদীয় সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান। এরূপ সরকারব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি হলেন রাষ্ট্রপ্রধান। তবে রাষ্ট্রপতি পদটি একটি অলংকারিক ও নিয়মতান্ত্রিক পদ। তিনি প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রপতির নামে রাষ্ট্রের যাবতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হলেও প্রকৃত শাসনক্ষমতা প্রধানমন্ত্রী ভোগ করেন।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, 'A' রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ অলংকার এবং প্রতিষ্ঠানের সকল শাসন সংক্রান্ত কাজ তাঁর নামে পরিচালিত। সরকারের সকল নির্বাহী ক্ষমতা মি. 'A' এর নামে পরিচালিত হয়। তিনি রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডে পরামর্শ দেন কিন্তু স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত প্রদান করতে পারেন না। তিনি রাষ্ট্রের সাংবিধানিক পদের প্রধানদের নিয়োগ দেন। সুতরাং স্পষ্টত তিনি বাংলাদেশে মহামান্য রাষ্ট্রপতি পদের প্রতিচ্ছবি। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটে নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রপতি ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হন কিন্তু ১০ বছরের বেশি তিনি তাঁর পদে বহাল থাকতে পারেন না। তাঁর বিরুদ্ধে কোনো অসৎ অভিযোগ প্রমাণিত হলে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার জন্য কোনো সাংসদকে অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক এবং বয়স কমপক্ষে ৩৫ বছর হতে হবে।

ঘ উদ্দীপকে 'B' হলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর প্রতিচ্ছবি। তিনি শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি হিসেবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন।

সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী হলেন প্রকৃত শাসক। তিনি সরকারপ্রধান। তাকে কেন্দ্র করে দেশের সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ অর্জনকারী দলের নেতাই প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন।

উদ্দীপকে 'B' এর তথ্যগুলো বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় তিনিই শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি। কারণ সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রিপরিষদ প্রকৃত

শাসক। প্রধানমন্ত্রী একই সাথে সংসদের নেতা, মন্ত্রিসভার নেতা এবং সরকারপ্রধান। তাকে কেন্দ্র করে মন্ত্রিপরিষদ গঠিত ও এর কাজ পরিচালিত হয় বিধায় তাকে রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি বলা হয়। তিনি মন্ত্রিসভার সদস্যসংখ্যা নির্ধারণ করেন ও মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেন। তার নির্দেশনা অনুযায়ী মন্ত্রীরা বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। তিনি পদত্যাগ করলে সকল মন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হয়। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীকে কেন্দ্র করেই রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয় বিধায় প্রধানমন্ত্রীকে রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি বলা হয়।

আলোচনার পরিশেষে তাই এটি স্পষ্ট হয়, প্রধানমন্ত্রী হলেন সংসদীয় সরকারব্যবস্থার প্রকৃত শাসক। তাঁকে কেন্দ্র করে দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয় এবং তিনি পুরো প্রশাসন যন্ত্রের নিয়ন্ত্রক। সুতরাং তার ক্ষমতা অপ্রতিরোধ্য।

প্রশ্ন ▸ ০৭ পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রেই সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য প্রতিষ্ঠান রয়েছে। বাংলাদেশে এটি দৃশ্যমান ও সাংবিধানিকভাবে তৈরি যার রয়েছে নিজস্ব সচিবালয়। উক্ত সংগঠনের সদস্যগণ দেশের শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তি কর্তৃক নির্বাচিত।

ক. রাজনৈতিক দল কাকে বলে? ১
খ. 'এক ব্যক্তি, এক ভোট' পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটির গঠন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটির ক্ষমতা ও কার্যাবলি বিশ্লেষণ কর। ৪

[ঢা. বো. ২০২৫]

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি দেশের জনগোষ্ঠীর যে অংশ বা যারা একটি আদর্শ বা কিছু নীতি বা কর্মসূচির ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় সমস্যা সমাধানে সংগঠিত হয়, তাদেরকে রাজনৈতিক দল বলে।

খ নির্বাচন পদ্ধতির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হচ্ছে– 'এক ব্যক্তি, এক ভোট' পদ্ধতি।

'এক ব্যক্তি, এক ভোট' বর্তমানে সর্বত্র গৃহীত নীতি। এ পদ্ধতিতে একটি আসনের জন্য যেকোনো সংখ্যক প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন। একজন ভোটার কেবল তার পছন্দের প্রার্থীকে একটি ভোট দিবেন। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে, যিনি বেশি ভোট পাবেন তিনি নির্বাচিত হবেন। অর্থাৎ 'এক ব্যক্তি, এক ভোট' বলতে একজন ব্যক্তির একটিমাত্র ভোটপ্রদানকেই বোঝায়।

গ উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি হলো বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন।

সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা হলো গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ। আর এই সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় নির্বাচন কমিশন গঠিত। এটি একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রেই সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য প্রতিষ্ঠান রয়েছে। বাংলাদেশে এটি দৃশ্যমান ও সাংবিধানিকভাবে তৈরি যার রয়েছে নিজস্ব সচিবালয়। উক্ত সংগঠনের সদস্যগণ দেশের শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তি কর্তৃক নির্বাচিত। এরূপ বর্ণনা নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ করে। কেননা প্রার্থী মনোনয়নসহ একটি নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশন অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে। বাংলাদেশ সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদের আওতায় নির্বাচন কমিশন গঠিত। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও চারজন কমিশনারসহ মোট পাঁচজনকে নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠিত। আর এ কমিশনের মেয়াদ পাঁচ বছর। কমিশনারবৃন্দ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন। নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান।

ঘ উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি হলো নির্বাচন কমিশন। এ প্রতিষ্ঠানটির ক্ষমতা ও কার্যাবলি ব্যাপক ও বিস্তৃত।

সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনব্যবস্থা গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ। আর এ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব থাকে নির্বাচন কমিশনের ওপর। নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করতে কমিশন নানারকম কর্মসূচি প্রণয়ন করে থাকে। এর মাধ্যমে মূলত তারা গণতন্ত্রকে সুসংহত করার পথ তৈরি করে দেয়।

উদ্দীপকের বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটি তথা নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে নানামুখী কাজ করে থাকে। কারণ, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণের পূর্বশর্ত হচ্ছে কার্যকর নির্বাচনব্যবস্থা। এ কমিশনের দায়িত্ব হলো নির্বাচনের উপর জনগণের আস্থা অর্জনের জন্য নির্বাচন পরিচালনা, ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণ, ভোটারদের পরিচয়পত্র প্রদান, আইনকর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য সকল নির্বাচন পরিচালনা ও আনুষঙ্গিক কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা। নির্বাচনে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র বাছাইকরণ, দল সম্পর্কিত নীতিমালা ও নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজও নির্বাচন কমিশন করে থাকে। নির্বাচন কমিশনের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ করা। এছাড়াও নির্বাচনি আইন তৈরি করে নির্বাচন কমিশন প্রার্থীদের দুর্নীতির পথকে বন্ধ করে দেয়। এ কারণে নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়ে থাকে।

উক্ত আলোচনার পর এ কথা বলা যায়, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশনের কোনো বিকল্প নেই।

প্রশ্ন ▸ ০৮ জনাব 'ক' স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের পরোক্ষভাবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, যার সদস্য ২১। অন্যদিকে, জনাব 'খ' দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরকেন্দ্রিক একটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি। উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধান, প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদার অধিকারী এবং রাষ্ট্রের নির্বাহী কার্যক্রম পরিচালিত ব্যক্তি দ্বারা শপথ নেন।

ক. স্থানীয় সরকারব্যবস্থা কাকে বলে? ১
খ. নারীর ক্ষমতায়ন বলতে কী বুঝায়? ২
গ. জনাব 'ক' কর্তৃক পরিচালিত সংস্থার গঠন ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব 'খ' এর প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি বিশ্লেষণ কর। ৪

[ঢা. বো. ২০২৫]

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমগ্র রাষ্ট্রকে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত করে ক্ষুদ্রতর পরিসরে প্রতিষ্ঠিত সরকারব্যবস্থাকে স্থানীয় সরকারব্যবস্থা বলে।

খ পরিবার, সমাজ ও জাতীয় ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ, মতামত প্রকাশ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাই হলো নারীর ক্ষমতায়ন।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক হলো নারী। আর সমাজের অর্ধেক অংশকে অধিকারবঞ্চিত রেখে কোনো সমাজ ও রাষ্ট্র উন্নতি লাভ করতে পারে না। এজন্য সারা বিশ্বে বর্তমানে নারীর ক্ষমতায়নকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। যার প্রেক্ষিতে ১৯৫২ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা নারীর রাজনৈতিক অধিকারের কথা ঘোষণা করে। তাই আমরা বলতে পারি, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, পারিবারিক ও সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অধিকারের সমতা, অংশগ্রহণ, মতামত প্রকাশ ও মূল্যায়নকেই নারীর ক্ষমতায়ন বলে।

গ জনাব 'ক' কর্তৃক পরিচালিত সংস্থাটি হলো জেলা পরিষদ।

জেলা পরিষদ স্থানীয় প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট। জেলার আইনশৃঙ্খলার উন্নয়ন এবং জনগণের জীবনমান উন্নয়নে জেলা পরিষদ কাজ করে। এক্ষেত্রে জেলা পরিষদের প্রধান তথা জেলা প্রশাসক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে জনাব 'ক' স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের পরোক্ষভাবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, যার সদস্য ২১। এর মাধ্যমে জেলা পরিষদকে উপস্থাপন করা হয়েছে। কেননা, ২০০০ সালে জেলা পরিষদ আইন অনুযায়ী একজন চেয়ারম্যান, ১৫ জন সদস্য এবং সংরক্ষিত আসনে ৫ জন মহিলা সদস্যসহ মোট ২১ জন নিয়ে জেলা পরিষদ গঠিত হয়। এ আইন অনুযায়ী জেলার অন্তর্ভুক্ত সিটি কর্পোরেশনের (যদি থাকে) মেয়র ও কমিশনারবৃন্দ, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান, পৌরসভার মেয়র ও কমিশনার এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সকল সদস্যদের ভোটে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য নির্বাচিত হবেন। অর্থাৎ পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে জেলা পরিষদের প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হবেন। তবে আইন অনুযায়ী জাতীয় সংসদের সদস্য বা অন্য কোনো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান বা সদস্যদের স্বীয় পদে থেকে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বা সদস্য পদে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার সুযোগ নেই।

ঘ জনাব 'খ' এর প্রতিষ্ঠানটি হলো সিটি কর্পোরেশন। শহরাঞ্চলের উন্নয়নে এটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে।

বাংলাদেশের স্থানীয় প্রশাসন ব্যবস্থার সর্বোচ্চ ইউনিট হলো সিটি কর্পোরেশন। এটি দেশের বড় বড় বিভাগীয় শহরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এসব নগরবাসীর উন্নত জীবন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সিটি কর্পোরেশন গড়ে উঠেছে। সিটি কর্পোরেশন প্রধানকে বলা হয় সিটি মেয়র যার শপথ বাক্য পাঠ করান প্রধানমন্ত্রী। তিনি একজন প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদা ভোগ করেন।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, জনাব 'খ' দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরকেন্দ্রীক একটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি। উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধান, প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদার অধিকারী এবং রাষ্ট্রের নির্বাহী কার্যক্রম পরিচালিত ব্যক্তি দ্বারা শপথ নেন। এসব তথ্যগুলো সিটি কর্পোরেশনকে উপস্থাপন করে। বাংলাদেশের সিটি কর্পোরেশনগুলো একটি শহরের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে। এদের প্রধান কার্যাবলির মধ্যে রয়েছে রাস্তা নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পানি সরবরাহ, ড্রেনেজ ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যসেবা ও পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিতকরণ। এছাড়া জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন, লাইটিং ব্যবস্থা, জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম, খেলার মাঠ ও পার্ক রক্ষণাবেক্ষণ এবং কর আদায় করাও সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্ব। নগরবাসীর নিরাপদ ও সুশৃঙ্খল জীবনযাপনের জন্য এই প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়মিত কাজ করে থাকে। স্থানীয় জনগণের চাহিদা অনুযায়ী সেবা প্রদান করাই সিটি কর্পোরেশনের মূল লক্ষ্য।

আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, সিটি কর্পোরেশনের গুরুত্বপূর্ণ এসব কার্যক্রমগুলোর কার্যকর বাস্তবায়ন ও পরিচালনার মাধ্যমে একটি আধুনিক ও বাসযোগ্য শহর গড়ে তোলা সম্ভব।

প্রশ্ন ▸ ০৯ গ্রামের রিক্সা চালক করিম মিয়া ছয় কন্যা সন্তানের জনক। তিনি অল্প বয়সে সংসার করে ভালো আয় করলেও পরিবারের সকল সদস্যের মৌলিক চাহিদা পূরণ হয় না। তিনি বড় মেয়েকে এসএসসি পরীক্ষার আগেই বিয়ে দেন। বিয়ের পরে স্বামী বিভিন্ন সময় বাবার বাড়ি থেকে জিনিসপত্র আনতে বলেন। আনতে রাজি না হলে ঝগড়া বিবাদ করেন। এমনকি তালাক দেয়ার হুমকিও দেন।

ক. নিরক্ষরতা কাকে বলে? ১
খ. খাদ্য নিরাপত্তা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে করিম মিয়ার সমস্যাটি চিহ্নিত করে কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের করিম মিয়ার মেয়ের সামাজিক সমস্যার কারণগুলো বিশ্লেষণ কর। ৪

[ঢা. বো. ২০২৫]

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক অক্ষরজ্ঞানহীনতাকে বা লেখাপড়া না জানাকে নিরক্ষরতা বলে।

খ খাদ্যনিরাপত্তা বলতে খাদ্যের সহজলভ্যতা, খাদ্য ক্রয় করার ক্ষমতা এবং খাদ্যের পুষ্টি এই তিনটি বিষয়কে বোঝানো হয়।

যখন কোনো রাষ্ট্রে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য মজুদ থাকে এবং জনগণের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করা হয় তখন সেই রাষ্ট্রে খাদ্যনিরাপত্তা আছে বলে মনে করা হয়। খাদ্যনিরাপত্তার ফলে নাগরিকদের মধ্যে খাদ্য সংকটের আশঙ্কা থাকে না। খাদ্য সংকট মোকাবিলার জন্য সঠিক খাদ্যনীতি বা খাদ্যনিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রয়োজন।

গ উদ্দীপকে করিম মিয়ার সমস্যাটি হলো জনসংখ্যা সমস্যা যার পেছনে অনেক কারণ রয়েছে।

জনসংখ্যা সমস্যা বলতে অধিক জনসংখ্যার প্রভাবে সৃষ্ট সমস্যাকে নির্দেশ করে। দেশের সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা বেশি হলে তা সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হয়। অধিক জনসংখ্যার কারণে খাদ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বিনোদন প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নানা সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করে।

উদ্দীপকের রিক্সাচালক করিম মিয়া ছয় কন্যা সন্তানের জনক। তিনি অল্প বয়সে সংসার করে ভালো আয় করলেও পরিবারের সকল সদস্যের মৌলিক চাহিদা পূরণ হয় না। এরূপ বর্ণনায় জনসংখ্যা সমস্যা প্রকাশ পেয়েছে। বাংলাদেশে জনসংখ্যা সমস্যার প্রধান কারণ হলো সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতার অভাব। অনেকেই পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব বোঝে না বা মানতে চায় না। এছাড়া, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার ঘাটতি, বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায়, সমস্যাটিকে আরও বাড়িয়ে তোলে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে সন্তানকে ভবিষ্যতের উপার্জনক্ষম শক্তি হিসেবে ভাবার প্রবণতা রয়েছে। সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কারও জন্মনিয়ন্ত্রণে বাধা সৃষ্টি করে। নারীদের শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত থাকায় পরিবারে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা কম। এসব কারণে বাংলাদেশে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা অর্থনীতি, পরিবেশ ও জীবনমানের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

ঘ উদ্দীপকের করিম মিয়ার মেয়ের সামাজিক সমস্যাটি হলো নারী নির্যাতন। এর পেছনে অনেকগুলো কারণ বিদ্যমান।

নারী নির্যাতন বলতে বোঝায় এমন যেকোনো কাজ বা আচরণ যা নারীর বিরুদ্ধে সংঘটিত করা হয় এবং নারীর শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি করে। তাছাড়া কোনো ক্ষতি সাধনের হুমকি অথবা ব্যক্তিগত জীবনে নারীর স্বাধীনতা হরণ করাও নারী নির্যাতনের অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দীপকে করিম মিয়ার মেয়ে নারী নির্যাতনের শিকার যার পেছনে নানাবিধ কারণ বিদ্যমান। বাংলাদেশে দারিদ্র্য, কুসংস্কার, শিক্ষা ও সচেতনতায় পিছিয়ে থাকা নারীদের নির্যাতনের মুখে ফেলছে। বিশেষ করে যৌতুকপ্রথা, বাল্যবিবাহ ও পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা নারী নির্যাতনের প্রধান চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করছে। অনেক পুরুষ এখনও নারীকে অধীন ও দুর্বল হিসেবে দেখে, ফলে তাদের ওপর শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতন চালানো হয়। আইনের অপপ্রয়োগ, বিচারপ্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রিতা ও ভুক্তভোগীর ন্যায্য সহায়তা না পাওয়া পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। সামাজিক ও পারিবারিকভাবে নারীকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ না দেওয়াও একধরনের নিপীড়ন। এই অবস্থার পরিবর্তনে প্রয়োজন নারীর শিক্ষা, সচেতনতা, আত্মনির্ভরতা এবং আইনের কঠোর প্রয়োগ। পাশাপাশি পরিবার ও সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন নারী নির্যাতন প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

সুতরাং বলা যায়, নারী নির্যাতনের পেছনে একক কোনো কারণ নয় বরং একাধিক কারণ জড়িত।

প্রশ্ন ▶ ১০ একটি রাষ্ট্র 'ক' ও 'খ' আলাদা ভূ-খড। 'ক' অংশের শাসকেরা 'খ' অংশের জনগণকে শোষণ করার হাতিয়ার হিসেবে প্রথমেই তাদের নিজস্ব বর্ণমালার উপর আঘাত হানে। যা 'খ' ভূ-খড়ের সর্বস্তরের মানুষকে প্রচণ্ডভাবে প্রতিবাদী করে তোলে এবং একটি সংগঠনের মাধ্যমে আন্দোলন সংগ্রাম করে ও বহু রক্তের বিনিময়ে নিজেদের বর্ণমালা প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং পরবর্তীতে এই আন্দোলনই 'খ' ভূ-খড়ের জনগণকে মুক্তির পথে উৎসাহিত করেছিল।

ক. লাহোর প্রস্তাব কী? ১
খ. ছয় দফাকে বাঙালির মুক্তির সনদ বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে কোন আন্দোলন প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আন্দোলনের মধ্যে স্বাধীনতার বীজ নিহীত ছিল। বিশ্লেষণ কর। ৪

[ঢা. বো. ২০২৫]

১০নং প্রশ্নের উত্তর

বি.দ্র. : ২০২৫ সালে প্রদত্ত পাঠ্যবই বহির্ভূত উদ্দীপক ও প্রশ্ন।

প্রশ্ন ▶ ১১ পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধের ব্যাপক ধ্বংসলীলার অভিশাপ থেকে মুক্ত করে মানবকল্যাণে শাস্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশায় গঠিত হয় সবচেয়ে বড় সংগঠন। এই সংস্থার সদর দপ্তর যুক্তরাষ্ট্রে। বর্তমান বাংলাদেশসহ এর সদস্য ১৯৩।

ক. OIC এর পূর্ণরূপ লেখ। ১
খ. সার্ক কেন গঠন করা হয়েছিল? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংস্থাটির গঠনের পটভূমি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত সংগঠনটির সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক মূল্যায়ন কর। ৪

[ঢা. বো. ২০২৫]

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক OIC এর পূর্ণরূপ হলো Organization of Islamic Cooperation.

খ সার্কের পুরো নাম দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা। এটি দক্ষিণ এশিয়ার আটটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত।

সদস্য রাষ্ট্রগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতি সাধনের লক্ষ্যে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলো বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, অপুষ্টি, জনসংখ্যার আধিক্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি এসব দেশের দীর্ঘদিনের সমস্যা। পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে এসব সমস্যা দূরীকরণ ও পারস্পরিক উন্নয়নের লক্ষ্যকে এগিয়ে নিতে সার্ক গঠিত হয়। এছাড়াও সার্ক গঠনের আরো কতগুলো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সংস্থাটি হলো জাতিসংঘ। এটি গঠনের মূল পটভূমি ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই জাতিসংঘের সৃষ্টি হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯২০ সালে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গঠিত হয় 'লীগ অব নেশনস'। কিন্তু এ প্রতিষ্ঠানটি সাংগঠনিক দুর্বলতা ও অন্যান্য কারণে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হলে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধের ব্যাপক ধ্বংসলীলার অভিশাপ থেকে মুক্ত করে মানবকল্যাণে শাস্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশায় গঠিত হয় সবচেয়ে বড় সংগঠন। এই সংস্থার সদর দপ্তর যুক্তরাষ্ট্রে। বর্তমান বাংলাদেশসহ এর সদস্য ১৯৩। এরূপ তথ্যগুলো জাতিসংঘকে রূপায়িত করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা বিশ্ববাসীকে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবনে বাধ্য করে। যুদ্ধপরবর্তী বিশ্বে স্থায়ী শান্তি, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও মানবাধিকারের সুরক্ষায় একটি বৈশ্বিক সংস্থার প্রয়োজন অনুভূত হয়। এই প্রেক্ষাপটে ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর 'জাতিসংঘ' প্রতিষ্ঠিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের সান ফ্রান্সিসকো শহরে ৫০টি রাষ্ট্র এক সম্মেলনের মাধ্যমে জাতিসংঘ সনদ গ্রহণ করে। জাতিসংঘের মূল লক্ষ্য হলো-বিশ্বশান্তি রক্ষা, যুদ্ধ প্রতিরোধ, মানবাধিকার সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন সহযোগিতা বৃদ্ধি। 'লিগ অব নেশনস'-এর ব্যর্থতা থেকেও শিক্ষা নিয়ে জাতিসংঘ গঠিত হয়, যাতে ভবিষ্যতে আরেকটি বিশ্বযুদ্ধ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়।

ঘ উক্ত সংগঠনটির সাথে তথা জাতিসংঘের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক তাৎপর্যপূর্ণ।

বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশ জাতিসংঘের নীতি ও আদর্শের প্রতি আস্থাশীল রয়েছে। বাংলাদেশ বিভিন্ন সময়ে নানা সমস্যা মোকাবিলায় জাতিসংঘের সহযোগিতা পেয়েছে। কার্যত আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকেই জাতিসংঘের সাথে বাংলাদেশের গভীর হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী প্রায় এক কোটি শরণার্থীকে জাতিসংঘ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদি মানবিক সাহায্য দিয়ে বেঁচে থাকার সুযোগ করে দিয়েছিল। স্বাধীনতাপরবর্তী সময়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনেও জাতিসংঘ সাহায্য-সহযোগিতা করেছিল। জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের পর জাতিসংঘের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশের ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। বাংলাদেশ এ পর্যন্ত দুবার নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদ লাভ করে যা দেশের জন্য এক বিরল সম্মান। তাছাড়া এ সংস্থা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য ও পুষ্টি, যোগাযোগ, শিশু মৃত্যু হ্রাস, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন, বিজ্ঞান, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির উন্নয়ন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে অগ্রগতি অর্জনে যথেষ্ট সাহায্য করছে। জাতিসংঘ আমাদের ভাষা ও শহিদ দিবস ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা দিয়ে বাংলা ভাষাকে সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। ১৯৯১ সালে মিয়ানমার হতে লাখ লাখ রোহিঙ্গা প্রবেশ করলে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে জাতিসংঘ ও তার বিভিন্ন সংস্থা বাংলাদেশকে বিপুলভাবে সাহায্য করায় বাংলাদেশ বিভিন্ন সমস্যা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়। ২০১২ সালে আন্তর্জাতিক আদালতের এক রায়ে মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নিয়ে এক বিরোধ নিষ্পত্তি হয় এবং এক বিশাল সমুদ্রসীমার উপর বাংলাদেশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তাছাড়া জাতিসংঘের সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে বাংলাদেশ বিভিন্ন দেশে জাতিসংঘ সেনাবাহিনীতে সেনাসদস্য পাঠিয়ে বিশ্বশান্তি রক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।

সুতরাং সার্বিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, জাতিসংঘের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

রাজশাহী বোর্ড–২০২৫

পৌরনীতি ও নাগরিকতা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড : 1 4 0

সময় : ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান : ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. বিশ্বে নাগরিক ও নাগরিকতার ধারণার উদ্ভব হয় কত বছর পূর্বে?
ⓚ ১,০০০ ⓛ ১,৫০০ ⓜ ২,০০০ ⓝ ২,৫০০

২. পরিবারসহ মিরপুর চিড়িয়াখানায় যাওয়া পরিবারের কোন কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত?
ক মনস্তাত্ত্বিক খ বিনোদনমূলক গ শিক্ষামূলক ঘ সাংস্কৃতিক

৩. আইনের উৎস হলো–
i. বিচারকের রায় ii. ফৌজদারি আইন ও দণ্ডবিধি iii. ন্যায়বোধ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

☐ **উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
বাংলাদেশের এক দম্পতি কানাডায় গিয়ে দুই বছরের মধ্যে একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিল। হাবিব নামের সেই পুত্র সন্তানটি বর্তমানে কানাডায় শিক্ষা গ্রহণ করে নাগরিকতা লাভ করেছে। এখন সে ইঞ্জিনিয়ারিং পেশায় নিযুক্ত আছে।

৪. হাবিব নাগরিকতা অর্জনের কোন পদ্ধতিতে কানাডার নাগরিকতা অর্জন করেছে?
ক বিশেষ বিবেচনার নীতি খ জন্মস্থান নীতি
গ জন্ম নীতি ঘ অনুমোদন সূত্র নীতি

৫. হাবিব কানাডায় যে আইনগত অধিকারগুলো ভোগ করে সেগুলো হলো–
i. সবল ব্যক্তির নিকট দুর্বলের সাহায্য লাভের অধিকার
ii. চলাফেরা ও মতপ্রকাশের অধিকার
iii. যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করার অধিকার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৬. ইংল্যান্ডের সংবিধান প্রণীত হয়েছে–
i. অনুমোদনের মাধ্যমে ii. আলাপ আলোচনার মাধ্যমে
iii. ক্রম বিবর্তনের মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭. কোনটি এককেন্দ্রীক রাষ্ট্রের প্রকৃষ্ট উদাহরণ?
ক যুক্তরাজ্য খ যুক্তরাষ্ট্র গ ভারত ঘ পাকিস্তান

৮. নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বলতে বুঝায়–
i. রাজা বা রানিকে জনগণ সমর্থন করে
ii. জনগণের সমর্থন ব্যতীত রাজা বা রানি নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হন
iii. জনগণের প্রতিনিধিদের প্রাধান্য থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
বাবুল দক্ষিণ আমেরিকার দেশ সুরিনামে গিয়ে দেখতে পায় সে দেশের রাষ্ট্রপ্রধান জনগণের সরাসরি ভোটে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। আবার আইন সভার সদস্যরাও জনগণের সরাসরি ভোটে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্র পরিচালনায় আইনসভার কথা শুনতে বাধ্য নন।

৯. তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে উদ্দীপকের দেশ সুরিনামে কোন ধরনের সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান?
ক একনায়কতান্ত্রিক খ যুক্তরাষ্ট্রীয়
গ সংসদীয় ঘ রাষ্ট্রপতি

১০. বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর সর্বনিম্ন স্তরে রয়েছে কোনটি?
ক গ্রাম পরিষদ খ ইউনিয়ন পরিষদ
গ উপজেলা পরিষদ ঘ মাঠ প্রশাসন

১১. গণতন্ত্র বিকাশে কার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি?
ক রাজনৈতিক দলের খ জনপ্রতিনিধিদের
গ বিচার বিভাগের ঘ শাসন বিভাগের

১২. লীগ অব নেশনস গঠিত হয় কোন সালে?
ক ১৯২০ খ ১৯৪৫ গ ১৯৪১ ঘ ১৯১৮

১৩. কোনটি স্বায়ত্তশাসিত সরকারের প্রকৃষ্ট উদাহরণ?
ক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার খ ইউনিয়ন পরিষদ
গ উপজেলা পরিষদ ঘ জেলা পরিষদ

১৪. তিন পার্বত্য জেলা আঞ্চলিক পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা কত?
ক ১৫ খ ২০ গ ২৫ ঘ ৩০

☐ **উদ্দীপকের উদ্ধার বহুমুখী সমিতির কাঠামোগুলো দেখে ১৫ ও ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**

উদ্ধার বহুমুখী সমিতি

ক: সমিতির নির্বাচিত সদস্যরা তাদের সভাপতি নির্বাচিত করেন। সভাপতি সমিতি পরিচালনার জন্য ১০ জন সদস্যকে নিয়োগ করেন যারা সভাপতি ও সাধারণ সদস্যদের নিকট দায়ী।

খ: সমিতির নির্বাচিত সকল সদস্য সমিতির নিয়মকানুন প্রণয়ন ও সংশোধন করতে পারেন। সমিতির নিয়োগপ্রাপ্ত আর একটি অংশ সমিতির বিরোধসমূহ নিষ্পত্তি করতে পারে।

১৫. তোমার পাঠ্যবই অনুসারে সমিতির 'ক' অংশের সভাপতি পদটি কাকে নির্দেশ করে?
ক প্রধানমন্ত্রী খ রাষ্ট্রপতি গ স্পিকার ঘ সচিব

১৬. তোমার পাঠ্যবই অনুসারে সমিতির 'খ' অংশে যারা নিয়মকানুন প্রণয়ন ও সংশোধন এবং বিরোধ নিষ্পত্তি করে তাদের নির্দেশ করে–
i. আইন বিভাগ ii. শাসন বিভাগ iii. বিচার বিভাগ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭. বাংলাদেশের নাগরিক সমস্যাগুলো সমাধানে কার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি থাকতে হবে?
ক জনগণের খ সরকারের
গ জাতীয় সংসদ সদস্যদের ঘ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের

১৮. বাংলাদেশের দৈনিক মাথাপিছু কত কিলোক্যালরি খাদ্যশক্তি গ্রহণ প্রয়োজন?
ক ২,১২২ খ ২,২২২ গ ২,৩২২ ঘ ২,৪২২

১৯. লাহোর প্রস্তাব কে পেশ করেন? [পাঠ্যবই বহির্ভূত প্রশ্ন]
ক এ. কে. ফজলুল হক খ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ
গ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ঘ মওলানা ভাসানী

☐ **উদ্দীপকটি পড়ে ২০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
মিলন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ৩য় বর্ষের শিক্ষার্থী। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বৃত্তি লাভের জন্য তার নিজ বসবাসকারী এলাকার একটি প্রত্যয়নপত্র দরকার। তাই এখন সে তার নিজ জেলা শহরের বাড়ির এলাকায় রওয়ানা দিয়েছে প্রত্যয়নপত্রটি আনার জন্য।

২০. মিলন কোন স্থানীয় সরকার থেকে তার প্রত্যয়নপত্রটি সংগ্রহ করবে?
ক পৌরসভা খ জেলা পরিষদ
গ উপজেলা পরিষদ ঘ ইউনিয়ন পরিষদ

২১. "সন্তান জন্মদান ও লালন পালনের জন্য সংগঠিত ক্ষুদ্র বর্গকে পরিবার বলে।"– এ উক্তিটি কার?
ক গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটল খ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ই. এম হোয়াইট
গ ম্যাকাইভার ঘ অধ্যাপক গার্নার

২২. কোন সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্ত করা হয়?
ক ত্রয়োদশ খ চতুর্দশ গ পঞ্চদশ ঘ ষোড়শ

২৩. সাম্যকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?
ক ৩ খ ৪ গ ৫ ঘ ৬

২৪. বাংলাদেশ বিশ্বের কোন সংস্থায় বলিষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে?
ক সার্ক খ ও আই সি গ কমনওয়েলথ ঘ জাতিসংঘ

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৫ ও ২৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
'ক' নামক একটি দেশের সরকার তার একটি প্রদেশে শোষণ-নির্যাতন ও বৈষম্য প্রদর্শন করলে প্রদেশটির নেতৃবৃন্দ তাদের প্রদেশের স্বার্থরক্ষার জন্য কতগুলো দাবি পেশ করে। এতে সরকার দমন-পীড়ন শুরু করলে প্রদেশটির সব জনগণ সরকারপ্রধানের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করলে সরকারপ্রধান পদত্যাগ করেন। শেষে প্রদেশের নেতৃবৃন্দ সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ করায় তাদেরকে ক্ষমতা না দিয়ে সরকার হত্যাকাণ্ড চালায়। এতে তারা সশস্ত্র বিপ্লব শুরু করে। [পাঠ্যবই বহির্ভূত প্রশ্ন]

২৫. উদ্দীপকের দাবির সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন বিষয়ের মিল রয়েছে?
ক লাহোর প্রস্তাব খ যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা
গ ছয় দফা ঘ ক্ষমতা হস্তান্তরের এক দফা

২৬. উদ্দীপকের আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারপ্রধানের পদত্যাগ এবং পরবর্তীতে নির্বাচনে জয়লাভ, হত্যাকাণ্ড ও সশস্ত্র বিপ্লব তোমার পাঠ্যবইয়ে যে ঘটনাগুলোকে নির্দেশ করে সেগুলো হলো–
i. ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ii. ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান
iii. ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৭. কোনটিকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলা যায়? [পাঠ্যবই বহির্ভূত প্রশ্ন]
ক পাকিস্তানি সৈন্যদের হত্যা করা খ পাকিস্তান থেকে স্বাধীনতা লাভ
গ ধর্ম পালনে স্বাধীনতা ঘ বহির্বিশ্বে মুক্তিযুদ্ধের কথা প্রচার করা

২৮. কার তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয়?
ক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান খ প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ
গ আইনমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদ ঘ ড. কামাল হোসেন

☐ **উদ্দীপকটি পড়ে ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
সিহাব আফ্রিকার ইতিহাস পড়ে জানতে পারল যে, এককালের দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা তথা নামিবিয়ার পৃথক জাতিসত্তা থাকা সত্ত্বেও তা দক্ষিণ আফ্রিকা কর্তৃক শাসিত হচ্ছিল। নামিবিয়ানরা স্বাধীনতা চাইলে জাতিসংঘের একটি সংস্থা বা শাখা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

২৯. উদ্দীপকের ভাষা অনুসারে জাতিসংঘের কোন সংস্থা বা শাখাটি দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা তথা নামিবিয়ার স্বাধীনতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে?
ক নিরাপত্তা পরিষদ খ সাধারণ পরিষদ
গ অছি পরিষদ ঘ আন্তর্জাতিক আদালত

৩০. গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণের পূর্বশর্ত কোনটি?
ক রাজনৈতিক দল খ জাতীয় সংসদ
গ কার্যকর নির্বাচন ব্যবস্থা ঘ স্বাধীন বিচার বিভাগ

☑ খালি ঘরগুলোতে পেন্সিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখ। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখ তোমার উত্তরগুলো সঠিক ছিল কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

রাজশাহী বোর্ড–২০২৫

পৌরনীতি ও নাগরিকতা (সৃজনশীল প্রশ্ন)

বিষয় কোড : 1 4 0

সময়– ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। স্কুল শিক্ষক রফিক সাহেব তাঁর পরিবারকে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে কৃষিকাজ, মৎস্যচাষ এবং পশুপালন করেন। পরিবারের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য তিনি সবসময় চেষ্টা করেন। আবার তিনি ক্লাসে বলেন আমরা পরিবার থেকে বড় প্রতিষ্ঠানে বসবাস করি। যা বিভিন্নভাবে গড়ে উঠেছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে জনগণের চুক্তির মাধ্যমে গড়ে ওঠা।

ক. পৌরনীতি ও নাগরিকতা কাকে বলে? ১
খ. সমাজের সাথে মানুষের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য কেন? ২
গ. উদ্দীপকে রফিক সাহেবের কাজটি পরিবারের কোন ধরনের কাজকে সমর্থন করে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রফিক সাহেবের বক্তব্যে রাষ্ট্র সৃষ্টির যে মতবাদটি ইঙ্গিত করে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

২। মাহি গোপালপুরে বাস করে। সেখানে সে স্বাধীনভাবে চলাচল করে ও মতামত দিতে পারে। ঐ সমাজ তাকে এই সুযোগ দিয়েছে। অপরদিকে, মাহি ঐ সমাজের নিয়ম-কানুন মেনে চলেন এবং উন্নয়নের জন্য অর্থ, শ্রম ও মতামত দিয়ে থাকেন। তিনি মনে করেন, যে সমাজ তাকে সুবিধা দিচ্ছে সেই সমাজের জন্য তার কিছু করণীয় রয়েছে।

ক. অনুমোদন সূত্রে নাগরিক কী? ১
খ. দ্বৈত নাগরিকতা বলতে কী বুঝায়? ২
গ. মাহির ভোগ করা সুযোগগুলোকে পাঠ্যবইয়ের নাগরিকের যে বিষয়টিকে বুঝায় তার শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে যে সমাজ সুবিধা দিচ্ছে, সেই সমাজের জন্য কিছু করণীয় উক্তিটি পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। জনাব A **বিভিন্ন** ধরনের সুযোগ-সুবিধা ও পরিবেশ ভোগ করে। কিন্তু সে খেয়াল রাখে অন্যের ক্ষেত্রে ঐগুলো ভোগ করতে বাঁধা হয়ে না দাঁড়ায়। কারণ কতগুলো নিয়মনীতির মাধ্যমে এগুলো ঠিক করে দেয়া হয়েছে। এই নিয়মগুলো না মানলে শাস্তির বিধানও রাখা হয়েছে। আর শাস্তির ভয়ে A সহ সকলেই নিয়মগুলো মেনে চলে।

ক. অর্থনৈতিক সাম্য কাকে বলে? ১
খ. আইনকে সর্বজনীন বলা হয় কেন? ২
গ. A এর ভোগকৃত বিষয়টির সাথে পাঠ্যবইয়ের কোন বিষয়টির মিল রয়েছে? ঐ বিষয়টির গুণগুলো উল্লেখ কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের নিয়মগুলোর সাথে পাঠ্যবইয়ের কোন বিষয়টির মিল রয়েছে? উক্ত বিষয়টির সাথে A এর ভোগকৃত বিষয়টির সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। জনাব X গ্রামভিত্তিক একটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান। তিনিসহ মোট ১৩ জন মিলে সেই এলাকার জনগণের সেবা দিয়ে থাকেন। আমাদের দেশে এরকম ৪৫৫৪টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। অপরদিকে জনাব X অন্য একটা প্রতিষ্ঠানের সদস্য। এখানেও একজন প্রধান থাকেন। UNO এ প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী কর্মকর্তা। বর্তমানে এ রকম ৪৯২টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

ক. বিশেষ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা কী? ১
খ. নারীর ক্ষমতায়ন কেন প্রয়োজন? ২
গ. উদ্দীপকে জনাব X যে প্রতিষ্ঠানের প্রধান তার গঠন বর্ণনা কর। ৩
ঘ. জনাব X যে প্রতিষ্ঠানের সদস্য তার কার্যাবলি বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। ১৩ বছরের শিউলী একটি দরিদ্র পরিবারের মেয়ে। তারা ৮ ভাই-বোন। দারিদ্র্যতার কারণে তার পড়ালেখা করা সম্ভব হয়নি বিধায় তার পরিবার তাকে বিয়ে দিয়ে দেয়। বিয়ের পর দেখা গেল শিউলীর স্বামী বিভিন্ন অনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত। এতে করে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। ফলে বিভিন্ন সময়ে অভিযোগ এনে প্রতিকূলতা সৃষ্টি করে শিউলীর উপর শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা দেয়।

ক. বয়স্ক শিক্ষা কী? ১
খ. জনসংখ্যার পুনর্বণ্টন কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে শিউলীর পড়ালেখা বন্ধ হওয়ার প্রধান কারণটি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে শিউলীর বিয়ের পর যে ধরনের সামাজিক সমস্যার শিকার হন তার প্রতিকারের উপায় বর্ণনা কর। ৪

৬। বর্তমান বিশ্বে প্রায় ১৯৫টি স্বাধীন রাষ্ট্র রয়েছে। প্রত্যেকটি রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য একটি নির্দিষ্ট সরকার ব্যবস্থা আছে। আবার এই সরকারেরও বিভিন্ন রূপ থাকে। তদ্রুপ 'T' ও 'Q' দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র। 'T' রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যাস্ত। জনগণই 'T' রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার উৎস। অপরদিকে 'Q' রাষ্ট্রটির শাসনক্ষমতা মন্ত্রিসভার হাতে ন্যস্ত। জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিজয়ী দল এ মন্ত্রিপরিষদ গঠন করে থাকে।

ক. এককেন্দ্রীক সরকার কী? ১
খ. নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বলতে কী বুঝায়? ২
গ. 'T' রাষ্ট্রব্যবস্থায় যে সকল অসুবিধা আছে তা পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'Q' রাষ্ট্রটিতে যে শাসনব্যবস্থা প্রচলিত তার গুণাগুণ বিশ্লেষণপূর্বক তোমার মতামত ব্যক্ত কর। ৪

৭।

তথ্য-১	তথ্য-২
আঞ্চলিক সহযোগিতা	আন্তর্জাতিক সহযোগিতা
সদস্য সংখ্যা-৮	সদস্য সংখ্যা-১৯৩
স্থাপিত হয় ১৯৮৫ সালে	স্থাপিত হয় ১৯৪৫ সালে
এর সচিবালয় কাঠমুন্ডুতে	এর সদর দপ্তর নিউইয়র্কে

ক. জাতিপুঞ্জ কী? ১
খ. ওআইসি (OIC) কেন গঠিত হয়েছিল? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. তথ্য-১ কোন সংস্থাটিকে নির্দেশ করে? তার গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তথ্য-২ সংস্থাটির সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর। ৪

৮।

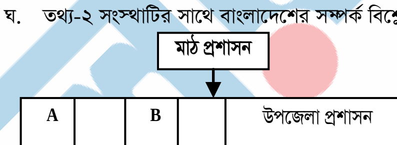

ক. অভিশংসন কী? ১
খ. প্রধানমন্ত্রীকে সরকারের স্তম্ভ বলা হয় কেন? ২
গ. ছক 'A' দ্বারা কোনটিকে নির্দেশ করে? তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ছক 'B' প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর। তার কার্যাবলি বিশ্লেষণ কর। ৪

৯। রফিক তার এলাকায় একটি সমবায় সমিতি গঠন করেন। সমিতি কী কী কাজ করবে, সদস্যরা কী দায়িত্ব পালন করবে, কী কী নিয়ম-কানুন থাকবে তা লিখে একটি বই তৈরি করলেন। সে অনুযায়ী কাজ শুরু করলেন। অপরদিকে বাবুল একটি সমিতি গঠন করলেন এবং নিয়ম-কানুনগুলো মৌখিক বলে দিলেন। আবার যখন যে ধরনের সমস্যায় পড়েন তখন নতুন নিয়মের মাধ্যমে সমাধান করেন। এ রকম নিয়মের জন্য তাদের সুবিধা ও অসুবিধা দুটোতেই পড়তে হয়।

ক. দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান কাকে বলে? ১
খ. রাষ্ট্রের জন্য সংবিধান কাকে বলে? ২
গ. বাবুলের সমিতির নিয়ম-কানুনগুলো যে ধরনের সংবিধানকে নির্দেশ করে তার বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দুই সমিতির নিয়ম-কানুনগুলোর মধ্যে কোনটিকে তুমি উত্তম সংবিধান মনে কর? পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১০। পিকুল ও রাজন দুই বন্ধু দুই দেশের অধিবাসী। চাকরির সুবাদে তারা শ্রীলঙ্কায় একত্রে থাকে। একদিন কথা প্রসঙ্গে দু'জনের মধ্যে স্বীয় দেশ সম্পর্কে আলাপচারিতার মধ্যে উঠে আসে তাদের দেশের সরকার প্রতিষ্ঠা নিয়ে। পিকুলের দেশের জনগণ একটি মধ্যবর্তী সংস্থার মাধ্যমে সরকার নির্বাচিত করে। আর রাজন বলল তার দেশে পছন্দকৃত ব্যক্তিকে সীল দেয় এবং সেক্ষেত্রে একই প্রতীকে বেশি সীলপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বিজয়ী বলে গণ্য করা হয়।

ক. রাজনৈতিক দল কাকে বলে? ১
খ. "সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা হচ্ছে গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ"– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে পিকুলের দেশে কোন নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার প্রতিষ্ঠা হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে রাজনের দেশের সরকার কোন পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়? পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১১। ১৯৪০ সালে পাঞ্জাবের প্রধান শহরে একটি দলের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সমাবেশে তৎকালীন বাংলার একজন মহান নেতা এই অঞ্চলের মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কিছু দাবি পেশ করেন। পরে দাবিগুলো বেশ পরিচিতি লাভ করে। পরবর্তীকালে ষাটের দশকের মাঝামাঝিতে ঐ নেতার নেতৃত্বে এই অঞ্চলের প্রধান দলগুলো একত্র হয় এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। পূর্ব অংশের জনগণ তাদের ব্যাপক সমর্থন দেন এবং পূর্ব অংশ পরিচালনার দায়িত্ব দেন।

ক. ভাষা আন্দোলন কাকে বলে? ১
খ. 'কালরাত্রি' বলতে কী বুঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে যে নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে যে প্রস্তাবের কথা বলা হয়েছে তার বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরমালা (রাজশাহী বোর্ড ২০২৫)

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	ঘ	২	খ	৩	খ	৪	খ	৫	ঘ	৬	খ	৭	ক	৮	গ	৯	ঘ	১০	খ	১১	ক	১২	ক	১৩	খ	১৪	গ	১৫	ক
	১৬	খ	১৭	ক	১৮	ক	১৯	ক	২০	ক	২১	গ	২২	গ	২৩	ঘ	২৪	ঘ	২৫	গ	২৬	গ	২৭		২৮	ঘ	২৯	গ	৩০	ক

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ স্কুল শিক্ষক রফিক সাহেব তাঁর পরিবারকে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে কৃষিকাজ, মৎস্যচাষ এবং পশুপালন করেন। পরিবারের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য তিনি সবসময় চেষ্টা করেন। আবার তিনি ক্লাসে বলেন আমরা পরিবার থেকে বড় প্রতিষ্ঠানে বসবাস করি। যা বিভিন্নভাবে গড়ে উঠেছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে জনগণের চুক্তির মাধ্যমে গড়ে ওঠা।

ক. পৌরনীতি ও নাগরিকতা কাকে বলে? ১

খ. সমাজের সাথে মানুষের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য কেন? ২

গ. উদ্দীপকে রফিক সাহেবের কাজটি পরিবারের কোন ধরনের কাজকে সমর্থন করে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রফিক সাহেবের বক্তব্যে রাষ্ট্র সৃষ্টির যে মতবাদটি ইঙ্গিত করে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

[রা. বো. ২০২৫]

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক নাগরিক, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের আচরণ ও কার্যাবলি নিয়ে ধারাবাহিক আলোচনার মাধ্যমে যে বিষয়টি আদর্শ নাগরিক জীবন সম্বন্ধে জ্ঞানদান করে তাকে পৌরনীতি ও নাগরিকতা বলে।

খ সমাজের সাথে মানুষের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।

মানুষকে নিয়ে সমাজ গড়ে ওঠে। আর সমাজ মানুষের বহুমুখী প্রয়োজন মিটিয়ে উন্নত ও নিরাপদ সামাজিক জীবনদান করে। সমাজের মধ্যেই মানুষের মানবীয় গুণাবলি ও সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে। সমাজকে সভ্য জীবনযাপনের আদর্শ স্থান মনে করে বলে মানুষ তার নিজের প্রয়োজনেই সমাজ গড়ে তোলে। বস্তুত মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমাজে বসবাস করে এবং সামাজিক পরিবেশেই সে নিজেকে বিকশিত করে। এসব কারণেই বলা যায়, সমাজের সাথে মানুষের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।

গ উদ্দীপকে রফিক সাহেবের কাজটি পরিবারের অর্থনৈতিক কাজকে সমর্থন করে।

পরিবারের সদস্যদের ভরণ-পোষণ অর্থাৎ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি চাহিদা পূরণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। পরিবারের সদস্যরা বিভিন্নভাবে অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে এসব চাহিদা পূরণ করে থাকে। পরিবারকে কেন্দ্র করে কুটির শিল্প, মৎস্য চাষ, কৃষিকাজ, পশুপালন ইত্যাদি অর্থনৈতিক কাজ সম্পাদিত হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে নতুন নতুন কাজের সৃষ্টি হয়েছে। আর এভাবেই বিভিন্ন প্রকার অর্থনৈতিক কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে পরিবারের সকল অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণ হয়ে থাকে। অর্থাৎ যেসব কাজের মাধ্যমে পরিবারের মানুষের অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণ হয় তার সমষ্টি হলো পরিবারের অর্থনৈতিক কাজ।

উদ্দীপকের স্কুল শিক্ষক রফিক সাহেব তাঁর পরিবারকে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে কৃষিকাজ, মৎস্যচাষ এবং পশুপালন করেন। পরিবারের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য তিনি সবসময় চেষ্টা করেন। এরূপ বর্ণনার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে পরিবারের অর্থনৈতিক কার্যাবলি প্রকাশ পায়। কেননা স্কুল শিক্ষকের সকল কাজের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো তার পরিবারের সদস্যদের সকল চাহিদা পূরণ করা। সুতরাং এ থেকে স্পষ্ট হয় তার করা কাজগুলো পরিবারের অর্থনৈতিক কাজকে উপস্থাপন করে।

ঘ রফিক সাহেবের বক্তব্যে রাষ্ট্র সৃষ্টির সামাজিক চুক্তি মতবাদকে ইঙ্গিত করে।

সামাজিক চুক্তি মতবাদ একটা প্রাচীন মতবাদ। তবে এ মতের জোর সমর্থন মেলে ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে। সামাজিক চুক্তি মতবাদের মূলকথা হলো– জনগণের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে। ব্রিটিশ দার্শনিক Hobbes বলেন, রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে বসবাস করতো। এসময় মানুষ ছিল স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক ও ঈর্ষাকাতর। ফলে প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের মধ্যে সার্বক্ষণিক সংঘর্ষ লেগেই থাকতো। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতেই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে।

উদ্দীপকের স্কুল শিক্ষক ক্লাসে বলেন আমরা পরিবার থেকে বড় প্রতিষ্ঠানে বসবাস করি। যা বিভিন্নভাবে গড়ে উঠেছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে জনগণের চুক্তির মাধ্যমে গড়ে উঠা। এরূপ বক্তব্যে রাষ্ট্র সৃষ্টির সামাজিক চুক্তি মতবাদের রূপ প্রকাশ পায়। কেননা, এ মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের প্রথম অবস্থায় মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে বসবাস করতো। তারা আইন মেনে চলতো এবং শান্তিপ্রিয় ছিল। কিন্তু প্রাকৃতিক আইনের সঠিক ব্যাখ্যা এবং আইন ভঙ্গকারীকে শাস্তি দেওয়ার কোনো সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ না থাকায় এতে বিবাদের আশঙ্কা থেকে যায়। এ পরিস্থিতি মোকাবিলা করার লক্ষ্যে মানুষ নিজেদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করে। প্রথম চুক্তি অনুযায়ী প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ নিজেদের একটি সত্তায় বা সম্প্রদায়ে পরিণত করে। এটাই সামাজিক চুক্তি হিসেবে পরিচিত। আর দ্বিতীয় চুক্তি হয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে সরকারের। চুক্তি অনুযায়ী সরকার জানমালের আমানতদারে পরিণত হয়। আর এভাবেই রাষ্ট্র ধারণার উদ্ভব হয়।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে স্কুল শিক্ষকের বক্তব্যে স্পষ্টভাবে রাষ্ট্র সৃষ্টির সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রকাশ ঘটেছে।

প্রশ্ন ▶ ০২ মাহি গোপালপুরে বাস করে। সেখানে সে স্বাধীনভাবে চলাচল করে ও মতামত দিতে পারে। ঐ সমাজ তাকে এই সুযোগ দিয়েছে। অপরদিকে, মাহি ঐ সমাজের নিয়ম-কানুন মেনে চলেন এবং উন্নয়নের জন্য অর্থ, শ্রম ও মতামত দিয়ে থাকেন। তিনি মনে করেন, যে সমাজ তাকে সুবিধা দিচ্ছে সেই সমাজের জন্য তার কিছু করণীয় রয়েছে।

ক. অনুমোদন সূত্রে নাগরিক কী? ১
খ. দ্বৈত নাগরিকতা বলতে কী বুঝায়? ২
গ. মাহির ভোগ করা সুযোগগুলোকে পাঠ্যবইয়ের নাগরিকের যে বিষয়টিকে বুঝায় তার শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে যে সমাজ সুবিধা দিচ্ছে, সেই সমাজের জন্য কিছু করণীয় রয়েছে।− উক্তিটি পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

[রা. বো. ২০২৫]

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক কতকগুলো শর্ত পালনের মাধ্যমে এক রাষ্ট্রের নাগরিক অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করলে যে নাগরিকতার সৃষ্টি হয় তাই অনুমোদনসূত্রে নাগরিকতা।

খ একজন ব্যক্তির একই সাথে দুটি রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জনকে দ্বৈত নাগরিকতা বলে।

জন্মসূত্রে নাগরিকতা অর্জনের দুটি নীতি থাকায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে দ্বৈত নাগরিকতা সৃষ্টি হতে পারে। যেমন : বাংলাদেশে নাগরিকতা নির্ধারণে জন্মনীতি অনুসরণ করে। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জন্মনীতি ও জন্মস্থান উভয় নীতি অনুসরণ করে। কাজেই বাংলাদেশের বাবা-মায়ের সন্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করলে সেই সন্তান জন্মস্থান নীতি অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকতা লাভ করবে। আবার জন্মনীতি অনুযায়ী সে বাংলাদেশের নাগরিকতা অর্জন করবে। এক্ষেত্রে দ্বৈত নাগরিকতা সৃষ্টি হবে।

গ মাহির ভোগ করা সুযোগগুলোকে পাঠ্যবইয়ের নাগরিকের অধিকারকে উপস্থাপন করে।

অধিকার হলো সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত কতকগুলো সুযোগ-সুবিধা, যা ভোগের মাধ্যমে নাগরিকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। অধিকার ব্যতীত মানুষ তার ব্যক্তিত্বকে উপলব্ধি করতে পারে না। অধিকারের মূল লক্ষ্য ব্যক্তির সর্বজনীন কল্যাণ সাধন। রাষ্ট্রের নাগরিকদের মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য অধিকার অপরিহার্য। উদ্দীপকের মাহি স্বাধীনভাবে চলাচল করে ও মতামত দিতে পারে। তার সমাজ তাকে এই সুযোগ দিয়েছে। এসব সুযোগ অধিকারকেই নির্দেশ করে। অধিকার প্রধানত দুই প্রকার। যথা− (১) নৈতিক অধিকার ও (২) আইনগত অধিকার। নৈতিক অধিকার মানুষের বিবেক এবং সামাজিক নৈতিকতা বা ন্যায়বোধ থেকে আসে। যেমন− দুর্বলের সাহায্য লাভের অধিকার নৈতিক অধিকার। নৈতিক অধিকার বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন রকম হতে পারে। অন্যদিকে যেসব অধিকার রাষ্ট্রের আইন কর্তৃক স্বীকৃত ও অনুমোদিত, সেগুলোকে আইনগত অধিকার বলে। আইনগত অধিকারকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন− (ক) সামাজিক, (খ) রাজনৈতিক ও (গ) অর্থনৈতিক অধিকার। জীবন রক্ষার, স্বাধীনভাবে চলাফেরার ও মত প্রকাশের, পরিবার গঠনের, শিক্ষার, আইনের দৃষ্টিতে সমান সুযোগ লাভের, সম্পত্তি লাভের ও ধর্মচর্চার অধিকার ইত্যাদি সামাজিক অধিকার। নির্বাচনে ভোটাধিকার, নির্বাচিত হওয়া এবং সকল প্রকার অভাব-অভিযোগ আবেদনের মাধ্যমে প্রতিকার পাওয়া হলো রাজনৈতিক অধিকার। আর জীবনধারণ করা এবং জীবনকে উন্নত ও এগিয়ে নেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপ্রদত্ত অধিকারকে অর্থনৈতিক অধিকার বলে।

ঘ যে সমাজে সুবিধা দিচ্ছে, সেই সমাজের জন্য কিছু করণীয় রয়েছে।− অধিকার ভোগ করতে হলে কর্তব্য পালন করার প্রেক্ষিতে উদ্দীপকের এ উক্তিটি যথার্থ।

অধিকার ও কর্তব্য পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। একটি ছাড়া অন্যটি কল্পনা করা যায় না। অধিকার ভোগ করতে চাইলে কর্তব্য পালন করতে হয়। একজনের অধিকার বলতে অন্যজনের কর্তব্যকে নির্দেশ করে। সন্তানের অধিকার মা-বাবার কাছে তার প্রয়োজনীয় জিনিস পাওয়ার। পক্ষান্তরে, পিতামাতার আদেশ পালন করাও তার কর্তব্য।

উদ্দীপকের মাহী মনে করেন, যে সমাজ তাকে সুবিধা দিচ্ছে সেই সমাজের জন্য তার কিছু করণীয় রয়েছে। তার এরূপ চিন্তায় অধিকার ভোগ করতে হলে যে কর্তব্য পালন করতে হয় সে বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। তার এরূপ অনুভূতি যথার্থ। কারণ অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি ভোগ করা সম্ভব নয়। আমার পথ চলার অধিকার আছে। এর অর্থ আমি পথ চলব এবং অন্যজনকেও পথ চলতে দেব। আবার, আমি যখন পথ চলব অন্যজনও আমার পথ চলার সুযোগ করে দেবে। কাজেই অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। আবার আমরা রাষ্ট্রপ্রদত্ত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ভোগ করি। তার বিনিময়ে আমাদের কিছু কর্তব্যও পালন করতে হয়। যেমন− রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকা, আইন মান্য করা, কর প্রদান করা ইত্যাদি কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই আমরা রাষ্ট্রপ্রদত্ত অধিকার ভোগ করি।

সুতরাং বলা যায়, প্রশ্নোক্ত উক্তিটি সঠিক হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ০৩ জনাব A বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা ও পরিবেশ ভোগ করে। কিন্তু সে খেয়াল রাখে অন্যের ক্ষেত্রে ঐগুলো ভোগ করতে বাঁধা হয়ে না দাঁড়ায়। কারণ কাজগুলো নিয়মনীতির মাধ্যমে এজন্যে ঠিক করে দেয়া হয়েছে। এই নিয়মগুলো না মানলে শাস্তির বিধানও রাখা হয়েছে। আর শাস্তির ভয়ে A সহ সকলেই নিয়মগুলো মেনে চলে।

ক. অর্থনৈতিক সাম্য কাকে বলে? ১
খ. আইনকে সর্বজনীন বলা হয় কেন? ২
গ. A এর ভোগকৃত বিষয়টির সাথে পাঠ্যবইয়ের কোন বিষয়টির মিল রয়েছে? ঐ বিষয়টির রূপগুলো উল্লেখ কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের নিয়মগুলোর সাথে পাঠ্যবইয়ের কোন বিষয়টির মিল রয়েছে? উক্ত বিষয়টির সাথে A এর ভোগকৃত বিষয়টির সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর। ৪

[রা. বো. ২০২৫]

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক যোগ্যতা অনুযায়ী প্রত্যেকের কাজ করার ও ন্যায্য মজুরি পাওয়ার সুযোগকে অর্থনৈতিক সাম্য বলে।

খ আইনকে সার্বজনীন বলা হয়, কারণ এটি দেশের সকল নাগরিকের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য।

আইনের অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো সর্বজনীনতা। ব্যক্তি বা পদমর্যাদা নির্বিশেষে সবাই আইনের অধীন ও দায়বদ্ধ। আইন সকলের অধিকার রক্ষা করে এবং সমাজে শৃঙ্খলা বজায় রাখে। এতে বৈষম্য দূর হয় এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। কেউই আইনের উর্ধ্বে নয়- এই নীতি থেকেই আইনের সার্বজনীনতা প্রতিষ্ঠিত। তাই আইন একটি ন্যায়সংগত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজ গঠনে অপরিহার্য।

গ A এর ভোগকৃত বিষয়টির সাথে পাঠ্যবইয়ের স্বাধীনতার মিল রয়েছে।

স্বাধীনতা হলো এমন সুযোগ-সুবিধা ও পরিবেশ, যেখানে কেউ কারও ক্ষতি না করে সকলেই নিজের অধিকার ভোগ করে। স্বাধীনতা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা করে এবং অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে বাধা অপসারণ করে।

উদ্দীপকের জনাব A বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা ও পরিবেশ ভোগ করে। কিন্তু সে খেয়াল রাখে অন্যের ক্ষেত্রে ঐগুলো ভোগ করতে বাঁধা হয়ে না দাঁড়ায়। এরূপ বর্ণনায় স্বাধীনতার বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে যার অনেকগুলো ধরন বা রূপ রয়েছে। যেমন ব্যক্তি স্বাধীনতা, সামাজিক স্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও জাতীয় স্বাধীনতা। যে স্বাধীনতা ভোগ করলে অন্যের কোনো ক্ষতি হয় না তাই ব্যক্তিস্বাধীনতা। জীবন রক্ষা, সম্পত্তি ভোগ ও বৈধ পেশা গ্রহণ করা সামাজিক স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত। ভোটদান, নির্বাচিত হওয়া, বিদেশে অবস্থানকালীন নিরাপত্তা লাভ ইত্যাদি নাগরিকের রাজনৈতিক স্বাধীনতা। আবার যোগ্যতা অনুযায়ী পেশাগ্রহণ এবং উপযুক্ত পারিশ্রমিক লাভ করাই হলো অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। আর যে স্বাধীনতার ফলে একটি রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের কর্তৃত্বমুক্ত থাকে তাই রাজনৈতিক স্বাধীনতা।

ঘ উদ্দীপকের নিয়মগুলোর সাথে পাঠ্যবইয়ের যে বিষয়টির মিল রয়েছে তা হলো আইন। আইনের সাথে A এর ভোগকৃত বিষয়টি তথা স্বাধীনতার গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

আইন বলতে সমাজ স্বীকৃত এবং রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত নিয়মকানুনকে বোঝায়, যা মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং মানুষের মঙ্গলের জন্য প্রণয়ন করা হয়। পক্ষান্তরে অন্যের কাজে হস্তক্ষেপ বা কোনো প্রকার বাধা সৃষ্টি না করে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে কাজ করাই হলো স্বাধীনতা।

উদ্দীপকটি বিশ্লেষণ করলে সেখানে আইন ও স্বাধীনতার চিত্র খুঁজে পাওয়া যায়। আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। স্বাধীনতা আইন সৃষ্টি করে। তবে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও আইনের অবর্তমানে স্বাধীনতা টিকে থাকতে পারে না। আইনের অবর্তমানে সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ফলে প্রভাবশালী যে কেউ সহজেই অন্যের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে সমর্থ হয়। কিন্তু স্বাধীনতা জনগণের আত্মবিকাশের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে। এসব সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয় আইনের মাধ্যমে। এক একটি আইন এক একটি স্বাধীনতা। আইনের নিয়ন্ত্রণ আছে বলেই সবাই স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে। আইন স্বাধীনতার পূর্বশর্ত। আইন স্বাধীনতার রক্ষক হিসেবেও কাজ করে। এই সম্পর্কে জন লক যথার্থ বলেছেন "যেখানে আইন থাকে না, সেখানে স্বাধীনতা থাকতে পারে না।" আইনের নিয়ন্ত্রণ আছে বলেই স্বাধীনতা রক্ষা পায়। পিতামাতা যেমন সন্তানের রক্ষক হিসেবে কাজ করে তেমনি আইন সর্ব প্রকার বিরোধী শক্তিকে প্রতিহত করে স্বাধীনতাকে রক্ষা করে।

আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, আইন ও স্বাধীনতা একে অপরের সহযোগী হিসেবে জনগণের অধিকার নিশ্চিত করে তাদের জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্যে ভরে তোলে।

প্রশ্ন ▸ ০৪ জনাব X গ্রামভিত্তিক একটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান। তিনিসহ মোট ১৩ জন মিলে সেই এলাকার জনগণের সেবা দিয়ে থাকেন। আমাদের দেশে এরকম ৪৫৪টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। অপরদিকে জনাব Y অন্য একটা প্রতিষ্ঠানের সদস্য। এখানেও একজন প্রধান থাকেন। UNO এ প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী কর্মকর্তা। বর্তমানে এরকম ৪৯২টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

ক. বিশেষ স্থানীয় সরকারব্যবস্থা কী? ১
খ. নারীর ক্ষমতায়ন কেন প্রয়োজন? ২
গ. উদ্দীপকে জনাব X যে প্রতিষ্ঠানের প্রধান তার গঠন বর্ণনা কর। ৩
ঘ. জনাব Y যে প্রতিষ্ঠানের সদস্য তার কার্যাবলি বিশ্লেষণ কর। ৪

[রা. বো. ২০২৫]

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর সম্পাদিত শান্তি চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে যে স্থানীয় সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয় তাই বিশেষ স্থানীয় সরকারব্যবস্থা।

খ নারীর ক্ষমতায়ন একটি সমতা ও উন্নয়নভিত্তিক সমাজ গঠনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

সমাজের অর্ধেক অংশ নারী, তাই তাদের শিক্ষা, সিদ্ধান্তগ্রহণ ও কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। নারীর ক্ষমতায়ন শুধু নারীর উন্নয়ন নয়, পুরো সমাজ ও দেশের অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য। এটি নারীদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে, সহিংসতা ও বৈষম্য হ্রাস করে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখে। তাই সমতাভিত্তিক, উন্নত ও ন্যায্য সমাজ গঠনে নারীর ক্ষমতায়ন অপরিহার্য।

গ উদ্দীপকে জনাব X যে প্রতিষ্ঠানের প্রধান সেটি হলো ইউনিয়ন পরিষদ।

বাংলাদেশের স্থানীয় প্রশাসন ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট হলো ইউনিয়ন পরিষদ। গ্রামীণ মানুষের জীবন মান উন্নয়ন এবং এলাকার উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারব্যবস্থার সবচেয়ে কার্যকরী একটি প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে পরিচিত।

উদ্দীপকের জনাব X গ্রামভিত্তিক একটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান। তিনিসহ মোট ১৩ জন মিলে সেই এলাকার জনগণের সেবা দিয়ে থাকেন। এরূপ বর্ণনায় স্পষ্টভাবে ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পায়। কেননা, একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যান, ৯টি ওয়ার্ডে ৯ জন নির্বাচিত সদস্য ও প্রতি ৩ আসনের বিপরীতে ১ জন করে মোট ৩ জন সংরক্ষিত নারী সদস্যসহ সর্বমোট ১৩ জন নিয়ে এ পরিষদ গঠিত হয়ে থাকে। ইউনিয়ন পরিষদ বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর সর্বনিম্ন পর্যায় অর্থাৎ, তৃণমূলে অবস্থিত। গড়ে ১০-১৫টি গ্রাম নিয়ে ৯টি ওয়ার্ডের সমন্বয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়।

ঘ জনাব Y উপজেলা পরিষদের সদস্য।

বাংলাদেশের স্তরভিত্তিক প্রশাসনিক ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো উপজেলা প্রশাসন যেটি বাংলাদেশের তৃণমূল পর্যায়ের প্রশাসনিক কার্যাবলি সম্পাদন করে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং এলাকার উন্নয়নে উপজেলা প্রশাসন অনন্য ভূমিকা পালন করে।

উদ্দীপকের জনাব Y এ প্রতিষ্ঠানের সদস্য। UNO এ প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী কর্মকর্তা। বর্তমানে এরকম ৪৯২টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এরূপ তথ্যগুলো উপজেলা প্রশাসনকে তুলে ধরে। বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোতে উপজেলা প্রশাসন একটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ স্তর হিসেবে কাজ করে। এটি জেলা প্রশাসনের অধীনে অবস্থিত এবং গ্রামীণ পর্যায়ের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে পরিচিত। উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে সরকারি সেবা, উন্নয়ন প্রকল্প, আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং জনগণের সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের কাজ সম্পাদন করা হয়। এই প্রশাসনিক স্তরটি জনগণের কাছে সরকারের

উপস্থিতির সরাসরি প্রতিনিধিত্ব করে। উপজেলা প্রশাসনের প্রধান হলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার (UNO), যিনি সরকারের নানান দপ্তরের কাজের সমন্বয় করেন এবং উপজেলার সার্বিক উন্নয়নের জন্য দায়িত্বশীল। তিনি সরকারের নীতি ও প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়নের জন্য উপজেলা পর্যায়ের প্রধান কর্মকর্তা। উপজেলা পরিষদ স্থানীয় উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন করে এবং সেই অনুযায়ী কাজ সম্পাদন করে। গ্রামীণ পর্যায়ের প্রশাসনিক ইউনিটগুলো উপজেলা প্রশাসনের সাথে মিলে গ্রামীণ পর্যায়ের উন্নয়ন ও সেবা প্রদানের কাজ করে। উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে সরকারি সেবা ও উন্নয়ন প্রকল্পগুলো গ্রামীণ জনগণের কাছে পৌঁছানো হয়। এই প্রশাসনিক স্তরটি জনগণের সাথে সরাসরি যোগাযোগ রাখে এবং তাদের প্রয়োজন ও অভিযোগগুলো শুনে তার সমাধানের চেষ্টা করে। এছাড়াও উপজেলা প্রশাসন জনগণের সাথে সরকারের নীতি ও প্রকল্পগুলোর বিষয়ে সংলাপ স্থাপন করে এবং তাদের মতামত ও পরামর্শগুলো সরকারের কাছে পৌঁছে দেয়।

আলোচনা শেষে বলা যায়, উপজেলা প্রশাসন বাংলাদেশের স্থানীয় প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট হিসেবে কাজ করে এবং এর ভূমিকা অগ্রগণ্য।

প্রশ্ন ▸ ০৫ ১৩ বছরের শিউলী একটি দরিদ্র পরিবারের মেয়ে। তারা ৮ ভাই-বোন। দারিদ্র্যতার কারণে তার পড়ালেখা করা সম্ভব হয়নি বিধায় তার পরিবার তাকে বিয়ে দিয়ে দেয়। বিয়ের পর দেখা গেল শিউলীর স্বামী বিভিন্ন অনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত। এতে করে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। ফলে বিভিন্ন সময়ে অভিযোগ এনে প্রতিকূলতা সৃষ্টি করে শিউলীর উপর শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা দেয়।

ক. বয়স্ক শিক্ষা কী? ১

খ. জনসংখ্যার পুনর্বণ্টন কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে শিউলীর পড়ালেখা বন্ধ হওয়ার প্রধান কারণটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে শিউলীর বিয়ের পর যে ধরনের সামাজিক সমস্যার শিকার হন তার প্রতিকারের উপায় বর্ণনা কর। ৪

[রা. বো. ২০২৫]

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক বয়স্ক শিক্ষা হলো প্রথাগত শিক্ষার বাইরে প্রাপ্তবয়স্কদের অক্ষরজ্ঞানের পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া।

খ জনসংখ্যার পুনর্বণ্টন বলতে জনসংখ্যার সুষম ব্যবস্থাপনা বোঝায়।

বাংলাদেশের সর্বত্র জনসংখ্যার অবস্থান একই রকম নয়। কাজেই যেখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব খুব বেশি সেখান থেকে অল্প ঘনত্ব এলাকায় জনসংখ্যা সরিয়ে নিয়ে জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনায় ভারসাম্য রক্ষা করার এ প্রক্রিয়াই হলো জনসংখ্যার পুনর্বণ্টন। এর ফলে জনগণের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, সেই সাথে তাদের জীবনযাত্রার মানও বৃদ্ধি পাবে।

গ উদ্দীপকে শিউলীর পড়ালেখা বন্ধ হওয়ার প্রধান কারণটি হলো জনসংখ্যা সমস্যা।

জনসংখ্যা সমস্যা বাংলাদেশ ও বিশ্বের একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা। মানুষের জন্মহার মৃত্যুহারকে ছাড়িয়ে গেলে এবং এ জন্মহার দেশের সম্পদের বৃদ্ধিকে ছাড়িয়ে গেলে জনসংখ্যা একটি দেশের সমস্যায় পরিণত হয়। কারণ বাড়তি জনসংখ্যার চাহিদা দেশের সীমিত সম্পদ দিয়ে পূরণ করা সম্ভব হয় না। তাই ভবিষ্যৎ বংশধরদের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে বিশ্ব জনসংখ্যার বর্তমান বৃদ্ধির হার কমানোর প্রয়োজন রয়েছে।

উদ্দীপকের ১৩ বছরের শিউলী একটি দরিদ্র পরিবারের মেয়ে। তারা ৮ ভাই-বোন। দারিদ্র্যতার কারণে তার পড়ালেখা করা সম্ভব হয়নি। তার লেখাপড়া বন্ধের পেছনে প্রধান কারণ হলো জনসংখ্যা সমস্যা। কেননা তার পরিবারে ৮ ভাইবোন। এরূপ বিশাল পরিবারের ভরণপোষণ করা দরিদ্র পিতামাতার পক্ষে সম্ভব না বিধায় তার পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যায়। মূলত তাদের দারিদ্র্যতার প্রধান কারণ হলো অধিক জনসংখ্যা।

ঘ উদ্দীপকে শিউলীর বিয়ের পর বাংলাদেশের অন্যতম একটি সামাজিক সমস্যা নারী নির্যাতনের শিকার হন।

নারী নির্যাতন বর্তমান বাংলাদেশের একটি অন্যতম নাগরিক সমস্যা। এ সমস্যা বর্তমানে ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে। পারিবারিক নির্যাতন ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের অন্যতম কারণ। তাই নারী নির্যাতন প্রতিরোধে প্রয়োজন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।

উদ্দীপকের শিউলীর স্বামী বিভিন্ন অনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত। বিভিন্ন সময়ে তার স্বামী তাই শিউলীর উপর শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা দেয়। এটি নারী নির্যাতনেরই প্রতিচ্ছবি। এই ভয়াবহ সামাজিক সমস্যা তথা নারী নির্যাতন রোধে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। নারী নির্যাতনের কারণগুলো প্রতিকারের পাশাপাশি কঠোর আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে অপরাধীদের শাস্তির ব্যবস্থা নিতে হবে। সমাজের সদস্য হিসেবে নারীকে হতে হবে সাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন, শিক্ষিত, অর্থনৈতিক ও ব্যক্তিগতভাবে আত্মনির্ভরশীল। নারীর বিভিন্ন অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এছাড়াও নারী নির্যাতন রোধে বিদ্যমান আইনের কঠোর বাস্তবায়ন দরকার। প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়ন বা পুরাতন আইন সংশোধন করে অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিদান নারী নির্যাতন রোধে ভূমিকা রাখবে। নির্যাতিত দরিদ্র ও অসহায় নারীদের আইনি সহায়তা প্রদান করে নারী নির্যাতন রোধ করা সম্ভব। এতে নারীদের প্রতি 'অবলা' মনোভাব দূর হবে যা অপরাধীদের অপরাধ করতে ভীতি তৈরি করবে। নারী নির্যাতনের বিশেষ কারণ হলো- ধর্মীয় অনুশাসন না মানা। ইসলামের দেওয়া নারী অধিকার নারীদের দেওয়া হলে তারা কখনো নির্যাতনের শিকার হবে না। তাছাড়া পাঠ্যপুস্তকসহ বিভিন্ন মাধ্যমে সচেতনতা তৈরি করা গেলে নারীর প্রতি মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আসবে যা নারী নির্যাতন রোধ করবে।

আলোচনা থেকে বলা যায়, নারী নির্যাতন প্রতিরোধে আইনের প্রয়োগের পাশাপাশি নারী-পুরুষ উভয়কে সচেতন হতে হবে। কোনো নারী যেন নির্যাতনের শিকার না হয় সেজন্য সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

প্রশ্ন ▸ ০৬ বর্তমান বিশ্বে প্রায় ১৯৫টি স্বাধীন রাষ্ট্র রয়েছে। প্রত্যেকটি রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য একটি নির্দিষ্ট সরকারব্যবস্থা আছে। আবার এই সরকারেরও বিভিন্ন রূপ থাকে। তদ্রূপ 'T' ও 'Q' দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র। 'T' রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত। জনগণই 'T' রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার উৎস। অপরদিকে 'Q' রাষ্ট্রটির শাসনক্ষমতা মন্ত্রিসভার হাতে ন্যস্ত। জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিজয়ী দল এ মন্ত্রিপরিষদ গঠন করে থাকে।

ক. এককেন্দ্রিক সরকার কী? ১
খ. নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বলতে কী বুঝায়? ২
গ. 'T' রাষ্ট্রব্যবস্থায় যে সকল অসুবিধা আছে তা পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'Q' রাষ্ট্রটিতে যে শাসনব্যবস্থা প্রচলিত তার গুণাগুণ বিশ্লেষণপূর্বক তোমার মতামত ব্যক্ত কর। ৪

[রা. বো. ২০২৫]

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সরকারের সমস্ত কার্যাবলি একটিমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয় সে সরকারই এককেন্দ্রিক সরকার।

খ নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বলতে এমন একটি শাসনব্যবস্থাকে বোঝায়, যেখানে রাষ্ট্রের প্রধান রাজা বা রানি হলেও তাঁর ক্ষমতা সংবিধান বা আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে।

নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে রাজা মূলত আনুষ্ঠানিক ও প্রতীকী প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন, আর প্রকৃত শাসনক্ষমতা থাকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে। আইন প্রণয়ন, প্রশাসন ও বিচারিক কার্যক্রম পরিচালিত হয় গণতান্ত্রিক নিয়ম অনুযায়ী। ফলে এটি গণতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের এক ভারসাম্যপূর্ণ রূপ হিসেবে বিবেচিত। বর্তমানে ব্রিটেনে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বিদ্যমান।

গ 'T' রাষ্ট্রব্যবস্থাটি হলো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি। এ রাষ্ট্রব্যবস্থার বেশকিছু অসুবিধা আছে।

যে শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা রাষ্ট্রের সকল সদস্য তথা জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে, তাকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে। এটি এমন একটি শাসনব্যবস্থা যেখানে শাসনকার্যে জনগণের সকলে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং সকলে মিলে সরকার গঠন করে। এছাড়াও নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় অর্থাৎ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তিত হয়। গণতন্ত্রে জনগণের আস্থার ওপর সরকারের স্থায়িত্ব নির্ভর করে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, 'T' রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত। জনগণই 'T' রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার উৎস। এর মাধ্যমে মূলত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনমতের প্রাধান্য থাকলেও এতে কিছু ত্রুটি রয়েছে। অনেক সময় অযোগ্য নেতৃত্ব নির্বাচিত হয়, যা শাসনব্যবস্থায় অদক্ষতা সৃষ্টি করে। এছাড়া সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছা সংখ্যালঘুদের অধিকার উপেক্ষা করতে পারে। রাজনৈতিক দলগুলোর স্বার্থপরতা এবং অতিরিক্ত প্রতিযোগিতা সিদ্ধান্তগ্রহণে বিলম্ব ঘটায়। ভোট কেনাবেচা, দুর্নীতি ও অপপ্রচারের কারণে গণতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। এসব ত্রুটি সত্ত্বেও গণতন্ত্র জনগণের মত প্রকাশের একটি শক্তিশালী মাধ্যম।

ঘ 'Q' রাষ্ট্রটিতে সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত শাসনব্যবস্থা প্রচলিত।

যে সরকারব্যবস্থায় শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং শাসন বিভাগের স্থায়িত্ব ও কার্যকারিতা আইন বিভাগের উপর নির্ভরশীল তাকে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার বা সংসদীয় পদ্ধতির সরকার বলে। এতে মন্ত্রিসভার হাতে দেশের শাসন ক্ষমতা থাকে। সাধারণ নির্বাচনে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী দল মন্ত্রিসভা গঠন করেন। দলের আস্থাভাজন ব্যক্তি হন প্রধানমন্ত্রী। তিনি দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের মধ্য থেকে অন্যান্য মন্ত্রী নিয়োগ করেন ও তাদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেন।

উদ্দীপকে 'Q' রাষ্ট্রটির শাসনক্ষমতা মন্ত্রিসভার হাতে ন্যস্ত। জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিজয়ী দল এ মন্ত্রিপরিষদ গঠন করে থাকে। এ থেকে বোঝা যায় রাষ্ট্রটিতে সংসদীয় সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান। সংসদীয় সরকারব্যবস্থার নানারকম গুণ রয়েছে। এ ধরনের সরকারব্যবস্থায় জনগণের মত প্রকাশ ও সরকারের সমালোচনার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে। সরকার কোনোভাবেই জনগণের মতামত উপেক্ষা করে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। শাসন বিভাগের সদস্যগণ আইনসভার সদস্য হওয়ায় এ সরকারব্যবস্থায় আইন ও শাসন বিভাগের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকে। বিরোধী দল এ ব্যবস্থায় বিকল্প সরকার হিসেবে সরকারের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করে থাকে। অপরদিকে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে রাষ্ট্রপতি হলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। যেখানে তিনিই সরকার প্রধান, কারও কাছে জবাবদিহিতা থাকে না এবং নিজের মতামত অন্যদের উপর চাপিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় এমনটি হওয়া সম্ভব নয়।

সুতরাং বলা যায়, সংসদীয় সরকারব্যবস্থাটি অনেক গুণে গুণান্বিত।

প্রশ্ন ▸ ০৭

তথ্য-১	তথ্য-২
আঞ্চলিক সহযোগিতা	আন্তর্জাতিক সহযোগিতা
সদস্য সংখ্যা-৮	সদস্য সংখ্যা-১৯৩
স্থাপিত হয় ১৯৮৫ সালে	স্থাপিত হয় ১৯৪৫ সালে
এর সচিবালয় কাঠমুন্ডুতে	এর সদরদপ্তর নিউইয়র্কে

ক. জাতিপুঞ্জ কী? ১
খ. ওআইসি (OIC) কেন গঠিত হয়েছিল? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. তথ্য-১ কোন সংস্থাটিকে নির্দেশ করে? তার গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তথ্য-২ সংস্থাটির সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর। ৪

[রা. বো. ২০২৫]

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯২০ সালে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সংগঠন হলো জাতিপুঞ্জ।

খ বিশ্বের মুসলিম প্রধান দেশগুলোর একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন হচ্ছে ওআইসি।

সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বজায় রেখে শত্রুর কবল থেকে ইসলামি স্থানগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও বহিঃশত্রুর ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সম্মিলিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা ওআইসির প্রাথমিক লক্ষ্য। এছাড়া ইসলামি ভ্রাতৃত্ব ও সংহতি জোরদার করা, রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সর্বক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধি, বর্ণ বৈষম্যবাদ বিলোপ ইসলামি পবিত্র স্থানগুলোর নিরাপত্তা বিধান করা, মুসলমানদের মর্যাদা রক্ষা প্রভৃতি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে OIC প্রতিষ্ঠিত হয়।

গ তথ্য-১ সার্ক নামক সংস্থাটিকে নির্দেশ করে।

১৯৮৫ সালের ৮ই ডিসেম্বর তারিখে ঢাকায় সার্কের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে এর সদস্য রাষ্ট্রের সংখ্যা আটটি। সার্ক সচিবালয় নেপালের রাজধানী কাঠমুন্ডুতে অবস্থিত।

উদ্দীপকের তথ্য-১ এর তথ্যগুলো হলো- আঞ্চলিক সহযোগিতা, সদস্য সংখ্যা ৮, স্থাপিত হয় ১৯৮৫ সালে এবং এর সচিবালয় কাঠমুন্ডুতে। এরূপ তথ্যগুলো সার্ককে উপস্থাপন করে। দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলোর দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, অপুষ্টি, জনসংখ্যার আধিক্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি সমস্যা দূরীকরণ ও পারস্পরিক উন্নয়নের লক্ষ্যকে এগিয়ে নিতে সার্ক গঠিত হয়। এছাড়া সার্ক গঠনের আরো কতকগুলো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে। যেমন–

১. সার্কভুক্ত দেশগুলোর জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করা;
২. এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়ন ও সংস্কৃতির বিকাশ নিশ্চিত করা;
৩. দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোকে জাতীয়ভাবে আত্মনির্ভরশীল করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
৪. এ অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলোর সাধারণ স্বার্থে সহানুভূতি ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা;
৫. বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন;
৬. অন্যান্য আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন করে সার্কের লক্ষ্য বাস্তবায়নে উদ্যোগী হওয়া;
৭. সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বিরাজমান বিরোধ ও সমস্যা দূর করে পারস্পরিক সমঝোতা সৃষ্টি করা;
৮. দেশগুলোর সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার নীতি মেনে চলা এবং
৯. অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা।

ঘ তথ্য-২ এর সংস্থাটি হলো জাতিসংঘ। আর জাতিসংঘের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও বন্ধুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশ জাতিসংঘের নীতি ও আদর্শের প্রতি আস্থাশীল রয়েছে। বাংলাদেশ বিভিন্ন সময়ে নানা সমস্যা মোকাবিলায় জাতিসংঘের সহযোগিতা পেয়েছে। কার্যত আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকেই জাতিসংঘের সাথে বাংলাদেশের গভীর হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী প্রায় এক কোটি শরণার্থীকে জাতিসংঘ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদি মানবিক সাহায্য দিয়ে বেঁচে থাকার সুযোগ করে দিয়েছিল। স্বাধীনতা - পরবর্তী সময়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনেও জাতিসংঘ সাহায্য-সহযোগিতা করেছিল। জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের পর জাতিসংঘের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশের ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। বাংলাদেশ এ পর্যন্ত দুবার নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদ লাভ করে যা দেশের জন্য এক বিরল সম্মান। তাছাড়া এ সংস্থা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য ও পুষ্টি, যোগাযোগ, শিশু মৃত্যু হ্রাস, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন, বিজ্ঞান, কৃষি ও সংস্কৃতির উন্নয়ন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে অগ্রগতি অর্জনে যথেষ্ট সাহায্য করছে। জাতিসংঘ আমাদের ভাষা ও শহিদ দিবস ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা দিয়ে বাংলা ভাষাকে সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। ১৯৯১ সালে মিয়ানমার হতে লাখ লাখ রোহিঙ্গা প্রবেশ করলে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে জাতিসংঘ ও তার বিভিন্ন সংস্থা বাংলাদেশকে বিপুলভাবে সাহায্য করায় বাংলাদেশ বিভিন্ন সমস্যা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়। ২০১২ সালে আন্তর্জাতিক আদালতের এক রায়ে মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নিয়ে এক বিরোধ নিষ্পত্তি হয় এবং এক বিশাল সমুদ্রসীমার উপর বাংলাদেশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তাছাড়া জাতিসংঘের সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে বাংলাদেশ বিভিন্ন দেশে জাতিসংঘ সেনাবাহিনীতে সেনাসদস্য পাঠিয়ে বিশ্বশান্তি রক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।

সুতরাং সার্বিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, জাতিসংঘের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

প্রশ্ন ▶ ০৮

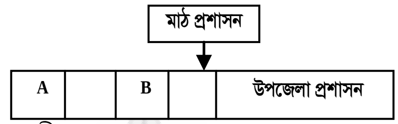

ক. অভিশংসন কী? ১
খ. প্রধানমন্ত্রীকে সরকারের স্তম্ভ বলা হয় কেন? ২
গ. ছক 'A' দ্বারা কোনটিকে নির্দেশ করে? তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ছক 'B' প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর। তার কার্যাবলি বিশ্লেষণ কর। ৪

[রা. বো. ২০২৫]

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংবিধান লঙ্ঘন বা কোনো গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত করে দায়িত্ব থেকে অপসারণের প্রক্রিয়া হলো অভিশংসন।

খ প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিপরিষদের কেন্দ্রবিন্দু এবং প্রধান ব্যক্তি বলে তাকে মন্ত্রিসভার স্তম্ভ বলা হয়।

প্রধানমন্ত্রী অন্য মন্ত্রীদের সংখ্যা নির্ধারণ, কাজ বণ্টন ও তদারক করেন ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কাজে সমন্বয়সাধন করেন। প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিপরিষদের যে কাউকে নিয়োগ, পরিচালনা ও অপসারণ করতে পারেন। আর প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে পুরো মন্ত্রিসভা বিলুপ্ত হয়ে যায়। এভাবে মন্ত্রিসভার চূড়ায় অবস্থান করে পুরো মন্ত্রিসভা টিকিয়ে রাখেন বিধায় প্রধানমন্ত্রীকে মন্ত্রিসভার স্তম্ভ বলা হয়।

গ ছক 'A' দ্বারা বিভাগীয় প্রশাসনকে নির্দেশ করে।

বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো স্তরভিত্তিক। প্রথম স্তরটি হলো কেন্দ্রীয় প্রশাসন। আর দ্বিতীয় স্তরটি হলো মাঠ প্রশাসন। মাঠ প্রশাসনের প্রথম ধাপ বিভাগীয় প্রশাসন, দ্বিতীয় ধাপ জেলা প্রশাসন এবং তৃতীয় ধাপ উপজেলা প্রশাসন। বাংলাদেশে আটটি বিভাগ রয়েছে। প্রতিটি বিভাগের প্রশাসনিক প্রধান হলেন একজন বিভাগীয় কমিশনার। উদ্দীপকে ডায়াগ্রামে বাংলাদেশের মাঠ প্রশাসনের ছক চিত্রিত হয়েছে। এ মাঠ প্রশাসনের প্রথম স্তর হলো বিভাগীয় প্রশাসন যা 'A' দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। বিভাগীয় প্রশাসনের প্রধানকে বলা হয় বিভাগীয় কমিশনার। বিভাগীয় কমিশনার জেলা প্রশাসকদের কাজ তদারক করেন। বিভাগের উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধান করেন। ভূমি রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করেন ও খাস জমির তদারক করেন। তিনি জেলা প্রশাসকদের বদলি করতে পারেন। বিভাগের ক্রীড়া উন্নয়ন, শিল্পকলা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নয়ন সাধন করেন। জনকল্যাণ ও সেবামূলক কাজ পরিচালনা করেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন।

ঘ ছক 'B' দ্বারা জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ করা হয়েছে। মাঠ প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর হিসেবে জেলা প্রশাসন গুরুত্বপূর্ণ সব কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে।

জেলা প্রশাসনের প্রধান হলেন জেলা প্রশাসক যিনি জেলার সার্বিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। জেলার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ (শিক্ষা, কৃষি, শিল্প, রাস্তাঘাট ও যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি) বাস্তবায়নের দায়িত্বও তাঁর। তিনি জেলায় প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন।

উদ্দীপকে ডায়াগ্রামে 'B' দ্বারা উপস্থাপিত বাংলাদেশের মাঠ প্রশাসনের দ্বিতীয় স্তরটি হলো জেলা প্রশাসন। একজন জেলা প্রশাসক জেলা প্রশাসনের প্রধান সঞ্চালক ও পরিচালক। তিনি জেলার উন্নয়নমূলক কাজের পাশাপাশি কেন্দ্র থেকে আসা সকল আদেশ-নির্দেশ ও সিদ্ধান্ত তিনি তাঁর জেলায় বাস্তবায়ন করেন। জেলার বিভিন্ন অফিসের কাজ তদারক ও সমন্বয় করেন এবং জেলার বিভিন্ন শূন্য পদে লোক নিয়োগ করেন। তিনি জেলা কোষাগারের রক্ষক ও পরিচালক। জেলার সব ধরনের রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব তাঁর। সে কারণে তিনি কালেক্টর নামে পরিচিত। জেলার মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও জনগণের জীবনের নিরাপত্তা প্রদানের দায়িত্ব তার ওপর ন্যস্ত। তিনি পুলিশ প্রশাসনের সাহায্যে এ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। তাছাড়া তিনি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর যেমন– উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা ও ইউনিয়নের কাজ তত্ত্বাবধান করেন। তিনি জেলার অধীনস্ত সকল বিভাগ ও সংস্থার কাজের সমন্বয় করেন। তাছাড়া তিনি জেলার সর্বোচ্চ ব্যক্তি হিসেবে জেলার সংবাদপত্র ও প্রকাশনা বিভাগের নিয়ন্ত্রণ করেন। বিভিন্ন লাইসেন্স দেন, জেলার বিভিন্ন বিষয়ের তথ্য সংগ্রহ করেন এবং সে সম্পর্কে সরকারকে অবহিত করেন। এসব কাজের জন্য তাকে জেলার মূলস্তম্ভ বলা হয়।

পরিশেষে বলা যায়, জেলা প্রশাসনের প্রধান হিসেবে একজন জেলা প্রশাসক জেলার সেবক, পরিচালক ও বন্ধু হিসেবে পরিচিত।

প্রশ্ন ▶ ০৯ রফিক তার এলাকায় একটি সমবায় সমিতি গঠন করেন। সমিতি কী কী কাজ করবে, সদস্যরা কী দায়িত্ব পালন করবে, কী কী নিয়ম-কানুন থাকবে তা লিখে একটি বই তৈরি করলেন। সে অনুযায়ী কাজ শুরু করলেন। অপরদিকে বাবুল একটি সমিতি গঠন করলেন এবং নিয়ম-কানুনগুলো মৌখিক বলে দিলেন। আবার যখন যে ধরনের সমস্যায় পড়েন তখন নতুন নিয়মের মাধ্যমে সমাধান করেন। এরকম নিয়মের জন্য তাদের সুবিধা ও অসুবিধা দুটোতেই পড়তে হয়।

ক. দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান কাকে বলে? ১

খ. রাষ্ট্রের জন্য সংবিধান কেন প্রয়োজন? ২

গ. বাবুলের সমিতির নিয়ম-কানুনগুলো যে ধরনের সংবিধানকে নির্দেশ করে তার বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দুই সমিতির নিয়ম-কানুনগুলোর মধ্যে কোনটিকে তুমি উত্তম সংবিধান মনে কর? পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

[রা. বো. ২০২৫]

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সংবিধান সহজে পরিবর্তন বা সংশোধন করা যায় না, তাকে দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান বলে।

খ সংবিধান হলো রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক দলিল। এজন্য একটি রাষ্ট্রে সংবিধান অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

সংবিধানই একটি রাষ্ট্রের আইনের অনুশাসন প্রতিষ্ঠা করে এবং নাগরিকদের সকল অধিকার সংরক্ষণ করে। সংবিধানবিহীন রাষ্ট্র কল্পনাতীত। সংবিধান রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের আদেশ জারি করে থাকে। সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে কী সম্পর্ক বিদ্যমান তা নির্দিষ্ট করে সংবিধান। সংবিধান সরকারের সংগঠন নির্ধারণ করে এবং নাগরিকদের রাজনৈতিক জীবনের দিকনির্দেশনা প্রদান করে। এসব কারণেই প্রতিটি রাষ্ট্রে সংবিধান প্রয়োজন।

গ বাবুলের সমিতির নিয়ম-কানুনগুলো অলিখিত সংবিধানকে নির্দেশ করে।

যে সংবিধানের ধারাগুলো কোনো দলিলে লিপিবদ্ধ থাকে না তাকে অলিখিত সংবিধান বলে। অলিখিত সংবিধানের অধিকাংশ নিয়ম কোনো দলিলে লিপিবদ্ধ থাকে না। তবে একথা সত্য কোনো সংবিধান পুরোপুরি লিখিত নয় আবার কোনো অলিখিত সংবিধান পুরোপুরি অলিখিত নয়। অলিখিত সংবিধান সাধারণত প্রথা ও রীতিনীতিভিত্তিক। উদ্দীপকের বাবুল একটি সমিতি গঠন করলেন এবং নিয়ম-কানুনগুলো মৌখিক বলে দিলেন। আবার যখন যে ধরনের সমস্যায় পড়েন তখন নতুন নিয়মের মাধ্যমে সমাধান করেন। এরূপ বর্ণনায় অলিখিত সংবিধানের রূপ প্রকাশ পায়। অলিখিত সংবিধান একটি পরিবর্তনশীল ও নমনীয় কাঠামো, যা সমাজের প্রগতির সাথে তাল মেলাতে পারে। এটি সহজে সংশোধনযোগ্য হওয়ায় জরুরি প্রয়োজনে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়। ফলে জনগণের চাহিদা অনুযায়ী পরিবর্তন আনা সহজ হয় এবং বিপ্লবের সম্ভাবনা কম থাকে। তবে অতিরিক্ত পরিবর্তন সরকারব্যবস্থাকে অস্থিতিশীল করতে পারে এবং লিখিত নির্দেশনার অভাবে অনেকের মাঝে বিভ্রান্তি তৈরি হতে পারে। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থায় এটি ততটা কার্যকর নয়।

ঘ রফিকের সমিতির নিয়ম-কানুনগুলো লিখিত সংবিধান এবং বাবুলের সমিতির নিয়ম-কানুনগুলো অলিখিত সংবিধানকে নির্দেশ করে। এ দুই সমিতির নিয়ম-কানুনগুলোর মধ্যে আমি রফিকের সমিতির তথা লিখিত সংবিধানকে উত্তম সংবিধান মনে করি।

রাষ্ট্র পরিচালনার মূল দলিল হলো সংবিধান। এই সংবিধানের দুটি ধরন হলো লিখিত ও অলিখিত সংবিধান। যে সংবিধানের অধিকাংশ বিষয় দলিলে লিপিবদ্ধ থাকে তাকেই লিখিত সংবিধান বলা হয়। আর লিখিত সংবিধানকে উত্তম সংবিধান বলার কারণ হলো এটি সুস্পষ্ট এবং জনকল্যাণকামী হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত রফিকের সমিতির নিয়ম-কানুনগুলো তথা লিখিত সংবিধানকে উত্তম মনে করার অনেক কারণ রয়েছে। অলিখিত সংবিধানের অধিকাংশ নিয়ম কোনো দলিলে লিপিবদ্ধ থাকে না। এ ধরনের সংবিধান প্রথা ও রীতিনীতিভিত্তিক, চিরাচরিত নিয়ম ও আচার অনুষ্ঠানের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। এ ধরনের সংবিধানে স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ রয়েছে। পক্ষান্তরে, লিখিত সংবিধানের অধিকাংশ বিষয় দলিলে লিপিবদ্ধ থাকে। ফলে স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ থাকে না। লিখিত সংবিধান সুস্পষ্ট। এ সংবিধানের অধিকাংশ ধারা লিখিত থাকে বলে এটি জনগণের নিকট সুস্পষ্ট ও বোধগম্য হয়। লিখিত সংবিধান স্থিতিশীল বিধায় শাসক তার ইচ্ছামতো এটি পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারে না। তাই যেকোনো পরিস্থিতিতে লিখিত সংবিধান স্থিতিশীল থাকে এবং শাসক ও জনগণ এটি মেনে চলতে বাধ্য হয়। পক্ষান্তরে, অলিখিত সংবিধান অস্থিতিশীল। লিখিত সংবিধানে জনগণের মৌলিক অধিকারগুলো লিপিবদ্ধ থাকে। ফলে কেউ কারও অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে সাহস পায় না। পক্ষান্তরে, অলিখিত সংবিধানে এটি অনুপস্থিত। লিখিত সংবিধানে শাসকের ক্ষমতা কী হবে, জনগণ কী কী অধিকার ভোগ করবে তার উল্লেখ থাকে। এর ফলে শাসক ও জনগণ নিজেদের ক্ষমতা ও অধিকার সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারে। কিন্তু, অলিখিত সংবিধানে এটি অস্পষ্ট।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাবুলের সমিতির অলিখিত সংবিধানের তুলনায় রফিকের সমিতির পরিচালনার নিয়মাবলিই অর্থাৎ লিখিত সংবিধানই উত্তম।

প্রশ্ন ▶ ১০ পিকুল ও রাজন দুই বন্ধু দুই দেশের অধিবাসী। চাকরির সুবাদে তারা শ্রীলংকায় একত্রে থাকে। একদিন কথা প্রসঙ্গে দু'জনের মধ্যে স্বীয় দেশ সম্পর্কে আলাপচারিতার মধ্যে উঠে আসে তাদের দেশের সরকার প্রতিষ্ঠা নিয়ে। পিকুলের দেশের জনগণ একটি মধ্যবর্তী সংস্থার মাধ্যমে সরকার নির্বাচিত করে। আর রাজন বলল তার দেশে পছন্দকৃত ব্যক্তিকে সীল দেয় এবং সেক্ষেত্রে একই প্রতীকে বেশি সীলপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বিজয়ী বলে গণ্য করা হয়।

ক. রাজনৈতিক দল কাকে বলে? ১

খ. "সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা হচ্ছে গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ"— ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে পিকুলের দেশে কোন নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার প্রতিষ্ঠা হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে রাজনের দেশের সরকার কোন পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়? পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

[রা. বো. ২০২৫]

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি দেশের জনগোষ্ঠীর যে অংশ বা যারা একটি আদর্শ বা কিছু নীতি বা কর্মসূচির ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় সমস্যা সমাধানে সংগঠিত হয়, তাদেরকে রাজনৈতিক দল বলে।

খ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ তাদের যোগ্য প্রার্থী বেছে নেয় বলে নির্বাচনকে গণতন্ত্রের প্রাণ বলা হয়।

গণতন্ত্র জনগণের এমন একটি শাসনব্যবস্থা যেখানে জনগণ তাদের প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করে। এক্ষেত্রে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালিত হলে সঠিক নেতৃত্বে গণতন্ত্র রক্ষিত হয়। এর বিপরীত অবস্থায় জনগণের শাসন কায়েম হয় না এবং ভুল জনমত গঠিত হয়, যা গণতন্ত্রকে প্রশ্নবিদ্ধ করে এবং তা গণতন্ত্রের জন্য হুমকিস্বরূপ। তাই সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনকে গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ বলা হয়।

গ উদ্দীপকে পিকুলের দেশে পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার প্রতিষ্ঠা হয়।

জনগণ ভোটের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি বা একটি মধ্যবর্তী সংস্থা নির্বাচিত করেন। এ জনপ্রতিনিধিগণ ভোট দিয়ে যখন রাষ্ট্রপতি বা সংসদের সংরক্ষিত আসনের সদস্য নির্বাচন করেন, তাকে বলা হয় পরোক্ষ নির্বাচন। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি সংসদ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হন। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি মধ্যবর্তী সংস্থা দ্বারা নির্বাচিত হন। অর্থাৎ পরোক্ষ নির্বাচন বলতে সে নির্বাচন ব্যবস্থাকে বোঝায় সেখানে সাধারণ ভোটারগণ ভোট দিয়ে মধ্যবর্তী নির্বাচনি সংস্থা তৈরি করে। আর সে নির্বাচনি সংস্থা চূড়ান্তভাবে প্রতিনিধি অথবা রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধান নির্বাচন করে।

উদ্দীপকের পিকুল ও রাজন দুই বন্ধু দুই দেশের অধিবাসী। চাকরির সুবাদে তারা শ্রীলংকায় একত্রে থাকে। একদিন কথা প্রসঙ্গে দু'জনের মধ্যে স্বীয় দেশ সম্পর্কে আলাপচারিতার মধ্যে পিকুল বলেন, তার দেশের জনগণ একটি মধ্যবর্তী সংস্থার মাধ্যমে সরকার নির্বাচিত করে। তার এরূপ বক্তব্যে পরোক্ষ নির্বাচনের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কেননা, পরোক্ষ নির্বাচনে জনগণ সরাসরি অংশগ্রহণ করে না। তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা ভোট প্রদান করে প্রতিনিধি নির্বাচিত করে। অর্থাৎ মধ্যবর্তী সংস্থা কর্তৃক প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়।

ঘ উদ্দীপকে রাজনের দেশের সরকার প্রত্যক্ষ নির্বাচন ও গোপন ভোটদান পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রতিনিধি বাছাইয়ের একমাত্র প্রক্রিয়া হলো নির্বাচন। এই নির্বাচন ব্যবস্থা আবার দুটি পদ্ধতিতে বিভক্ত। একটি প্রত্যক্ষ ও অন্যটি পরোক্ষ। যে পদ্ধতিতে ভোটার গোপনে ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচিত করে তাকে বলা হয় প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি। একমাত্র প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে একজন ভোটার তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে। প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে সরাসরি নেতা নির্বাচন করা হয়।

উদ্দীপকে নিজ দেশের সরকারপ্রধান নির্বাচন প্রসঙ্গে রাজন বলল, তার দেশের জনগণ পছন্দকৃত ব্যক্তিকে সীল দেয় এবং সেক্ষেত্রে একই প্রতীকে বেশি সীলপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বিজয়ী বলে গণ্য করা হয়। তার এরূপ বক্তব্যে প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয় যেটি গোপন ভোটদান পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হয়। গোপন ভোটদান পদ্ধতিতে ভোটারগণ সরাসরি গোপনে ব্যালটপত্রে পছন্দকৃত ব্যক্তির নামের পাশে নির্ধারিত চিহ্ন এঁকে বা সিল দিয়ে ভোট প্রদান করে। বর্তমানে এ পদ্ধতি সর্বজনস্বীকৃত।

সুতরাং বলা যায়, রাজনের দেশের সরকার নির্বাচন ও গোপন ভোটদান পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১১ ১৯৪০ সালে পাঞ্জাবের প্রধান শহরে একটি দলের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সমাবেশে তৎকালীন বাংলার একজন মহান নেতা এই অঞ্চলের মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কিছু দাবি পেশ করেন। পরে দাবিগুলো বেশ পরিচিতি লাভ করে। পরবর্তীকালে ষাটের দশকের মাঝামাঝিতে ঐ নেতার নেতৃত্বে এই অঞ্চলের প্রধান দলগুলো একত্র হয় এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। পূর্ব অংশের জনগণ তাদের ব্যাপক সমর্থন দেন এবং পূর্ব অংশ পরিচালনার দায়িত্ব দেন।

ক. ভাষা আন্দোলন কাকে বলে? ১

খ. 'কালরাত্রি' বলতে কী বুঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে যে নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে যে প্রস্তাবের কথা বলা হয়েছে তার বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্লেষণ কর। ৪

[রা. বো. ২০২৫]

১১নং প্রশ্নের উত্তর

বি.দ্র. : ২০২৫ সালে প্রদত্ত পাঠ্যবই বহির্ভূত উদ্দীপক ও প্রশ্ন।

কুমিল্লা বোর্ড–২০২৫

পৌরনীতি ও নাগরিকতা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড : 1 4 0

সময় : ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান : ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. জাতিসংঘের প্রশাসনিক বিভাগ কোনটি?
ক সাধারণ পরিষদ খ নিরাপত্তা পরিষদ
গ আন্তর্জাতিক আদালত ঘ জাতিসংঘ সচিবালয়

২. গাজীপুরে অবস্থিত 'ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি' কোন সংস্থার আর্থিক সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হচ্ছে?
ক জাতিসংঘ খ কমনওয়েলথ গ ওআইসি ঘ সার্ক

৩. পৌরনীতিকে নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান বলা হয় কেন?
ক সংবিধান বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায়
খ নাগরিকের মৌলিক বিষয় নিয়ে আলোচনায়
গ সরকার সম্পর্কিত আলোচনার জন্য
ঘ আইন ও বিচার বিষয়ক আলোচনার জন্য

৪. রাষ্ট্র কেন গড়ে উঠেছে?
ক সভ্য জীবনযাপনের জন্য খ নিজেদের প্রয়োজনের তাগিদে
গ স্বাধীনভাবে বসবাসের ইচ্ছায় ঘ সবলের অত্যাচার থেকে বাঁচার লক্ষ্যে

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
X ও Y দুটি প্রতিবেশী রাষ্ট্র। এ দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে পানি বণ্টন নিয়ে দীর্ঘদিনের সমস্যা রয়েছে। যার ফলে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে।

৫. উদ্দীপকের সমস্যাটি কোন আইনের মাধ্যমে মীমাংসা করা সম্ভব?
ক ফৌজদারি খ সরকারি গ প্রশাসনিক ঘ আন্তর্জাতিক

৬. উল্লিখিত আইনের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়–
i. বৈদেশিক সম্পর্কের নীতি নির্ধারণ
ii. সাংবিধানিক আইন প্রণয়ন iii. পারস্পরিক বিরোধের সমাধান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৭. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার উদ্দেশ্য ছিল– [পাঠ্যবই বহির্ভূত প্রশ্ন]
i. ৬ দফা সংগ্রামকে ব্যর্থ করা ii. ৬ দফা পন্থী নেতৃবৃন্দকে দীর্ঘ সময় বন্দি রাখা
iii. জনগণের দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে রাখা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৮. আইনের উৎস কয়টি?
ক ৪টি খ ৫টি গ ৬টি ঘ ৭টি

৯. জনাব মনিরুল একজন শিক্ষক। তিনি নিয়মিত আয়কর দেন। তিনি কী ধরনের কর্তব্য পালন করেন?
ক নৈতিক খ আইনগত গ রাজনৈতিক ঘ অর্থনৈতিক

১০. লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন কে? [পাঠ্যবই বহির্ভূত প্রশ্ন]
ক এ. কে. ফজলুল হক খ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ
গ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ঘ আব্দুল হামিদ খান ভাসানী

১১. নিচের কোনটি ইউনিয়ন পরিষদের কাজ?
ক মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান খ নারী ও শিশু নির্যাতন রোধ
গ আন্তঃইউনিয়ন সংযোগকারী রাস্তা নির্মাণ
ঘ পারস্পরিক বিরোধ নিরসন করা

১২. গ্রাম আদালতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলো–
i. পাঁচজন সদস্য নিয়ে গঠিত ii. প্রাথমিক বিবাদ নিষ্পত্তি হয়
iii. আদালতে আইনজীবীর প্রয়োজন হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩. লিখিত সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থায় উপযোগী কেন?
ক প্রগতির সহায়ক বলে খ পরিবর্তন জটিল বলে
গ সরকারের ক্ষমতা ভাগ করে দেয়ার জন্য
ঘ নতুন অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে

১৪. ১৯৭২ সালে খসড়া সংবিধান গণপরিষদে উত্থাপিত হয় কত তারিখে?
ক ১৭ই এপ্রিল খ ১৯শে অক্টোবর গ ৪ঠা নভেম্বর ঘ ১৬ই ডিসেম্বর

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৫ ও ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
জনাব ইউসুফের একমাত্র সন্তান উচ্চশিক্ষার জন্য 'ক' রাষ্ট্রে অবস্থান করছে। তার অবস্থানরত রাষ্ট্র সম্পর্কে সে তার বাবাকে জানায়, রাষ্ট্রটি সমাজের মঙ্গালের জন্য কর্মহীনদের আর্থিক সুবিধা, বৃদ্ধকালীন সুযোগ-সুবিধা ও শারীরিক ও মানসিক অক্ষম ব্যক্তিদের বিশেষ সুযোগের ব্যবস্থা করে থাকে।

১৫. উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রে কোন ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা বিদ্যমান?
ক সমাজতান্ত্রিক খ প্রজাতান্ত্রিক
গ কল্যাণমূলক ঘ একনায়কতান্ত্রিক

১৬. উদ্দীপকে বর্ণিত রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য–
i. সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান ii. মৌলিক চাহিদা পূরণ
iii. জাতীয় ঐক্যের প্রতীক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭. কোনটি ব্যক্তিস্বাধীনতার রক্ষক হিসেবে কাজ করে?
ক অধিকার খ আইন গ স্বাধীনতা ঘ সাম্য

১৮. জাতীয় সংসদ কীভাবে শাসন বিভাগের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে?
ক সংবিধানের সংশোধনের মাধ্যমে
খ নতুন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে
গ সংসদ সদস্যদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে
ঘ সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করে

১৯. রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র চার্লস ফিলিপ আর্থার জর্জ গ্রেট ব্রিটেনের সিংহাসনে আরোহণ করেন। উক্ত দেশে কোন ধরনের সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান?
ক নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র খ নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র
গ একনায়কতান্ত্রিক ঘ সমাজতান্ত্রিক

২০. কোন অধিকার বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন রকম হতে পারে?
ক নৈতিক খ সামাজিক গ রাজনৈতিক ঘ অর্থনৈতিক

২১. কিউবার সংবিধান কীভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে?
ক অনুমোদনের মাধ্যমে খ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে
গ বিপ্লবের দ্বারা ঘ ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে

২২. নির্বাচনের পূর্বে রাজনৈতিক দলের গুরুত্বপূর্ণ কাজ কোনটি?
ক জনসভা করা খ কর্মসূচি প্রণয়ন করা
গ দলীয় কোন্দল দূর করা ঘ প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়া

২৩. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শক্তিশালী বিরোধী দল কেন প্রয়োজন?
ক সরকারের সহযোগিতা করতে খ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে
গ রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঘ স্বৈরাচারী মনোভাব দূর করা

২৪. কেন নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়?
ক সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য খ ভোটার তালিকা প্রণয়নে
গ প্রার্থীদের প্রচারকার্য পরিচালনায় ঘ নির্বাচনি ব্যয় তদারকির জন্য

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৫ ও ২৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
নিরক্ষর দরিদ্র কৃষক আব্দুল খালেকের স্ত্রী সুফিয়া খাতুন পরপর দুটি কন্যা সন্তান জন্মদান করেন। বৃদ্ধ বয়সে পুত্র সন্তান তাদের ভরণ-পোষণ করবেন এই আশায় আবারও সন্তান নিতে গিয়ে বর্তমানে তাদের ঘরে কন্যা সন্তানের সংখ্যা ৫ জনে দাঁড়িয়েছে।

২৫. উদ্দীপকের আব্দুল খালেকের অধিক সন্তান নেওয়ার মূল কারণ কোনটি?
ক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি খ অর্থনৈতিক নিরাপত্তা
গ শিক্ষার অভাব ঘ সচেতনতার অভাব

২৬. উদ্দীপকের উল্লিখিত সমস্যা সমাধানের জন্য করণীয়–
i. দরিদ্রতা দূর করা ii. সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম গ্রহণ করা
iii. শিক্ষার ব্যবস্থা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৭. জেলা প্রশাসকের উন্নয়নমূলক কাজ কোনটি?
ক জমিজমা সংক্রান্ত বিবাদ মীমাংসা
খ গ্রামের রাস্তাঘাট মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ
গ দুর্যোগকালীন সাহায্য ও সহযোগিতা
ঘ জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা

২৮. দরিদ্র শ্রেণির মধ্যে নিরক্ষরতার হার বেশি কেন?
ক অলসতার কারণে খ আর্থিক সচ্ছলতার অভাবে
গ শিক্ষা উপকরণের অভাবে ঘ লেখাপড়ায় অনাগ্রহীতার কারণে

☐ জনাব লিয়াকত একটি স্থানীয় সরকার পরিষদের সদস্য। তিনিসহ সর্বমোট ৩৪ জন সদস্য নিয়ে এই সংস্থাটি গঠিত হয়।

২৯. জনাব লিয়াকত কোন প্রতিষ্ঠানের সদস্য?
ক জেলা পরিষদ খ সিটি কর্পোরেশন
গ উপজেলা পরিষদ ঘ পার্বত্য জেলা পরিষদ

৩০. সরকারের সকল শাসনসংক্রান্ত কাজ কার নামে পরিচালিত হয়?
ক রাষ্ট্রপতি খ প্রধানমন্ত্রী গ স্পিকার ঘ প্রধান বিচারপতি

☑ খালি ঘরগুলোতে পেন্সিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখ। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখ তোমার উত্তরগুলো সঠিক ছিল কি না।

উত্তর																														
	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

কুমিল্লা বোর্ড–২০২৫

পৌরনীতি ও নাগরিকতা (সৃজনশীল প্রশ্ন) **বিষয় কোড :** 1 4 0

সময়– ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। জনাব সাকিবের দেশের সরকার জনগণের ভোটে নির্বাচিত নয়। তার দেশে একটিমাত্র রাজনৈতিক দল বিদ্যমান এবং সরকারপ্রধানের আদেশেই তার দেশ পরিচালিত হয়। অপরদিকে জনাব নাঈমের দেশের সরকার জনগণের ভোটে নির্বাচিত। সরকার তার কাজের জন্য জনগণের নিকট জবাবদিহি করে। ফলে তার দেশ সুশাসন প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

ক. পুঁজিবাদী রাষ্ট্র কাকে বলে? ১
খ. এককেন্দ্রিক সরকার বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব সাকিবের রাষ্ট্রে কোন ধরনের সরকার ব্যবস্থা চালু আছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "জনাব সাকিবের রাষ্ট্রে নাগরিক সুবিধা অনেক বেশি"– তুমি কি একমত? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২। **দৃশ্যকল্প-১ :** শিমুলতলা গ্রামের মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য গ্রামবাসী 'দোলনচাঁপা' নামের একটি সমবায় সমিতি গঠন করে। ঐ সমিতির নিয়মকানুন সহজেই সদস্যদের নিকট বোধগম্য। পরিচালনার দায়িত্বে নিযুক্ত ব্যক্তিরা ইচ্ছা করলেই নিয়ম পরিবর্তন করতে পারে না।

দৃশ্যকল্প-২ : নোয়াদিয়া গ্রামের মানুষেরা 'গোলাপ' নামে একটি সমিতি গঠন করে। ঐ সমিতির নিয়মগুলো সহজেই পরিবর্তন করা যায়। তাই সমিতির সদস্যদের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হয়। ফলে বড় ধরনের পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম।

ক. বাংলাদেশের সংবিধান কত তারিখে কার্যকর হয়? ১
খ. "সংবিধান হলো রাষ্ট্রের চালিকা শক্তি"– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ এ কোন সংবিধানকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-১ ও ২ এর মধ্যে কোনটি উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩। জনাব 'A' একটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সম্মানিত ব্যক্তি। তিনি ইচ্ছা করলে একজন ফাঁসির আসামিকে মুক্তি দিতে পারেন। অপরদিকে 'B' ঐ দেশের শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। তার অনুপস্থিতিতে দেশের শাসনব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ে। এমনকি জনাব 'A' গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য 'B' এর সাথে পরামর্শ করে থাকেন।

ক. কেন্দ্রীয় প্রশাসন কী? ১
খ. আইনসভা কীভাবে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব 'A' বাংলাদেশের সরকারের কার প্রতিনিধিত্ব করেন? তাঁর কার্যাদি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "জনাব 'B' দেশের শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি" বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। **দৃশ্যকল্প-১ :** জনাব ইসমাইল সাহেব এলাকার একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। তিনি প্রভাবশালী হওয়া সত্ত্বেও সমাজের সকল মানুষের সমান সুযোগ-সুবিধার বিষয়ে তৎপর। এলাকার গুরুত্বপূর্ণ কাজে তিনি সকলের মতামতকে গুরুত্ব দেন।

দৃশ্যকল্প-২ : ঝর্ণা বেগম একজন নির্মাণ শ্রমিক। সে কাজ শেষে দেখলো তার পুরুষ সহকর্মীর চেয়ে বেতন কম। যদিও তাদের কাজের ধরন ও সময় এক। এতে সে অসন্তোষ প্রকাশ করে প্রতিবাদ জানায়।

ক. প্রথা কাকে বলে? ১
খ. আন্তর্জাতিক আইন কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. দৃশ্যকল্প-২ এ ঝর্ণাকে কোন স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের ঘটনা দুটি পরস্পর পরিপূরক এবং সম্পূরক– উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। পাকবাহিনীর এক রাতের নারকীয় হত্যাকাণ্ড এখনো বিশ্বব্যাপী নিন্দিত। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন এই রাতে তারা নির্বিচারে একের পর এক মানুষ হত্যা করে। প্রথমে ঢাকা এবং পরবর্তীতে সারাদেশে এই হত্যাকাণ্ড পরিচালিত হয়। ইতিহাসে এই রাতটির একটি বিশেষ নাম দেওয়া হয়েছে।

ক. অসহযোগ আন্দোলন কী? ১
খ. দ্বিজাতি তত্ত্ব কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কোন ঘটনার কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের ঘটনাটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য একমাত্র কারণ নয়– তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। নিচের ছকের আলোকে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

নাম	সদস্য সংখ্যা	সদর দপ্তর
A	৫৭	জেদ্দা
B	৫৪	লন্ডন
C	১৯৩	নিউইয়র্ক

ক. অছি পরিষদ কী? ১
খ. সার্কের দুটি উদ্দেশ্য লেখ। ২
গ. ছকে 'A' সংস্থাটি কোন আন্তর্জাতিক সংস্থাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় 'B' এর চেয়ে 'C' এর ভূমিকা অধিক"– তুমি কি একমত? বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। জনাব সাহেদ আলী একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি। নিজ জেলায় তার অনেকগুলো পতিত টিলা আছে। কয়েক বছর আগে তিনি একটি টিলার গাছপালা কেটে একটি বিশাল রিসোর্ট তৈরি করেন। এতে করে উক্ত এলাকায় জীববৈচিত্র্য মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে।

ক. জনসংখ্যার পুনবণ্টন কী? ১
খ. অর্থনৈতিক বৈষম্য বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব সাহেদ আলীর কার্যক্রমগুলো পরিবেশগত দুর্যোগের অন্যতম একটি কারণ– ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যাটি সমাধানে কী কী উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে? বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। হাসান সাহেব স্থানীয় প্রশাসনিক কাঠামো সর্বনিম্ন স্তরটির প্রধান হিসেবে নিয়োজিত আছেন। বাংলাদেশের প্রশাসনিক এ স্তরটির উন্নয়ন কমিটিরও তিনি প্রধান। অন্যদিকে মুনীর চৌধুরীও এই প্রশাসনিক স্তরের একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি পাঁচ বছরের জন্য জনগণের ভোটে নির্বাচিত।

ক. নারীর ক্ষমতায়ন বলতে কী বোঝায়? ১
খ. পৌরসভার গঠন ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত হাসান সাহেবের প্রশাসনিক স্তরটির বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে দুজনের প্রশাসনিক কার্যাবলির মধ্যে তোমার কাছে কোনটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় তা আলোচনা কর। ৪

৯। **দৃশ্যকল্প-১ :** জনাব রশিদ স্ত্রী, এক পুত্র ও দুই কন্যাকে নিয়ে ঢাকায় একটি ফ্ল্যাটে বসবাস করেন। সম্প্রতি তিনি তার পুত্রকে বিয়ে করান। পুত্রবধূ তাদের সাথেই থাকেন।

দৃশ্যকল্প-২ : জামিল একটি কোম্পানিতে চাকরি করেন। অন্যদিকে তার স্ত্রী ঘরে বিভিন্ন রকমের পিঠা, কেক তৈরি করে অনলাইনে বিক্রি করেন। ফলে দুজনের আয়ে পরিবারটি ভালোই চলছে।

ক. সমাজ কাকে বলে? ১
খ. সার্বভৌমত্বকে কেন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা বলা হয়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. পারিবারিক কাঠামোর ভিত্তিতে জনাব রশিদের পরিবারটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জামিলের স্ত্রীর কর্মকাণ্ডটি পরিবারের জন্য কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ বলে তুমি মনে কর? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর। ৪

১০। জনাব আমজাদ বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত একজন কানাডার নাগরিক বিয়ে করে সেই দেশে চলে যান। সেখানে তিনি ব্যবসা শুরু করেন। তিনি নিয়মিত কর দেন, দেশের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন এবং তিনি সব সময় আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

ক. অধিকার কী? ১
খ. নৈতিক অধিকার বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. আমজাদ সাহেব কোন সূত্রে কানাডার নাগরিকত্ব লাভ করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "জনাব আমজাদ একজন সুনাগরিক"– উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

১১।

সাল	আন্দোলন	ফলাফল
১৯৫২	'ক'	জাতীয়তাবাদের উন্মেষ
১৯৬৬	'খ'	মুক্তির সনদ

ক. কত সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়? ১
খ. লাহোর প্রস্তাবকে "পাকিস্তান প্রস্তাব" বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. 'ক' নির্দেশিত আন্দোলন কীভাবে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "'খ' আন্দোলনের মধ্যেই আমাদের স্বাধীনতার বীজ নিহিত"– উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

উত্তরমালা (কুমিল্লা বোর্ড ২০২৫)

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	ঘ	২	গ	৩	খ	৪	ঘ	৫	ঘ	৬	গ	৭	ক	৮	গ	৯	গ	১০	ক	১১	ঘ	১২	ক	১৩	গ	১৪	খ	১৫	গ
	১৬	ক	১৭	খ	১৮	ঘ	১৯	খ	২০	ক	২১	গ	২২	ঘ	২৩	ঘ	২৪	ক	২৫	খ	২৬	ঘ	২৭	ঘ	২৮	খ	২৯	ঘ	৩০	ক

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ জনাব সাকিবের দেশের সরকার জনগণের ভোটে নির্বাচিত নয়। তার দেশে একটিমাত্র রাজনৈতিক দল বিদ্যমান এবং সরকারপ্রধানের আদেশেই তার দেশ পরিচালিত হয়। অপরদিকে জনাব নাঈমের দেশের সরকার জনগণের ভোটে নির্বাচিত। সরকার তার কাজের জন্য জনগণের নিকট জবাবদিহি করে। ফলে তার দেশ সুশাসন প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

ক. পুঁজিবাদী রাষ্ট্র কাকে বলে? ১

খ. এককেন্দ্রিক সরকার বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব সাকিবের রাষ্ট্রে কোন ধরনের সরকারব্যবস্থা চালু আছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "জনাব নাঈমের রাষ্ট্রে নাগরিক সুবিধা অনেক বেশি"– তুমি কি একমত? তোমার উত্তরের সপক্ষে যক্তি দাও। ৪

[কু. বো. ২০২৫]

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে রাষ্ট্রে সম্পত্তির উপর নাগরিকের ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করা হয়, তাকে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র বলে।

খ ক্ষমতা বণ্টনের নীতির ভিত্তিতে সরকারকে এককেন্দ্রিক সরকারে ভাগ করা হয়েছে।

যে শাসনব্যবস্থায় সরকারের সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে এবং কেন্দ্র থেকে দেশের শাসন পরিচালিত হয়, তাকে এককেন্দ্রিক সরকার বলে। এতে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন করা হয় না। এ সরকারব্যবস্থায় আঞ্চলিক সরকারের কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। রাষ্ট্রে বিভিন্ন প্রদেশ বা প্রশাসনিক অঞ্চল থাকতে পারে। তবে তারা কেন্দ্রের প্রতিনিধি বা সহায়ক হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশ, জাপান, যুক্তরাজ্য প্রভৃতি দেশে এককেন্দ্রিক সরকার প্রচলিত আছে।

গ জনাব সাকিবের রাষ্ট্রে একনায়কতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থা চালু আছে।

একনায়কতন্ত্র এক ধরনের স্বেচ্ছাচারী শাসনব্যবস্থা। এতে রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত না থেকে একজন স্বেচ্ছাচারী শাসক বা দল বা শ্রেণির হাতে ন্যস্ত থাকে। এতে নেতাই দলের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। আর তিনি একনায়ক বা ডিকটেটর।

উদ্দীপকের জনাব সাকিবের দেশের সরকার জনগণের ভোটে নির্বাচিত নয়। তার দেশে একটিমাত্র রাজনৈতিক দল বিদ্যমান এবং সরকারপ্রধানের আদেশেই তার দেশ পরিচালিত হয়। এরূপ বর্ণনায় একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পায়। কেননা একটি একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো একজন নেতা বা একনায়কের ইচ্ছাতেই দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হবে। সেখানে রাজনৈতিক দল হয় নেতার স্বেচ্ছাধীন। গণমাধ্যম ও জনগণের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা বলে কিছু থাকে না। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের জনাব সাকিবের রাষ্ট্রে একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বিদ্যমান।

ঘ "জনাব নাঈমের রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক শাসন সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান। আর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিক সুবিধা অনেক বেশি"– আমি এ মন্তব্যের সাথে একমত।

গণতন্ত্র মানে হলো জনগণের শাসন। যে শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা সমাজের সকল সদস্য তথা জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে তাকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে। এটি জনগণের অংশগ্রহণে, জনগণের দ্বারা এবং জনগণের কল্যাণার্থে পরিচালিত একটি শাসনব্যবস্থা। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের মতপ্রকাশ ও সরকারের সমালোচনা করার সুযোগ থাকে। এতে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় অর্থাৎ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনের সুযোগ থাকে। এ কারণে কোনো সরকার জনকল্যাণ চিন্তা ব্যতিরেকে যে কোনো কাজ করা থেকে বিরত থাকে।

উদ্দীপকের জনাব নাঈমের দেশের সরকার জনগণের ভোটে নির্বাচিত। সরকার তার কাজের জন্য জনগণের নিকট জবাবদিহি করে। এরূপ বর্ণনায় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পায়। গণতন্ত্র জনগণের অংশগ্রহণে, জনগণের দ্বারা এবং জনগণের কল্যাণার্থে পরিচালিত একটি শাসনব্যবস্থা। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের মতপ্রকাশ ও বাকস্বাধীনতা রক্ষা করা হয়। এতে সরকারের সমালোচনা করার সুযোগ থাকে এবং নাগরিকের অধিকার ও আইনের শাসনের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। আবার, গণতন্ত্রে শাসকগণ জনগণের জনপ্রতিনিধি হিসেবে জনগণের নিকট দায়ী থাকে। তারা পরবর্তী নির্বাচনেও জয়লাভের আশায় জনস্বার্থমূলক কাজ করার চেষ্টা করে। ফলে দায়িত্বশীল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। একইভাবে, গণতন্ত্রে জনগণের আস্থার ওপর সরকারের স্থায়িত্ব নির্ভর করে বলে সরকার সততা ও দক্ষতার সাথে রাষ্ট্র পরিচালনা করে। গণতন্ত্রে সবাই সমান সুযোগ ও অধিকার ভোগ করে এবং এতে জনগণের অংশগ্রহণের ফলে নাগরিকের রাজনৈতিক চেতনা সমুন্নত থাকে। ফলে আধুনিক বিশ্বে বর্তমান সময়ে রাষ্ট্র পরিচালনায় গণতন্ত্রের চেয়ে উত্তম বা সমকক্ষ অন্য কোনো রাষ্ট্রব্যবস্থা নেই।

সুতরাং আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট হয়, গণতন্ত্র হলো জনগণের শাসনব্যবস্থা, জনগণের কল্যাণকে এখানে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে সমস্ত রাজনৈতিক কর্মসূচি প্রণীত ও পরিচালিত হয়। তাই গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থা জনগণের কল্যাণে সহায়ক।

প্রশ্ন ▶ ০২ **দৃশ্যকল্প-১ :** শিমুলতলা গ্রামের মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য গ্রামবাসী 'দোলনচাঁপা' নামের একটি সমবায় সমিতি গঠন করে। ঐ সমিতির নিয়মকানুন সহজেই সদস্যদের নিকট বোধগম্য। পরিচালনার দায়িত্বে নিযুক্ত ব্যক্তিরা ইচ্ছা করলেই নিয়ম পরিবর্তন করতে পারে না।

দৃশ্যকল্প-২ : নোয়াদিয়া গ্রামের মানুষেরা 'গোলাপ' নামে একটি সমিতি গঠন করে। ঐ সমিতির নিয়মগুলো সহজেই পরিবর্তন করা যায়। তাই সমিতির সদস্যদের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হয়। ফলে বড় ধরনের পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম।

ক. বাংলাদেশের সংবিধান কত তারিখে কার্যকর হয়? ১
খ. "সংবিধান হলো রাষ্ট্রের চালিকা শক্তি"– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ এ কোন সংবিধানকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-১ ও ২ এর মধ্যে কোনটি উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[কু. বো. ২০২৫]

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের সংবিধান ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭২ সালে কার্যকর হয়।

খ সংবিধান হলো রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক দলিল। যেসব নিয়মের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়, তাকে সংবিধান বলে।

সরকার কীভাবে নির্বাচিত হবে, আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ কীভাবে গঠিত হবে, এদের গঠন ও ক্ষমতা কী হবে, জনগণ রাষ্ট্রপ্রদত্ত কী কী অধিকার ভোগ করবে এবং জনগণ ও সরকারের সম্পর্ক কেমন হবে– এসব বিষয় সংবিধানে উল্লেখ থাকে। এসব বিষয়ে সংবিধানের পরিপন্থি কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। তাই সংবিধান হলো রাষ্ট্রের চালিকাশক্তি।

গ দৃশ্যকল্প-১ লিখিত সংবিধানকে নির্দেশ করে।

লেখার ভিত্তিতে সংবিধানের দুটি রূপ পরিলক্ষিত হয়– লিখিত ও অলিখিত সংবিধান। যে সংবিধানের অধিকাংশ ধারা লিখিত থাকে লিখিত সংবিধান বলতে তাকেই নির্দেশ করা হয়। লিখিত সংবিধানের অধিকাংশ বিষয় দলিলে লিপিবদ্ধ থাকে। এ কারণে লিখিত সংবিধান জনগণের কাছে সুস্পষ্ট ও বোধগম্য হয়। এ সংবিধানে সবকিছু লিখিত থাকায় শাসক তার ইচ্ছামতো এটি পরিবর্তন করতে পারে না। ফলে এ সংবিধান স্থিতিশীল হয়।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১ এর শিমুলতলা গ্রামের মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য গ্রামবাসী 'দোলনচাঁপা' নামের একটি সমবায় সমিতি গঠন করে। ঐ সমিতির নিয়মকানুন সহজেই সদস্যদের নিকট বোধগম্য। পরিচালনার দায়িত্বে নিযুক্ত ব্যক্তিরা ইচ্ছা করলেই নিয়ম পরিবর্তন করতে পারে না। এরূপ বর্ণনায় লিখিত সংবিধানের রূপ প্রকাশ পায়। কেননা লিখিত সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্য হলো জনগণের নিকট এটি সুস্পষ্ট ও বোধগম্য। সংশোধন পদ্ধতির উল্লেখ থাকায় এটি শাসকগোষ্ঠী সহজে পরিবর্তন করতে পারে না।

ঘ দৃশ্যকল্প-১ ও দৃশ্যকল্প-২ এ যথাক্রমে লিখিত ও অলিখিত সংবিধানের চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। এর মধ্যে লিখিত সংবিধানটি উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

রাষ্ট্র পরিচালনার মূল দলিল হলো সংবিধান। এই সংবিধানের দুটি ধরন হলো লিখিত ও অলিখিত সংবিধান। যে সংবিধানের অধিকাংশ বিষয় দলিলে লিপিবদ্ধ থাকে তাকেই লিখিত সংবিধান বলা হয়। আর লিখিত সংবিধানকে উত্তম সংবিধান বলার কারণ হলো এটি সুস্পষ্ট এবং জনকল্যাণকামী হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত দৃশ্যকল্প-১ এ 'দোলনচাঁপা' সমবায় সমিতির নিয়মকানুন তথা লিখিত সংবিধানকে উত্তম মনে করার অনেক কারণ রয়েছে। অলিখিত সংবিধানের অধিকাংশ নিয়ম কোনো দলিলে লিপিবদ্ধ থাকে না। এ ধরনের সংবিধান প্রথা ও রীতিনীতিভিত্তিক, চিরাচরিত নিয়ম ও আচার অনুষ্ঠানের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। এ ধরনের সংবিধানে স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ রয়েছে। পক্ষান্তরে, লিখিত সংবিধানের অধিকাংশ বিষয় দলিলে লিপিবদ্ধ থাকে। ফলে স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ থাকে না। লিখিত সংবিধান সুস্পষ্ট। এ সংবিধানের অধিকাংশ ধারা লিখিত থাকে বলে এটি জনগণের নিকট সুস্পষ্ট ও বোধগম্য হয়। লিখিত সংবিধান স্থিতিশীল বিধায় শাসক তার ইচ্ছামতো এটি পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারে না। তাই যেকোনো পরিস্থিতিতে লিখিত সংবিধান স্থিতিশীল থাকে এবং শাসক ও জনগণ এটি মেনে চলতে বাধ্য হয়। পক্ষান্তরে, অলিখিত সংবিধান অস্থিতিশীল। লিখিত সংবিধানে জনগণের মৌলিক অধিকারগুলো লিপিবদ্ধ থাকে। ফলে কেউ কারও অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে সাহস পায় না। পক্ষান্তরে, অলিখিত সংবিধানে এটি অনুপস্থিত। লিখিত সংবিধানে শাসকের ক্ষমতা কী হবে, জনগণ কী কী অধিকার ভোগ করবে তার উল্লেখ থাকে। এর ফলে শাসক ও জনগণ নিজেদের ক্ষমতা ও অধিকার সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারে। কিন্তু, অলিখিত সংবিধানে এটি অস্পষ্ট।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, 'দোলনচাঁপা' সংস্থাটির পরিচালনার নিয়মাবলিই অর্থাৎ লিখিত সংবিধানই উত্তম।

প্রশ্ন ▶ ০৩ জনাব 'A' একটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সম্মানিত ব্যক্তি। তিনি ইচ্ছা করলে একজন ফাঁসির আসামিকে মুক্তি দিতে পারেন। অপরদিকে 'B' ঐ দেশের শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। তার অনুপস্থিতিতে দেশের শাসনব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ে। এমনকি জনাব 'A' গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য 'B' এর সাথে পরামর্শ করে থাকেন।

ক. কেন্দ্রীয় প্রশাসন কী? ১
খ. আইনসভা কীভাবে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব 'A' বাংলাদেশের সরকারের কার প্রতিনিধিত্ব করেন? তাঁর কার্যাদি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "জনাব 'B' দেশের শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি" বিশ্লেষণ কর। ৪

[কু. বো. ২০২৫]

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেখানে দেশের সকল প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তাই কেন্দ্রীয় প্রশাসন।

খ বাংলাদেশের আইনসভা শাসন বিভাগের কাজের তদারকি করে উক্ত বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে।

শাসন বিভাগের প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সদস্যগণ সংসদের নিকট দায়ী থাকেন। কোনো কারণে সংসদ প্রধানমন্ত্রীর প্রতি অনাস্থা আনলে মন্ত্রিসভা ভেঙে যায়। মুলতুবি প্রস্তাব, নিন্দা প্রস্তাব, অনাস্থা প্রস্তাব, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, সংসদীয় বিভিন্ন কমিটি ও সংসদের সাধারণ আলোচনার মাধ্যমে জাতীয় সংসদ অর্থাৎ আইনসভা শাসন বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে।

গ জনাব 'A' বাংলাদেশের সরকারের রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধিত্ব করেন।

রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ ব্যক্তি ও রাষ্ট্রপ্রধান। তবে রাষ্ট্রপ্রধান হলেও তিনি নামমাত্র বা আলংকারিক অর্থেই প্রধান। কেননা, দুই একটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ব্যতীত তিনি রাষ্ট্রের কোনো কাজ এককভাবে পরিচালনা করেন না।

উদ্দীপকের জনাব 'A' একটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সম্মানিত ব্যক্তি। তিনি ইচ্ছা করলে একজন ফাঁসির আসামিকে মুক্তি দিতে পারেন। এরূপ বর্ণনায় খুব সহজেই বোঝা যায়, জনাব 'A' বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির প্রতিচ্ছবি। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে বিভিন্ন সাংবিধানিক ও আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব পালন করেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, বিচারপতি ও সামরিক বাহিনীর প্রধানদের নিয়োগ দেন। সংসদ আহ্বান, বিল অনুমোদন, অধ্যাদেশ জারি ও জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। রাষ্ট্রপতির সম্মতি ছাড়া অর্থ বিল উত্থাপন করা যায় না। তিনি দণ্ড মওকুফ ও জাতীয় পুরস্কার প্রদান করতে পারেন। রাষ্ট্রীয় চুক্তি ও বিদেশি কূটনীতিকদের অনুমোদনসহ নানা গুরুতর দায়িত্ব রাষ্ট্রপতি পালন করে থাকেন।

ঘ জনাব 'B' দ্বারা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে নির্দেশ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি।– বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে উক্তিটি যথার্থ।

বাংলাদেশে সংসদীয় সরকারব্যবস্থা প্রচলিত আছে। আর বাংলাদেশ সরকারের তিনটি বিভাগ রয়েছে। আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ। এর মধ্যে আইন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত বিধান দ্বারা বিচার কাজ করে থাকে বিচার বিভাগ। আইনসভা কর্তৃক বিধানকৃত নীতিসমূহ বাস্তবায়নের দ্বারা আইনের অনুশাসন ও দেশের সংবিধানকে অক্ষুণ্ণ রাখা বিচার বিভাগের কাজ।

উদ্দীপকের জনাব 'B' ঐ দেশের শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। তার অনুপস্থিতিতে দেশের শাসনব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ে। এমনকি জনাব 'A' গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য 'B' এর সাথে পরামর্শ করে থাকেন। এরূপ বর্ণনায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর প্রতিরূপ প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর কাজের পরিধি ব্যাপক। কারণ সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রিপরিষদ প্রকৃত শাসক। প্রধানমন্ত্রী একই সাথে সংসদের নেতা, মন্ত্রিসভার নেতা এবং সরকারপ্রধান। তাঁকে কেন্দ্র করে মন্ত্রিপরিষদ গঠিত ও এর কাজ পরিচালিত হয় বিধায় তাকে রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি বলা হয়। তিনি মন্ত্রিসভার সদস্যসংখ্যা নির্ধারণ করেন ও মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেন। তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী মন্ত্রীরা বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। তিনি পদত্যাগ করলে সকল মন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হয়। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীকে কেন্দ্র করেই রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয় বিধায় প্রধানমন্ত্রীকে রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি বলা হয়।

আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, উদ্দীপকের জনাব 'B' তথা প্রধানমন্ত্রী হলেন সংসদীয় সরকারব্যবস্থার প্রকৃত শাসক। তাঁকে কেন্দ্র করে দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয় বলে তাকে শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি বলাই যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্ন ▶ ০৪ **দৃশ্যকল্প-১ :** জনাব ইসমাইল সাহেব এলাকার একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। তিনি প্রভাবশালী হওয়া সত্ত্বেও সমাজের সকল মানুষের সমান সুযোগ-সুবিধার বিষয়ে তৎপর। এলাকার গুরুত্বপূর্ণ কাজে তিনি সকলের মতামতকে গুরুত্ব দেন।

দৃশ্যকল্প-২ : ঝর্ণা বেগম একজন নির্মাণ শ্রমিক। সে কাজ শেষে দেখলো তার পুরুষ সহকর্মীর চেয়ে বেতন কম। যদিও তাদের কাজের ধরন ও সময় এক। এতে সে অসন্তোষ প্রকাশ করে প্রতিবাদ জানায়।

ক. প্রথা কাকে বলে? ১
খ. আন্তর্জাতিক আইন কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. দৃশ্যকল্প-২ এ ঝর্ণাকে কোন স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের ঘটনা দুটি পরস্পর পরিপূরক এবং সম্পূরক– উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

[কু. বো. ২০২৫]

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক দীর্ঘকাল যাবৎ কোনো নিয়ম সমাজে চলতে থাকলে তাকে প্রথা বলে।

খ এক রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক রক্ষার জন্য যে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা হয় তাকে আন্তর্জাতিক আইন বলে।

বিভিন্ন রাষ্ট্র পরস্পরের সাথে কেমন আচরণ করবে, এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকদের সাথে কেমন ব্যবহার করবে, কীভাবে আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধান করা হবে তা আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়।

গ দৃশ্যকল্প-২ এ ঝর্ণাকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

যোগ্যতা অনুযায়ী পেশা গ্রহণ এবং উপযুক্ত পারিশ্রমিক লাভ করাকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলা হয়। মূলত আর্থিক সুবিধা প্রাপ্তির জন্য নাগরিকরা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করে। এ স্বাধীনতা না থাকলে অন্যান্য স্বাধীনতা ভোগ করা যায় না। সমাজের অন্য শ্রেণির শোষণ থেকে মুক্ত থাকার জন্য অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রয়োজন।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-২ এর ঝর্ণা বেগম একজন নির্মাণ শ্রমিক। সে কাজ শেষে দেখলো তার পুরুষ সহকর্মীর চেয়ে বেতন কম। যদিও তাদের কাজের ধরন ও সময় এক। এতে সে অসন্তোষ প্রকাশ করে প্রতিবাদ জানায়। এরূপ ঘটনায় তার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বিঘ্নিত হয়েছে।

ঘ দৃশ্যকল্প-১ এ সাম্য এবং দৃশ্যকল্প-২ এ স্বাধীনতার স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে। 'সাম্য ও স্বাধীনতা পরস্পর পরিপূরক এবং সম্পূরক'– উক্তিটি যথার্থ।

সাম্য ও স্বাধীনতা পরস্পরের পরিপূরক ও সম্পূরক দুটি মূল্যবোধ। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এ নিয়ে ভিন্নমত থাকলেও বাস্তবতায় এদের মধ্যে একটি গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। সাম্য ছাড়া প্রকৃত স্বাধীনতা সম্ভব নয়, আবার স্বাধীনতা ছাড়া প্রকৃত সাম্যও টেকসই হয় না।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প দুটিতে যথাক্রমে সাম্য ও স্বাধীনতার স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় এ দুইটি বিষয় একে অপরকে শক্তিশালী করে তোলে। সাম্য সমাজে সকলের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করে এবং শ্রেণিভেদ দূর করে, আর স্বাধীনতা ব্যক্তিকে নিজের মতপ্রকাশ, চলাফেরা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার দেয়। একটি রাষ্ট্র যত বেশি সাম্যভিত্তিক হবে, তত বেশি তার নাগরিকরা স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করতে পারবে। একইভাবে, যদি কারো স্বাধীনতা হরণ করা হয়, তবে সেখানে সাম্য বজায় রাখা সম্ভব হয় না। রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রসমূহে সমান অংশগ্রহণের জন্য যেমন স্বাধীনতা প্রয়োজন, তেমনি সেই স্বাধীনতা কার্যকর করতে প্রয়োজন সাম্যের নিশ্চয়তা।

তাই বলা যায়, সাম্য ও স্বাধীনতা একে অপরের পরিপূরক; প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে এই দুটিকে একসঙ্গে সুরক্ষা ও বাস্তবায়ন করতে হয়।

প্রশ্ন ▶ ০৫ পাকবাহিনীর এক রাতের নারকীয় হত্যাকাণ্ড এখনো বিশ্বব্যাপী নিন্দিত। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন এই রাতে তারা নির্বিচারে একের পর এক মানুষ হত্যা করে। প্রথমে ঢাকা এবং পরবর্তীতে সারাদেশে এই হত্যাকাণ্ড পরিচালিত হয়। ইতিহাসে এই রাতটির একটি বিশেষ নাম দেওয়া হয়েছে।

ক. অসহযোগ আন্দোলন কী? ১
খ. দ্বিজাতি তত্ত্ব কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কোন ঘটনার কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের ঘটনাটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য একমাত্র কারণ নয়– তা বিশ্লেষণ কর। ৪

[কু. বো. ২০২৫]

৫নং প্রশ্নের উত্তর

বি.দ্র. : ২০২৫ সালে প্রদত্ত পাঠ্যবই বহির্ভূত উদ্দীপক ও প্রশ্ন।

প্রশ্ন ▶ ০৬ নিচের ছকের আলোকে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

নাম	সদস্য সংখ্যা	সদর দপ্তর
A	৫৭	জেদ্দা
B	৫৪	লন্ডন
C	১৯৩	নিউইয়র্ক

ক. অছি পরিষদ কী? ১
খ. সার্কের দুটি উদ্দেশ্য লেখ। ২
গ. ছকে 'A' সংস্থাটি কোন আন্তর্জাতিক সংস্থাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় 'B' এর চেয়ে 'C' এর ভূমিকা অধিক"– তুমি কি একমত? বিশ্লেষণ কর। ৪

[কু. বো. ২০২৫]

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিশ্বের যেসব জনপদের পৃথক সত্তা আছে কিন্তু স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নেই এবং অন্য রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয় তাকে অছি এলাকা বলে। এসব এলাকার তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে থাকা জাতিসংঘের শাখা হলো অছি পরিষদ।

খ সার্কের পুরো নাম দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা। এটি দক্ষিণ এশিয়ার আটটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত।
সার্কের দুটি উদ্দেশ্য হলো–
১. সার্কভুক্ত দেশগুলোর জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা।
২. এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়ন ও সংস্কৃতির বিকাশ নিশ্চিত করা।

গ ছকে 'A' সংস্থাটি আন্তর্জাতিক সংস্থা ওআইসিকে নির্দেশ করে।
১৯৬৯ সালের ২১ আগস্ট ইসরাইল যখন মুসলমানদের পবিত্র ভূমি জেরুজালেমের মসজিদুল আকসায় অগ্নিসংযোগ করে, তখন তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় সমগ্র মুসলিম বিশ্ব এর তীব্র নিন্দা জানায় ও ক্ষোভ প্রকাশ করে। এরই প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে ১৯৬৯ সালের ২২ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর ২৪টি মুসলিম দেশের রাষ্ট্রপ্রধানগণ মরক্কোর রাজধানী রাবাতে একটি শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হয়ে এ বিষয়ে আলোচনা করেন। ঐ সম্মেলনে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর স্বার্থরক্ষায় একটি সংস্থা গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে ওআইসি গঠিত হয়।
উদ্দীপকের ছকে 'A' সংস্থাটির সদস্য সংখ্যা ৫৭ এবং এর সদর দপ্তর জেদ্দায় অবস্থিত। এরূপ তথ্যগুলো স্পষ্টভাবে ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা- ওআইসিকে উপস্থাপন করে।

ঘ উদ্দীপকে B ও C এর মাধ্যমে যথাক্রমে কমনওয়েলথ ও জাতিসংঘের কথা বলা হয়েছে। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের ভূমিকা অধিক।– এ বক্তব্যের সাথে আমি একমত।
কমনওয়েলথ ১৯৪৯ সালে গঠিত হয়। এর বর্তমান সদস্য দেশ হলো ৫৪টি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনস্ত স্বাধীন দেশগুলোর সমন্বয়ে এ কমনওয়েলথ সংস্থাটি গঠিত। অন্যদিকে জাতিসংঘ ১৯৪৫ সালে ৫১টি রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত হয়। বর্তমানে জাতিসংঘের সদস্য সংখ্যা হলো ১৯৩টি দেশ।
উদ্দীপকে উল্লিখিত সংস্থা দুটি হলো জাতিসংঘ ও কমনওয়েলথ। এই সংস্থা দুটির মধ্যে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘ বিশেষ ভূমিকা পালন করে। যেমন–
১. জাতিসংঘ শান্তির প্রতি হুমকি ও আক্রমণাত্মক কার্যকলাপকে প্রতিরোধ করে বিশ্বশান্তি নিশ্চিত করে। কিন্তু কমনওয়েলথ কেবলমাত্র ব্রিটেন ও ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ন্যূনতম সম্পর্ক রক্ষার কাজ করে।
২. জাতিসংঘ সকল মানুষের সমান অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে জাতিতে জাতিতে সম্প্রীতি জোরদার করে। কিন্তু কমনওয়েলথ এ সংক্রান্ত কাজের সাথে সম্পৃক্ত নয়।
৩. অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে জাতিসংঘ কাজ করে। কমনওয়েলথও এ কাজ করে, তবে কেবলমাত্র তার সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ।
৪. আন্তর্জাতিক আইনের সাহায্যে আন্তর্জাতিক বিবাদের মীমাংসা করা জাতিসংঘের অন্যতম কাজ। কিন্তু আন্তর্জাতিক আইনের সাহায্যে আন্তর্জাতিক বিবাদ মীমাংসা করার এখতিয়ার কমনওয়েলথের নেই। এসব দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, এই দুটি সংস্থা ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব পালন করে থাকে।
অতএব বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত সংস্থা দুটির কাজ এক নয়। বিশ্বে শান্তি নিশ্চিত করতে জাতিসংঘের ভূমিকা সর্বাধিক।

প্রশ্ন ▶ ০৭ জনাব সাহেদ আলী একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি। নিজ জেলায় তার অনেকগুলো পতিত টিলা আছে। কয়েক বছর আগে তিনি একটি টিলার গাছ-পালা কেটে একটি বিশাল রিসোর্ট তৈরি করেন। এতে করে উক্ত এলাকায় জীববৈচিত্র্য মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে।
ক. জনসংখ্যার পুনর্বণ্টন কী? ১
খ. অর্থনৈতিক বৈষম্য বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব সাহেদ আলীর কার্যক্রমগুলো পরিবেশগত দুর্যোগের অন্যতম একটি কারণ– ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যাটি সমাধানে কী কী উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে? বিশ্লেষণ কর। ৪
[কু. বো. ২০২৫]

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব খুব বেশি সেখান থেকে অল্প ঘনত্ব এলাকায় জনসংখ্যা সরিয়ে নিয়ে জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনায় ভারসাম্য রক্ষা করার প্রক্রিয়াই হলো জনসংখ্যার পুনর্বণ্টন।

খ অর্থনৈতিক বৈষম্য বলতে সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে আয়, সম্পদ ও সুযোগের অসম বণ্টনকে বোঝায়। এতে কেউ প্রচুর সম্পদ ও সুযোগ ভোগ করে, অন্যদিকে অনেকেই দরিদ্র ও বঞ্চিত অবস্থায় থাকে। এই বৈষম্য সমাজে অসন্তোষ সৃষ্টি করে এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকে বাধাগ্রস্ত করে। অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করতে সমতা, ন্যায্যতা ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা জরুরি। তাই একটি সুষম ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনে এটি গুরুত্বপূর্ণ একটি সমস্যা।

গ জনাব সাহেদ আলীর কার্যক্রমগুলো পরিবেশগত দুর্যোগের অন্যতম একটি কারণ– উক্তিটি যথার্থ।
আমাদের চারপাশের নদ-নদী, খাল-বিল, পাহাড়-পর্বত, গাছপালা এ-সবকিছু নিয়েই আমাদের পরিবেশ। সুস্থ প্রাকৃতিক পরিবেশ অব্যাহত রাখা আমাদের স্থিতিশীল উন্নয়ন ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের প্রধান ভিত্তি। কিন্তু মানুষের ইচ্ছাকৃত কর্মকাণ্ড যখন পরিবেশের এ স্বাভাবিক অবস্থাকে বিনষ্ট করে তখনই পরিবেশের দুর্যোগ সৃষ্টি হয়।
উদ্দীপকের জনাব সাহেদ আলী একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি। নিজ জেলায় তার অনেকগুলো পতিত টিলা আছে। কয়েক বছর আগে তিনি একটি টিলার গাছ-পালা কেটে একটি বিশাল রিসোর্ট তৈরি করেন। এতে করে উক্ত এলাকায় জীববৈচিত্র্য মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে। এতে পরিবেশগত দুর্যোগের অন্যতম কারণ বৃক্ষ নিধোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে। কেননা, গাছ আমাদের অক্সিজেন দেয়, মাটির ক্ষয়রোধ করে এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখে। কিন্তু নির্বিচারে গাছ কাটার ফলে বনাঞ্চল নষ্ট হচ্ছে, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে যাচ্ছে এবং জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে। এতে খরা, বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের মতো দুর্যোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৃক্ষনিধনের ফলে জীববৈচিত্র্যও হুমকির মুখে পড়ছে। তাই পরিবেশ রক্ষায় আমাদের বৃক্ষরোপণ করতে হবে এবং গাছ কাটায় নিয়ন্ত্রণ আনতে হবে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যাটি তথা পরিবেশগত দুর্যোগ সমস্যার সমাধানে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি নাগরিক সচেতনতা প্রয়োজন।
পরিবেশের সাথে আমাদের সুস্থতা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কিন্তু নানা কারণে পরিবেশ আজ দূষণের শিকার হচ্ছে। এ থেকে পরিত্রাণের উপায় খোঁজা তাই জরুরি হয়ে পড়েছে। কারণ পরিবেশগত বিপর্যয় ঠেকাতে না পারলে মানবসভ্যতা বিলিন হয়ে যাবে।
উদ্দীপকের জনাব সাহেদ আলীর কাজের মাধ্যমে পরিবেশগত দুর্যোগ প্রকাশ পেয়েছে। বাংলাদেশের পরিবেশগত দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রয়োজন সচেতনতা, পরিকল্পনা ও কার্যকর উদ্যোগ। অতিরিক্ত জনসংখ্যা, অপরিকল্পিত শিল্পায়ন এবং বনায়নের অভাবে পরিবেশ দূষণ

ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। এ পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পেতে প্রথমেই অপরিকল্পিত কলকারখানা বন্ধ করতে হবে এবং জনবসতিপূর্ণ এলাকায় শিল্প-কারখানা স্থাপনের অনুমতি দেওয়া যাবে না। পরিবেশ দূষণে দায়ী শিল্পগুলো চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। এছাড়া বনায়ন বৃদ্ধি, বৃক্ষরোপণ আন্দোলন জোরদারকরণ, পাহাড় কাটা নিয়ন্ত্রণ ও পলিথিন ও প্লাস্টিক নিষিদ্ধকরণ জরুরি। ইটভাটায় কাঠ পোড়ানো বন্ধ ও জৈবসার ব্যবহারে কৃষকদের উৎসাহিত করতে হবে। জনগণকে স্বাস্থ্যবিধি ও পরিবেশ সচেতনতার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং পরিবেশ রক্ষার আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। ক্ষতিকর উপাদান নিরূপণে বিশেষজ্ঞ দল গঠন ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ আবশ্যক।

সর্বোপরি, মানুষের সদিচ্ছা ও সর্বজনীন প্রচেষ্টার মাধ্যমে পরিবেশগত দুর্যোগ বা বিপর্যয় থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব হবে।

প্রশ্ন ▶ ০৮ হাসান সাহেব স্থানীয় প্রশাসনিক কাঠামো সর্বনিম্ন স্তরটির প্রধান হিসেবে নিয়োজিত আছেন। বাংলাদেশের প্রশাসনিক এ স্তরটির উন্নয়ন কমিটিরও তিনি প্রধান। অন্যদিকে মুনীর চৌধুরীও এই প্রশাসনিক স্তরের একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি পাঁচ বছরের জন্য জনগণের ভোটে নির্বাচিত।

ক. নারীর ক্ষমতায়ন বলতে কী বোঝায়? ১

খ. পৌরসভার গঠন ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত হাসান সাহেবের প্রশাসনিক স্তরটির বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে দুজনের প্রশাসনিক কার্যাবলির মধ্যে তোমার কাছে কোনটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় তা আলোচনা কর। ৪

[কু. বো. ২০২৫]

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক নারীর ক্ষমতায়ন বলতে বোঝায় পরিবার, সমাজ ও জাতীয় ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ, মতামত প্রকাশ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা।

খ স্থানীয় সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হলো পৌরসভা। স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ অনুসারে পৌরসভার গঠন কাঠামো নির্ধারিত হয়েছে। উক্ত আইনানুসারে পৌরসভা গঠিত হবে একজন মেয়র, সরকারি গেজেটে সমানসংখ্যক কাউন্সিলর এবং কেবল মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত নির্ধারিত সংখ্যক কাউন্সিলরের সমন্বয়ে। এর সকল পদেই জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হওয়ার বিধান করা হয়েছে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত হাসান সাহেবের প্রশাসনিক স্তরটি হলো ইউনিয়ন পরিষদ।

ইউনিয়ন পরিষদ বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর সর্বনিম্ন পর্যায় অর্থাৎ, তৃণমূলে অবস্থিত। গড়ে ১০-১৫টি গ্রাম নিয়ে ৯টি ওয়ার্ডের সমন্বয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়। একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যান, ৯টি ওয়ার্ডে ৯ জন নির্বাচিত সদস্য ও প্রতি ৩ আসনের বিপরীতে ১ জন করে মোট ৩ জন সংরক্ষিত নারী সদস্য নিয়ে এ পরিষদ গঠিত হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, হাসান সাহেব স্থানীয় প্রশাসনিক কাঠামো সর্বনিম্ন স্তরটির প্রধান হিসেবে নিয়োজিত আছেন। বাংলাদেশের প্রশাসনিক এ স্তরটির উন্নয়ন কমিটিরও তিনি প্রধান। এরূপ তথ্য থেকে ইউনিয়ন পরিষদের পরিচয় ফুটে উঠে। অর্থাৎ হাসান সাহেবের প্রশাসনিক স্তরটি হলো ইউনিয়ন পরিষদ।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে প্রশাসনিক দুজন কর্মকর্তা হলেন চেয়ারম্যান এবং সাধারণ সদস্য। দুজনের প্রশাসনিক কার্যাবলির মধ্যে আমার কাছে চেয়ারম্যানের কাজ বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়।

ইউনিয়ন পরিষদ বাংলাদেশের মাঠ প্রশাসনের সবচেয়ে নিম্নস্তরের গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট, যার নেতৃত্বে থাকেন একজন চেয়ারম্যান এবং কয়েকজন নির্বাচিত সদস্য। চেয়ারম্যান পুরো ইউনিয়নের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি পরিষদের সভা আহ্বান, সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, বাজেট প্রণয়ন, উন্নয়ন প্রকল্প পরিচালনা এবং ইউনিয়নের সার্বিক আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় ভূমিকা রাখেন। অন্যদিকে, একজন সদস্য সাধারণত ওয়ার্ডভিত্তিক জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি নিজ এলাকার জনগণের সমস্যার কথা পরিষদে তুলে ধরেন, স্থানীয় উন্নয়ন কাজে অংশ নেন এবং বিভিন্ন কমিটিতে দায়িত্ব পালন করেন। চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব বেশি হলেও, সদস্যগণ পরামর্শ ও মতামতের মাধ্যমে তাকে সহায়তা করেন। চেয়ারম্যান যেখানে পুরো ইউনিয়নের সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন, সদস্য সেখানে নির্দিষ্ট এলাকার জন্য কাজ করেন। তবে উভয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই ইউনিয়ন পরিষদ কার্যকরভাবে পরিচালিত হয়।

আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, চেয়ারম্যান ও সদস্যের দায়িত্বের বিস্তৃতি ও প্রভাবের পার্থক্য থাকলেও দুজনেই স্থানীয় প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। তবে দুজনের কাজের তুলনামূলক বিশ্লেষণে এটা স্পষ্ট হয় যে ইউনিয়ন পরিষদের প্রধান হিসেবে চেয়ারম্যানের কাজের গুরুত্ব বেশি।

প্রশ্ন ▶ ০৯ **দৃশ্যকল্প-১ :** জনাব রশিদ স্ত্রী, এক পুত্র ও দুই কন্যাকে নিয়ে ঢাকায় একটি ফ্ল্যাটে বসবাস করেন। সম্প্রতি তিনি তার পুত্রকে বিয়ে করান। পুত্রবধূ তাদের সাথেই থাকেন।

দৃশ্যকল্প-২ : জামিল একটি কোম্পানিতে চাকরি করেন। অন্যদিকে তার স্ত্রী ঘরে বিভিন্ন রকমের পিঠা, কেক তৈরি করে অনলাইনে বিক্রি করেন। ফলে দুজনের আয়ে পরিবারটি ভালোই চলছে।

ক. সমাজ কাকে বলে? ১

খ. সার্বভৌমত্বকে কেন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা বলা হয়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. পারিবারিক কাঠামোর ভিত্তিতে জনাব রশিদের পরিবারটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জামিলের স্ত্রীর কর্মকাণ্ডটি পরিবারের জন্য কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ বলে তুমি মনে কর? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর। ৪

[কু. বো. ২০২৫]

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একদল জনগোষ্ঠী যখন সংঘবদ্ধ হয়ে বসবাস করে তখন তাকে সমাজ বলা হয়।

খ সার্বভৌমত্বকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা বলা হয়; কারণ সার্বভৌমত্ব ব্যতীত রাষ্ট্র অর্থহীন।

সার্বভৌমত্ব একটি রাষ্ট্রের চরম, পরম, চূড়ান্ত ও সর্বোচ্চ ক্ষমতা। এ উপাদানের অভাবে বিশ্বের বহু নির্দিষ্ট অঞ্চল জনসংখ্যা ও সরকার থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি। কার্যত সার্বভৌমত্ব ব্যতীত রাষ্ট্রের অস্তিত্ব অসম্ভব। তাই সার্বভৌমত্বকে রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলা হয়।

গ পারিবারিক কাঠামোর ভিত্তিতে জনাব রশিদের পরিবারটি যৌথ পরিবার।

পারিবারিক গঠন ও কাঠামোর ভিত্তিতে পরিবারকে দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা– একক পরিবার ও যৌথ পরিবার। যৌথ পরিবার হচ্ছে সেই পরিবার যেখানে বাবা-মা, ভাইবোন, দাদা-দাদি, চাচা-চাচি ও অন্যান্য পরিজন একত্রে বাস করে। মূলত যৌথ পরিবার হচ্ছে একাধিক একক পরিবারের সমষ্টি। এ পরিবারের বন্ধন মূলত রক্তের সম্পর্কের মাধ্যমে গড়ে ওঠে। এ পরিবারের সদস্যরা একত্রে উপার্জন, ব্যয় ও ভোগ করে।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১ এর জনাব রশিদ স্ত্রী, এক পুত্র ও দুই কন্যাকে নিয়ে ঢাকায় একটি ফ্ল্যাটে বসবাস করেন। সম্প্রতি তিনি তার পুত্রকে বিয়ে করান। পুত্রবধূ তাদের সাথেই থাকেন। এরূপ চিত্র একটি যৌথ পরিবারকে তুলে ধরে। কেননা জনাব রশিদের পরিবারের সাথে তার সদ্য বিবাহিত পুত্রবধূও যুক্ত হয়েছে। যেহেতু তার পরিবারে আরও একটি একক পরিবার যুক্ত হয়েছে, সেহেতু তার পরিবারটি একটি যৌথ পরিবার।

ঘ জামিলের স্ত্রীর কর্মকাণ্ডটি পরিবারের অর্থনৈতিক কাজকে তুলে ধরে। তার এ কাজ পরিবারের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

পরিবারের সদস্যদের ভরণ-পোষণ অর্থাৎ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি চাহিদা পূরণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। পরিবারের সদস্যরা বিভিন্নভাবে অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে এসব চাহিদা পূরণ করে থাকে। পরিবারকে কেন্দ্র করে কুটির শিল্প, মৎস্য চাষ, কৃষিকাজ, পশুপালন ইত্যাদি অর্থনৈতিক কাজ সম্পাদিত হয়।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-২ এ জামিল একটি কোম্পানিতে চাকরি করেন। অন্যদিকে তার স্ত্রী ঘরে বিভিন্ন রকমের পিঠা, কেক তৈরি করে অনলাইনে বিক্রি করেন। ফলে দুজনের আয়ে পরিবারটি ভালোই চলছে। জামিলের স্ত্রীর এমন কর্মকাণ্ডে পরিবারের অর্থনৈতিক কাজ প্রকাশ পেয়েছে, পরিবারে যে কাজের ভূমিকা অত্যধিক। পরিবারের অর্থনৈতিক কাজের মাধ্যমে অন্যান্য কার্যাবলি অর্থবহ হয়ে ওঠে। বিনোদন, শিক্ষা, মানসিক বিকাশে সহযোগিতা প্রভৃতি কাজ পরিবারের অর্থনৈতিক কাজের মাধ্যমে পরিপূর্ণতা লাভ করে। পরিবার অর্থনৈতিক কাজের মাধ্যমে এর সদস্যদের সকল ধরনের চাহিদা পূরণ করে। এর ফলশ্রুতিতে প্রতিটি সদস্য যথাযথভাবে তাদের সামাজিক ভূমিকা পালনে অবদান রাখতে পারে। আর্থিক স্বচ্ছলতা ছাড়া কারো পক্ষেই স্বাভাবিকভাবে সমাজে জীবনযাপন করা সম্ভব হয় না।

আলোচনার শেষে তাই বলা যায়, পরিবারের অর্থনৈতিক কার্যাবলি একটি পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কারণ এর মাধ্যমে পরিবার সমাজে টিকে থাকার যোগ্যতা অর্জন করে।

প্রশ্ন ▸ ১০ জনাব আমজাদ বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত একজন কানাডার নাগরিক বিয়ে করে সেই দেশে চলে যান। সেখানে তিনি ব্যবসা শুরু করেন। তিনি নিয়মিত কর দেন, দেশের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন এবং তিনি সব সময় আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

ক. অধিকার কী? ১

খ. নৈতিক অধিকার বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. আমজাদ সাহেব কোন সূত্রে কানাডার নাগরিকত্ব লাভ করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "জনাব আমজাদ একজন সুনাগরিক"– উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

[কু. বো. ২০২৫]

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত কতকগুলো সুযোগ-সুবিধা যা ভোগের মাধ্যমে নাগরিকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধিত হয়, তাই অধিকার।

খ মানুষের বিবেক এবং সামাজিক নৈতিকতা বা ন্যায়বোধ থেকে উদ্ভূত অধিকারকে নৈতিক অধিকার বলে।

নৈতিক অধিকার মানুষের বিবেক এবং সামাজিক নৈতিকতা বা ন্যায়বোধ থেকে আসে। যেমন– দুর্বলের সাহায্য লাভের অধিকার নৈতিক অধিকার। এটি রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণয়ন করা হয় না যার ফলে এর কোনো আইনগত ভিত্তি নেই। তাছাড়া এ অধিকার ভঙ্গাকারীকে কোনো শাস্তি দেওয়া হয় না। নৈতিক অধিকার বিভিন্ন সমাজে বিভিন্নরকম হতে পারে।

গ আমজাদ সাহেব অনুমোদনসূত্রে কানাডার নাগরিকত্ব লাভ করেছেন।

কতকগুলো শর্ত পালনের মাধ্যমে এক রাষ্ট্রের নাগরিক অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করলে তাকে অনুমোদনসূত্রে নাগরিক বলা হয়। সাধারণত অনুমোদনসূত্রে নাগরিকতা অর্জনের ক্ষেত্রে যেসব শর্ত পালন করতে হয় সেগুলো হলো– ১. সেই রাষ্ট্রের নাগরিককে বিয়ে করা, ২. সরকারি চাকরি করা, ৩. সততার পরিচয় দেওয়া, ৪. সে দেশের ভাষা জানা, ৫. সম্পত্তি ক্রয় করা, ৬. দীর্ঘদিন বসবাস করা ও ৭. সেনাবাহিনীতে যোগদান করা। রাষ্ট্রভেদে এসব শর্ত ভিন্ন হতে পারে। কোনো ব্যক্তি যদি এর মধ্যে এক বা একাধিক শর্ত পূরণ করে, তবে সে নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে পারে। আবেদন ওই রাষ্ট্রের সরকার কর্তৃক গৃহীত হলে সে অনুমোদনসূত্রে দেশটির নাগরিক হবে।

উদ্দীপকের জনাব আমজাদ বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত একজন কানাডার নাগরিক বিয়ে করে সেই দেশে চলে যান। সেখানে তিনি ব্যবসা শুরু করেন। জনাব আমজাদ সাহেব অনুমোদনসূত্রে নাগরিকত্ব লাভের জন্য একাধিক শর্ত পূরণ করেছেন। যে কারণে তিনি অনুমোদনসূত্রে কানাডার নাগরিকত্ব লাভ করেছেন।

ঘ "জনাব আমজাদ একজন সুনাগরিক"– উক্তিটি যথার্থ।

রাষ্ট্রের সব নাগরিক সুনাগরিক নয়। আমাদের মাঝে যে বুদ্ধিমান, যার বিবেক রয়েছে এবং যে আত্মসংযমী তাকে সুনাগরিক হিসেবে গণ্য করা হয়। অর্থাৎ, যে সকল সমস্যা অতি সহজে সমাধান করে, যে বিবেক দ্বারা ন্যায়-অন্যায়, সৎ-অসৎ বুঝতে পেরে অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকে এবং বৃহত্তর স্বার্থে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করতে পারে তাদেরকে সুনাগরিক হিসেবে অভিহিত করা হয়। সুনাগরিকের প্রধানত তিনটি গুণ থাকে। যথা– বুদ্ধি, বিবেক ও আত্মসংযম।

উদ্দীপকের জনাব আমজাদ সাহেব একজন প্রবাসী ব্যবসায়ী হওয়ার পেছনে তার পরিশ্রম যেমন জড়িত তেমনি তার বুদ্ধিমত্তারও সফল চর্চার ফসল। আবার একজন বিবেকবান নাগরিক হিসেবে তিনি সব সময় আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, নিয়মিত কর দেন। তিনি সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করেন বিধায় তিনি দেশের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন। যার মাধ্যমে তার আত্মসংযম গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। তার মাঝে এসব গুণাবলির উপস্থিতি তাকে সুনাগরিক হিসেবেই তুলে ধরে।

আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, জনাব আমজাদ সাহেবের মাঝে সুনাগরিকের অপরিহার্য তিনটি গুণ বুদ্ধি, বিবেক ও আত্মসংযমের সমন্বয় ঘটেছে। সে হিসেবে বলা যায়, তিনি একজন সুনাগরিক।

প্রশ্ন ▸ ১১

সাল	আন্দোলন	ফলাফল
১৯৫২	'ক'	জাতীয়তাবাদের উদ্ভব
১৯৬৬	'খ'	মুক্তির সনদ

ক. কত সালে মুসলিমলীগ প্রতিষ্ঠিত হয়? ১

খ. লাহোর প্রস্তাবকে "পাকিস্তান প্রস্তাব" বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. 'ক' নির্দেশিত আন্দোলন কীভাবে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ঘটায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "'খ' আন্দোলনের মধ্যেই আমাদের স্বাধীনতার বীজ নিহিত"– উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

[কু. বো. ২০২৫]

১১নং প্রশ্নের উত্তর

বি.দ্র. : ২০২৫ সালে প্রদত্ত পাঠ্যবই বহির্ভূত উদ্দীপক ও প্রশ্ন।

যশোর বোর্ড–২০২৫

পৌরনীতি ও নাগরিকতা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড : 1 4 0

সময় : ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান : ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. **চুক্তিপত্র ও দলিল কোন ধরনের আইনের আওতায় পড়ে?**
ⓚ জাতীয় ⓛ আন্তর্জাতিক ⓖ সরকারি ⓘ বেসরকারি

২. **ড. নাফিস ইমতিয়াজ একটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান। তিনি রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন ধরনের আইন প্রয়োগ করেন?**
ⓚ বেসরকারি আইন ⓛ ফৌজদারি আইন
ⓖ সাংবিধানিক আইন ⓘ আন্তর্জাতিক আইন

৩. **স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে তোমার যে বিষয়টি জানা আবশ্যক বলে তুমি মনে কর–**
i. আইনের বৈশিষ্ট্য ii. স্বাধীনতার স্বরূপ iii. আইন
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৪. **অন্তর্বর্তীকালীন সরকারব্যবস্থার উপদেষ্টা পরিষদকে শপথ বাক্য পাঠ করান–**
ⓚ স্পিকার ⓛ ডেপুটি স্পিকার ⓖ উপ-রাষ্ট্রপতি ⓘ রাষ্ট্রপতি

৫. **শাসন ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণ না থাকায় সবসময় বিপ্লবের ভয় থাকে। অভ্যন্তরীণ বিরোধিতা ও গণ-অসন্তোষের কারণে বেশিদিন টিকে থাকতে পারে না– এটি কোন ধরনের শাসন ব্যবস্থা?**
ⓚ রাজনৈতিক ⓛ একনায়কতান্ত্রিক
ⓖ গণতান্ত্রিক ⓘ সমাজতান্ত্রিক

৬. **বাংলাদেশের সংবিধানে ত্রয়োদশ সংশোধনী কত সালে আনয়ন করা হয়?**
ⓚ ১৯৯১ ⓛ ১৯৯৬ ⓖ ১৯৯৯ ⓘ ২০০৪

৭. **কৌশিক রাষ্ট্র সম্পর্কে জানতে চাইলে বাবা তাকে সংবিধান পাঠ করার পরামর্শ দেন। কৌশিকের বাবার বক্তব্যে প্রকাশ পেয়েছে সংবিধান–**
ⓚ রাষ্ট্রের দর্পণ ⓛ সরকারের দর্পণ
ⓖ রাষ্ট্রের চাবিকাঠি ⓘ সরকারের মস্তিষ্ক

৮. **বাংলাদেশের নাগরিকতা 'বাঙালি' থেকে 'বাংলাদেশি' করা হয় কততম সংশোধনীর মাধ্যমে?**
ⓚ প্রথম ⓛ দ্বিতীয় ⓖ তৃতীয় ⓘ পঞ্চম

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৯ ও ১০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
জনাব X একটি দেশের সরকারপ্রধান। জনাব Y পার্শ্ববর্তী আরেকটি দেশের সরকার প্রধান। উভয় রাষ্ট্রের মধ্যকার সীমান্ত বিতর্কিত একটি অঞ্চল নিয়ে দু'দেশের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। জনাব X দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে উক্ত অঞ্চলটি দখল করেন। ততক্ষণে জনাব Y সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থ হন।

৯. **জনাব X এর দেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য কোনটি?**
ⓚ সুস্পষ্টতা ⓛ স্থিতিশীলতা
ⓖ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার উপযোগী ⓘ জরুরি প্রয়োজনে সহায়ক

১০. **জনাব Y এর দেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য হলো–**
i. লিখিত ii. দুষ্পরিবর্তনীয়
iii. অলিখিত
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

১১. **বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর সর্বনিম্ন স্তর কোনটি?**
ⓚ মাঠ প্রশাসন ⓛ জেলা প্রশাসন
ⓖ উপজেলা প্রশাসন ⓘ বিভাগীয় প্রশাসন

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১২ ও ১৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
জনাব কিবরিয়া একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা। তিনি নির্বাচিত মন্ত্রীর প্রধান পরামর্শদাতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মন্ত্রণালয়ের সকল প্রশাসনিক ক্ষমতাও তার হাতে ন্যস্ত।

১২. **উদ্দীপকে জনাব কিবরিয়া সাহেবের পদমর্যাদা কী?**
ⓚ কমিশনার ⓛ উপসচিব ⓖ সচিব ⓘ অতিরিক্ত সচিব

১৩. **জনাব কিবরিয়া সাহেব মন্ত্রী মহোদয়কে যে ধরনের কাজে সহায়তা প্রদান করেন তা হলো–**
i. বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে ii. নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে
iii. সরকারি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

১৪. **গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অন্যতম শর্ত কোনটি?**
ⓚ গণভোট ⓛ প্রতিনিধি নির্বাচন
ⓖ দলীয় নির্বাচন ⓘ সুষ্ঠু নির্বাচন

১৫. **নারীর ক্ষমতায়ন বলতে বোঝায়–**
i. পরিবার ও সমাজে নারীর অংশগ্রহণ
ii. জাতীয় ক্ষেত্রে নারীর মতামত প্রকাশ
iii. সর্বোচ্চ পর্যায়ে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ ii ও iii ⓖ i ও iii ⓘ i, ii ও iii

১৬. **পার্বত্য শান্তি চুক্তি কত সালে সম্পাদিত হয়?**
ⓚ ১৯৯৭ ⓛ ১৯৯৮ ⓖ ১৯৯৯ ⓘ ২০০০

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৭ ও ১৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
জনাব গফুর দরিদ্র কৃষকের সন্তান। বহু প্রতিকূলতার মধ্যে থেকেও তিনি বি.এ পাস করে সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি পাওয়ার জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু বিভিন্ন কারণে চাকুরিলাভে তিনি ব্যর্থ হন।

১৭. **গফুর সাহেবের কর্মসংস্থানের ব্যর্থতা কোন সমস্যাকে চিহ্নিত করে?**
ⓚ বেকারত্ব ⓛ পরিবেশ ⓖ ধর্ম ⓘ জনসংখ্যা

১৮. **উদ্দীপকে বর্ণিত সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন–**
i. শিক্ষার প্রসার ii. কর্ম সংস্থানের সৃষ্টি iii. দক্ষ জনশক্তি
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

১৯. **জাতি, ধর্ম, বর্ণ দ্বারা পরিচিত না হয়ে বাঙালি এক পরিচয়ে পরিচিত হয় যে আন্দোলনের মাধ্যমে তা হলো–** [পাঠ্যবই বহির্ভূত প্রশ্ন]
ⓚ মুক্তিযুদ্ধ ⓛ ভাষা আন্দোলন
ⓖ ফরায়েজি আন্দোলন ⓘ গণঅভ্যুত্থান

২০. **১৯৬২ সালের শিক্ষা কমিশনে শিক্ষার্থীদের জন্য কোন ধরনের সুপারিশ করা হয়?** [পাঠ্যবই বহির্ভূত প্রশ্ন]
i. ৬ষ্ঠ থেকে ডিগ্রি পর্যন্ত ইংরেজি পাঠ বাধ্যতামূলক
ii. শিক্ষা খরচ শিক্ষার্থীদের বহন করা
iii. ডিগ্রি কোর্সকে তিন বছর মেয়াদী করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২১. **জাতিসংঘের কোন সংস্থার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পায়?**
ⓚ ইউনিসেফ ⓛ নিরাপত্তা পরিষদ
ⓖ সাধারণ পরিষদ ⓘ ইউনেস্কো

২২. **জাতিসংঘ কত সালে মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র প্রণয়ন করে?**
ⓚ ১৯৪৮ ⓛ ১৯৫০ ⓖ ১৯৬৮ ⓘ ১৯৭০

২৩. **ভোটদান কিংবা নির্বাচিত হওয়ার মতো রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করতে পারে না যাদের বয়স–**
ⓚ ১৮ বছর ⓛ ১৮ বছরের উপরে
ⓖ ১৮ বছরের নিচে ⓘ ৬০ বছরের উপরে

২৪. **বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কিছু অংশের পরিবার হলো–**
ⓚ একান্নবর্তী ⓛ যৌথ ⓖ পিতৃতান্ত্রিক ⓘ মাতৃতান্ত্রিক

২৫. **সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রবর্তক ছিলেন–**
ⓚ জন লক ⓛ ড. গার্নার
ⓖ প্লেটো ⓘ বেঞ্জামিন ফ্রাংলিন

২৬. **একজন সুনাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো–**
i. পৌরনীতি বিষয়ে জ্ঞান ii. সচেতন হওয়া
iii. কর প্রদান করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৭.

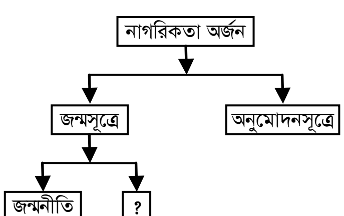

'?' চিহ্নিত স্থানে কোনটি হবে?
ⓚ জন্মনীতি ⓛ বিবাহ ⓖ জন্মসূত্র ⓘ জন্মস্থান নীতি

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৮ ও ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
জীবন ও জর্জ কৈরালা দুই বন্ধু একই বিষয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে। জীবন বাংলাদেশি, অপরদিকে জর্জ কৈরালা নেপালী। জীবন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা নির্বাচিত হয়েছে, কিন্তু জর্জ কৈরালা ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ছাত্র নেতা হতে পারেনি।

২৮. **জর্জ কৈরালা বাংলাদেশে কোন অধিকার ভোগ করতে পারছে না?**
ⓚ সামাজিক অধিকার ⓛ রাজনৈতিক অধিকার
ⓖ অর্থনৈতিক অধিকার ⓘ ধর্মীয় অধিকার

২৯. **জর্জ কৈরালা ছাত্রনেতা হতে পারেনি কারণ–**
i. অস্থায়ী বাসিন্দা ii. বিদেশি iii. উচ্চ শিক্ষিত
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ ii ও iii ⓖ i ও iii ⓘ i, ii ও iii

৩০. **ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির, ব্যক্তির সাথে রাষ্ট্রের এবং রাষ্ট্রের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক নির্ধারণ কার মাধ্যমে?**
ⓚ শাসনের ⓛ ধর্মীয় অনুশাসনের ⓖ আইনের ⓘ স্বাধীনতার

☑ খালি ঘরগুলোতে পেন্সিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখ। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখ তোমার উত্তরগুলো সঠিক ছিল কি না।

উত্তর																														
	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

যশোর বোর্ড–২০২৫

পৌরনীতি ও নাগরিকতা (সৃজনশীল প্রশ্ন)

বিষয় কোড : 1 4 0

সময়– ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। হাসান মিয়া একজন মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষক। তিনি স্ত্রী, সন্তান ও মা বাবাকে নিয়ে একত্রে বসবাস করেন। তিনি শিক্ষকতার পাশাপাশি অবসরে সন্তানদের লেখাপড়ার বিষয় দেখেন। তিনি তাদের নৈতিকতা, সততা ও শৃঙ্খলা বিষয়েও শিক্ষা দেন। তাদের পরিবারে কোনো সমস্যা দেখা দিলে সবাই একত্রে পরামর্শ করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। গ্রামের সবাই তাদেরকে খুব শ্রদ্ধা করে ও কোনো সমস্যা হলে পরামর্শ নিতে আসে।

ক. পরিবার কাকে বলে? ১

খ. মানুষ সমাজে বাস করে কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. হাসান মিয়া পরিবারে যে ধরনের কার্যাবলি সম্পূর্ণ করেন তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে "হাসান মিয়ার পরিবার একটি সুখি পরিবার ও এলাকায় অধিক জনপ্রিয়"। বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। ৪

২। মোঃ রিফাত বাংলাদেশের ঢাকা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং শেষ করে উচ্চতর ডিগ্রি নিতে অস্ট্রেলিয়ায় চলে যান। সেখানে তিনি অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক মিস লিভিকে বিবাহ করেন। তারা এখন একত্রে বসবাস করেন। তাদের একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। মিস লিভির বাবা-মা অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক।

ক. অধিকার প্রধানত কত প্রকার? ১

খ. নাগরিকতা বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মিস লিভি কোন নীতিতে অস্ট্রেলিয়ার নাগরিকতা লাভ করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'মোঃ রিফাত দ্বৈত নাগরিকতা লাভ করতে পারে'– বক্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

৩। জনাব সাম্মাম সাদিক একটি সরকারি অফিসের নির্বাহী কর্মকর্তা। তিনি সব সময় সততার সাথে নিজ দায়িত্ব পালন করেন। তার অফিসে কোনো প্রকার অবৈধ কাজকে তিনি প্রশ্রয় দেন না। মতামত প্রকাশে পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। কেননা তিনি বিশ্বাস করেন, আইনের অনুশাসন স্বাধীনতা ও সাম্যের সংরক্ষক।

ক. সাম্যের অর্থ কী? ১

খ. আইন সার্বজনীন কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব সাম্মাম সাদিকের আইনের অনুশাসন মেনে চলার পেছনে কী কী ধারণা কাজ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'জনাব সাম্মাম সাদিকের অফিসে আইন ও স্বাধীনতার সমন্বয় ঘটেছে' তুমি কি উক্তিটির সাথে একমত? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪। প্রীতি ও লতা দুই বোন। তারা দুই বোনই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ৩য় বর্ষের শিক্ষার্থী। প্রীতি ও লতা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করছিল। 'লতা' বলে গণতন্ত্র জনগণের সকল স্বার্থকে নিশ্চিত করে। আধুনিক বিশ্বে সর্বাপেক্ষা প্রচলিত শাসনব্যবস্থা হল গণতন্ত্র।

ক. গণতন্ত্র কী? ১

খ. কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বলতে কী বুঝ? ২

গ. 'গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কীভাবে জনগণের স্বার্থকে নিশ্চিত করে'। ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'লতা' এর মতামতের যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

৫। একই ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক ক্ষমতা এবং ধর্মীয় নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে 'ক' রাষ্ট্রের সংবিধান রচনা করা হয়েছে। এ রাষ্ট্রের সংবিধানে রাষ্ট্রের সকল কাজে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। উক্ত রাষ্ট্রের আইন সভার একটি বিল পাশের ব্যাপারে আইন সভার মোট ২১০ জন সদস্যের মধ্যে ১৪০ জনের সম্মতি না থাকায় বিলটি বাতিল হয়ে যায়।

ক. রাষ্ট্রের চালিকাশক্তি কাকে বলে? ১

খ. ম্যাগনাকার্টা কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সংশোধনের ভিত্তিতে 'ক' রাষ্ট্রের সংবিধান কোন শ্রেণির? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'ক' রাষ্ট্রের সংবিধানে বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়– বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। মিঃ 'X' সরকার পরিচালনার একটি বিভাগের সর্বোচ্চ প্রধান। তিনি আইন সভার সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হন। অপর দিকে মিঃ 'Y' প্রকৃত শাসন ক্ষমতার অধিকারী। তিনি দেশের সকল স্বার্থ রক্ষা করেন এবং বিদেশে কোনো আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে তাঁর দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন।

ক. সচিবালয় কী? ১

খ. প্রশাসনকে রাষ্ট্রের হৃৎপিন্ড বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের মিঃ 'X' সরকারের কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ করে, তার কাজ আলোচনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের মিঃ 'X' ও মিঃ 'Y' এর মধ্যে কাকে শাসন ব্যবস্থার মধ্যমণি বলা হয়? বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। ৪

৭। 'ক' নামের একটি দেশের সকল ধরনের নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য রাষ্ট্রপতি সংবিধানের আলোকে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানটি ভোটার তালিকা তৈরি, আইডি কার্ড প্রদান ও নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ ইত্যাদি কাজ সুচারুরূপে সম্পূর্ণ করে।

ক. নির্বাচন কত প্রকার? কী কী? ১

খ. গোপন ভোটদান পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে কোন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? উক্ত প্রতিষ্ঠানের কাঠামো ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অপরিসীম"– উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। সেতারা হক জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তার এলাকা থেকে জনগণের ভোটে জয়ী হওয়ার পর তিনি স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচনে সংরক্ষিত আসন ছাড়াও অন্যান্য আসনে নারীদের প্রতিযোগিতা করার জন্য উৎসাহ দেন। তিনি একটি নারী শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে নারীদের সেলাই, বেতের কাজ, হাঁস-মুরগি পালন ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন।

ক. স্থানীয় সরকার কী? ১

খ. নারীর ক্ষমতায়ন বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সেতারা হক প্রথম কাজটি নারীর কোন ধরনের ক্ষমতায়নকে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "নারী শিক্ষা কেন্দ্রে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ নারীদের স্বাবলম্বী করে তুলবে"– পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৯। রেহেনা একজন বিধবা নারী। সে তার বসত বাড়ির পাশে শাক-সবজি চাষ করেন এবং পুকুরে বিভিন্ন দেশি মাছ ও মাছের পোনা উৎপাদন করেন। এদিকে তার প্রতিবেশী লতিফ সাহেব তার পাশে একটি রং এর কারখানা তৈরি করেন। সেখান থেকে বর্জ্য পদার্থ এসে পুকুরে পড়লে মাছ মরে যাচ্ছে ও শাক-সবজির ভাল ফলন হচ্ছে না। তিনি এলাকায় বিচার দিয়েও সুবিচার পাচ্ছেন না।

ক. নারী নির্যাতন কী? ১

খ. বাংলাদেশের নারী নির্যাতনের প্রধান কারণ কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. লতিফ সাহেবের কর্মকান্ডের ফলে পরিবেশের কী ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টি হচ্ছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উক্ত সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ যথেষ্ট"। উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১০। রায়হান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দেশ এক কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। মিছিল, মিটিং, ভাষণ, গণ-আন্দোলন ও কিছু দফার কথা শুনে তার মধ্যে দেশপ্রেম প্রবল হয়ে ওঠে। যে করেই হোক দেশকে শত্রুমুক্ত করতে হবে। তাই তিনিও গণ-আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন।

ক. কত সালে ছাত্ররা বাংলা ভাষা দাবি দিবস পালন করে? ১

খ. গণ-আন্দোলন কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. 'উদ্দীপকের দফাভিত্তিক দাবিগুলো বাঙালি জাতির কোন ঐতিহাসিক দাবির প্রতিচ্ছবি? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকে বর্ণিত আন্দোলনের মতো বিভিন্ন আন্দোলনের পথ ধরেই আজকের এই স্বাধীন বাংলাদেশ" উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

১১। বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ বিভীষিকা, ক্ষতি, মৃত্যু দেখে মানুষ বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও যুদ্ধ বন্ধ করে বিভিন্ন দেশের সহযোগিতা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে গড়ে তুলেছিল একটি সংস্থা। বাংলাদেশ ও অন্যান্য দেশের সহযোগিতা ও অর্থনৈতিক, সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য এ সংস্থার সদস্যভুক্ত হয় এবং সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। যা বাংলাদেশের সাথে সংস্থার সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ করেছে।

ক. বর্তমানে জাতিসংঘের সদস্য সংখ্যা কত? ১

খ. সার্ক কেন গঠিত হয়েছে? ২

গ. "বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা থেকে জাতিসংঘের সৃষ্টি"– ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'বাংলাদেশের সাথে উদ্দীপকের সংস্থাটির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে'– উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরমালা (যশোর বোর্ড ২০২৫)

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	ঘ	২	গ	৩	ঘ	৪	ঘ	৫	খ	৬	খ	৭	ক	৮	ঘ	৯	ঘ	১০	ক	১১	গ	১২	গ	১৩	ঘ	১৪	ঘ	১৫	ঘ
	১৬	ক	১৭	ক	১৮	ঘ	১৯	খ	২০	ঘ	২১	গ	২২	ক	২৩	গ	২৪	ঘ	২৫	ক	২৬	ঘ	২৭	ঘ	২৮	খ	২৯	ক	৩০	গ

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ হাসান মিয়া একজন মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষক। তিনি স্ত্রী, সন্তান ও মা বাবাকে নিয়ে একত্রে বসবাস করেন। তিনি শিক্ষকতার পাশাপাশি অবসরে সন্তানদের লেখাপড়ার বিষয় দেখেন। তিনি তাদের নৈতিকতা, সততা ও শৃঙ্খলা বিষয়েও শিক্ষা দেন। তাদের পরিবারে কোনো সমস্যা দেখা দিলে সবাই একত্রে পরামর্শ করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। গ্রামের সবাই তাদেরকে খুব শ্রদ্ধা করে ও কোনো সমস্যা হলে পরামর্শ নিতে আসে।

ক. পরিবার কাকে বলে? ১

খ. মানুষ সমাজে বাস করে কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. হাসান মিয়া পরিবারে যে ধরনের কার্যবালি সম্পূর্ণ করেন তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে "হাসান মিয়ার পরিবার একটি সুখি পরিবার ও এলাকায় অধিক জনপ্রিয়"। বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। ৪

[য. বো. ২০২৫]

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজস্বীকৃত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে স্বামী-স্ত্রীর একত্রে বসবাস করাকে পরিবার বলে।

খ অস্তিত্ব রক্ষা ও নিজেদের প্রয়োজন পূরণের জন্য মানুষ সমাজে বাস করে।

মানুষ সামাজিক জীব। নিজেদের প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ একতাবদ্ধ হয়ে সমাজ গড়ে তোলে। কারণ একাকি কোনো প্রয়োজন পূরণ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাছাড়া সামাজিক পরিবেশ মানুষের মানবীয় গুণাবলি ও সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটায়। এসব কারণে মানুষ সমাজে বসবাস করে।

গ হাসান মিয়া পরিবারে অর্থনৈতিক ও শিক্ষামূলক কার্যবালি সম্পূর্ণ করেন।

পরিবার হলো একটি পরিপূর্ণ শিক্ষাকেন্দ্র। ভবিষ্যৎ সুনাগরিক গড়ে তোলার জন্য পরিবারের কোনো বিকল্প প্রতিষ্ঠান আজ অবধি গড়ে ওঠেনি। ব্যক্তির ক্ষুদ্র প্রয়োজন থেকে শুরু করে যাবতীয় প্রয়োজন পূরণে পরিবার নানাবিধ কাজ সম্পাদন করে থাকে।

উদ্দীপকের হাসান মিয়া একজন মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষক। তিনি স্ত্রী, সন্তান ও মা বাবাকে নিয়ে একত্রে বসবাস করেন। তিনি শিক্ষকতার পাশাপাশি অবসরে সন্তানদের লেখাপড়ার বিষয় দেখেন। তিনি তাদের নৈতিকতা, সততা ও শৃঙ্খলা বিষয়েও শিক্ষা দেন। এরূপ বর্ণনায় পরিবারের অর্থনৈতিক ও শিক্ষামূলক কার্যাবলি প্রকাশিত হয়েছে। কেননা, হাসান মিয়া হলেন একজন শিক্ষক। তার এই শিক্ষকতার মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে পরিবারের সদস্যদের ভরণপোষণ করেন। আর তিনি তার ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করানোর পাশাপাশি নানা বিষয়ে যে শিক্ষা দেন তা শিক্ষামূলক কাজেরই অংশ।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে হাসান মিয়ার পরিবার হলো একটি যৌথ পরিবার। "হাসান মিয়ার পরিবার একটি সুখি পরিবার ও এলাকায় অধিক জনপ্রিয়"।– মন্তব্যটি যথার্থ।

যৌথ পরিবারে মা-বাবা, ভাই-বোন, দাদা-দাদি, চাচা-চাচি ও অন্যান্য পরিজন একত্রে বাস করে। যৌথ পরিবার বড় পরিবার। মূলত যৌথ পরিবার কয়েকটি একক পরিবারের সমষ্টি। যৌথ পরিবারের প্রতিটি সদস্য একে অপরের সান্নিধ্যে এসে মানসিক শান্তি লাভ করে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, শিক্ষক হাসান মিয়ার পরিবারে কোনো সমস্যা দেখা দিলে সবাই একত্রে পরামর্শ করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। গ্রামের সবাই তাদেরকে খুব শ্রদ্ধা করে ও কোনো সমস্যা হলে পরামর্শ নিতে আসে। এরূপ বক্তব্যে যৌথ পরিবার ও এরূপ পরিবারের জনপ্রিয়তা ও উপযোগীতা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। কারণ পরিবার হলো তার সদস্যদের জন্য প্রশান্তির জায়গা। পরিবারের সদস্যদের সুন্দর ও নিরাপদ জীবন গড়ে তোলার জন্য পরিবার তাই বহুবিধ কাজ করে। বর্তমান সময়ে পরিবারের বিকল্প বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেও পরিবারই তার সদস্যদের জন্য আদর্শ প্রতিষ্ঠান। এখানে অবস্থানের মাধ্যমে একজন সদস্য তার জীবনের আসল উদ্দেশ্য খুঁজে পায়। এসকল ক্ষেত্রে যৌথ পরিবার কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। কেননা যৌথ পরিবারে সকলে আদর সোহাগে বড় হয়। বড়দের সান্নিধ্যে থেকে সামাজিক মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে সকলে। প্রতিটি সন্তান বা ব্যক্তির পরিপূর্ণ মানসিক বিকাশ নিশ্চিত হয় এরূপ একটি যৌথ পরিবারে। ফলে এরূপ যৌথ পরিবারে সুখ শান্তি বিরাজ করে। সমাজেও তাদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ে।

আলোচনার পরিশেষে তাই বলা যায়, একটি যৌথ পরিবার হলো এর সদস্যদের সমস্ত সমস্যা সমাধানের বাতিঘর। পাশাপাশি সমাজে এরূপ পরিবারের গ্রহণযোগ্যতা সর্বজনবিদিত।

প্রশ্ন ▶ ০২ মোঃ রিফাত বাংলাদেশের ঢাকা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং শেষ করে উচ্চতর ডিগ্রি নিতে অস্ট্রেলিয়ায় চলে যান। সেখানে তিনি অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক মিস লিভিকে বিবাহ করেন। তারা এখন একত্রে বসবাস করেন। তাদের একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। মিস লিভির বাবা-মা অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক।

ক. অধিকার প্রধানত কত প্রকার? ১

খ. নাগরিকতা বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মিস লিভি কোন নীতিতে অস্ট্রেলিয়ার নাগরিকতা লাভ করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'মোঃ রিফাত দ্বৈত নাগরিকতা লাভ করতে পারে'– বক্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

[য. বো. ২০২৫]

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক অধিকার প্রধানত দুই প্রকার।

খ নাগরিকতা হচ্ছে নাগরিকের গুণ বা মর্যাদা।

পৌরনীতি নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান। নাগরিক ও নাগরিকতা বিষয়ক আলোচনাই পৌরনীতির মুখ্য উদ্দেশ্য। যে ব্যক্তি রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করে, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে, রাষ্ট্রের কল্যাণ কামনা করে এবং রাষ্ট্র প্রদত্ত সব সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে, তাকেই নাগরিক বলা হয়। আর নাগরিকরা রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে রাষ্ট্রের দেয়া যে মর্যাদা লাভ করে, পৌরনীতিতে তাকেই নাগরিকত্ব বা নাগরিকতা বলে।

গ মিস লিভি জন্মনীতিতে অস্ট্রেলিয়ার নাগরিকতা লাভ করেছে।

নাগরিকতা হলো ব্যক্তির রাষ্ট্র প্রদত্ত সম্মান ও মর্যাদা। এ নাগরিকতা প্রতিটি নাগরিক তার রাষ্ট্রে জন্মসূত্রে পেয়ে থাকে। অর্থাৎ কোনো সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তার পিতামাতা যে দেশের নাগরিক শিশুটিও সে দেশের নাগরিকতা লাভ করবে। এভাবে নাগরিকতা নির্ধারিত হয় জন্মসূত্রের জন্মনীতি অনুসরণ করে।

উদ্দীপকের মিস লিভির বাবা-মা অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক। এক্ষেত্রে জন্মসূত্রের জন্মনীতি অনুযায়ী তার নাগরিকতা নির্ধারণ হবে। কেননা, এ নীতি অনুযায়ী পিতা-মাতার নাগরিকতা দ্বারা সন্তানের নাগরিকতা নির্ধারিত হয়। এক্ষেত্রে শিশু যে দেশে বা যেখানেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, পিতা-মাতার নাগরিকতা দ্বারা সন্তানের নাগরিকতা নির্ধারিত হয়। যেমন- বাংলাদেশের কোনো এক দম্পতি যুক্তরাজ্যে গিয়ে একটি সন্তান জন্মদান করলেন। এ নীতি অনুসারে ঐ সন্তান বাংলাদেশের নাগরিকতা লাভ করবে। কারণ তার পিতা-মাতা বাংলাদেশের নাগরিক।

ঘ মোঃ রিফাত দ্বৈত নাগরিকতা লাভ করতে পারে'— বক্তব্যটি যথার্থ।

একজন ব্যক্তির একই সাথে দুটি রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জনকে দ্বৈত নাগরিকতা বলে। জন্মসূত্রে নাগরিকতা অর্জনের দুটি নীতি থাকায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে দ্বৈত নাগরিকতা সৃষ্টি হতে পারে। যেমন : বাংলাদেশে নাগরিকতা নির্ধারণে জন্মনীতি অনুসরণ করে। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জন্মনীতি ও জন্মস্থান উভয় নীতি অনুসরণ করে। কাজেই বাংলাদেশের বাবা-মায়ের সন্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করলে সেই সন্তান জন্মস্থান নীতি অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকতা লাভ করবে। আবার জন্মনীতি অনুযায়ী সে বাংলাদেশের নাগরিকতা অর্জন করবে। এক্ষেত্রে দ্বৈত নাগরিকতা সৃষ্টি হবে। এছাড়া কোনো ব্যক্তি অনুমোদনসূত্রে কোনো দেশের নাগরিকতা পেলেও দ্বৈত নাগরিকতার সৃষ্টি হয়।

উদ্দীপকের মোঃ রিফাত বাংলাদেশের ঢাকা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং শেষ করে উচ্চতর ডিগ্রি নিতে অস্ট্রেলিয়ায় চলে যান। সেখানে তিনি অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক মিস লিভিকে বিবাহ করেন। তারা এখন একত্রে বসবাস করেন। এরূপ বর্ণনায় যে বিষয়টি প্রকাশ পায় তা হলো জন্মনীতি অনুযায়ী মোঃ রিফাত বাংলাদেশের নাগরিক। তিনি অস্ট্রেলিয়া গিয়ে অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক লিভিকে বিবাহ করে একত্রে বসবাস করছেন। এরূপ ক্ষেত্রে তিনি যদি সেদেশের নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেন তাহলে অস্ট্রেলিয়ার নাগরিকত্ব পাবেন। কারণ অনুমোদনসূত্রে নাগরিকত্ব লাভের জন্য শর্তাবলির কয়েকটি তিনি ইতোমধ্যে পূরণ করেছেন। তাই তার নাগরিকত্ব লাভের আবেদন গৃহীত হলে তার ক্ষেত্রে দ্বৈত নাগরিকতা সৃষ্টি হবে।

সুতরাং বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▸ ০৩ জনাব সাম্মাম সাদিক একটি সরকারি অফিসের নির্বাহী কর্মকর্তা। তিনি সব সময় সততার সাথে নিজ দায়িত্ব পালন করেন। তার অফিসে কোনোপ্রকার অবৈধ কাজকে তিনি প্রশ্রয় দেন না। মতামত প্রকাশে পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। কেননা তিনি বিশ্বাস করেন, আইনের অনুশাসন স্বাধীনতা ও সাম্যের সংরক্ষক।

ক. সাম্যের অর্থ কী? ১

খ. আইন সার্বজনীন কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব সাম্মাম সাদিকের আইনের অনুশাসন মেনে চলার পেছনে কী কী ধারণা কাজ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'জনাব সাম্মাম সাদিকের অফিসে আইন ও স্বাধীনতার সমন্বয় ঘটেছে' তুমি কি উক্তিটির সাথে একমত? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[য. বো. ২০২৫]

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাম্যের অর্থ সমান।

খ আইন সার্বজনীন, কারণ তা সকল নাগরিকের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য-ধনী-গরিব, উচ্চপদস্থ বা সাধারণ যেই হোক না কেন।

আইনের সামনে সবাই সমান এবং কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয়। এই নীতির মাধ্যমে ন্যায়বিচার নিশ্চিত হয় এবং সমাজে শৃঙ্খলা বজায় থাকে। আইন যদি পক্ষপাতদুষ্ট বা নির্দিষ্ট শ্রেণির জন্য প্রযোজ্য হয়, তবে তা অন্যায় ও বিশৃঙ্খলার জন্ম দেয়। তাই একটি ন্যায়ভিত্তিক ও সুশাসিত সমাজ গঠনের জন্য আইনের সার্বজনীনতা অপরিহার্য। আইন সকলের জন্য সমান বলেই তা ন্যায়ের প্রতীক।

গ জনাব সাম্মাম সাদিকের আইনের অনুশাসন মেনে চলার পেছনে মূলত নৈতিকতা, দায়িত্ববোধ ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ কাজ করছে।

আইনের অনুশাসনের অর্থ হচ্ছে আইনের চোখে সবাই সমান। আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিকের সমান অধিকার প্রাপ্তির সুযোগকে আইনের শাসন বলে। আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান– এর অর্থ, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ-পেশা নির্বিশেষে আইনের সমান আশ্রয় লাভ করা। এর ফলে ধনী-দরিদ্র, সবল-দুর্বল সকলে সমান অধিকার লাভ করে। আইনের শাসনের প্রাধান্য থাকলে সরকার ক্ষমতার অপব্যবহার থেকে বিরত থাকবে এবং জনগণ আইনের বিধান মেনে চলবে।

উদ্দীপকের জনাব সাম্মাম সাদিক একটি সরকারি অফিসের নির্বাহী কর্মকর্তা। তিনি সব সময় সততার সাথে নিজ দায়িত্ব পালন করেন। তার অফিসে কোনোপ্রকার অবৈধ কাজকে তিনি প্রশ্রয় দেন না। মতামত প্রকাশে পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। তার কাজে আইনের শাসনের উপস্থিতি বিদ্যমান। তার এরূপ আইনের অনুশাসন মেনে চলার পেছনে তার নৈতিকতা, দায়িত্ববোধ ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ কাজ করছে। তিনি বিশ্বাস করেন, রাষ্ট্র ও সমাজে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা জরুরি। আইনের শাসন ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে এবং সবার জন্য সমান অধিকার ও সুযোগ সৃষ্টি করে। তার মতে, স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের অধিকার তখনই টেকসই হয়, যখন তা আইনের সীমার মধ্যে থাকে। তিনি দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গঠনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যা জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে। জনাব সাম্মাম সাদিকের এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি প্রমাণ করে যে তিনি একজন আদর্শ সরকারি কর্মকর্তা, যার আচরণ ন্যায়বিচার, সততা ও মানবিক মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত।

ঘ 'জনাব সাম্মাম সাদিকের অফিসে আইন ও স্বাধীনতার সমন্বয় ঘটেছে' আমি এ উক্তিটির সাথে একমত।

একটি সুশাসিত রাষ্ট্রব্যবস্থায় আইনের শাসন ও নাগরিক স্বাধীনতা পরস্পর পরিপূরক। যেখানে আইন সঠিকভাবে প্রয়োগ হয় এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা বজায় থাকে, সেখানে দায়িত্বশীল ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ গড়ে ওঠে।

উদ্দীপকের জনাব সাম্মাম সাদিকের অফিসে আইন ও স্বাধীনতার সমন্বয় ঘটেছে- এই উক্তিটি একান্তই যৌক্তিক ও প্রাসঙ্গিক। কারণ একজন সরকারি নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে তিনি আইনকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দায়িত্ব পালন করেন। তার অফিসে কোনো অবৈধ কার্যকলাপ বা দুর্নীতির স্থান নেই, যা তার নৈতিক দৃঢ়তা ও আইনানুগতা প্রতিফলিত করে। একইসঙ্গে, তিনি মতামত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছেন, যা গণতান্ত্রিক চর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা মানুষকে সক্রিয় নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে, আর আইন সকলের জন্য সমান সুযোগ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। আইন ও স্বাধীনতা এই দুই মূল্যবোধের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে তিনি একটি

স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও ন্যায়ভিত্তিক প্রশাসনিক পরিবেশ গড়ে তুলেছেন। এতে নাগরিকরা যেমন আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে, তেমনি রাষ্ট্রের প্রতি তাদের আস্থাও বৃদ্ধি পায়। জনাব সাদিকের দৃষ্টিভঙ্গি প্রমাণ করে যে, আইন যদি ন্যায়ের ভিত্তিতে প্রয়োগ হয় এবং স্বাধীনতা যদি দায়িত্বশীলতার সাথে চর্চা হয়, তবে প্রশাসন হয়ে উঠতে পারে প্রকৃত অর্থে জনগণের সেবায় নিয়োজিত এক দক্ষ ও নৈতিক প্রতিষ্ঠান। আলোচনার শেষে তাই এটা স্পষ্ট হয় যে, তার অফিসে আইন ও স্বাধীনতার বাস্তবসম্মত সংমিশ্রণ ঘটেছে।

প্রশ্ন ▶ ০৪ প্রীতি ও লতা দুই বোন। তারা দুইবোন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ৩য় বর্ষের শিক্ষার্থী। প্রীতি ও লতা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করছিল। 'লতা' বলে গণতন্ত্র জনগণের সকল স্বার্থকে নিশ্চিত করে। আধুনিক বিশ্বে সর্বাপেক্ষা প্রচলিত শাসনব্যবস্থা হল গণতন্ত্র।

ক. গণতন্ত্র কী? ১
খ. কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বলতে কী বুঝ? ২
গ. 'গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কীভাবে জনগণের স্বার্থকে নিশ্চিত করে'। ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'লতা' এর মতামতের যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

[য. বো. ২০২৫]

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক গণতন্ত্র হলো জনগণের অংশগ্রহণে, জনগণের দ্বারা এবং জনগণের কল্যাণেই পরিচালিত শাসনব্যবস্থা।

খ যে রাষ্ট্র জনগণের দৈনন্দিন ন্যূনতম চাহিদা পূরণের জন্য কল্যাণমূলক কাজ করে তাকে কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বলে।
কল্যাণমূলক রাষ্ট্র জনকল্যাণের জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেগুলো হলো– নাগরিকের পাঁচটি মৌলিক চাহিদা (খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা) পূরণের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, বেকারভাতা প্রদান, বিনা খরচে শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। এছাড়াও কল্যাণমূলক রাষ্ট্র জনকল্যাণের জন্য নাগরিকদের সামাজিক নিরাপত্তা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে।

গ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা জনকল্যাণে কাজ করার মাধ্যমে জনগণের স্বার্থকে নিশ্চিত করে।
গণতন্ত্র মানে হলো জনগণের শাসন। যে শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা সমাজের সকল সদস্য তথা জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে তাকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে। এটি জনগণের অংশগ্রহণে, জনগণের দ্বারা এবং জনগণের কল্যাণার্থে পরিচালিত একটি শাসনব্যবস্থা। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের মতপ্রকাশ ও সরকারের সমালোচনা করার সুযোগ থাকে। এতে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় অর্থাৎ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনের সুযোগ থাকে। এ কারণে কোনো সরকার জনকল্যাণ চিন্তা ব্যতিরেকে যে কোনো কাজ করা থেকে বিরত থাকে।
উদ্দীপকের প্রীতি ও লতা দুই বোনের আলোচনায় লতা বলে যে, গণতন্ত্র জনগণের সকল স্বার্থকে নিশ্চিত করে। তার এমন মন্তব্য যৌক্তিক। কারণ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের মতপ্রকাশ ও বাকস্বাধীনতা রক্ষা করা হয়। এতে সরকারের সমালোচনা করার সুযোগ থাকে এবং নাগরিকের অধিকার ও আইনের শাসনের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। আবার, গণতন্ত্রে শাসকগণ জনগণের জনপ্রতিনিধি হিসেবে জনগণের নিকট দায়ী থাকে। তারা পরবর্তী নির্বাচনেও জয়লাভের আশায় জনস্বার্থমূলক কাজ করার চেষ্টা করে। ফলে দায়িত্বশীল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। একইভাবে, গণতন্ত্রে জনগণের আস্থার ওপর সরকারের স্থায়িত্ব নির্ভর করে বলে সরকার সততা ও দক্ষতার সাথে রাষ্ট্র পরিচালনা করে। গণতন্ত্র যুক্তিভিত্তিক ও জনগণের সম্মতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ফলে শক্তি প্রয়োগ বা স্বৈরাচারী হওয়ার সুযোগ নেই এখানে। গণতন্ত্রে সবাই সমান সুযোগ ও অধিকার ভোগ করে এবং এতে জনগণের অংশগ্রহণের ফলে নাগরিকের রাজনৈতিক চেতনা সমুন্নত থাকে।

ঘ আধুনিক বিশ্বে সর্বাপেক্ষা প্রচলিত শাসনব্যবস্থা হল গণতন্ত্র।– লতার এরূপ মতামত যথার্থ।
গণতন্ত্র হলো বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত সবচেয়ে জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য শাসনব্যবস্থা। বর্তমান ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের যুগে ব্যক্তি বা নাগরিক সর্বত্র নিজের মতামত প্রকাশ ও স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। আর গণতন্ত্র নাগরিকের শাসনব্যবস্থা হিসেবে নাগরিকের সকল ক্ষমতার স্বীকৃতি দেয়। এজন্য গণতন্ত্রকে বলা হয় জনগণের শাসনব্যবস্থা। জনগণের মতামতের প্রাধান্য পায় বলে বর্তমান বিশ্বে গণতন্ত্র একটি আদর্শ শাসনব্যবস্থা হিসেবে স্থান করে নিয়েছে।
উদ্দীপকের লতার মন্তব্য হলো, আধুনিক বিশ্বে সর্বাপেক্ষা প্রচলিত শাসনব্যবস্থা হল গণতন্ত্র। তার এমন মতামত যৌক্তিক বলার কারণ হলো- গণতন্ত্র জনগণের অংশগ্রহণে, জনগণের দ্বারা এবং জনগণের কল্যাণার্থে পরিচালিত শাসনব্যবস্থা। এতে জনগণের মতপ্রকাশের ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি রয়েছে। ফলে এ ব্যবস্থাটি সারাবিশ্বে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া গণতন্ত্রে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় অর্থাৎ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তিত হয় বলে বিপ্লব ও বিদ্রোহের সম্ভাবনা খুবই কম। একাধিক রাজনৈতিক দল গণতন্ত্রের সহিষ্ণুতা, জনকল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে জনমত গঠনের প্রতিযোগিতা, রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা ও রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি করে। ফলে জনগণ রাজনীতিতে সম্পৃক্ততা ও রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি করে। ফলে জনগণ রাজনীতির মূলধারায় সম্পৃক্ত হয় এবং জনগণই হয়ে ওঠে প্রকৃত সরকার। গণতন্ত্রে সকলের স্বার্থরক্ষার সুযোগ থাকে এবং নাগরিকের অধিকার ও আইনের শাসনের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। গণতন্ত্রের জবাবদিহিতা থাকে বিধায় সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা রোধ হয় এবং দায়িত্বশীল ও দক্ষ সরকার গড়ে ওঠে।
আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, গণতন্ত্র যুক্তি, সাম্য ও সম্মতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, যা অন্যান্য সরকারব্যবস্থার চেয়ে একে এক অনন্য উচ্চতায় অধিষ্ঠিত করে। জনগণের প্রাধান্য স্বীকৃত থাকায় গণতন্ত্র বর্তমান বিশ্বের সর্বাপেক্ষা প্রচলিত শাসনব্যবস্থা।

প্রশ্ন ▶ ০৫ একই ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক ক্ষমতা এবং ধর্মীয় নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে 'ক' রাষ্ট্রের সংবিধান রচনা করা হয়েছে। এ রাষ্ট্রের সংবিধানে রাষ্ট্রের সকল কাজে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। উক্ত রাষ্ট্রের আইনসভার একটি বিল পাশের ব্যাপারে আইনসভার মোট ২১০ জন সদস্যের মধ্যে ১৪০ জনের সম্মতি না থাকায় বিলটি বাতিল হয়ে যায়।

ক. রাষ্ট্রের চালিকাশক্তি কাকে বলে? ১
খ. ম্যাগনাকার্টা কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. সংশোধনের ভিত্তিতে 'ক' রাষ্ট্রের সংবিধান কোন শ্রেণির? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'ক' রাষ্ট্রের সংবিধানে বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়– বিশ্লেষণ কর। ৪

[য. বো. ২০২৫]

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংবিধানকে রাষ্ট্রের চালিকাশক্তি বলে।

খ ম্যাগনাকার্টা হলো অধিকার সনদ।

ম্যাগনাকার্টা (Magna Carta) হলো ১২১৫ খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যান্ডের রাজা জনকে জমিদারদের চাপের মুখে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করা এক ঐতিহাসিক দলিল। এটি রাজশক্তিকে সীমাবদ্ধ করে আইনের শাসনের ভিত্তি স্থাপন করে। ম্যাগনাকার্টা নাগরিকদের কিছু মৌলিক অধিকার যেমন-ন্যায়বিচার, কর সংক্রান্ত সম্মতি ও বিচার ব্যতীত কারাবরণ না করার নিশ্চয়তা দেয়। এ দলিল পরবর্তীতে গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও আধুনিক সংবিধানের ভিত্তি রচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এটি স্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত।

গ সংশোধনের ভিত্তিতে 'ক' রাষ্ট্রের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয়।

দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান বলতে সেই সংবিধানকে বোঝায় যে সংবিধানের ধারা সহজে পরিবর্তন বা সংশোধন করা যায় না। সংশোধনের ভিত্তিতে সংবিধান দুই প্রকার। এর একটি সুপরিবর্তনীয় ও অন্যটি দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান। দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান পরিবর্তন করতে হলে জটিল পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয়। প্রয়োজন হয় বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা, সম্মেলন কিংবা ভোটাভুটির। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের অন্যতম উদাহরণ।

উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রের আইনসভার একটি বিল পাশের ব্যাপারে আইনসভার মোট ২১০ জন সদস্যের মধ্যে ১৪০ জনের সম্মতি না থাকায় বিলটি বাতিল হয়ে যায়। এরূপ তথ্যের মাধ্যমে এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, 'ক' রাষ্ট্রের সংবিধানটি একটি দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান।

ঘ 'ক' রাষ্ট্রের সংবিধানে বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়– মন্তব্যটি যথার্থ।

বাংলাদেশের সংবিধান একটি লিখিত দলিল। লিখিত সংবিধান হওয়ায় এর অধিকাংশ ধারা লিখিত থাকে বলে এটি জনগণের নিকট সুস্পষ্ট ও বোধগম্য হয়। বাংলাদেশের সংবিধান রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন। কারণ বাংলাদেশের সংবিধানের সাথে দেশের প্রচলিত কোনো আইনের সংঘাত সৃষ্টি হলে সেক্ষেত্রে সংবিধান প্রাধান্য পাবে। বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমরা কী কী অধিকার ভোগ করব তা সংবিধানে উল্লেখ রয়েছে। জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি নির্ধারণ করা হয়েছে। এ সংবিধানে জনগণের চাহিদা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে। বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন করতে গেলে জাতীয় সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতির প্রয়োজন হয়।

উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রের সংবিধান রচনা করা হয়েছে একই ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক ক্ষমতা এবং ধর্মীয় নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে। এ রাষ্ট্রের সংবিধানে রাষ্ট্রের সকল কাজে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। উক্ত রাষ্ট্রের আইনসভার একটি বিল পাশের ব্যাপারে আইনসভার মোট ২১০ জন সদস্যের মধ্যে ১৪০ জনের সম্মতি না থাকায় বিলটি বাতিল হয়ে যায়। এ সকল বৈশিষ্ট্যগুলো বাংলাদেশ সংবিধানের ইঙ্গিত বহন করে। 'ক' রাষ্ট্রের সংবিধানে ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে জাতীয় ঐক্য গঠনের চেষ্টা করা হয়েছে, যা বাংলাদেশের সংবিধানের অন্যতম ভিত্তি। জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা সংবিধানের অন্যতম মূলনীতি। পাশাপাশি, আইনসভার অধিকাংশ সদস্যের সম্মতি ছাড়া কোনো বিল পাস না হওয়ায় গণপ্রতিনিধিত্বশীল সংসদীয় শাসনব্যবস্থার চর্চা পরিলক্ষিত হয়। এসব বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশের সংবিধানের মূলনীতি ও পরিচালনাকারী আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সুতরাং বলা যায়, 'ক' রাষ্ট্রের সংবিধানে বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়– উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ০৬ মি. 'X' সরকার পরিচালনার একটি বিভাগের সর্বোচ্চ প্রধান। তিনি আইনসভার সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হন। অপরদিকে মি. 'Y' প্রকৃত শাসন ক্ষমতার অধিকারী। তিনি দেশের সকল স্বার্থ রক্ষা করেন এবং বিদেশে কোনো আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে তাঁর দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন।

ক. সচিবালয় কী? ১

খ. প্রশাসনকে রাষ্ট্রের হৃৎপিণ্ড বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের মি. 'X' সরকারের কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ করে, তার কাজ আলোচনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের মি. 'X' ও মি. 'Y' এর মধ্যে কাকে শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি বলা হয়? বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। ৪

[য. বো. ২০২৫; কু. বো. ২০২৩]

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে স্থানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়গুলো অবস্থিত তাই সচিবালয় নামে পরিচিত।

খ প্রশাসনের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সকল কাজ সম্পন্ন হয় বলে তাকে রাষ্ট্রের হৃৎপিণ্ড বলা হয়।

রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব প্রশাসনের। রাষ্ট্রের ভিতরে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও রাষ্ট্রের সমৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশাসনের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। এছাড়াও কেন্দ্রীয় প্রশাসনের গৃহীত নীতি ও সিদ্ধান্ত মাঠ প্রশাসন সারাদেশে বাস্তবায়িত করে। এ কারণে প্রশাসনকে রাষ্ট্রের হৃৎপিণ্ড বলা হয়।

গ উদ্দীপকের মি. 'X' সরকারের রাষ্ট্রপতিকে নির্দেশ করে, তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন।

রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের প্রধান। সরকারের সকল শাসনসংক্রান্ত কাজ তার নামে পরিচালিত হয়। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ করেন। অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী, রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা যেমন– মহাহিসাবরক্ষক, রাষ্ট্রদূত, তিন বাহিনীর প্রধানদের নিয়োগ করেন।

উদ্দীপকে মি. 'X' সরকার পরিচালনার একটি বিভাগের সর্বোচ্চ প্রধান। তিনি আইনসভার সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হন। এরূপ বর্ণনায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির মিল পাওয়া যায়। রাষ্ট্রপতি শাসনসংক্রান্ত অনেক কাজ করে থাকেন। তিনি সংসদ কর্তৃক গৃহীত কোনো বিলে সম্মতি দান করলে বিলটি আইনে পরিণত হয়। রাষ্ট্রপতির সম্মতি ছাড়া কোনো অর্থবিল সংসদে উপস্থাপন করা যায় না। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, আপিল ও হাইকোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগ করেন তিনি। তিনি জাতীয় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। বরেণ্য ব্যক্তিদের খেতাব, পদক প্রদান করেন। প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী ও বিচারপতিদের শপথ বাক্য পাঠ করান তিনি। এভাবে রাষ্ট্রপতি নানাবিধ কাজ সম্পাদন করে থাকেন।

ঘ উদ্দীপকের মি. 'X' ও মি. 'Y' যথাক্রমে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীকে উপস্থাপন করে। এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রীকে শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি বলা হয়।

স্তম্ভ মানে হলো যেটার উপর ভর করে কোনোকিছু স্থায়ী রূপ লাভ করে। আবার তার পতন ঘটলে সবকিছুই ধ্বংস হয় বা পতন ঘটে। সংসদীয় সরকারে প্রধানমন্ত্রী এরূপ স্তম্ভস্বরূপ। তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। তিনিই প্রকৃত শাসক ও নীতিনির্ধারক। তার থাকা না থাকার উপর পুরো মন্ত্রিসভার স্থায়িত্ব নির্ভর করে বিধায় তাকে সরকারের স্তম্ভ বা মধ্যমণি বলা হয়।

উদ্দীপকের মি. 'Y' হলেন প্রকৃত শাসন ক্ষমতার অধিকারী। তিনি দেশের সকল স্বার্থরক্ষা করেন এবং বিদেশে কোনো আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে তাঁর দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। অর্থাৎ জনাব মি. 'Y' হলেন

প্রধানমন্ত্রী। জনাব মি. 'X' তথা রাষ্ট্রপতি হলেন দেশের আলঙ্কারিক প্রধান। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হলেন প্রকৃত শাসক। কারণ সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রিপরিষদ প্রকৃত শাসক। প্রধানমন্ত্রী একই সাথে সংসদের নেতা, মন্ত্রিসভার নেতা এবং সরকারপ্রধান। তাকে কেন্দ্র করে মন্ত্রিপরিষদ গঠিত ও এর কাজ পরিচালিত হয়। তিনি মন্ত্রিসভার সদস্যসংখ্যা নির্ধারণ করেন ও মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেন। তার নির্দেশনা অনুযায়ী মন্ত্রীরা বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। তিনি পদত্যাগ করলে সকল মন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হয়।

আলোচনার পরিশেষে তাই এটি স্পষ্ট হয়, প্রধানমন্ত্রী হলেন সংসদীয় সরকারব্যবস্থার প্রকৃত শাসক। তাঁকে কেন্দ্র করে দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয় বলে তাকে শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি বলাই যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্ন ▸ ০৭ 'ক' নামের একটি দেশের সকল ধরনের নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য রাষ্ট্রপতি সংবিধানের আলোকে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানটি ভোটার তালিকা তৈরি, আইডি কার্ড প্রদান ও নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ ইত্যাদি কাজ সুচারুভাবে সম্পূর্ণ করে।

ক. নির্বাচন কত প্রকার? কী কী? ১

খ. গোপন ভোটদান পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে কোন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? উক্ত প্রতিষ্ঠানের কাঠামো ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অপরিসীম"– উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

[য. বো. ২০২৫]

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক নির্বাচন দুই প্রকার। যথা– প্রত্যক্ষ নির্বাচন ও পরোক্ষ নির্বাচন।

খ গোপন ভোটদান পদ্ধতিতে ভোটারের গোপনীয়তা রক্ষা পায় বলে এটি সর্বজনস্বীকৃত।

প্রকাশ্য ভোটদান পদ্ধতিতে ভোটারগণ নিজ নিজ পছন্দের ব্যক্তিকে সকলের সামনে প্রকাশ্যে ভোট দেয়। এতে ভোটাররা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের সঠিক মতামত প্রকাশ করতে পারে না। অন্যদিকে গোপন ভোটদান পদ্ধতিতে ভোটারগণ গোপনে ব্যালটপত্রে পছন্দকৃত ব্যক্তিকে নামের পাশে নির্ধারিত চিহ্ন একে বা সিল দিয়ে ভোট প্রদান করে। এ পদ্ধতিতে বিশৃঙ্খলা কিংবা সহিংসতার সম্ভাবনা থাকে না বলে বর্তমানে এ পদ্ধতি সর্বজনস্বীকৃত।

গ উদ্দীপকে নির্বাচন কমিশনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদের আওতায় নির্বাচন কমিশন গঠিত। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও চারজন কমিশনারসহ মোট পাঁচ জনকে নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠিত। আর এ কমিশনের মেয়াদ পাঁচ বছর। কমিশনারবৃন্দ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন। নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, 'ক' নামের একটি দেশের সকল ধরনের নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য রাষ্ট্রপতি সংবিধানের আলোকে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানটি ভোটার তালিকা তৈরি, আইডি কার্ড প্রদান ও নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ ইত্যাদি কাজ সুচারুভাবে সম্পূর্ণ করে। এরূপ বর্ণনা নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ করে। নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। মোট ৫ জন নির্বাচন কমিশনার নিয়ে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন গঠিত। প্রার্থী মনোনয়নসহ একটি নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশন অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে।

ঘ উদ্দীপকের উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটি হলো বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অপরিসীম"– উক্তিটি যথার্থ।

নির্বাচন কমিশন হলো একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অনধিক চারজন কমিশনার নিয়ে এ নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি নিয়ে সংসদ প্রতিষ্ঠার জন্য নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা খুবই জরুরি। একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের প্রধান শর্ত। যা গণতন্ত্রকে সুসংহত করে তোলে।

উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' প্রতিষ্ঠানটি ভোটার তালিকা তৈরি, আইডি কার্ড প্রদান ও নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ ইত্যাদি কাজ সুচারুভাবে সম্পূর্ণ করে। এরূপ কাজের সাথে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের কাজের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। একটি সুষ্ঠু ও বস্তুনিষ্ঠ নির্বাচন অনুষ্ঠানে এ নির্বাচন কমিশনের কোনো বিকল্প নেই। কারণ নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব হলো নির্বাচনকে একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনার মধ্যে এনে নির্বাচনের পরিবেশকে স্থিতিশীল রাখা। তারা নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ করে ও নির্বাচনের একটি রূপরেখা তৈরি করে। ফলে নির্বাচনের দিনে জনগণ সুষ্ঠুভাবে ভোট দেওয়ার সুযোগ পায়।

আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, উদ্দীপকে 'ক' নামক প্রতিষ্ঠানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ সংগঠন তথা নির্বাচন কমিশনের প্রধান দায়িত্ব হলো একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান পরিচালনা করা। আর তাই এটি বলার অবকাশ থাকে না যে, একটি সুষ্ঠু ও বস্তুনিষ্ঠ নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনের বিকল্প নেই।

প্রশ্ন ▸ ০৮ সেতারা হক জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তার এলাকা থেকে জনগণের ভোটে জয়ী হওয়ার পর তিনি স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচনে সংরক্ষিত আসন ছাড়াও অন্যান্য আসনে নারীদের প্রতিযোগিতা করার জন্য উৎসাহ দেন। তিনি একটি নারী শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে নারীদের সেলাই, বেতের কাজ, হাঁস-মুরগি পালন ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন।

ক. স্থানীয় সরকার কী? ১

খ. নারীর ক্ষমতায়ন বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সেতারা হক প্রথম কাজটি নারীর কোন ধরনের ক্ষমতায়নকে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "নারী শিক্ষা কেন্দ্রে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ নারীদের স্বাবলম্বী করে তুলবে"– পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[য. বো. ২০২৫]

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমগ্র রাষ্ট্রকে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত করে ক্ষুদ্রতর পরিসরে প্রতিষ্ঠিত সরকারব্যবস্থাই স্থানীয় সরকার।

খ পরিবার, সমাজ ও জাতীয় ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ, মতামত প্রকাশ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাই হলো নারীর ক্ষমতায়ন।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক হলো নারী। আর সমাজের অর্ধেক অংশকে অধিকারবঞ্চিত রেখে কোনো সমাজ ও রাষ্ট্র উন্নতি লাভ করতে পারে না। এজন্য সারা বিশ্বে বর্তমানে নারীর ক্ষমতায়নকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। যার প্রেক্ষিতে ১৯৫২ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা নারীর রাজনৈতিক অধিকারের কথা ঘোষণা করে। তাই আমরা বলতে পারি, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, পারিবারিক ও সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অধিকারের সমতা, অংশগ্রহণ, মতামত প্রকাশ ও মূল্যায়নকেই নারীর ক্ষমতায়ন বলে।

গ সেতারা হক প্রথম কাজটি নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নকে নির্দেশ করছে।
বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক হলো নারী। সমাজের অর্ধেক অংশকে অধিকারবঞ্চিত রেখে কোনো সমাজ উন্নতি লাভ করতে পারে না। তাই বর্তমানে সারাবিশ্ব নারীর ক্ষমতায়নকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। এ ক্ষমতায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো বর্তমানের নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন।
উদ্দীপকের প্রথমাংশে বলা হয়েছে, সেতারা হক জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তার এলাকা থেকে জনগণের ভোটে জয়ী হওয়ার পর তিনি স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচনে সংরক্ষিত আসন ছাড়াও অন্যান্য আসনে নারীদের প্রতিযোগিতা করার জন্য উৎসাহ দেন। এখানে মূলত নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের দিকটি ফুটে উঠেছে। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন অর্থ হলো রাষ্ট্রীয় ও স্থানীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা অর্জন। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) ১৯৫২ সালে নারীর রাজনৈতিক অধিকার ঘোষণা করে এবং ১৯৭৯ সালে জাতিসংঘ বৈষম্য বিলোপ সনদ গ্রহণ করে, যা বাংলাদেশসহ ১৩২টি দেশ সমর্থন করে। ১৯৯৭ সালের আইনে ইউনিয়ন পরিষদে সংরক্ষিত নারী আসন সৃষ্টি নারীর অংশগ্রহণকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেয়। বর্তমানে নারীরা ইউনিয়ন পরিষদ থেকে সিটি কর্পোরেশন পর্যন্ত সকল স্তরে সফলভাবে দায়িত্ব পালন করছে। এতে নারীর মর্যাদা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি গণতান্ত্রিক শাসন আরও সুসংহত হয়েছে।

ঘ "নারী শিক্ষা কেন্দ্রে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ নারীদের স্বাবলম্বী করে তুলবে"– মন্তব্যটি যথার্থ।
অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বিতা নারীর ক্ষমতায়নের অন্যতম প্রধান শর্ত। তাই তাদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে প্রয়োজন নানারকম অর্থনৈতিক কর্মসূচি হাতে নেয়া। এসব কর্মসূচি নারীদের শুধু আর্থিকভাবে নয়, মানসিক ও সামাজিকভাবেও স্বচ্ছলতা এনে দেয়, যার ফলে তারা পরিবার ও সমাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারে।
উদ্দীপকের সেতারা হক প্রতিষ্ঠিত নারী শিক্ষা কেন্দ্রে নারীদের সেলাই, বেতের কাজ, হাঁস-মুরগি পালন ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণের মতো যেসব কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, তা নারীদের আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এসব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীরা বিভিন্ন দক্ষতা অর্জন করে স্বল্প ব্যয়ে ঘরে বসেই উপার্জনের সুযোগ পেতে পারে। যেমন- সেলাই বা বেতের কাজের মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে এবং হাঁস-মুরগি পালন করে স্বল্প পুঁজিতে জীবিকানির্বাহ করতে পারে। কম্পিউটার প্রশিক্ষণ আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে সক্ষমতা বৃদ্ধি করে, যা কর্মসংস্থানের নতুন পথ খুলে দেয়।
সুতরাং, নারী শিক্ষা কেন্দ্রে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ নারীদের স্বাবলম্বী ও ক্ষমতায়িত করার কার্যকর মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

প্রশ্ন ▸ ০৯ রেহেনা একজন বিধবা নারী। সে তার বসত বাড়ির পাশে শাক-সবজি চাষ করেন এবং পুকুরে বিভিন্ন দেশি মাছ ও মাছের পোনা উৎপাদন করেন। এদিকে তার প্রতিবেশী লতিফ সাহেব তার পাশে একটি রং এর কারখানা তৈরি করেন। সেখান থেকে বর্জ্য পদার্থ এসে পুকুরে পড়লে মাছ মরে যাচ্ছে ও শাক-সবজির ভালো ফলন হচ্ছে না। তিনি এলাকায় বিচার দিয়েও সুবিচার পাচ্ছেন না।

ক. নারী নির্যাতন কী? ১
খ. বাংলাদেশের নারী নির্যাতনের প্রধান কারণ কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. লতিফ সাহেবের কর্মকাণ্ডের ফলে পরিবেশগত কী ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টি হচ্ছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উক্ত সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ যথেষ্ট"। উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[য. বো. ২০২৫]

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব কাজ বা আচরণ নারীর বিরুদ্ধে সংঘটিত হয় এবং যা নারীর শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি সাধন করে তাই নারী নির্যাতন।

খ নারী নির্যাতন বলতে এমন যেকোনো কাজ বা আচরণকে বোঝায়, যা নারীর বিরুদ্ধে সংঘটিত হয় এবং যা নারীর শারীরিক ও মানসিক ক্ষতিসাধন করে।
বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের প্রধান কারণ হলো– (১) অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অভাব ও (২) সচেতনতার অভাব। বাংলাদেশের অধিকাংশ নারী এখনো স্বামী বা পিতার আয়ের ওপর নির্ভরশীল এবং দরিদ্র পরিবারের কারণে শিক্ষা অর্জন করতে না পারার কারণে সচেতনতার অভাবে বাংলাদেশের নারীরা নির্যাতনের শিকার হয়।

গ লতিফ সাহেবের কর্মকাণ্ডের ফলে পরিবেশগত বিপর্যয় সৃষ্টি হচ্ছে।
আমাদের চারপাশের নদ-নদী, খাল-বিল, পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা, মাটি এ সবকিছু নিয়েই আমাদের পরিবেশ। সুস্থ প্রাকৃতিক পরিবেশ অব্যাহত রাখা আমাদের স্থিতিশীল উন্নয়ন ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের প্রধান ভিত্তি। মানুষের কর্মকাণ্ড যখন পরিবেশের এই স্বাভাবিক অবস্থাকে বিনষ্ট করে, তখনই পরিবেশের দুর্যোগ সৃষ্টি হয়।
উদ্দীপকে বলা হয়েছে, রেহেনা তার বসত বাড়ির পাশে শাক-সবজি চাষ এবং পুকুরে বিভিন্ন দেশি মাছ ও মাছের পোনা উৎপাদন করেন। কিন্তু তার প্রতিবেশী লতিফ সাহেব একটি তৈরি করা রং এর কারখানার বর্জ্য পদার্থ এসে পুকুরে পড়লে মাছ মরে যাচ্ছে ও শাক-সবজির ভালো ফলন হচ্ছে না। এরূপ বর্ণনার মাধ্যমে পরিবেশগত দুর্যোগের চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। কেননা, শিল্প-কলকারখানার অপরিশোধিত বর্জ্য নর্দমার পানিতে ফেলায় তা নদীতে মিশে পানি দূষিত করছে। এছাড়া জমিতে সার ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলেও পানি দূষিত হচ্ছে। আর এর চূড়ান্ত ফলাফল হলো পরিবেশগত দুর্যোগ।

ঘ "উক্ত সমস্যা তথা পরিবেশগত দুর্যোগ সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ যথেষ্ট"।– উক্তিটি যথার্থ।
বাংলাদেশের উন্নয়নে পরিবেশ সংরক্ষণ একান্ত জরুরি। বেশি জনসংখ্যার কারণে পরিবেশ দূষণ দ্বারা আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বল্প আয়তন ও জনসংখ্যার উচ্চ ঘনত্বের কারণে বাংলাদেশের জন্য এসব সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। এসব ভয়াবহ সমস্যা থেকে পরিত্রাণের জন্য সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।
উদ্দীপকে বর্ণিত পরিবেশগত সমস্যা সমাধানের জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা যেতে পারে -

১. অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠা কলকারখানা বন্ধ ঘোষণা করা।
২. মানুষের বসতি রয়েছে এমন এলাকায় শিল্প-কারখানা স্থাপনের অনুমতি না দেওয়া।
৩. যে শিল্পগুলো পরিবেশ দূষণের জন্য সর্বাধিক দায়ী, সেগুলো চিহ্নিত করে এর মধ্যে পরিবেশ দূষণের জন্য সর্বাধিক ক্ষতিকারক শিল্পগুলো বন্ধ ঘোষণা করা।
৪. ইটের ভাটার জ্বালানি কাঠ পোড়ানো বন্ধ করতে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া।
৫. অধিকমাত্রায় সার ও কীটনাশক ব্যবহার বন্ধ করে জৈবসার ব্যবহারে উৎসাহিত করা।
৬. যেখানে সেখানে ময়লা-আবর্জনা না ফেলা।
৭. পরিবেশ রক্ষার আন্দোলনে জনগণকে উৎসাহিত ও সচেতন করা।

সর্বোপরি, সরকার পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য কঠোর আইন প্রণয়ন এবং আইন ভঙ্গাকারীকে কঠিন শাস্তির মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে একথাও সত্য, নাগরিক হিসেবে আমরা সচেতন না হলে পরিবেশ সংরক্ষণ সম্ভব নয়। তাই আমাদের উচিত এ ব্যাপারে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি নাগরিকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা।

প্রশ্ন ▶ ১০ রায়হান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দেশ এক কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। মিছিল, মিটিং, ভাষণ, গণ-আন্দোলন ও কিছু দফার কথা শুনে তার মধ্যে দেশপ্রেম প্রবল হয়ে ওঠে। যে করেই হোক দেশকে শত্রুমুক্ত করতে হবে। তাই তিনিও গণ-আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন।

ক. কত সালে ছাত্ররা বাংলা ভাষা দাবি দিবস পালন করে? ১
খ. গণ-আন্দোলন কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. 'উদ্দীপকের দফাভিত্তিক দাবিগুলো বাঙালি জাতির কোন ঐতিহাসিক দাবির প্রতিচ্ছবি? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উদ্দীপকে বর্ণিত আন্দোলনের মতো বিভিন্ন আন্দোলনের পথ ধরেই আজকের এই স্বাধীন বাংলাদেশ" উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

[য. বো. ২০২৫]

১০নং প্রশ্নের উত্তর

বি.দ্র. : ২০২৫ সালে প্রদত্ত পাঠ্যবই বহির্ভূত উদ্দীপক ও প্রশ্ন।

প্রশ্ন ▶ ১১ বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ বিভীষিকা, ক্ষতি, মৃত্যু দেখে মানুষ বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও যুদ্ধ বন্ধ করে বিভিন্ন দেশের সহযোগিতা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে গড়ে তুলেছিল একটি সংস্থা। বাংলাদেশ ও অন্যান্য দেশের সহযোগিতা ও অর্থনৈতিক, সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য এ সংস্থার সদস্যভুক্ত হয় এবং সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। যা বাংলাদেশের সাথে সংস্থার সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ করেছে।

ক. বর্তমানে জাতিসংঘের সদস্য সংখ্যা কত? ১
খ. সার্ক কেন গঠিত হয়েছে? ২
গ. "বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা থেকে জাতিসংঘের সৃষ্টি"– ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'বাংলাদেশের সাথে উদ্দীপকের সংস্থাটির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে'– উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

[য. বো. ২০২৫]

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক বর্তমানে জাতিসংঘের সদস্য সংখ্যা ১৯৩।

খ সার্কের পুরো নাম দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা। এটি দক্ষিণ এশিয়ার আটটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত।

সদস্য রাষ্ট্রগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতি সাধনের লক্ষ্যে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলো বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, অপুষ্টি, জনসংখ্যার আধিক্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি এসব দেশের দীর্ঘদিনের সমস্যা। পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে এসব সমস্যা দূরীকরণ ও পারস্পরিক উন্নয়নের লক্ষ্যকে এগিয়ে নিতে সার্ক গঠিত হয়। এছাড়াও সার্ক গঠনের আরো কতগুলো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে।

গ "বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা থেকে জাতিসংঘের সৃষ্টি"– উক্তিটি সত্য। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই জাতিসংঘের সৃষ্টি হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর প্রতিষ্ঠিত 'লীগ অব নেশনস' এর সাংগঠনিক দুর্বলতা ও অন্যান্য কারণে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়। ১৯৩৯ সালে পুনরায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা পৃথিবীকে গ্রাস করে। মানবসভ্যতার ইতিহাসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের চেয়েও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সবচেয়ে কলঙ্কিত ও বিভীষিকাময় ছিল। তাই বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘের সৃষ্টি হয়।

উদ্দীপকে জাতিসংঘ সম্পর্কে বলা হয়েছে, "বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা থেকে জাতিসংঘের সৃষ্টি"– উক্তিটি যথার্থ। কারণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯২০ সালে গঠিত হয়েছিল জাতিপুঞ্জ বা লীগ অব নেশনস। কিন্তু বিভিন্ন স্বার্থের সংঘাতের কারণে এ সংস্থাটি স্থায়িত্ব লাভ করেনি। ফলে ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীকে গ্রাস করে। এ যুদ্ধে বিভিন্ন দেশের ব্যাপক ক্ষতি হয়। আণবিক বোমার আঘাতে জাপানের দুটি শহর (হিরোশিমা ও নাগাসাকি) সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এই ধ্বংসলীলা দেখে বিশ্ববাসী শংকিত ও হতবাক হয়ে যায়। তাদের মনে বিভিন্ন দেশের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা দানা বাঁধে। যার প্রেক্ষিতে সৃষ্টি হয় জাতিসংঘের।

ঘ 'বাংলাদেশের সাথে উদ্দীপকের সংস্থাটির তথা জাতিসংঘের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে'– উক্তিটি যথার্থ।

বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশ জাতিসংঘের নীতি ও আদর্শের প্রতি আস্থাশীল রয়েছে। বাংলাদেশ বিভিন্ন সময়ে নানা সমস্যা মোকাবিলায় জাতিসংঘের সহযোগিতা পেয়েছে। কার্যত আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকেই জাতিসংঘের সাথে বাংলাদেশের গভীর হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের পর জাতিসংঘের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশের ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। বাংলাদেশ এ পর্যন্ত দুবার নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদ লাভ করে যা দেশের জন্য এক বিরল সম্মান। তাছাড়া এ সংস্থা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য ও পুষ্টি, যোগাযোগ, শিশু মৃত্যু হ্রাস, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন, বিজ্ঞান, কৃষি ও সংস্কৃতির উন্নয়ন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে অগ্রগতি অর্জনে যথেষ্ট সাহায্য করছে। জাতিসংঘ আমাদের ভাষা ও শহিদ দিবস ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা দিয়ে বাংলা ভাষাকে সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। ১৯৯১ সালে মিয়ানমার হতে লাখ লাখ রোহিঙ্গা প্রবেশ করলে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে জাতিসংঘ ও তার বিভিন্ন সংস্থা বাংলাদেশকে বিপুলভাবে সাহায্য করায় বাংলাদেশ বিভিন্ন সমস্যা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়। ২০১২ সালে আন্তর্জাতিক আদালতের এক রায়ে মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নিয়ে এক বিরোধ নিষ্পত্তি হয় এবং এক বিশাল সমুদ্রসীমার উপর বাংলাদেশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তাছাড়া জাতিসংঘের সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে বাংলাদেশ বিভিন্ন দেশে জাতিসংঘ সেনাবাহিনীতে সেনাসদস্য পাঠিয়ে বিশ্বশান্তি রক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।

সুতরাং সার্বিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, জাতিসংঘের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

চট্টগ্রাম বোর্ড-২০২৫

পৌরনীতি ও নাগরিকতা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড : 1 4 0

সময় : ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান : ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. **রাষ্ট্রের প্রধান কে?**
ক প্রধানমন্ত্রী খ রাষ্ট্রপতি গ স্পিকার ঘ প্রধান বিচারপতি

২. **কোনটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বিপরীত সরকার ব্যবস্থা?**
ক গণতান্ত্রিক খ সমাজতান্ত্রিক
গ একনায়কতান্ত্রিক ঘ জনকল্যাণমূলক

৩. **কেন পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠন করা হয়েছে?**
ক অধিক আয়ের জন্য খ অধিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য
গ এলাকার উন্নয়নের জন্য ঘ স্থানীয় শাসনকে কার্যকরীর জন্য

৪. **লীগ অব 'নেশনস' সৃষ্টি হয়েছিল কেন?**
ক সকলের সাথে বন্ধুত্ব সৃষ্টির জন্য খ বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য
গ কূটনৈতিক মধ্যস্থতা করার জন্য ঘ শান্তি-শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার জন্য

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৫ থেকে ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**

? → তিনজন ভোটে নির্বাচিত
? → অন্যরা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত
? → সরকারি অফিসার নির্বাহী কর্মকর্তা

৫. **"?" স্থানে কোন স্থানীয় সরকারের কথা বলা হয়েছে?**
ক ইউনিয়ন খ উপজেলা গ জেলা পরিষদ ঘ পৌরসভা

৬. **ছকটির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সংস্থার কাজ হলো–**
i. জনশৃঙ্খলা রক্ষা করা
ii. জনস্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা
iii. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন ও বিকাশ কার্যক্রম গ্রহণ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭. **দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রবক্তা কে?** [পাঠ্যবই বহির্ভূত প্রশ্ন]
ক হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী খ লিয়াকত আলী খান
গ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘ শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হক

৮. **মুসলিম নেতৃবৃন্দ OIC কেন গঠন করেছিলেন?**
ক প্রযুক্তিগত সহযোগিতার জন্য খ বিজ্ঞান ও গবেষণার সহায়তার জন্য
গ ঐক্য ও সংহতি দৃঢ় করার জন্য ঘ সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য

৯. **'ক' রাষ্ট্রের একটি জেলায় সাবেক গ্রামপ্রধানকে শ্রেণি শত্রু চিহ্নিত করে তার উপর সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালানো হয়। এটি কোন ধরনের সন্ত্রাসের অন্তর্ভুক্ত?**
ক আদর্শভিত্তিক সন্ত্রাস খ রাজনৈতিক সন্ত্রাস
গ রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ঘ অপরাধী চক্রের দ্বারা সংগঠিত সন্ত্রাস

১০. **সম্পূর্ণ সাক্ষরতা আন্দোলন কোন সালে শুরু হয়?**
ক ১৯৯৭ খ ১৯৯৮ গ ২০০৫ ঘ ২০১৪

১১. **কারা নগর রাষ্ট্রের নাগরিক ছিল?**
ক নারী খ দাস-দাসী গ পুরুষ ঘ বিদেশি

১২. **নিম্নের কোন প্রতিষ্ঠানটি বহু যুগের বিবর্তনের ফল?**
ক পরিবার খ সমাজ গ সরকার ঘ রাষ্ট্র

১৩. **কেন আমাদের অধিকার প্রয়োজন?**
ক ন্যায্যতা ও সমতা বৃদ্ধির জন্য খ নিরাপদ জীবনযাপনের জন্য
গ নিজেদের প্রয়োজনের জন্য ঘ ভোগের ক্ষেত্রে বাধা দূর করতে

১৪. **রাষ্ট্রে আইন প্রণয়ন করার উদ্দেশ্য –**
i. নাগরিকের কল্যাণের জন্য
ii. ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক রক্ষা করার জন্য
iii. ব্যক্তির সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক রক্ষা করার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৫ থেকে ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**

ক্ষমতা বণ্টনের ভিত্তিতে
↓ A (বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্য) ↓ B (ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)

১৫. **'A' চিহ্নিত স্থানে কোনটি বসবে?**
ক এককেন্দ্রিক সরকার খ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার
গ পুঁজিবাদী সরকার ঘ সমাজতান্ত্রিক সরকার

১৬. **'B' সরকার সম্পর্কিত প্রযোজ্য তথ্য হলো –**
i. জাতীয় সংহতি ও স্থিতিশীলতা অর্জন
ii. স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে
iii. দুই ধরনের সরকার ব্যবস্থা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭. **বৈধ পেশা গ্রহণ করা কোন ধরনের স্বাধীনতা?**
ক ব্যক্তি স্বাধীনতা খ সামাজিক স্বাধীনতা
গ রাজনৈতিক স্বাধীনতা ঘ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা

১৮. **বাংলাদেশের প্রশাসনিক স্তরগুলোর সঠিক বিন্যাস কোনটি?**
ক কেন্দ্র — জেলা — উপজেলা — বিভাগ
খ কেন্দ্র — উপজেলা — বিভাগ — জেলা
গ উপজেলা — কেন্দ্র — জেলা — বিভাগ
ঘ কেন্দ্র — বিভাগ — জেলা — উপজেলা

১৯. **কার সম্মতি ছাড়া অর্থ বিল সংসদে উত্থাপন করা যায় না?**
ক অর্থ মন্ত্রী খ প্রধানমন্ত্রী গ প্রধান বিচারপতি ঘ রাষ্ট্রপতি

২০. **বাংলাদেশ সংবিধানের ১৫তম সংশোধনী করা হয় কেন?**
ক নির্দলীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য
খ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার পুনঃপ্রবর্তনের জন্য
গ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্তির জন্য
ঘ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার চালুর জন্য

২১. **"আইনের নিয়ন্ত্রণ আছে বিধায় স্বাধীনতা রক্ষা পায়"— উক্তিটি কে করেছেন?**
ক উইলোবি খ হল্যান্ড গ এভিডাইসি ঘ জনলক

২২. **কে সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে?**
ক রাষ্ট্রপতি খ স্পিকার গ মন্ত্রিপরিষদ ঘ জাতীয় সংসদ

২৩. **১৯৫৬ সালের সংবিধান বাতিল হয় –**
ক গভর্নর জেনারেলের অগণতান্ত্রিক হস্তক্ষেপের জন্য
খ প্রেসিডেন্টের সামরিক আইনজারির কারণে
গ সংবিধানের অন্তর্নিহিত ত্রুটির জন্য
ঘ রাজনৈতিক দলের চাপের জন্য

২৪. **অর্থনৈতিক সাম্য কেন প্রয়োজন?**
ক শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য
খ যোগ্যতা অনুযায়ী ন্যায্য মজুরি পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য
গ শ্রেণি বৈষম্য দূর ও সামাজিক শৃঙ্খলার জন্য
ঘ আইনের দৃষ্টিতে সমতা বিধানের জন্য

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৫ থেকে ২৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
'ক' রাষ্ট্রের ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি ৩০০ ঘণ্টা ব্যয় করে খসড়া শাসনতন্ত্র চূড়ান্ত করে। অবশেষে তা গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয় এবং যেটি উত্তম সংবিধান হিসেবে বিবেচিত হয়।

২৫. **উদ্দীপকে কোন দেশের সংবিধান প্রণয়নের ইঙ্গিত পাওয়া যায়?**
ক বাংলাদেশ খ কিউবা গ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঘ যুক্তরাজ্য

২৬. **উক্ত সংবিধানটি উত্তম হিসেবে বিবেচিত হওয়ার কারণ —**
i. লিখিত ii. প্রথাভিত্তিক iii. মৌলিক অধিকারের সন্নিবেশ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৭. **কোনটি রাজনৈতিক দলের কাজ নয়?**
ক আইন প্রণয়ন করা খ বিভিন্নমুখী মতামতকে একত্রীকরণ করা
গ গঠনমূলক সমালোচনা করা ঘ রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা

২৮. **ছয়-দফা দাবি কেন উত্থাপিত হয়?** [পাঠ্যবই বহির্ভূত প্রশ্ন]
ক বৈষম্য থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য
খ আওয়ামী লীগের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে
গ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সম্পর্ক উন্নয়ন করতে
ঘ জনগণকে ঐক্যবদ্ধ ও সচেতন করতে

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
মিঃ 'খ' এমন একটি রাষ্ট্রে বসবাস করে, যে রাষ্ট্রে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার পাশাপাশি নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বিদ্যমান।

২৯. **মিঃ 'খ' বসবাস করেন —**
ক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে খ যুক্তরাজ্যে গ কানাডায় ঘ জার্মানিতে

৩০. **বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সর্বনিম্ন স্তর কোনটি?**
ক ইউনিয়ন পরিষদ খ উপজেলা পরিষদ
গ জেলা পরিষদ ঘ গ্রাম্য পরিষদ

☑ খালি ঘরগুলোতে পেন্সিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখ। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখ তোমার উত্তরগুলো সঠিক ছিল কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

চট্টগ্রাম বোর্ড–২০২৫

পৌরনীতি ও নাগরিকতা (সৃজনশীল প্রশ্ন)

বিষয় কোড : 1 4 0

সময়– ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। জনাব আশিক শ্রেণিকক্ষে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদ নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মাঝে আলোচনা করছিলেন। তিনি বললেন "বিধাতা স্বয়ং রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছেন এবং রাজা বা শাসক বিধাতার প্রতিনিধি।" কিন্তু শিক্ষার্থীরা এ বক্তব্যের সাথে দ্বিমত পোষণ করে বলল, "রাষ্ট্র হঠাৎ করে এক দিনে সৃষ্টি হয়নি। এটা মানবসমাজের ক্রম বিকাশের ফল"।

ক. রাষ্ট্র কাকে বলে? ১
খ. পরিবারের জৈবিক কার্যাবলি বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিক্ষার্থীদের বক্তব্যে রাষ্ট্র সৃষ্টির কোন মতবাদটি নির্দেশিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আশিকের বক্তব্যের সাথে তুমি কি একমত? যুক্তি উপস্থাপন কর। ৪

২। জনাব কবির সরকারের উচ্চপদের একজন কর্মকর্তা। তিনি অত্যন্ত কর্মঠ। রাষ্ট্রের সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তিনি কাজ করেন। জনাব কবির সাহেবের কাছ থেকে সুযোগসুবিধা নেয়ার জন্য জনাব মাহফুজ বড় অঙ্কের উৎকোচ দিতে চাইলে জনাব কবির উহা নিতে অস্বীকার করেন।

ক. নগর রাষ্ট্র কাকে বলে? ১
খ. বুদ্ধিমান নাগরিককে রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলা হয় কেন? ২
গ. জনাব কবির সাহেবের কাজটির মাধ্যমে নাগরিকের কোন গুণটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব মাহফুজ সাহেবের কাজটি সুনাগরিকতার প্রতিবন্ধক– মূল্যায়ন কর। ৪

৩। মাদক ও ধূমপান এর ভয়াবহ পরিণতি নিয়ে আয়োজিত এক সেমিনারে উপস্থিত আলোচকবৃন্দ জানান যে, ধূমপানের ফলে প্রতিবছর বাংলাদেশে প্রায় ৫৭ হাজার মানুষ মৃত্যু বরণ করে। আর ৩ লাখ ৮২ হাজার মানুষ পঙ্গুত্ব বরণ করে। বিড়ি কিংবা সিগারেটের পিছনে আরও ব্যয় হয় প্রায় ১১ হাজার কোটি টাকা। এ দুরবস্থা থেকে দেশের মানুষকে মুক্ত করার জন্য বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ২০০৫ সালে ধূমপান নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ করে।

ক. আন্তর্জাতিক আইন কাকে বলে? ১
খ. আইনের শাসন বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যাটি নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্র সম্পর্কিত কোন ধরনের আইন কার্যকর? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে আইনের যে উৎসটির কথা বলা হয়েছে সেটিই কি আইনের একমাত্র উৎস? যুক্তিসহ উত্তর দাও। ৪

৪। সরকারব্যবস্থা নিয়ে রনি ও রাহাত আলোচনা করছিল। রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রের একটি সরকার ব্যবস্থা আছে। রনি রাহাতকে বলল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দুই ধরনের সরকারব্যবস্থা দেখা যায়। রনি অভিমত ব্যক্ত করল যে কোনো কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সব শাসনকার্যের কেন্দ্রবিন্দু প্রধানমন্ত্রী। সংসদের প্রাধান্য এখানে থাকে। অন্য এক প্রকারের সরকারের কথা বললেন, রাহাত। সে বলল, আর এক প্রকার সরকার আছে সেখানে রাষ্ট্রপতি সব ক্ষমতার অধিকারী। রাষ্ট্রপতি পূর্ণ মেয়াদে ক্ষমতায় থাকতে পারেন।

ক. রাষ্ট্র গঠনের অন্যতম প্রধান উপাদান কোনটি? ১
খ. গণতন্ত্র কীভাবে নাগরিকের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে? ২
গ. রনির বক্তব্যে কোন প্রকারের সরকারের নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'রাহাতের উল্লিখিত সরকারব্যবস্থায় স্থিতিশীল শাসন বিদ্যমান, — মূল্যায়ন কর। ৪

৫। 'A' রাষ্ট্রটি পরিচালিত হয় যে সংবিধানের আলোকে তা কোনো দলিলে বা সনদে লিখিত আকারে নেই। উহা ধীরে ধীরে ক্রমবিকাশ লাভ করেছে। দেশটিতে কোনো প্রকার জটিলতা দেখা দিলে তা ঐ দেশের প্রচলিত রীতি ও প্রথা অনুযায়ী সমাধান করা হয়। অপরদিকে 'B' নামক রাষ্ট্র পরিচালিত হয় লিখিত আকারে নীতিমালার ও রীতি অনুযায়ী যাহা সে দেশের আইন পরিষদ কর্তৃক প্রণীত। এই রাষ্ট্রে লিখিত আকারের নীতিমালা অনুসরণপূর্বক সকল সমস্যার সমাধান করা হয়।

ক. সংবিধান কাকে বলে? ১
খ. "প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু" — ব্যাখ্যা কর। ২
গ. 'A' রাষ্ট্রের সংবিধান কোন পদ্ধতিতে প্রণীত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'B' রাষ্ট্রের সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সফলতার পূর্বশর্ত" — বিশ্লেষণ কর। ৪

৬।

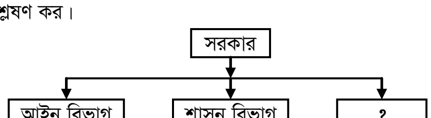

ক. পরোক্ষ নির্বাচন কাকে বলে? ১
খ. রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ছকে "?" চিহ্নিত স্থান দ্বারা যে বিষয়টি নির্দেশিত হয়েছে তার গঠন ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, বর্তমান প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে উক্ত বিষয়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ? মতামত দাও। ৪

৭। জনাব রিয়াজ একটি চলমান রাজনৈতিক দলের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তিনি তাঁর দলের বিভিন্ন কর্মসূচিতে যোগদান করেন এবং ক্ষমতাসীন দলের গঠনমূলক সমালোচনা করতে দ্বিধা করেন না। তিনি সরকারের ভুলত্রুটি জনসমক্ষে তুলে ধরেন এবং জনসমর্থন আদায়ের মাধ্যমে নির্বাচনে জয়ী হয়ে সরকার গঠনের চেষ্টা করেন ও জনগণ তথা দেশের সেবা করতে চান।

ক. নির্বাচন কমিশনের প্রধান কাজ কী? ১
খ. গোপন ভোটদান পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব রিয়াজ সাহেবের বক্তব্যে কোন ধরনের প্রতিষ্ঠানের কথা ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. গণতন্ত্র বিকাশে উক্ত প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। জাকির মিয়া একজন ভূমিহীন অশিক্ষিত কৃষক। আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে ব্যাংক থেকে টিপসই দিয়ে ঋণ গ্রহণ করে। বিষয়টি শিক্ষিত যুবকদের দৃষ্টিগোচর হলে তারা নিকটস্থ একটি বে-সরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থায় ভর্তি করান। সেখানে জাকির মিয়াসহ অনেকেই লেখাপড়া শিখেন ও প্রয়োজনীয় হিসাবনিকাশ সম্পন্ন করতে পারেন।

ক. খাদ্য নিরাপত্তা কাকে বলে? ১
খ. পরিবেশগত দুর্যোগ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. জাকির মিয়ার টিপসই দেয়া আমাদের দেশের কোন নাগরিক সমস্যা নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জাকির মিয়ার সমস্যা সমাধানে উদ্দীপকে উল্লিখিত উপায়টি ব্যতীত সরকারের আর কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে তুমি মনে কর? তোমার সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৯। বর্তমানে বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের ব্যাপক পদচারণা লক্ষ করা যাচ্ছে। বর্তমানে নারীরা রাষ্ট্রের বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন। তারা এক্ষেত্রে দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছে। নারীরা সরাসরি সাধারণ আসনে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে জনপ্রতিনিধিত্ব করছে। নারী শিক্ষার হারও অনেক বেশি, ফলাফলেও মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় অনেক এগিয়ে। হয়তো এ ইতিবাচক দিকটি দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে।

ক. স্থানীয় সরকার কাকে বলে? ১
খ. নারীর ক্ষমতায়ন বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের প্রথমাংশে নারীর কোন ধরনের ক্ষমতায়নের প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের শেষোক্ত বক্তব্যটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

১০। ফাহিম বাংলাদেশের সেরা একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে। শ্রেণিকক্ষে বসে সহপাঠীদের সাথে আলোচনাকালে রাজনৈতিক জোটগুলোর প্রশংসা করে এবং মনে করে এ নিয়মটি পূর্বেও প্রচলিত ছিল। মাতৃভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ২১ দফা ভিত্তিক চারটি দল নিয়ে একটি ফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল। জনমানুষের অধিকার রক্ষার সনদ হিসেবে ২১ দফাকে মনে করেছিল। ফাহিমের পিতামাতাও ঐ ফ্রন্টের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছিল।

ক. লাহোর প্রস্তাব কাকে বলে? ১
খ. মৌলিক গণতন্ত্র বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে ফ্রন্টটি পাঠ্যপুস্তকের যে ফ্রন্টকে ইঙ্গিত করে তার গঠন ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. এ ধরনের একটি ফ্রন্ট নির্বাচনে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। — বিশ্লেষণ কর। ৪

১১। যুদ্ধ কখনোই মানুষের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে না। তাই তানিয়া কোনো দেশের সাথে যুদ্ধ হোক সেটা চায় না। আমরা শান্তির পথে বিশ্বের সকল দেশের সকল বিরোধ মীমাংসায় বিশ্বাসী। আমরা চাই শান্তি রক্ষায় বিশ্বব্যাপী যে সংগঠনটি অবিরামভাবে কাজ করে যাচ্ছে তা বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করবে। বাংলাদেশের সাথে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর মধ্যে সকল বিরোধ মীমাংসা করতে পিছু হটবে না।

ক. আন্তর্জাতিক আদালত কাকে বলে? ১
খ. অছিপরিষদের কার্যাবলি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে কোন ধরনের সংস্থার ইঙ্গিত বহন করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর উদ্দীপকের মতো একটি সংগঠন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ মীমাংসায় ভূমিকা পালন করে? মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

উত্তরমালা (চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৫)

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																													
১	খ	২	খ	৩	গ	৪	খ	৫	খ	৬	ঘ	৭		৮	গ	৯	ক	১০	ক	১১	গ	১২	ঘ	১৩	খ	১৪	ঘ	১৫	ক
১৬	ঘ	১৭	খ	১৮	ঘ	১৯	ঘ	২০	গ	২১	ক	২২	গ	২৩	খ	২৪	খ	২৫	ক	২৬	গ	২৭	ক	২৮	ক	২৯	খ	৩০	ক

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▸ ০১ জনাব আশিক শ্রেণিকক্ষে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদ নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মাঝে আলোচনা করছিলেন। তিনি বললেন "বিধাতা স্বয়ং রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছেন এবং রাজা বা শাসক বিধাতার প্রতিনিধি।" কিন্তু শিক্ষার্থীরা এ বক্তব্যের সাথে দ্বিমত পোষণ করে বলল, "রাষ্ট্র হঠাৎ করে একদিনে সৃষ্টি হয়নি। এটা মানবসমাজের ক্রমবিকাশের ফল"।

ক. রাষ্ট্র কাকে বলে? ১

খ. পরিবারের জৈবিক কার্যাবলি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিক্ষার্থীদের বক্তব্যে রাষ্ট্র সৃষ্টির কোন মতবাদটি নির্দেশিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আশিকের বক্তব্যের সাথে তুমি কি একমত? যুক্তি উপস্থাপন কর। ৪

[চ. বো. ২০২৫]

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্র হলো বহুসংখ্যক ব্যক্তি নিয়ে গঠিত এমন এক সমাজ যারা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী, সুসংগঠিত সরকারের প্রতি স্বভাবজাতভাবে আনুগত্যশীল এবং বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ হতে মুক্ত।

খ পরিবারের জৈবিক কাজ হচ্ছে সন্তান জন্মদান ও লালন-পালন করা। আমাদের মা-বাবা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফলেই আমরা জন্মগ্রহণ করেছি এবং তাদের দ্বারা লালিত-পালিত হচ্ছি। অতএব, সন্তান জন্মদান ও লালন-পালন করা পরিবারের অন্যতম কাজ। পরিবারের এ ধরনের কাজকে জৈবিক কাজ বলা হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত শিক্ষার্থীদের বক্তব্যে রাষ্ট্র সৃষ্টির ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদটি নির্দেশিত হয়েছে।

ঐতিহাসিক মতবাদের মূল বিষয় হলো রাষ্ট্র কোনো একটি বিশেষ কারণে হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়নি। দীর্ঘদিনের বিবর্তনের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন শক্তি ও উপাদান ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে।

উদ্দীপকের শিক্ষার্থীদের বক্তব্য হলো, "রাষ্ট্র হঠাৎ করে একদিনে সৃষ্টি হয়নি। এটা মানবসমাজের ক্রমবিকাশের ফল"। এরূপ বক্তব্যে রাষ্ট্র সৃষ্টির ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদ প্রকাশ পায়। আর এ মতবাদটি তুলনামূলকভাবে বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিসম্মত মতবাদ। কারণ, ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদ সম্পর্কে ড. গার্নার বলেন, "রাষ্ট্র বিধাতার সৃষ্টি নয়, বলপ্রয়োগের মাধ্যমেও সৃষ্টি হয়নি বরং ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তনের ফলে রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে।" রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে ঐতিহাসিক বা বিবর্তনবাদমূলক মতবাদ সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য মতবাদ। এ মতবাদে রাষ্ট্রের উৎপত্তির সঠিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এবং এ মতবাদের মধ্যে কোনো কৃত্রিমতা নেই। আসলে বর্তমান রাষ্ট্র বহুযুগের বিবর্তনের ফল।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত আশিকের বক্তব্যে রাষ্ট্র সৃষ্টির ঐশী মতবাদ প্রকাশ পেয়েছে। রাষ্ট্র সৃষ্টির এই মতবাদের সাথে আমি একমত নই।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত ঐশী মতবাদ সবচেয়ে পুরাতন মতবাদ। ঐশী মতবাদের মৌলিক ধারণা এমন যে, বিধাতা বা স্রষ্টা স্বয়ং রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছেন এবং রাষ্ট্রকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য তিনি শাসক প্রেরণ করেছেন। শাসক প্রতিনিধি এবং তিনি তার কাজের জন্য একমাত্র স্রষ্টা বা বিধাতার নিকট দায়ী; কিন্তু জনগণের নিকট নয়। এ মতবাদ অনুসারে শাসক, একাধারে যেমন রাষ্ট্রপ্রধান এবং অন্যদিকে তিনিই আবার ধর্মীয় প্রধান। এ মতবাদকে বিধাতার সৃষ্টিমূলক মতবাদ হিসেবেও অবিহিত করা হয়।

উদ্দীপকের জনাব আশিক শ্রেণিকক্ষে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদ নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মাঝে আলোচনা করছিলেন। তিনি বললেন "বিধাতা স্বয়ং রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছেন এবং রাজা বা শাসক বিধাতার প্রতিনিধি।" তার এরূপ বক্তব্যে রাষ্ট্র সৃষ্টির ঐশী মতবাদের রূপ স্পষ্ট হয়। ঐশী মতবাদ যুক্তিসংগতভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। এই মতবাদের মূল ভিত্তি হলো- রাষ্ট্র ঈশ্বরপ্রদত্ত এবং শাসক স্রষ্টার প্রতিনিধি, জনগণের নয়। এতে শাসককে দায়মুক্ত রাখা হয়, যা স্বৈরতন্ত্রের জন্ম দেয়। জনগণের অংশগ্রহণ ও জবাবদিহিতা রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক শর্ত। অথচ ঐশী মতবাদে এই দুটি বিষয় অনুপস্থিত। ফলে জনগণের ইচ্ছা উপেক্ষিত হয় এবং নাগরিক অধিকার ক্ষুণ্ন হয়। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান জনগণকেই রাষ্ট্রক্ষমতার উৎস মনে করে। তাই ঐশী মতবাদ গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার ও মানবাধিকারের পরিপন্থি। এটি ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ হলেও আধুনিক সমাজব্যবস্থায় এটি অগ্রহণযোগ্য, অযৌক্তিক এবং অপ্রাসঙ্গিক।

আলোচনা থেকে এটি তাই প্রতীয়মান হয় যে, রাষ্ট্র সৃষ্টির ঐশী মতবাদ সংক্রান্ত জনাব আশিকের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রশ্ন ▸ ০২ জনাব কবির সরকারের উচ্চপদের একজন কর্মকর্তা। তিনি অত্যন্ত কর্মঠ। রাষ্ট্রের সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তিনি কাজ করেন। জনাব কবির সাহেবের কাছ থেকে সুযোগসুবিধা নেয়ার জন্য জনাব মাহফুজ বড় অঙ্কের উৎকোচ দিতে চাইলে জনাব কবির উহা নিতে অস্বীকার করেন।

ক. নগর রাষ্ট্র কাকে বলে? ১

খ. বুদ্ধিমান নাগরিককে রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলা হয় কেন? ২

গ. জনাব কবির সাহেবের কাজটির মাধ্যমে নাগরিকের কোন গুণটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জনাব মাহফুজ সাহেবের কাজটি সুনাগরিকতার প্রতিবন্ধক– মূল্যায়ন কর। ৪

[চ. বো. ২০২৫]

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রাচীন গ্রিসের নগরকেন্দ্রিক ছোটো ছোটো রাষ্ট্রগুলোকে নগররাষ্ট্র বলা হয়।

খ পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের বহুমুখী সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে বিধায় বুদ্ধিমান নাগরিককে রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলা হয়।

বুদ্ধি সুনাগরিকের অন্যতম গুণ। সুনাগরিকের বুদ্ধির ওপর নির্ভর করে আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সফলতা। তাই বুদ্ধিমান নাগরিক রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। প্রতিটি রাষ্ট্রের উচিত নাগরিকের যথাযথ শিক্ষাদানের মাধ্যমে বুদ্ধিমান নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।

গ জনাব কবির সাহেবের কাজটির মাধ্যমে নাগরিকের আত্মসংযম গুণটি প্রকাশ পেয়েছে।

সুনাগরিকের অন্যতম একটি গুণ হলো আত্মসংযম। এর অর্থ নিজেকে সকল প্রকার লোভ-লালসার ঊর্ধ্বে রেখে সততা ও নিষ্ঠার সাথে নিজের দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করা। অর্থাৎ সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করার নাম আত্মসংযম। আমাদের মধ্যে যিনি এ গুণের অধিকারী তিনি যেমন স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করতে পারেন, তেমনি অন্যের মতামত প্রকাশেও নিজেকে সংযত রাখেন। এছাড়া, প্রত্যেক নাগরিককে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও পক্ষপাতিত্বের ঊর্ধ্বে থাকতে হবে। এর মাধ্যমে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ জাগ্রত হয়।

উদ্দীপকের জনাব কবির সরকারের উচ্চপদের একজন কর্মকর্তা। তিনি অত্যন্ত কর্মঠ। রাষ্ট্রের সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তিনি কাজ করেন। জনাব কবির সাহেবের কাছ থেকে সুযোগসুবিধা নেয়ার জন্য জনাব মাহফুজ বড় অঙ্কের উৎকোচ দিতে চাইলে জনাব কবির উহা নিতে অস্বীকার করেন। জনাব কবিরের এরূপ কাজের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে নাগরিকের আত্মসংযম গুণের প্রকাশ ঘটেছে।

ঘ জনাব মাহফুজ সাহেবের কাজটি সুনাগরিকতার প্রতিবন্ধক। উক্তিটি যথার্থ।

সাধারণত যে ব্যক্তি একটি রাষ্ট্রে বসবাস করে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে, দায়িত্ব পালন করে এবং রাষ্ট্রে প্রদত্ত অধিকার ভোগ করে তাদের নাগরিক বলে। অন্যদিকে সুনাগরিক হলো সেইসব নাগরিক যারা বুদ্ধিমান, যারা বিবেকবান এবং যারা আত্মসংযমী। এসব গুণাবলি একজন সাধারণ নাগরিকের মধ্যে থাকলে তাকে রাষ্ট্র সুনাগরিক হিসেবে বিবেচনা করে।

উদ্দীপকের জনাব মাহফুজ সাহেবের কাজটি সুনাগরিকতার প্রতিবন্ধক-এ মন্তব্যটি সম্পূর্ণরূপে যৌক্তিক। সুনাগরিক হওয়ার প্রধান গুণগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো আত্মসংযম, বিবেক বা ন্যায়-অন্যায় বোধ। কিন্তু মাহফুজ সাহেব ব্যক্তিস্বার্থে জনাব কবিরকে উৎকোচ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, যা অসৎ, বেআইনি ও অনৈতিক কাজ। এর মাধ্যমে তিনি শুধু নিজের নৈতিক অবনমন ঘটাননি; বরং রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন। সুনাগরিক কখনোই দুর্নীতি ও লোভ-লালসার পথে হাঁটে না; বরং নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে বৃহত্তর কল্যাণে ব্রতী হয়। কাজেই মাহফুজ সাহেবের এ কর্মকাণ্ড আত্মসংযম ও বিবেকবোধের ঘাটতির পরিচায়ক এবং তা একজন সুনাগরিক হয়ে ওঠার পথে বড় বাধা।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▸ ০৩ মাদক ও ধূমপান এর ভয়াবহ পরিণতি নিয়ে আয়োজিত এক সেমিনারে উপস্থিত আলোচকবৃন্দ জানান যে, ধূমপানের ফলে প্রতিবছর বাংলাদেশে প্রায় ৫৭ হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করে। আর ৩ লাখ ৮২ হাজার মানুষ পঙ্গুত্ববরণ করে। বিড়ি কিংবা সিগারেটের পিছনে আরও ব্যয় হয় প্রায় ১১ হাজার কোটি টাকা। এ দুরবস্থা থেকে দেশের মানুষকে মুক্ত করার জন্য বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ২০০৫ সালে ধূমপান নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ করে।

ক. আন্তর্জাতিক আইন কাকে বলে? ১
খ. আইনের শাসন বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যাটি নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্র সম্পর্কিত কোন ধরনের আইন কার্যকর? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে আইনের যে উৎসটির কথা বলা হয়েছে সেটিই কি আইনের একমাত্র উৎস? যুক্তিসহ উত্তর দাও। ৪

[চ. বো. ২০২৫]

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক এক রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক রক্ষার জন্য যে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা হয় তাকে আন্তর্জাতিক আইন বলে।

খ আইনের শাসনের অর্থ হচ্ছে– কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয়, সবাই আইনের অধীন। অন্যকথায় আইনের চোখে সবাই সমান। আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিকের সমান অধিকার প্রাপ্তির সুযোগকে আইনের শাসন বলে।

আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান– এর অর্থ, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ-পেশা নির্বিশেষে আইনের সমান আশ্রয় লাভ করা। এর ফলে ধনী-দরিদ্র, সবল-দুর্বল সকলে সমান অধিকার লাভ করে। আইনের শাসনের প্রাধান্য থাকলে সরকার ক্ষমতার অপব্যবহার থেকে বিরত থাকবে এবং জনগণ আইনের বিধান মেনে চলবে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যাটি নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্র সম্পর্কিত প্রশাসনিক আইন কার্যকর।

রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত ও বলবৎকৃত নিয়মকানুনই হলো রাষ্ট্র সম্পর্কিত আইন। রাষ্ট্র পরিচালনা করতে নানা ধরনের আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করতে হয়। রাষ্ট্র সম্পর্কিত আইন সাধারণত আইনসভা বা পার্লামেন্টে প্রণীত হয়ে থাকে। রাষ্ট্র সম্পর্কিত আইন দুই প্রকার। যথা : ক. ফৌজদারি আইন ও খ. প্রশাসনিক আইন। যে আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা এবং এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জনসেবা নিশ্চিত করা হয় ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করা হয় তাকে প্রশাসনিক আইন বলে।

উদ্দীপকে দেশের জনগণকে ধূমপানের ভয়াবহতা থেকে মুক্ত করার জন্য বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ২০০৫ সালে ধূমপান নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ করে। এরূপ আইনের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যকে রক্ষার জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। আর জনসেবামূলক এরূপ আইন হলো প্রশাসনিক আইন।

ঘ উদ্দীপকে আইনের যে উৎসটির কথা বলা হয়েছে সেটি হলো আইনসভা। আইনসভা আইনের একমাত্র উৎস নয়।

যেসকল উৎস থেকে উৎসারিত বিধিবিধান রাষ্ট্রের আইন হিসেবে পরিগণিত হয় সেগুলো আইনের উৎস হিসেবে পরিচিত। তাই আইনের বিভিন্ন উৎস দেখা যায়। তবে আইন যে উৎস থেকেই উৎপত্তি লাভ করুক তার সবই জনগণের জন্য কল্যাণময়।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, মাদকমুক্ত দেশ গড়তে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ২০০৫ সালে ধূমপান নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ করে। এরূপ বর্ণনায় আইনের উৎস হিসেবে আইনসভাকে তুলে ধরা হয়েছে। আইনসভা ছাড়াও আইনের আরও অনেক উৎস রয়েছে। প্রথা হলো দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি, যা রাষ্ট্র অনুমোদন দিলে আইনে রূপ নেয়। ধর্মীয় অনুশাসনও আইনের গুরুত্বপূর্ণ উৎস; মুসলিম ও হিন্দু আইন এটির উদাহরণ। বিচারকগণ আইন ব্যাখ্যায় আইনবিদদের গ্রন্থ যেমন ডাইসি বা ব্লাকস্টোনের লেখার ওপর নির্ভর করেন, যা পরবর্তীতে আইনে পরিণত হয়। প্রচলিত আইন স্পষ্ট না হলে, বিচারকের রায় ভবিষ্যতের রেফারেন্স হয়ে দাঁড়ায়। কখনও আইনের অনুপস্থিতিতে ন্যায়বোধের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, যা আইনের উৎসে পরিণত হয়। এভাবে প্রথা, ধর্ম, আইনবিদদের গ্রন্থ, বিচারকের রায় ও ন্যায়বোধ-আইনের প্রধান উৎস হিসেবে বিবেচিত।

সুতরাং আলোচনা থেকে বলা যায়, আইন একটি নয় বরং একাধিক উৎস থেকে গৃহীত হয়ে জনগণের কল্যাণে প্রয়োগ করা হয়।

প্রশ্ন ▶ ০৪ সরকারব্যবস্থা নিয়ে রনি ও রাহাত আলোচনা করছিল। রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রের একটি সরকারব্যবস্থা আছে। রনি রাহাতকে বলল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দুই ধরনের সরকারব্যবস্থা দেখা যায়। রনি অভিমত ব্যক্ত করল যে কোনো কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সব শাসনকার্যের কেন্দ্রবিন্দু প্রধানমন্ত্রী। সংসদের প্রাধান্য এখানে থাকে। অন্য এক প্রকারের সরকারের কথা বলল, রাহাত। সে বলল, আর এক প্রকার সরকার আছে সেখানে রাষ্ট্রপতি সব ক্ষমতার অধিকারী। রাষ্ট্রপতি পূর্ণ মেয়াদে ক্ষমতায় থাকতে পারেন।

ক. রাষ্ট্র গঠনের অন্যতম প্রধান উপাদান কোনটি? ১

খ. গণতন্ত্র কীভাবে নাগরিকের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে? ২

গ. রনির বক্তব্যে কোন প্রকারের সরকারের নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'রাহাতের উল্লিখিত সরকারব্যবস্থায় স্থিতিশীল শাসন বিদ্যমান,− মূল্যায়ন কর। ৪

[চ. বো. ২০২৫]

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্র গঠনের অন্যতম প্রধান উপাদান হলো সার্বভৌমত্ব।

খ গণতন্ত্র নাগরিকদের মতামতের মূল্য দেয় এবং তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে নাগরিকদের রাজনৈতিক বিষয়ে আগ্রহ ও সচেতন করে তোলে।

নির্বাচনে ভোট প্রদান, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও গণমাধ্যমের অবাধ প্রবেশাধিকার নাগরিকদের সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিষয়ে জানার সুযোগ সৃষ্টি করে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও মতবাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তারা যুক্তি ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে শেখে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, নাগরিক সংগঠন ও গণমাধ্যম রাজনৈতিক শিক্ষা ছড়িয়ে দেয়, যা জনগণকে অধিক সচেতন ও দায়িত্বশীল করে তোলে। ফলে গণতন্ত্র একটি সচেতন ও জবাবদিহিমূলক সমাজ গঠনে সহায়ক হয়।

গ রনির বক্তব্য সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের নির্দেশ করে।

যে সরকারব্যবস্থায় শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং শাসন বিভাগের স্থায়িত্ব ও কার্যকারিতা আইন বিভাগের উপর নির্ভরশীল তাকে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার বা সংসদীয় পদ্ধতির সরকার বলে। এতে মন্ত্রিসভার হাতে দেশের শাসন ক্ষমতা থাকে। সাধারণ নির্বাচনে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী দল মন্ত্রিসভা গঠন করেন। দলের আস্থাভাজন ব্যক্তি হন প্রধানমন্ত্রী। তিনি দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের মধ্য থেকে অন্যান্য মন্ত্রী নিয়োগ করেন ও তাদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেন।

উদ্দীপকের সরকারব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনায় রনি অভিমত ব্যক্ত করে বলে যে, কোনো কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সব শাসনকার্যের কেন্দ্রবিন্দু প্রধানমন্ত্রী। সংসদের প্রাধান্য এখানে থাকে। এরূপ বক্তব্য সংসদীয় সরকারব্যবস্থাকে নির্দেশ করে। এ ধরনের সরকারব্যবস্থায় জনগণের মতপ্রকাশ ও সরকারের সমালোচনার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে। সরকার কোনোভাবেই জনগণের মতামত উপেক্ষা করে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। শাসন বিভাগের সদস্যগণ আইনসভার সদস্য হওয়ায় এ সরকারব্যবস্থায় আইন ও শাসন বিভাগের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকে। এখানে প্রধানমন্ত্রী হলেন প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী। তাকে ঘিরে সমস্ত শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়।

ঘ 'রাহাতের উল্লিখিত সরকারব্যবস্থাটি হলো রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থা। এ ধরনের সরকারব্যবস্থায় স্থিতিশীল শাসন বিদ্যমান। মন্তব্যটি যথার্থ।

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বলতে সেই সরকারকে বোঝায় যেখানে শাসন বিভাগ তার কাজের জন্য আইন বিভাগের নিকট দায়ী থাকে না। রাষ্ট্রপতি তার পছন্দের ব্যক্তিদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রিসভার সদস্যগণ আইনসভার সদস্য নন। মন্ত্রীগণ তাদের কাজের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে দায়ী থাকেন। রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টির উপর মন্ত্রীদের কার্যকাল নির্ভর করে। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে রাষ্ট্রপতি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনিই প্রকৃত শাসক ও সরকারপ্রধান। তিনি কোনো কাজে মন্ত্রীদের পরামর্শ গ্রহণ করতেও পারেন আবার নাও করতে পারেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার প্রচলিত রয়েছে।

উদ্দীপকের রাহাত একটি সরকারব্যবস্থার কথা বলে যেখানে রাষ্ট্রপতি সব ক্ষমতার অধিকারী। রাষ্ট্রপতি পূর্ণ মেয়াদে ক্ষমতায় থাকতে পারেন। শাসনব্যবস্থার এমন চিত্র রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থায় দেখা যায়। রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থা বিশ্বে প্রচলিত অন্যান্য শাসনব্যবস্থা থেকে বেশি স্থিতিশীল। কেননা, এ ব্যবস্থায় আইন বিভাগের সাথে পরামর্শ না করে রাষ্ট্রপতি দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। ফলে যুদ্ধ, জরুরি অবস্থা ও অন্য কোনো সংকটকালে সিদ্ধান্ত গ্রহণে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পারদর্শিতার পরিচয় দেয়।

আলোচনা পরিশেষে বলা যায়, রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি একক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ভোগ করেন বিধায় তুলনামূলকভাবে এটি স্থিতিশীল শাসনব্যবস্থা।

প্রশ্ন ▶ ০৫ 'A' রাষ্ট্রটি পরিচালিত হয় যে সংবিধানের আলোকে তা কোনো দলিলে বা সনদে লিখিত আকারে নেই। উহা ধীরে ধীরে ক্রমবিকাশ লাভ করেছে। দেশটিতে কোনো প্রকার জটিলতা দেখা দিলে তা ঐ দেশের প্রচলিত রীতি ও প্রথা অনুযায়ী সমাধান করা হয়। অপরদিকে 'B' নামক রাষ্ট্র পরিচালিত হয় লিখিত আকারে নীতিমালার ও রীতি অনুযায়ী যাহা সে দেশের আইন পরিষদ কর্তৃক প্রণীত। এই রাষ্ট্রে লিখিত আকারের নীতিমালা অনুসরণপূর্বক সকল সমস্যার সমাধান করা হয়।

ক. সংবিধান কাকে বলে? ১

খ. "প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু"− ব্যাখ্যা কর। ২

গ. 'A' রাষ্ট্রের সংবিধান কোন পদ্ধতিতে প্রণীত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'B' রাষ্ট্রের সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সফলতার পূর্বশর্ত"− বিশ্লেষণ কর। ৪

[চ. বো. ২০২৫]

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব নিয়মকানুনের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় তাকে সংবিধান বলে।

খ প্রধানমন্ত্রীকে কেন্দ্র করে সরকারের সমস্ত কাজ পরিচালিত হয় বলে তাকে শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু বলা হয়।

প্রধানমন্ত্রী অন্য মন্ত্রীদের সংখ্যা নির্ধারণ, কাজ বণ্টন ও তদারক করেন ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কাজে সমন্বয়সাধন করেন। প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিপরিষদের যে কাউকে নিয়োগ, পরিচালনা ও অপসারণ করতে পারেন। আর প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে পুরো মন্ত্রিসভা বিলুপ্ত হয়ে যায়। এভাবে মন্ত্রিসভার কেন্দ্রে অবস্থান করে পুরো মন্ত্রিসভা টিকিয়ে রাখেন বিধায় প্রধানমন্ত্রীকে শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু বলা হয়।

গ 'A' রাষ্ট্রের সংবিধান ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে প্রণীত হয়েছে।

সংবিধান প্রণয়নের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। তারমধ্যে ক্রমবিবর্তন পদ্ধতি অন্যতম। এ পদ্ধতিতে ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে লোকাচার ও প্রথার ভিত্তিতে রাষ্ট্রের সংবিধান গড়ে ওঠে। এক্ষেত্রে সংবিধান কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণয়ন করা হয় না, ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ ব্রিটেনের সংবিধানের নাম উল্লেখ করা যায়। ব্রিটেনের সংবিধান তৈরি হয়নি, গড়ে উঠেছে। এসব দেশে যাবতীয় সমস্যার সমাধান করা হয় প্রচলিত প্রথা ও রীতি অনুযায়ী।

উদ্দীপকের 'A' রাষ্ট্রটি পরিচালিত হয় যে সংবিধানের আলোকে তা কোনো দলিলে বা সনদে লিখিত আকারে নেই। উহা ধীরে ধীরে ক্রমবিকাশ লাভ করেছে। দেশটিতে কোনো প্রকার জটিলতা দেখা দিলে তা ঐ দেশের প্রচলিত রীতি ও প্রথা অনুযায়ী সমাধান করা হয়। এরূপ বর্ণনা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, প্রমির বসবাসকৃত দেশটির সংবিধান ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে।

ঘ 'B' রাষ্ট্রের সংবিধানটি লিখিত সংবিধান। আর লিখিত সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সফলতার পূর্বশর্ত।

লিখিত সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থার জন্য উপযোগী। এ সংবিধানের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থায় প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করে দেওয়া যায়। এর ফলে প্রাদেশিক সরকার তার ক্ষমতা ও কার্যাবলি সম্পর্কে অবগত হতে পারে। আবার কেন্দ্রীয় সরকারও তার ক্ষমতা ও কার্যাবলি সম্পর্কে অবগত হতে পারে। অর্থাৎ এ সরকারব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করতে পারে।

উদ্দীপকের 'B' নামক রাষ্ট্র পরিচালিত হয় লিখিত আকারে নীতিমালার ও রীতি অনুযায়ী যাহা সে দেশের আইন পরিষদ কর্তৃক প্রণীত। এই রাষ্ট্রে লিখিত আকারের নীতিমালা অনুসরণপূর্বক সকল সমস্যার সমাধান করা হয়। এরূপ বর্ণনায় লিখিত সংবিধানের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। এ ধরনের লিখিত সংবিধানে সবকিছু বোধগোম্য হওয়ায় তা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। আর এমনটিই আমরা যুক্তরাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রগুলোতে দেখতে পাই। বিশ্বের দুটি বৃহৎ রাষ্ট্র ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে লিখিত সংবিধানের মাধ্যমে ক্ষমতা বণ্টন করে দেওয়া হয়। কিন্তু সংবিধান যদি লিখিত না হতো তাহলে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থায় এরূপ ক্ষমতা বণ্টন করা সম্ভব হতো না। তাই যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সফলতা লাভের জন্য লিখিত সংবিধানের কোনো বিকল্প নেই।

আলোচনার পরিশেষে বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সফলতার পূর্বশর্ত হলো লিখিত সংবিধান।

প্রশ্ন ▶ ০৬

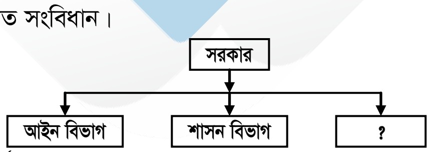

ক. পরোক্ষ নির্বাচন কাকে বলে? ১

খ. রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ছকে "?" চিহ্নিত স্থান দ্বারা যে বিষয়টি নির্দেশিত হয়েছে তার গঠন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, বর্তমান প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে উক্ত বিষয়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ? মতামত দাও। ৪

[চ. বো. ২০২৫]

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক জনগণ ভোটের মাধ্যমে একটি মধ্যবর্তী সরকার নির্বাচিত করেন। এ জনপ্রতিনিধিগণ ভোট দিয়ে যখন রাষ্ট্রপতি বা সংসদের সংরক্ষিত আসনের সদস্য নির্বাচন করেন, তখন তাকে পরোক্ষ নির্বাচন বলে।

খ বাংলাদেশে সংসদীয় সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান। এ ধরনের সরকারব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি হলেন অলংকারিক প্রধান।

সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় প্রকৃত ক্ষমতাচর্চা করেন প্রধানমন্ত্রী। তবুও রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে উচ্চ পদমর্যাদার অধিকারী। তিনি বাংলাদেশের শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ ব্যক্তি। তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান। তবে রাষ্ট্রপ্রধান হলেও তিনি আসলে নামমাত্র প্রধান। দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে তিনি রাষ্ট্রের সকল কাজ পরিচালনা করেন।

গ ছকে "?" চিহ্নিত স্থান দ্বারা বাংলাদেশ সরকারের বিচার বিভাগ নির্দেশিত হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারের তিনটি বিভাগ রয়েছে। আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ। এর মধ্যে আইন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত বিধান দ্বারা বিচার কাজ করে থাকে বিচার বিভাগ। আইনসভা কর্তৃক বিধানকৃত নীতিসমূহ বাস্তবায়নের দ্বারা আইনের অনুশাসন ও দেশের সংবিধানকে অক্ষুণ্ণ রাখা বিচার বিভাগের কাজ।

উদ্দীপকে ছকচিত্রে সরকারের বিভাগগুলো দেখানো হয়েছে। সেই হিসেবে "?" চিহ্নিত স্থানে বিচার বিভাগ হবে। বাংলাদেশের বিচার বিভাগ সুপ্রিম কোর্ট, অধস্তন আদালত এবং প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল নিয়ে গঠিত। সুপ্রিম কোর্ট বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ আদালত যা হাইকোর্ট বিভাগ ও আপিল বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত। সুপ্রিম কোর্টের প্রধানকে দেশের প্রধান বিচারপতি বলা হয় এবং তিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। সুপ্রিম কোর্টের অধীনে দেশের প্রতিটি জেলায় অধস্তন আদালত রয়েছে। এসব অধস্তন আদালত হচ্ছে জেলা জজের আদালত, সাব জজ আদালত, সহকারী জজ আদালত এবং গ্রাম আদালত। অধস্তন আদালতসমূহ ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলা পরিচালনা করে থাকে।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি, বর্তমান প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে বিচার বিভাগের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে বিচার বিভাগ নাগরিক অধিকারের রক্ষক হিসেবে ভূমিকা পালন করে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বিচার বিভাগ এখন শাসনব্যবস্থার ভারসাম্য রক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ।

উদ্দীপকে বিচার বিভাগকে আলোকপাত করা হয়েছে। বর্তমান প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে বিচার বিভাগের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইন প্রণয়ন করে নির্বাহী ও আইনসভা, কিন্তু সেই আইনের সঠিক ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ নিশ্চিত করে বিচার বিভাগ। এটি শুধু আইন প্রয়োগকারী সংস্থা নয়, বরং সংবিধানের রক্ষক হিসেবেও কাজ করে। বিচার বিভাগ নির্বাহী ও আইনসভার কার্যক্রম সংবিধানবিরোধী হলে তা বাতিল করতে পারে, যাকে "বিচারিক পর্যালোচনা" (Judicial Review) বলা হয়। এটি নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সুরক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এবং দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার প্রতিরোধে কার্যকর প্রতিরক্ষা দেয়। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা গণতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষায় অপরিহার্য, কারণ এটি নির্বাহী ও আইনসভাকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। বর্তমানে অনেক গণতান্ত্রিক দেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন, সংবিধান লঙ্ঘন বা প্রশাসনিক স্বেচ্ছাচার রোধে বিচার বিভাগ কার্যকর হস্তক্ষেপ করে চলেছে। ফলে বিচার বিভাগ কেবল ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাই করে না, বরং গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার স্থিতিশীলতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন নিশ্চিত করতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সুতরাং, প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে বিচার বিভাগ গণতন্ত্রের প্রহরী ও ন্যায়বিচারের স্তম্ভ হিসেবে কাজ করে।

প্রশ্ন ▶ ০৭ জনাব রিয়াজ একটি চলমান রাজনৈতিক দলের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তিনি তাঁর দলের বিভিন্ন কর্মসূচিতে যোগদান করেন এবং ক্ষমতাসীন দলের গঠনমূলক সমালোচনা করতে দ্বিধা করেন না। তিনি সরকারের ভুলত্রুটি জনসমক্ষে তুলে ধরেন এবং জনসমর্থন আদায়ের মাধ্যমে নির্বাচনে জয়ী হয়ে সরকার গঠনের চেষ্টা করেন ও জনগণ তথা দেশের সেবা করতে চান।

ক. নির্বাচন কমিশনের প্রধান কাজ কী? ১

খ. গোপন ভোটদান পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব রিয়াজ সাহেবের বক্তব্যে কোন ধরনের প্রতিষ্ঠানের কথা ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. গণতন্ত্র বিকাশে উক্ত প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ৪

[চ. বো. ২০২৫]

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক নির্বাচন কমিশনের প্রধান কাজ হলো সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনা করা।

খ গোপন ভোটদান পদ্ধতিতে ভোটারের গোপনীয়তা রক্ষা পায় বলে এটি সর্বজনস্বীকৃত।

প্রকাশ্য ভোটদান পদ্ধতিতে ভোটারগণ নিজ নিজ পছন্দের ব্যক্তিকে সকলের সামনে প্রকাশ্যে ভোট দেয়। এতে ভোটাররা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের সঠিক মতামত প্রকাশ করতে পারে না। অন্যদিকে গোপন ভোটদান পদ্ধতিতে ভোটারগণ গোপনে ব্যালটপত্রে পছন্দকৃত ব্যক্তিকে নামের পাশে নির্ধারিত চিহ্ন একে বা সিল দিয়ে ভোট প্রদান করে। এ পদ্ধতিতে বিশৃঙ্খলা কিংবা সহিংসতার সম্ভাবনা থাকে না বলে বর্তমানে এ পদ্ধতি সর্বজনস্বীকৃত।

গ জনাব রিয়াজ সাহেবের বক্তব্যে রাজনৈতিক দলের কথা ফুটে উঠেছে।

আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা মূলত রাজনৈতিক দলেরই শাসন। রাজনৈতিক দল ছাড়া গণতান্ত্রিক সরকার গঠন সম্ভব নয়। রাজনৈতিক দল নেতৃত্ব তৈরিতে গঠনমূলক ভূমিকা রাখে। রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব যেমন জাতীয় পর্যায়ে থাকে তেমনি স্থানীয় পর্যায়েও থাকে। আজকে যারা স্থানীয় পর্যায়ের নেতা আগামীতে তারা জাতীয় পর্যায়ের নেতা হওয়ার সম্ভবনা রাখে।

উদ্দীপকের জনাব রিয়াজ একটি চলমান রাজনৈতিক দলের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এর মাধ্যমে রাজনৈতিক দলের কাঠামো প্রকাশ পায়। কেননা, রাজনৈতিক দল তার আদর্শ এবং কর্মসূচির ভিত্তিতে বিভিন্ন সভা, মিছিল ও গণযোগাযোগের মাধ্যমে জনমত গঠন করে থাকে। জনগণকে তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সচেতন করা, দলীয় কর্মসূচি ব্যাখ্যা করা, দলের কাজের সমালোচনা করা প্রভৃতি রাজনৈতিক দলের অন্যতম কাজ। জনগণ বিভিন্ন দলের মতামত, আলোচনা-সমালোচনা ইত্যাদি থেকে রাষ্ট্র পরিচালনার অনেক বিষয় জানতে পারে এবং দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আইনসভায় বিরোধী দল হিসেবে ভূমিকা পালন করে। গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে সরকারের ভুলত্রুটি ধরিয়ে দেওয়া বিরোধী দলের প্রধান কাজ। এছাড়াও রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় গিয়ে তাদের কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সামাজিক ঐক্যকে দৃঢ়তা দান করে।

ঘ গণতন্ত্র বিকাশে উক্ত প্রতিষ্ঠানের তথা রাজনৈতিক দলের ভূমিকা অপরিসীম।

রাজনৈতিক দল নির্দিষ্ট আদর্শকে সামনে রেখে নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের মধ্য দিয়ে বৃহত্তর সংগঠন তথা রাষ্ট্রের ক্ষমতা লাভের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে থাকে। অর্থাৎ প্রতিটি রাজনৈতিক দলের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এরা কতকগুলো নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে সংগঠিত জনসমষ্টি যারা নিয়মতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা লাভ করতে চায়। একইভাবে ক্ষমতা লাভের লক্ষ্যে প্রতিটি দলের পৃথক ও সুনির্দিষ্ট আদর্শ ও কর্মসূচি থাকে।

উদ্দীপকে জনাব রিয়াজ সাহেবের বক্তব্যে রাজনৈতিক দলের পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। আর গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক বিকাশে রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব অত্যধিক। কারণ, গণতন্ত্র মানেই হচ্ছে রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি। গণতন্ত্র বলতে এমন একটি সরকারব্যবস্থা বোঝায় যেখানে জনগণ তাদের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে সরকার নির্বাচিত করে এবং জনগণের আস্থার উপর সরকার টিকে থাকে। তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব অপরিসীম। রাজনৈতিক দলই জনগণের মতামতকে সুসংগঠিত করে এবং জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটায়। যেহেতু জনগণের আস্থার উপর সরকার টিকে থাকে তাই রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে এর প্রতিযোগিতা চলে।

আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক আদর্শের বিকাশে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা অনন্য।

প্রশ্ন ▶ ০৮ জাকির মিয়া একজন ভূমিহীন অশিক্ষিত কৃষক। আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে ব্যাংক থেকে টিপসই দিয়ে ঋণ গ্রহণ করে। বিষয়টি শিক্ষিত যুবকদের দৃষ্টিগোচর হলে তারা নিকটস্থ একটি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থায় ভর্তি করান। সেখানে জাকির মিয়াসহ অনেকেই লেখাপড়া শিখেন ও প্রয়োজনীয় হিসাবনিকাশ সম্পন্ন করতে পারেন।

ক. খাদ্য নিরাপত্তা কাকে বলে? ১

খ. পরিবেশগত দুর্যোগ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. জাকির মিয়ার টিপসই দেয়া আমাদের দেশের কোন নাগরিক সমস্যা নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জাকির মিয়ার সমস্যা সমাধানে উদ্দীপকে উল্লিখিত উপায়টি ব্যতীত সরকারের আর কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে তুমি মনে কর? তোমার সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[চ. বো. ২০২৫]

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক খাদ্যের প্রাপ্যতা, খাদ্য ক্রয় করার ক্ষমতা এবং খাদ্যের পুষ্টি নিশ্চিত করাকেই খাদ্য নিরাপত্তা বলে।

খ পরিবেশগত দুর্যোগ বলতে পরিবেশের অস্বাভাবিক অবস্থাকে বোঝায়।

আমাদের চারপাশের নদ-নদী, খাল-বিল, পাহাড়-পর্বত, গাছপালা, মাটি ও সবকিছু নিয়েই আমাদের পরিবেশ। সুস্থ প্রাকৃতিক পরিবেশ অব্যাহত রাখা আমাদের স্থিতিশীল উন্নয়ন ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের প্রধান ভিত্তি। মানুষের কর্মকাণ্ড যখন পরিবেশের এ স্বাভাবিক অবস্থাকে বিনষ্ট করে, তখনই পরিবেশের দুর্যোগ সৃষ্টি হয়। তাই পরিবেশগত দুর্যোগ বলতে পরিবেশের অস্বাভাবিক অবস্থাকে বোঝায়। এরূপ পবিবেশগত বিপর্যয় আমাদের জীবনকে নানাভাবে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলছে।

গ জাকির মিয়ার টিপসই দেয়া আমাদের দেশের নিরক্ষরতা নামক নাগরিক সমস্যাকে নির্দেশ করে।

নিরক্ষরতা বাংলাদেশের একটি অন্যতম নাগরিক সমস্যা। নিরক্ষর বলতে সেই ব্যক্তিকে বোঝায়, যার কোনো অক্ষর জ্ঞান নেই। এমনকি যিনি তার নাম পর্যন্ত লিখতে পারেন না। লেখাপড়া না জানার কারণে নিরক্ষর ব্যক্তি রাষ্ট্র ও সমাজের উপকারে আসে না বরং সমাজের ওপর

বোঝা হয়ে থাকে। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই গ্রামে বাস করে। আর গ্রামের লোকই বেশি নিরক্ষর। তবে শহরাঞ্চলেও অনেক নিরক্ষর লোক রয়েছে। তাই নিরক্ষরতা আজ জাতীয় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ সমস্যা মোকাবিলা করা সকলের দায়িত্ব।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জাকির মিয়া একজন ভূমিহীন অশিক্ষিত কৃষক। আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে ব্যাংক থেকে টিপসই দিয়ে ঋণ গ্রহণ করে। এ ঘটনায় বাংলাদেশের অন্যতম সামাজিক সমস্যা নিরক্ষরতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা, অক্ষরজ্ঞান না থাকার কারণে সে ব্যাংকে টিপসই দিয়ে ঋণ গ্রহণ করেছে সে।

ঘ নিরক্ষতা দূরীকরণে উদ্দীপকে বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক লেখাপড়া শেখানোর ব্যবস্থা করা হয়। জাকির মিয়ার সমস্যা সমাধানে উদ্দীপকে উল্লিখিত উপায়টি ব্যতীত সরকারের আরও নানারকম পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

নিরক্ষরতা আমাদের সমাজের একটি মারাত্মক সমস্যা। এটি সমাধানকল্পে তাই সরকারি পদক্ষেপ অগ্রগণ্য। এর পাশাপাশি সকল স্তরের নাগরিকদের এগিয়ে আসতে হবে।

উদ্দীপকে জাকির মিয়ার নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্তি দিতে শিক্ষিত যুবকরা তাকে একটি স্বেচ্ছাসেবী কেন্দ্রে ভর্তি করে দেন। নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে দেশকে রক্ষা করতে হলে নাগরিকের পাশাপাশি সরকারের ভূমিকাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। দেশের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যা নিরক্ষর। তাই বিশাল এ নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করার জন্য সরকার ও নাগরিকবৃন্দকে সম্মিলিতভাবে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রথমেই নিরক্ষর মানুষের সঠিক সংখ্যা ও অবস্থান নির্ধারণ করতে হবে। সরকার প্রকল্প গ্রহণ ও টাস্কফোর্স গঠন করে এ কাজটি করতে পারে। সঠিক তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে নাগরিকদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসতে হবে। গ্রামে গ্রামে বয়স্ক শিক্ষা ও খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষাদানে সরকারকে বিশেষ কর্মসূচি হাতে নিতে হবে। কর্মমুখী শিক্ষাদান করে প্রত্যেক পেশার সঙ্গে নিরক্ষরদের পরিচিত করে তুলতে হবে। শিক্ষার জন্য ঋণ ও অনুদান প্রথা চালুকরণ ও শিক্ষা ব্যাংক চালু করা যেতে পারে। সর্বোপরি নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে কাজে লাগাতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, নাগরিক হিসেবে নিরক্ষরতা দূরীকরণে আমার পাশাপাশি সরকারের এবং রাষ্ট্রের সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণ প্রয়োজন।

প্রশ্ন ▶ ০৯ বর্তমানে বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের ব্যাপক পদচারণা লক্ষ করা যাচ্ছে। বর্তমানে নারীরা রাষ্ট্রের বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন। তারা এক্ষেত্রে দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছে। নারীরা সরাসরি সাধারণ আসনে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে জনপ্রতিনিধিত্ব করছে। নারী শিক্ষার হারও অনেক বেশি, ফলাফলেও মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় অনেক এগিয়ে। হয়তো এ ইতিবাচক দিকটি দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে।

ক. স্থানীয় সরকার কাকে বলে? ১
খ. নারীর ক্ষমতায়ন বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের প্রথমাংশে নারীর কোন ধরনের ক্ষমতায়নের প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের শেষোক্ত বক্তব্যটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

[চ. বো. ২০২৫]

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমগ্র রাষ্ট্রকে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত করে ক্ষুদ্রতর পরিসরে প্রতিষ্ঠিত সরকারব্যবস্থাকে স্থানীয় সরকার বলে।

খ পরিবার, সমাজ ও জাতীয় ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ, মতামত প্রকাশ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাই হলো নারীর ক্ষমতায়ন।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক হলো নারী। আর সমাজের অর্ধেক অংশকে অধিকারবঞ্চিত রেখে কোনো সমাজ ও রাষ্ট্র উন্নতি লাভ করতে পারে না। এজন্য সারা বিশ্বে বর্তমানে নারীর ক্ষমতায়নকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। যার প্রেক্ষিতে ১৯৫২ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা নারীর রাজনৈতিক অধিকারের কথা ঘোষণা করে। তাই আমরা বলতে পারি, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, পারিবারিক ও সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অধিকারের সমতা, অংশগ্রহণ, মতামত প্রকাশ ও মূল্যায়নকেই নারীর ক্ষমতায়ন বলে।

গ উদ্দীপকের প্রথমাংশে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক হলো নারী। সমাজের অর্ধেক অংশকে অধিকারবঞ্চিত রেখে কোনো সমাজ উন্নতি লাভ করতে পারে না। তাই বর্তমানে সারাবিশ্ব নারীর ক্ষমতায়নকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। এ ক্ষমতায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো বর্তমানের নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন।

উদ্দীপকের প্রথমাংশে বলা হয়েছে, বর্তমানে নারীরা রাষ্ট্রের বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন। তারা এক্ষেত্রে দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছে। নারীরা সরাসরি সাধারণ আসনে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে জনপ্রতিনিধিত্ব করছে। এখানে মূলত নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের দিকটি ফুটে উঠেছে। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন অর্থ হলো রাষ্ট্রীয় ও স্থানীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা অর্জন। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) ১৯৫২ সালে নারীর রাজনৈতিক অধিকার ঘোষণা করে এবং ১৯৭৯ সালে জাতিসংঘ বৈষম্য বিলোপ সনদ গ্রহণ করে, যা বাংলাদেশসহ ১৩২টি দেশ সমর্থন করে। ১৯৯৭ সালের আইনে ইউনিয়ন পরিষদে সংরক্ষিত নারী আসন সৃষ্টি নারীর অংশগ্রহণকে সংবিধানিক স্বীকৃতি দেয়। বর্তমানে নারীরা ইউনিয়ন পরিষদ থেকে সিটি কর্পোরেশন পর্যন্ত সকল স্তরে সফলভাবে দায়িত্ব পালন করছে। এতে নারীর মর্যাদা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি গণতান্ত্রিক শাসন আরও সুসংহত হয়েছে।

ঘ হয়তো এ ইতিবাচক দিকটি দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে। নারী শিক্ষা সম্পর্কে এ বক্তব্যটি যথার্থ।

নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি এবং একাডেমিক ফলাফলে মেয়েদের এগিয়ে থাকা নিঃসন্দেহে দেশের জন্য একটি আশাব্যঞ্জক দিক। শিক্ষা নারীর ক্ষমতায়নের মূল ভিত্তি। শিক্ষিত নারী শুধু নিজের জীবনের মানোন্নয়ন ঘটায় না, বরং একটি সচেতন ও দক্ষ প্রজন্ম গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পরিবারের পরিপূর্ণ বিকাশ, শিশুদের সুশিক্ষা, স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে শিক্ষিত নারীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। গবেষণায় দেখা গেছে, শিক্ষিত মা তার সন্তানদের শিক্ষায় বেশি মনোযোগী হন, যা সামগ্রিকভাবে একটি শিক্ষিত জাতি গঠনে সহায়ক। এছাড়া, কর্মক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়লে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয় এবং জেন্ডার বৈষম্য হ্রাস পায়।

সুতরাং বলা যায়, "হয়তো এ ইতিবাচক দিকটি দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে"– এই উক্তিটি নিঃসন্দেহে যথার্থ। নারীশিক্ষার এই ধারা অব্যাহত থাকলে সমাজে সমতা, উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথে দেশ আরও সুদৃঢ়ভাবে এগিয়ে যাবে।

প্রশ্ন ▶ ১০ ফাহিম বাংলাদেশের সেরা একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে। শ্রেণিকক্ষে বসে সহপাঠীদের সাথে আলোচনাকালে রাজনৈতিক জোটগুলোর প্রশংসা করে এবং মনে করে এ নিয়মটি পূর্বেও প্রচলিত ছিল। মাতৃভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ২১ দফাভিত্তিক চারটি দল নিয়ে একটি ফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল। জনমানুষের অধিকার রক্ষার সনদ হিসেবে ২১ দফাকে মনে করেছিল। ফাহিমের পিতামাতাও ঐ ফ্রন্টের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছিল।

ক. লাহোর প্রস্তাব কাকে বলে? ১

খ. মৌলিক গণতন্ত্র বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে ফ্রন্টটি পাঠ্যপুস্তকের যে ফ্রন্টকে ইঙ্গিত করে তার গঠন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. এ ধরনের একটি ফ্রন্ট নির্বাচনে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। — বিশ্লেষণ কর। ৪

[চ. বো. ২০২৫]

১০নং প্রশ্নের উত্তর

বি.দ্র. : ২০২৫ সালে প্রদত্ত পাঠ্যবই বহির্ভূত উদ্দীপক ও প্রশ্ন।

প্রশ্ন ▶ ১১ যুদ্ধ কখনোই মানুষের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে না। তাই তানিয়া কোনো দেশের সাথে যুদ্ধ হোক সেটা চায় না। আমরা শান্তির পথে বিশ্বের সকল দেশের সকল বিরোধ মীমাংসায় বিশ্বাসী। আমরা চাই শান্তি রক্ষায় বিশ্বব্যাপী যে সংগঠনটি আবিরামভাবে কাজ করে যাচ্ছে তা বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবে। বাংলাদেশের সাথে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর মধ্যে সকল বিরোধ মীমাংসা করতে পিছু হটবে না।

ক. আন্তর্জাতিক আদালত কাকে বলে? ১

খ. অছিপরিষদের কার্যাবলি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে কোন ধরনের সংস্থার ইঙ্গিত বহন করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর উদ্দীপকের মতো একটি সংগঠন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ মীমাংসায় ভূমিকা পালন করে? মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[চ. বো. ২০২৫]

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতিসংঘের যে অঙ্গ সংস্থাটি বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিবাদ মীমাংসার লক্ষ্যে গঠন করা হয়েছে তাকে আন্তর্জাতিক আদালত বলে।

খ জাতিসংঘের যে ছয়টি শাখার মাধ্যমে তার কার্যক্রম পরিচালনা করে তার মধ্যে একটি শাখা হলো অছি পরিষদ।

অছি পরিষদের মাধ্যমে জাতিসংঘ বিশ্বের অনুন্নত অঞ্চলের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নেয়। অছিভুক্ত অঞ্চলের উন্নতি এবং এলাকার অধিবাসীদের শিক্ষা প্রদান ও সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতার জন্য উপযুক্ত করে গড়ে তোলাই হচ্ছে অছি পরিষদের দায়িত্ব। এছাড়া অছি এলাকায় শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, অছি এলাকার জনগণের আবেদন ও অভিযোগ পর্যালোচনা করে ব্যবস্থা নেওয়া এবং অছি এলাকা পরিদর্শনের মাধ্যমে বাস্তব অবস্থা দেখা ও প্রতিবেদন পেশ করা অছি পরিষদের কাজ।

গ উদ্দীপকে আন্তর্জাতিক সংস্থা জাতিসংঘের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।

বিশ্বশান্তি নিশ্চিত করার জন্য জাতিসংঘ গঠিত হয়। বর্তমান শতাব্দীর ক্ষণকালের মধ্যে সারা বিশ্বে ঘটে যায় দুটি ভয়াবহ বিশ্বযুদ্ধ। এ বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতার রূপ দেখে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ পৃথিবীতে এরূপ যুদ্ধ যেন আর না ঘটে সে লক্ষ্যে একটি শান্তিসংঘ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। যার প্রেক্ষিতে ১৯৪৫ সালের ২৪শে অক্টোবর জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

উদ্দীপকের আবহে আন্তর্জাতিক সংস্থা জাতিসংঘের প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। কেননা, বিশ্বশান্তি ও সহযোগিতার মহান লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘের উদ্দেশ্যগুলো হলো–

১. শান্তির প্রতি হুমকি ও আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ প্রতিরোধ করে বিশ্বশান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
২. সকল মানুষের সমান অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের মধ্যে সম্প্রীতি ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করা।
৩. অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানবসেবামূলক সমস্যার সমাধানে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গড়ে তোলা।
৪. জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকারের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তোলা।
৫. আন্তর্জাতিক আইনের সাহায্যে আন্তর্জাতিক বিবাদের মীমাংসা করা।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি উদ্দীপকের মতো একটি সংগঠন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ মীমাংসায় ভূমিকা পালন করে।

বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ মীমাংসায় আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এসব সংগঠন আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকার রক্ষার মাধ্যমে ন্যায়ভিত্তিক সমাধান নিশ্চিত করার চেষ্টা করে। এসব সংগঠনের কার্যকর ভূমিকা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধিতে সহায়ক।

বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বিরোধ ও উত্তেজনা প্রশমনে আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর ভূমিকা অপরিসীম। এসব সংগঠন শান্তিপূর্ণ সংলাপ, মধ্যস্থতা ও সহযোগিতার মাধ্যমে যুদ্ধ ও সংঘাত এড়াতে কাজ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জাতিসংঘ (UNO) বিশ্বশান্তি রক্ষার প্রধান সংগঠন হিসেবে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংকটে কূটনৈতিক উদ্যোগ, শান্তিরক্ষী বাহিনী প্রেরণ ও মানবিক সহায়তা দিয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখে। কাশ্মীর, ফিলিস্তিন ও সিরিয়া সংকটে জাতিসংঘের প্রচেষ্টা তাৎপর্যপূর্ণ। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সার্ক (SAARC) কাজ করে; ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের টানাপোড়েনের মধ্যেও সংলাপের সুযোগ তৈরি করেছে এই সংগঠন। ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা ওআইসি (OIC) মুসলিম বিশ্বের সমস্যা, যেমন ফিলিস্তিন ইস্যু বা রোহিঙ্গা সংকটে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ঐক্য ও সমঝোতা গড়ে তুলতে চেষ্টা করে। কমনওয়েলথ (Commonwealth) গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও আইনের শাসনের ভিত্তিতে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে ভূমিকা রাখে।

আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, এসব সংগঠনের সম্মিলিত প্রয়াস আন্তর্জাতিক বিরোধ সমাধান, সহাবস্থান ও টেকসই শান্তি প্রতিষ্ঠায় এক শক্তিশালী ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

বরিশাল বোর্ড–২০২৫

পৌরনীতি ও নাগরিকতা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড : 1 4 0

সময় : ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান : ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. **রাষ্ট্র কয়টি উপাদান নিয়ে গঠিত?**
ক ৩টি খ ৪টি গ ৫টি ঘ ৬টি

২. **পৌরনীতিকে কোন ধরনের বিজ্ঞান বলা হয়?**
ক সামাজিক বিজ্ঞান খ নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান
গ মনোবিজ্ঞান ঘ নৃ-বিজ্ঞান

৩. **পরিবারের সদস্যদের মানসিক দিক সমৃদ্ধ করার জন্য যে গুণগুলো প্রয়োজন হয় তা হলো–**
i. উদারতা ii. সহনশীলতা iii. সহমর্মিতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪. **সুনাগরিকের প্রধানত কয়টি গুণ রয়েছে?**
ক ২টি খ ৩টি গ ৪টি ঘ ৫টি

৫. **গণতন্ত্রের অন্যতম শর্ত কোনটি?**
ক আইন খ অধিকার গ সাম্য ঘ নির্বাচন

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬ থেকে ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
সম্প্রতি বাংলাদেশ 'ক' নামক একটি আদালতের মাধ্যমে বন্ধুত্বপূর্ণ অবস্থানের ভিত্তিতে মায়ানমারের সাথে সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত সমস্যার মীমাংসা করে।

৬. **বাংলাদেশ কোন আইনের মাধ্যমে উক্ত সমস্যার মীমাংসা করে?**
ক সরকারি খ বেসরকারি গ সাংবিধানিক ঘ আন্তর্জাতিক

৭. **উক্ত আইনের সঠিক প্রয়োগের ফলে–**
ক এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের সাথে ভাল আচরণ করে
খ রাষ্ট্রের সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক বজায় থাকে
গ বিভিন্ন রাষ্ট্র সঠিকভাবে প্রশাসন পরিচালনা করে
ঘ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বজায় থাকে

৮. **সমাজের বৃহত্তম স্বার্থে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করার নাম–**
ক বুদ্ধি খ বিবেক গ মহত্ত্ব ঘ আত্মসংযম

৯. **জাতীয় সংসদের মেয়াদ কত বছর?**
ক ৩ বছর খ ৪ বছর গ ৫ বছর ঘ ৬ বছর

১০. **সংসদীয় ব্যবস্থার সরকারপ্রধান কে?**
ক রাষ্ট্রপতি খ প্রধানমন্ত্রী গ স্পিকার ঘ প্রধান বিচারপতি

১১. **বাংলাদেশের বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ আদালতের নাম কী?**
ক হাইকোর্ট খ জজকোর্ট গ সংসদীয় আদালত ঘ সুপ্রিম কোর্ট

১২. **সার্কের অন্যতম লক্ষ্য হলো–**
i. মানুষের জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন
ii. পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি
iii. ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩. **কখন মন্ত্রিসভার পতন ঘটে?**
ক মন্ত্রিসভার মধ্যে দুর্নীতি হলে খ রাষ্ট্রপতির মর্জি হলে
গ আইন সভার আস্থা হারালে ঘ জনগণ বিদ্রোহ করলে

১৪. **রাষ্ট্রের দিক থেকে সংবিধানকে বলা যায়–**
i. চালিকা শক্তি
ii. মৌলিক দলিল
iii. দর্পণ বা আয়না স্বরূপ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৫ থেকে ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
রকিব সাহেব একটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তা। তিনি নিজ প্রতিষ্ঠানে দক্ষ কর্মকর্তা ও কর্মচারী নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

১৫. **রকিব সাহেবের কাজের সাথে বাংলাদেশ সরকার ব্যবস্থার কোন পদের সাথে মিল আছে?**
ক রাষ্ট্রপতি খ প্রধানমন্ত্রী গ মন্ত্রী ঘ সচিব

১৬. **রকিব সাহেবের কাজের উপরই নির্ভর উক্ত প্রতিষ্ঠানের –**
i. সফলতা ii. ব্যর্থতা iii. শৃঙ্খলা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭. **নির্বাচন কত প্রকার?**
ক ২ প্রকার খ ৩ প্রকার
গ ৪ প্রকার ঘ ৫ প্রকার

১৮. **বাংলাদেশের যে কোনো নাগরিককে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হতে গেলে ন্যূনতম কত বছর বয়স হতে হবে?**
ক ন্যূনতম ১৮ বছর খ ন্যূনতম ২২ বছর
গ ন্যূনতম ২৫ বছর ঘ ন্যূনতম ৩০ বছর

১৯. **নাগরিক সেবা প্রদানের জন্য স্থানীয় সরকার–**
i. আয়ের সনদপত্র সত্যায়িত করে
ii. জন্ম ও মৃত্যু সনদ প্রদান করে
iii. নাগরিক সনদ প্রদান করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২০. **১৯৭২ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের সংবিধান মোট কতবার সংশোধন করা হয়েছে?**
ক ১৫ বার খ ১৬ বার
গ ১৭ বার ঘ ১৮ বার

২১. **বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ–**
i. বাল্যবিবাহ
ii. জলবায়ুর প্রভাব
iii. দরিদ্রতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২২ থেকে ২৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
সীমা পুরোনো কাপড় ও সুতা দিয়ে সেলাই করে নতুন পাপস তৈরি করে। সেই পাপস বাজারে বিক্রি করে সে যথেষ্ট লাভবান হচ্ছে। তা দেখে গ্রামের অনেকেই এই পাপস তৈরি করে স্বাবলম্বী হচ্ছে।

২২. **সীমার কাজটি কোন ধরনের কাজ?**
ক অর্থনৈতিক খ শিক্ষামূলক
গ বিনোদনমূলক ঘ মনস্তাত্ত্বিক

২৩. **সীমার কাজটির ক্ষেত্রে কোনটি সর্বাধিক প্রযোজ্য?**
ক পরিবারের জন্য কাজ করা খ অন্যকে কর্মক্ষম করে তোলা
গ আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করা ঘ পরিবারের দায়িত্ব পালন করা

২৪. **বাংলাদেশের পার্বত্য জেলা কয়টি?**
ক ৩টি খ ৪টি গ ৫টি ঘ ৬টি

২৫. **বর্তমান বাংলাদেশে কয়টি বিভাগ রয়েছে?**
ক ৬টি খ ৭টি গ ৮টি ঘ ৯টি

২৬. **কতসালে দ্বিজাতি তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে ভারত উপমহাদেশকে ভাগ করা হয়েছে?** [পাঠ্যবই বহির্ভূত প্রশ্ন]
ক ১৯৪৫ সালে খ ১৯৪৭ সালে
গ ১৯৪৮ সালে ঘ ১৯৪৯ সালে

২৭. **মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শ হচ্ছে–** [পাঠ্যবই বহির্ভূত প্রশ্ন]
i. একটি সত্যিকারের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করা
ii. ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার
iii. সর্বপ্রকার শোষণ ও বৈষম্য থেকে মুক্তি লাভ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৮. **কত বছর ব্যবধানে পৃথিবীতে দুটি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে?**
ক মাত্র ২৫ বছর খ মাত্র ৩০ বছর
গ মাত্র ৩৫ বছর ঘ মাত্র ৪০ বছর

২৯. **মহানগর এলাকার ঘরবাড়ি নির্মাণের অনুমতি প্রদান করে কোনটি?**
ক সিটি কর্পোরেশন খ জেলা পরিষদ
গ উপজেলা পরিষদ ঘ ইউনিয়ন পরিষদ

৩০. **জাতিসংঘের কোন পরিষদটি বল প্রয়োগের ক্ষমতা রাখে?**
ক সাধারণ পরিষদ খ নিরাপত্তা পরিষদ
গ অছি পরিষদ ঘ আন্তর্জাতিক আদালত

☑ খালি ঘরগুলোতে পেন্সিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখ। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখ তোমার উত্তরগুলো সঠিক ছিল কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

বরিশাল বোর্ড–২০২৫

পৌরনীতি ও নাগরিকতা (সৃজনশীল প্রশ্ন)

বিষয় কোড : 1 4 0

সময়– ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট | [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] | পূর্ণমান– ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। সাফওয়ান ও সারাহ ভাই বোন। মা-বাবা ও দুই ভাই-বোন মিলে তাদের পরিবার। সাফওয়ান ও সারাহর দাদা-দাদী বেঁচে নেই। তাই মাঝে মধ্যে তাদের নানা-নানী তাদের দেখতে আসেন। সেদিন ছিল সাফওয়ানের জন্মদিন। দুই ভাই-বোন মিলে ছোট একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এবং তারাই মিলে অনেক আনন্দ করে। এ রকম অনুষ্ঠান ছাড়াও মাঝে মধ্যে তারা রাত্রে সবাই মিলে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। সময় পেলে তারা সবাই মিলে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে যান।

ক. রাষ্ট্র গঠনের অপরিহার্য উপাদান কী? ১

খ. পরিবারকে শাশ্বত বিদ্যালয় বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সাফওয়ান ও সারাহর পরিবারটি কোন ধরনের পরিবার? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কাজগুলোই শুধু পরিবারের কাজ নয়– বিশ্লেষণ কর। ৪

২। সাজিদ কয়েক বৎসর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যায়। সে ঐ দেশের সরকারের কাছে তার নাগরিকতার জন্য আবেদন করে এবং কিছু শর্ত সাপেক্ষে সে নাগরিকতা পেয়ে যায়। এর কিছুদিন পর সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিয়ে করে এবং সেখানে তাদের একটি কন্যা সন্তান মিথির জন্ম হয়।

ক. তথ্য অধিকার অর্থ কী? ১

খ. নৈতিক অধিকার বলতে কী বুঝ? ২

গ. সাজিদের সন্তান মিথি কোন সূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সাজিদ ও মিথির নাগরিকতা লাভের মধ্যে পার্থক্য কী? ব্যাখ্যা কর। ৪

৩। মেরাজ তার সহপাঠীদের নিয়ে একটি সামাজিক সংগঠন গঠন করে। সংগঠনটি পরিচালনার জন্য লিখিত নিয়মনীতি প্রণয়ন করে এবং এর মাধ্যমে সংগঠনটি পরিচালিত হয়। অন্যদিকে করিমেরও একটি সংগঠন আছে। তবে সংগঠনটি পরিচালনার জন্যে কোনো লিখিত নিয়মনীতি নেই। তা কেবল প্রথা এবং চিরাচরিত নিয়ম ও আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

ক. সংবিধান কী? ১

খ. "সংবিধান ছাড়া রাষ্ট্র পরিচালনা সম্ভব নয়"– উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. করিমের সংগঠনের বৈশিষ্ট্যের সাথে কোন সংবিধানের মিল রয়েছে– ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মেরাজের সংগঠনের প্রকৃতির সাথে বাংলাদেশের সংবিধানের সাদৃশ্য রয়েছে– উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। দৃশ্যকল্প-১ : জনাব ইসমাইল সাহেব এলাকার একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। তিনি প্রভাবশালী হওয়া সত্ত্বেও সমাজের সকল মানুষের সমান সুযোগ-সুবিধা বিষয়ে তৎপর। এলাকার গুরুত্বপূর্ণ কাজে তিনি সকলের মতামতকে গুরুত্ব দেন।
দৃশ্যকল্প-২ : মিজানা বেগম একজন নির্মাণ শ্রমিক। সে কাজ শেষে দেখল তার পুরুষ সহকর্মীর চেয়ে বেতন কম। যদিও তাদের কাজের ধরন ও সময় এক। এতে সে অসন্তোষ প্রকাশ করে ও প্রতিবাদ জানায়।

ক. প্রথা কী? ১

খ. আন্তর্জাতিক আইন কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যকল্প-২ এ মিজানা কোন ধরনের স্বাধীনতা হতে বঞ্চিত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ঘটনা দুটি পরস্পর পরিপূরক ও সম্পূরক– উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। 'ক' দেশের একটি স্থানীয় সংস্থার নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রার্থীরা অংশগ্রহণ করেন। উক্ত নির্বাচনের প্রার্থীগণ নির্বাচনী আচরণ বিধি মেনে চলেন। নির্বাচনটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একটি সাংবিধানিক সংস্থা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। নির্বাচনের ফলাফল সকল প্রার্থীই সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেন।

ক. নির্বাচন কমিশনারদের কে নিয়োগ করেন? ১

খ. সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থাকে গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে কোন সংস্থার কথা বলা হয়েছে– ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "নির্বাচনে অংশ গ্রহণকারী প্রার্থীদের সংগঠনই গণতন্ত্রকে গতিশীল করে"– বিশ্লেষণ কর। ৪

৬।

ক	খ
- এককক্ষ বিশিষ্ট	- মৌলিক অধিকার রক্ষা
- ৩৫০ জন সদস্য	- ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা
- সদস্যদের সর্বনিম্ন বয়স ২৫	- অপরাধীর শাস্তি বিধান
- আইন তৈরি করে	- আইনের অনুশাসন বাস্তবায়ন

ক. অভিশংসন কী? ১

খ. বিশেষ ট্রাইবুনাল বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ছক-'ক' সরকারের কোন বিভাগকে নির্দেশ করেছে তার কাজ–ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "দুর্বলকে সবলের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ছক-খ এর বিভাগটির গুরুত্ব অপরিসীম"– বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। কামাল মিয়া অল্প বয়সে চারজন কন্যা সন্তানের বাবা হন। ছেলের আশায় দ্বিতীয় বার বিয়ে করলে তার দুই মেয়ে এবং এক ছেলের জন্ম হয়। অভাব তার সংসারের নিত্য সঙ্গী। তার ভাই জামাল মিয়া জমিতে ইটের ভাটা তৈরি করেছেন। ইটের ভাটার জ্বালানির জন্য তিনি প্রতিনিয়ত গাছ কাটছেন।

ক. খাদ্য নিরাপত্তা কাকে বলে? ১

খ. "অর্থনৈতিক বৈষম্য সন্ত্রাসের একটি কারণ" – ব্যাখ্যা কর। ২

গ. কামাল মিয়ার পরিবার কোন ধরনের নাগরিক সমস্যার সম্মুখীন? কারণগুলো ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জামাল মিয়ার কর্মকাণ্ডের ফলে যে দুর্যোগ দেখা দিচ্ছে তা থেকে পরিত্রাণের জন্য কোন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে তুমি মনে কর। ৪

৮।

রাষ্ট্র-ক	রাষ্ট্র-খ
এক জাতি, এক দেশ, এক নেতা	নাগরিকের সকল মৌলিক চাহিদা পূরণের চেষ্টা করে

ক. নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র কী? ১

খ. এককেন্দ্রিক সরকার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. 'ক' কোন ধরনের রাষ্ট্র? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'ক' এবং 'খ' রাষ্ট্র দু'টির মধ্যে কোনটি উত্তম? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি তুলে ধর। ৪

৯। মি. 'X' এবং মি. 'Y' দুইজন ভিন্ন মতাদর্শের লোক। উভয়ই জাতীয় সংসদের নির্বাচিত প্রতিনিধি। বিগত সংসদ নির্বাচনে মি. 'X' এর দল সরকার গঠন করে। মি. 'Y' সংসদে বিরোধী দলের একজন তুখোড় সদস্য। তিনি সরকারের ভুল-ত্রুটির সমালোচনা করেন।

ক. নির্বাচক মন্ডলী কী? ১

খ. 'এক ব্যক্তি এক ভোট'– ব্যাখা কর। ২

গ. মি. 'X' এর দলের কী কী বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "গণতন্ত্র সফলতায় মি. 'Y' এর দলের গুরুত্ব"–বিশ্লেষণ কর। ৪

১০।

A	B	C
নির্দিষ্ট ধর্মের দেশগুলোর প্রতিনিধিত্ব করে।	একটি সংস্থার শাসন বিভাগস্বরূপ কাজ করে।	একটি সংস্থার প্রশাসনিক বিভাগস্বরূপ কাজ করে।
সদস্য সংখ্যা -৫৭	অস্থায়ী সদস্য-১০	মহাসচিব, উপ-সচিব অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে গঠিত।
সদস্যদের মধ্যে ঐক্য-সংহতি বজায় রাখে।	বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার মূল দায়িত্ব	বাজেট তৈরি, সদস্যদের কাছ থেকে চাঁদা আদায়সহ অন্যান্য কাজ করে।

ক. SAARC পূর্ণরূপ লিখ? ১

খ. অছি পরিষদ কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'A' দ্বারা কোন সংস্থাকে নির্দেশ করেছে এর গঠন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'B' ও 'C' সংস্থার কাজের তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। ৪

১১।

ক. গণ-অভ্যুত্থান কী? ১

খ. অসহযোগ আন্দোলন বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের ছবিটি আমাদের কোন আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত– ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'উদ্দীপকের উল্লিখিত ঘটনার পথ ধরে আজকের এই বাংলাদেশ' – বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরমালা (বরিশাল বোর্ড ২০২৫)

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	খ	২	খ	৩	ঘ	৪	খ	৫	ঘ	৬	ঘ	৭	ক	৮	ঘ	৯	গ	১০	খ	১১	ঘ	১২	ঘ	১৩	গ	১৪	ঘ	১৫	ক
	১৬		১৭	ক	১৮	গ	১৯	ঘ	২০	গ	২১	ঘ	২২	ক	২৩	গ	২৪	ক	২৫	গ	২৬	খ	২৭	ঘ	২৮	ক	২৯	ক	৩০	খ

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ সাফওয়ান ও সারাহ ভাই বোন। মা-বাবা ও দুই ভাই-বোন মিলে তাদের পরিবার। সাফওয়ান ও সারাহর দাদা-দাদী বেঁচে নেই। তাই মাঝে মধ্যে তাদের নানা-নানী তাদের দেখতে আসেন। সেদিন ছিল সাফওয়ানের জন্মদিন। দুই ভাই-বোন মিলে ছোট একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এবং তারাই মিলে অনেক আনন্দ করে। এরকম অনুষ্ঠান ছাড়াও মাঝে মধ্যে তারা রাত্রে সবাই মিলে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। সময় পেলে তারা সবাই মিলে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে যান।

ক. রাষ্ট্র গঠনের অপরিহার্য উপাদান কী? ১
খ. পরিবারকে শাশ্বত বিদ্যালয় বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সাফওয়ান ও সারাহর পরিবারটি কোন ধরনের পরিবার? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কাজগুলোই শুধু পরিবারের কাজ নয়– বিশ্লেষণ কর। ৪

[ব. বো. ২০২৫]

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্র গঠনের অপরিহার্য উপাদান হচ্ছে জনসমষ্টি।

খ পরিবার তার সদস্যকে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নানা বিষয়ে শিক্ষা ও নির্দেশনা প্রদান করে বলে এটিকে শাশ্বত বিদ্যালয় বলা হয়।

আমাদের মধ্যে অনেকে বিদ্যালয়ে যাওয়ার পূর্বেই পরিবারের বর্ণমালার সাথে পরিচিত হই। তাছাড়া মা-বাবা, ভাই-বোন ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের পারস্পরিক সহায়তায় সততা, শিষ্টাচার, উদারতা, নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি মানবিক গুণাবলি শিক্ষালাভের প্রথম সুযোগ পরিবারেই সৃষ্টি হয়। এগুলো পরিবারের শিক্ষামূলক কাজ। আর পরিবারে শিশুর এসব প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় বলে পরিবারকে শাশ্বত বিদ্যালয় বা চিরন্তন বিদ্যালয় বলা হয়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত সাফওয়ান ও সারাহর পরিবারটি একক পরিবার।

বিভিন্ন মাপকাঠির ভিত্তিতে পরিবারকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা হয়ে থাকে। এর মধ্যে একক পরিবার অন্যতম একটি প্রকরণ। যে পরিবার কেবল বিবাহিত দম্পতি ও তাদের অবিবাহিত সন্তানাদি নিয়ে গঠিত হয় তাকে একক পরিবার বলা হয়। অর্থাৎ একক পরিবার মা-বাবা ও ভাইবোন নিয়ে গঠিত হয়। একক পরিবারে দম্পতি তাদের অবিবাহিত সন্তানসহ বা সন্তান ছাড়া থাকতে পারে। তাই এ ধরনের পরিবারে লোকসংখ্যা খুবই সীমিত থাকে।

উদ্দীপকের সাফওয়ান ও সারাহ ভাই বোন। মা-বাবা ও দুই ভাই-বোন মিলে তাদের পরিবার। সাফওয়ান ও সারাহর দাদা-দাদী বেঁচে নেই। এরূপ বর্ণনায় সহজেই অনুমেয় সাফওয়ান ও সারাহর পরিবারটি একটি একক পরিবার। কেননা তাদের সাথে তার মা-বাবা ছাড়া আর কোনো রক্তসম্পর্কীয় কেউ থাকে না। সুতরাং তাদের পরিবারটি একক পরিবার।

ঘ উদ্দীপকে পরিবারের মনস্তাত্ত্বিক ও বিনোদনমূলক কাজ প্রকাশ পেয়েছে। তবে এগুলোই পরিবারের একমাত্র কাজ নয়।

পরিবার হলো একটি পরিপূর্ণ শিক্ষাকেন্দ্র। ভবিষ্যৎ সুনাগরিক গড়ে তোলার জন্য পরিবারের কোনো বিকল্প প্রতিষ্ঠান আজ অবধি গড়ে ওঠেনি। ব্যক্তির ক্ষুদ্র প্রয়োজন থেকে শুরু করে যাবতীয় প্রয়োজন পূরণে পরিবার নানাবিধ কাজ সম্পাদন করে থাকে।

উদ্দীপকের সাফওয়ানের জন্মদিন উপলক্ষ্যে দুই ভাই-বোন মিলে ছোট একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এবং তারাই মিলে অনেক আনন্দ করে। এরকম অনুষ্ঠান ছাড়াও মাঝে মধ্যে তারা রাত্রে সবাই মিলে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। সময় পেলে তারা সবাই মিলে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে যান। এরূপ কাজে পরিবারের মনস্তাত্ত্বিক ও বিনোদনমূলক কাজ ফুটে উঠে। এর বাইরেও পরিবার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, জৈবিক ও শিক্ষামূলক কাজ সম্পাদন করে থাকে। পরিবার তার সদস্যদের সুন্দর ও নিরাপদ জীবন গড়ে তোলার জন্য এসব কাজের অকৃত্রিম প্রতিষ্ঠান হিসেবে আদিকাল থেকেই দায়িত্ব পালন করে আসছে। জৈবিক কাজ সেসবের একটি মৌলিক কাজ। সমাজ স্বীকৃতভাবে সন্তান জন্মদান ও জৈবিক চাহিদা পূরণের কাজটি একমাত্র পরিবার করে থাকে। পারস্পরিক সহায়তায় পরিবারে শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষা থেকে সততা, শিষ্টাচার, উদারতা, নৈতিকতা, নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি শিক্ষালাভ করে, যা পরিবারের শিক্ষামূলক কাজ হিসেবে পরিচিত। পরিবার আদি যুগ থেকেই বিভিন্ন অর্থনৈতিক কাজের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করে আসছে। এছাড়া পরিবারে শিশুর রাজনৈতিক চেতনার বিকাশও ঘটে থাকে।

আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, পরিবার একটি নয় বরং একাধিক কাজের মাধ্যমে এর সদস্যদের জীবনকে সুন্দর করে তোলে।

প্রশ্ন ▶ ০২ সাজিদ কয়েক বৎসর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যায়। সে ঐ দেশের সরকারের কাছে তার নাগরিকতার জন্য আবেদন করে এবং কিছু শর্ত সাপেক্ষে সে নাগরিকতা পেয়ে যায়। এর কিছুদিন পর সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিয়ে করে এবং সেখানে তাদের একটি কন্যা সন্তান মিথির জন্ম হয়।

ক. তথ্য অধিকার অর্থ কী? ১
খ. নৈতিক অধিকার বলতে কী বুঝ? ২
গ. সাজিদের সন্তান মিথি কোন সূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সাজিদ ও মিথির নাগরিকতা লাভের মধ্যে পার্থক্য কী? ব্যাখ্যা কর। ৪

[ব. বো. ২০২৫]

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক তথ্য অধিকার এর অর্থ হলো কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার।

খ মানুষের বিবেক এবং সামাজিক নৈতিকতা বা ন্যায়বোধ থেকে উদ্ভূত অধিকারকে নৈতিক অধিকার বলে।

নৈতিক অধিকার মানুষের বিবেক এবং সামাজিক নৈতিকতা বা ন্যায়বোধ থেকে আসে। যেমন– দুর্বলের সাহায্য লাভের অধিকার নৈতিক অধিকার। এটি রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণয়ন করা হয় না যার ফলে এর কোনো আইনগত ভিত্তি নেই। তাছাড়া এ অধিকার ভঙ্গাকারীকে কোনো শাস্তি দেওয়া হয় না। নৈতিক অধিকার বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন রকম হতে পারে।

গ সাজিদের সন্তান মিথি জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক।

নাগরিকতা হলো ব্যক্তির রাষ্ট্র প্রদত্ত সম্মান ও মর্যাদা। এ নাগরিকতা প্রতিটি নাগরিক তার রাষ্ট্রে জন্মসূত্রে পেয়ে থাকে। অর্থাৎ কোনো সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তার পিতামাতা যে দেশের নাগরিক শিশুটিও সে দেশের নাগরিকতা লাভ করবে। এভাবে নাগরিকতা নির্ধারিত হয় জন্মসূত্রের জন্মনীতি অনুসরণ করে।

উদ্দীপকের সাজিদ যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকতার সাথে সাথে সে বাংলাদেশেরও নাগরিক। এ হিসেবে তার সন্তান বাংলাদেশের নাগরিকতা লাভ করবে। এক্ষেত্রে জন্মসূত্রের জন্মনীতি পদ্ধতি নাগরিকতা নির্ধারণ করবে। কেননা, এ নীতি অনুযায়ী পিতা-মাতার নাগরিকতা দ্বারা সন্তানের নাগরিকতা নির্ধারিত হয়। এক্ষেত্রে শিশু যে দেশে বা যেখানেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, পিতা-মাতার নাগরিকতা দ্বারা সন্তানের নাগরিকতা নির্ধারিত হয়। যেমন- বাংলাদেশের কোনো এক দম্পতি যুক্তরাজ্যে গিয়ে একটি সন্তান জন্মদান করলেন। এ নীতি অনুসারে ঐ সন্তান বাংলাদেশের নাগরিকতা লাভ করবে। কারণ তার পিতা-মাতা বাংলাদেশের নাগরিক।

ঘ সাজিদ অনুমোদন সূত্রে এবং তার সন্তান মিথি জন্মসূত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকতা লাভ করেছে। নাগরিকতা লাভের এই দুই পদ্ধতির মাঝে পার্থক্য রয়েছে।

নাগরিকতা অর্জনের দুটি পদ্ধতি রয়েছে– জন্মসূত্রে এবং অনুমোদন সূত্রে। জন্মগ্রহণই যখন নাগরিকতা অর্জনের ভিত্তি হিসেবে ধরা হয় তখন তাকে জন্মসূত্রে নাগরিক বলা হয়। জন্মসূত্রে নাগরিকতা অর্জনের ক্ষেত্রে দুটি নীতি অনুসরণ করা হয়। যথা- (১) জন্মনীতি ও (২) জন্মস্থান নীতি। কতকগুলো শর্ত পালনের মাধ্যমে এক রাষ্ট্রের নাগরিক অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করলে তাকে অনুমোদন সূত্রে নাগরিক বলা হয়। সাধারণত কোনো ব্যক্তি যদি এসব শর্তের এক বা একাধিক শর্ত পূরণ করে, তবে তাকে নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে হয়। আবেদন ঐ রাষ্ট্রের সরকার কর্তৃক গৃহীত হলে সে অনুমোদন সূত্রে নাগরিকে পরিণত হয়। বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রের নাগরিকরা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রে অনুমোদন সূত্রে নাগরিকত্ব লাভের মাধ্যমে বসবাস করছে।

উদ্দীপকের সাজিদ কয়েক বছর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যায়। সে ঐ দেশের সরকারের কাছে তার নাগরিকতার জন্য আবেদন করে এবং কিছু শর্ত সাপেক্ষে সে নাগরিকতা পেয়ে যায়। এর কিছুদিন পর সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিয়ে করে এবং সেখানে তাদের একটি কন্যা সন্তান মিথির জন্ম হয়। তার সন্তানটিও ঐ দেশের নাগরিকতা পায়। এখানে নাগরিকতা নির্ধারণে সাফিন অনুমোদন সূত্রে এবং তার সন্তান জন্মসূত্রে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকতা লাভ করবে। এ উভয় পদ্ধতির মাধ্যমে পার্থক্য হলো জন্মসূত্রে নাগরিকতা অর্জন করতে হলে জন্মগ্রহণ করাটা মূল বিষয়। এক্ষেত্রে দুটি নীতি অনুসরণ করা হয়। অন্যদিকে অনুমোদনসূত্রে নাগরিকতা অর্জন করতে হলে অনুমোদনের শর্তগুলোর এক বা একাধিক শর্ত পূরণ করে এক দেশের নাগরিক অন্যদেশের নাগরিকতা লাভ করে।

সুতরাং এটা স্পষ্ট হয় যে, নাগরিকতা লাভের জন্মসূত্র ও অনুমোদনসূত্র পদ্ধতির মাঝে স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ০৩ মেরাজ তার সহপাঠীদের নিয়ে একটি সামাজিক সংগঠন গঠন করে। সংগঠনটি পরিচালনার জন্য লিখিত নিয়মনীতি প্রণয়ন করে এবং এর মাধ্যমে সংগঠনটি পরিচালিত হয়। অন্যদিকে করিমেরও একটি সংগঠন আছে। তবে সংগঠনটি পরিচালনার জন্যে কোনো লিখিত নিয়মনীতি নেই। তা কেবল প্রথা এবং চিরাচরিত নিয়ম ও আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

ক. সংবিধান কী? ১

খ. "সংবিধান ছাড়া রাষ্ট্র পরিচালনা সম্ভব নয়"– উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. করিমের সংগঠনের বৈশিষ্ট্যের সাথে কোন সংবিধানের মিল রয়েছে– ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মেরাজের সংগঠনের প্রকৃতির সাথে বাংলাদেশের সংবিধানের সাদৃশ্য রয়েছে– উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

[ব. বো. ২০২৫]

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব নিয়মকানুনের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় তাই সংবিধান।

খ সংবিধান হলো রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক দলিল। তাই সংবিধান ছাড়া রাষ্ট্র পরিচালনা সম্ভব নয়।

সংবিধানের মাধ্যমেই রাষ্ট্র পরিচালতি হয়। সংবিধানকে বলা হয় রাষ্ট্রের দর্পণ বা আয়নাস্বরূপ। সংবিধানে নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য, শাসকের ক্ষমতা এবং নাগরিক ও শাসকের সম্পর্ক কীরূপ হবে তা সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ থাকে। জনগণের মৌলিক অধিকার এবং সেগুলো কীভাবে সংরক্ষিত হবে তা-ও সুনির্দিষ্ট হয় সংবিধান কর্তৃক। শাসক বা সরকার ইচ্ছা করলেই সংবিধান পরিপন্থি কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সংবিধান থাকা অবশ্য প্রয়োজন। তাই বলা যায়, সংবিধান ছাড়া রাষ্ট্র পরিচালনা সম্ভব নয়।

গ করিমের সংগঠনের বৈশিষ্ট্যের সাথে অলিখিত সংবিধানের মিল রয়েছে।

সংবিধান হলো রাষ্ট্রের মুখপাত্র যার উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার এই সংবিধান গড়ে ওঠে দেশে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার উপর ভিত্তি করে। তাই দেশভেদে সংবিধানে নানা ধরন লক্ষ করা যায়। যেমন লেখার ভিত্তিতে সংবিধানের দুটি রূপ দেখা যায়। একটি হলো লিখিত সংবিধান এবং অন্যটি হলো অলিখিত সংবিধান। লিখিত সংবিধানের অধিকাংশ বিষয় লিখিত থাকলেও অলিখিত সংবিধান রচিত হয় চিরাচরিত নিয়ম ও আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এবং বেশিরভাগ সময় এর কোনো লিখিত রূপ থাকে না।

উদ্দীপকের করিমের সংগঠনটি পরিচালনার জন্য কোনো লিখিত নিয়মনীতি নেই। তা কেবল প্রথা এবং চিরাচরিত নিয়ম ও আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এরূপ নিয়মকানুন অলিখিত সংবিধানকে উপস্থাপন করে। কারণ যে সংবিধানের অধিকাংশ নিয়ম কোনো দলিলে লিপিবন্ধ থাকে না তাকে অলিখিত সংবিধান বলে। অলিখিত সংবিধান প্রথা ও রীতিনীতিভিত্তিক। চিরাচরিত নিয়ম ও আচার অনুষ্ঠানের ভিত্তিতে এ সংবিধান গড়ে ওঠে। যেমন– ব্রিটেনের সংবিধান অলিখিত।

ঘ মেরাজের সংগঠনের প্রকৃতি হলো লিখিত সংবিধান যার সাথে বাংলাদেশের সংবিধানের সাদৃশ্য রয়েছে।

যেসব নিয়মের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় তাকে সংবিধান বলে। লেখার ভিত্তিতে সংবিধান দুই ধরনের। তন্মধ্যে লিখিত সংবিধান একটি। লিখিত সংবিধানের অধিকাংশ বিষয় দলিলে লিপিবদ্ধ থাকে। অর্থাৎ যে সংবিধানের অধিকাংশ নিয়মনীতি দলিলে লিপিবদ্ধ করা থাকে তাকে লিখিত সংবিধান বলে। লিখিত সংবিধান বেশিরভাগ সময় দুষ্পরিবর্তনীয় প্রকৃতির হয়ে থাকে।

উদ্দীপকের মেরাজ তার সহপাঠীদের নিয়ে একটি সামাজিক সংগঠন গঠন করে। সংগঠনটি পরিচালনার জন্য লিখিত নিয়মনীতি প্রণয়ন করে এবং এর মাধ্যমে সংগঠনটি পরিচালিত হয়। এরূপ বর্ণনায় বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। কেননা, বাংলাদেশের সংবিধান একটি লিখিত দলিল। ফলে তা সুস্পষ্ট এবং সহজেই বোধগম্য। জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে সংবিধানে গ্রহণ করা হয়েছে। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে এসব মূলনীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত হয়ে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে। বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমরা যেসব মৌলিক অধিকার ভোগ করতে পারব তা সংবিধানে উল্লেখ করা হয়েছে। এরূপ বিভিন্ন আকর্ষণীয় ও অনন্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধান লিখিত আকারে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

আলোচনা শেষে বলা যায়, সংবিধানের লিখিত রূপের দিক থেকে মেরাজের সংগঠনটির নিয়মকানুনের সাথে বাংলাদেশের সংবিধান সাদৃশ্যপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ০৪ দৃশ্যকল্প-১ : জনাব ইসমাইল সাহেব এলাকার একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। তিনি প্রভাবশালী হওয়া সত্ত্বেও সমাজের সকল মানুষের সমান সুযোগ-সুবিধা বিষয়ে তৎপর। এলাকার গুরুত্বপূর্ণ কাজে তিনি সকলের মতামতকে গুরুত্ব দেন।

দৃশ্যকল্প-২ : মিজানা বেগম একজন নির্মাণ শ্রমিক। সে কাজ শেষে দেখল তার পুরুষ সহকর্মীর চেয়ে বেতন কম। যদিও তাদের কাজের ধরন ও সময় এক। এতে সে অসন্তোষ প্রকাশ করে ও প্রতিবাদ জানায়।

ক. প্রথা কী? ১
খ. আন্তর্জাতিক আইন কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. দৃশ্যকল্প-২ এ মিজানা কোন ধরনের স্বাধীনতা হতে বঞ্চিত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের ঘটনা দুটি পরস্পর পরিপূরক ও সম্পূরক— উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

[ব. বো. ২০২৫]

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক দীর্ঘকাল যাবৎ কোনো নিয়ম সমাজে চলতে থাকলে তাকে প্রথা বলে।

খ এক রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক রক্ষার জন্য যে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা হয় তাকে আন্তর্জাতিক আইন বলে।

বিভিন্ন রাষ্ট্র পরস্পরের সাথে কেমন আচরণ করবে, এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকদের সাথে কেমন ব্যবহার করবে, কীভাবে আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধান করা হবে তা আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়।

গ দৃশ্যকল্প-২ এ মিজানা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা হতে বঞ্চিত।

যোগ্যতা অনুযায়ী পেশা গ্রহণ এবং উপযুক্ত পারিশ্রমিক লাভ করাকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলা হয়। মূলত আর্থিক সুবিধা প্রাপ্তির জন্য নাগরিকরা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করে। এ স্বাধীনতা না থাকলে অন্যান্য স্বাধীনতা ভোগ করা যায় না। সমাজের অন্য শ্রেণির শোষণ থেকে মুক্ত থাকার জন্য অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রয়োজন।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-২ এর মিজানা বেগম একজন নির্মাণ শ্রমিক। সে কাজ শেষে দেখল তার পুরুষ সহকর্মীর চেয়ে বেতন কম। যদিও তাদের কাজের ধরন ও সময় এক। এতে সে অসন্তোষ প্রকাশ করে ও প্রতিবাদ জানায়। এরূপ ঘটনায় তার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বিঘ্নিত হয়েছে।

ঘ দৃশ্যকল্প-১ এ সাম্য এবং দৃশ্যকল্প-২ এ স্বাধীনতার স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে। 'সাম্য ও স্বাধীনতা পরস্পর পরিপূরক এবং সম্পূরক'— উক্তিটি যথার্থ।

সাম্য ও স্বাধীনতা পরস্পরের পরিপূরক ও সম্পূরক দুটি মূল্যবোধ। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এ নিয়ে ভিন্নমত থাকলেও বাস্তবতায় এদের মধ্যে একটি গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। সাম্য ছাড়া প্রকৃত স্বাধীনতা সম্ভব নয়, আবার স্বাধীনতা ছাড়া প্রকৃত সাম্যও টেকসই হয় না।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প দুটিতে যথাক্রমে সাম্য ও স্বাধীনতার স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় এ দুইটি বিষয় একে অপরকে শক্তিশালী করে তোলে। সাম্য সমাজে সকলের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করে এবং শ্রেণিভেদ দূর করে, আর স্বাধীনতা ব্যক্তিকে নিজের মতপ্রকাশ, চলাফেরা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার দেয়। একটি রাষ্ট্র যত বেশি সাম্যভিত্তিক হবে, তত বেশি তার নাগরিকরা স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করতে পারবে। একইভাবে, যদি কারো স্বাধীনতা হরণ করা হয়, তবে সেখানে সাম্য বজায় রাখা সম্ভব হয় না। রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রসমূহে সমান অংশগ্রহণের জন্য যেমন স্বাধীনতা প্রয়োজন, তেমনি সেই স্বাধীনতা কার্যকর করতে প্রয়োজন সাম্যের নিশ্চয়তা।

তাই বলা যায়, সাম্য ও স্বাধীনতা একে অপরের পরিপূরক; প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে এই দুটিকে একসঙ্গে সুরক্ষা ও বাস্তবায়ন করতে হয়।

প্রশ্ন ▶ ০৫ 'ক' দেশের একটি স্থানীয় সংস্থার নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রার্থীরা অংশগ্রহণ করেন। উক্ত নির্বাচনের প্রার্থীগণ নির্বাচনী আচরণবিধি মেনে চলেন। নির্বাচনটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একটি সাংবিধানিক সংস্থা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। নির্বাচনের ফলাফল সকল প্রার্থীই সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেন।

ক. নির্বাচন কমিশনারদের কে নিয়োগ করেন? ১
খ. সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থাকে গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে কোন সংস্থার কথা বলা হয়েছে— ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের সংগঠনই গণতন্ত্রকে গতিশীল করে"— বিশ্লেষণ কর ৪

[ব. বো. ২০২৫]

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক নির্বাচন কমিশনারদের রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন।

খ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ তাদের যোগ্য প্রার্থী বেছে নেয় বলে নির্বাচনকে গণতন্ত্রের প্রাণ বলা হয়।

গণতন্ত্র জনগণের এমন একটি শাসনব্যবস্থা যেখানে জনগণ তাদের প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করে। এক্ষেত্রে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালিত হলে সঠিক নেতৃত্বে গণতন্ত্র রক্ষিত হয়। এর বিপরীত অবস্থায় জনগণের শাসন কায়েম হয় না এবং ভুল জনমত গঠিত হয়, যা গণতন্ত্রকে প্রশ্নবিদ্ধ করে এবং তা গণতন্ত্রের জন্য হুমকিস্বরূপ। তাই সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনকে গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ বলা হয়।

গ উদ্দীপকে নির্বাচন কমিশনের কথা বলা হয়েছে।

বাংলাদেশ সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদের আওতায় নির্বাচন কমিশন গঠিত। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও চারজন কমিশনারসহ মোট পাঁচজনকে নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠিত। আর এ কমিশনের মেয়াদ পাঁচ বছর। কমিশনারবৃন্দ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন। নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান।

উদ্দীপকের 'ক' দেশের একটি স্থানীয় সংস্থার নির্বাচনটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একটি সাংবিধানিক সংস্থা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। নির্বাচনের ফলাফল সকল প্রার্থীই সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেন। এরূপ বর্ণনা নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ করে। কেননা নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। প্রার্থী মনোনয়নসহ একটি নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশন অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে।

ঘ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের সংগঠনটি হলো রাজনৈতিক দল। "রাজনৈতিক দল গণতন্ত্রকে গতিশীল করে"– মন্তব্যটি যথার্থ।

রাজনৈতিক দল নির্দিষ্ট আদর্শকে সামনে রেখে নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের মধ্য দিয়ে বৃহত্তর সংগঠন তথা রাষ্ট্রের ক্ষমতা লাভের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে থাকে। অর্থাৎ প্রতিটি রাজনৈতিক দলের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এরা কতকগুলো নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে সংগঠিত জনসমষ্টি যারা নিয়মতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা লাভ করতে চায়। একইভাবে ক্ষমতা লাভের লক্ষ্যে প্রতিটি দলের পৃথক ও সুনির্দিষ্ট আদর্শ ও কর্মসূচি থাকে।

উদ্দীপকে 'ক' দেশের একটি স্থানীয় সংস্থার নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রার্থীরা অংশগ্রহণ করেন। উক্ত নির্বাচনের প্রার্থীগণ নির্বাচনি আচরণবিধি মেনে চলেন। এর মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক দলকে উপস্থাপন করা হয়েছে। আর গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক বিকাশে রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব অত্যধিক। কারণ, গণতন্ত্র মানেই হচ্ছে রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি। গণতন্ত্র বলতে এমন একটি সরকারব্যবস্থা বোঝায় যেখানে জনগণ তাদের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে সরকার নির্বাচিত করে এবং জনগণের আস্থার উপর সরকার টিকে থাকে। তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব অপরিসীম। রাজনৈতিক দলই জনগণের মতামতকে সুসংগঠিত করে এবং জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটায়। যেহেতু জনগণের আস্থার উপর সরকার টিকে থাকে তাই রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে এর প্রতিযোগিতা চলে।

আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক আদর্শের বিকাশে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা অনন্য।

প্রশ্ন ▶ ০৬

ক	খ
- এককক্ষ বিশিষ্ট	- মৌলিক অধিকার রক্ষা
- ৩৫০ জন সদস্য	- ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা
- সদস্যদের সর্বনিম্ন বয়স ২৫	- অপরাধীর শাস্তি বিধান
- আইন তৈরি করে	- আইনের অনুশাসন বাস্তবায়ন

ক. অভিশংসন কী? ১

খ. বিশেষ ট্রাইব্যুনাল বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ছক-'ক' সরকারের কোন বিভাগকে নির্দেশ করেছে? তার কাজ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "দুর্বলকে সবলের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ছক-খ এর বিভাগটির গুরুত্ব অপরিসীম"– বিশ্লেষণ কর। ৪

[ব. বো. ২০২৫]

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংবিধান লঙ্ঘন বা কোনো গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত করে দায়িত্ব থেকে অপসারণের প্রক্রিয়া হলো অভিশংসন।

খ বিশেষ ট্রাইব্যুনাল হলো একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে গঠিত আদালত, যা সাধারণ আদালতের বাইরে বিশেষ কোনো অপরাধ বা বিষয়ের বিচার করে। উদাহরণস্বরূপ, যুদ্ধাপরাধ, দুর্নীতি বা সন্ত্রাসবাদের মতো জটিল ও গুরুতর অপরাধের বিচারের জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়। এসব ট্রাইব্যুনাল দ্রুত বিচার নিশ্চিত করতে বিশেষ আইন অনুসরণ করে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রায় প্রদান করে। বিচার কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখাই এর মূল লক্ষ্য।

গ ছক-'ক' সরকারের আইন বিভাগকে নির্দেশ করেছে। সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় আইন বিভাগ বহুবিধ কাজ করে থাকে।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সরকারব্যবস্থার মতো বাংলাদেশ সরকারের তিনটি বিভাগ আছে। সেগুলো হচ্ছে- ১. শাসন বিভাগ, ২. আইন বিভাগ ও ৩. বিচার বিভাগ। আইনসভা হলো আইন প্রণয়নকারী সংস্থা। বাংলাদেশের আইন বিভাগের নাম হলো জাতীয় সংসদ। এটি একটি এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা যার সদস্য সংখ্যা ৩৫০ জন।

উদ্দীপকে ছক-'ক' এর তথ্যগুলো বাংলাদেশের আইন বিভাগকে উপস্থাপন করে। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ যেকোনো নতুন আইন প্রণয়ন, প্রচলিত আইনের পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারে। কোনো নতুন আইন পাস করতে হলে খসড়া বিলের আকারে তা সংসদে পেশ করা হয়। সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটে গৃহীত হলে বিলটি আইনে পরিণত হয়। প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সদস্যগণ সংসদের নিকট দায়ী থাকেন। জাতীয় সংসদ রাষ্ট্রের তহবিল বা অর্থের রক্ষাকারী। সংসদের অনুমতি ছাড়া কোনো কর বা খাজনা আরোপ ও আদায় করা যায় না। সংসদ প্রতিবছর বাজেট পাস করে। সংসদ সংবিধানে উল্লিখিত নিয়মের ভিত্তিতে সংবিধান সংশোধন করতে পারে। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের কাজ জাতীয় সংসদ অর্থাৎ আইনসভা করে থাকে। তবে তাদের মূল কাজ আইন প্রণয়ন ও সংশোধন করা।

ঘ ছক–খ এর বিভাগটি হলো সরকারের বিচার বিভাগ। "দুর্বলকে সবলের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বিচার বিভাগটির গুরুত্ব অপরিসীম" মন্তব্যটি যথার্থ।

বাংলাদেশ সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে বিচার বিভাগ অন্যতম। নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষা, ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা, অপরাধীর শাস্তিবিধান এবং দুর্বলকে সবলের হাত থেকে রক্ষার জন্য নিরপেক্ষ বিচার বিভাগের গুরুত্ব অপরিসীম। বিচার বিভাগ আইনের অনুশাসন ও দেশের সংবিধানকে অক্ষুণ্ন রাখে।

উদ্দীপকের ছক–খ এর তথ্যগুলো বাংলাদেশের বিচার বিভাগকে উপস্থাপন করে। কারণ বিচার বিভাগের মূলমন্ত্র হলো দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন। ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকারের রক্ষক হিসেবে বিচার বিভাগ গুরুদায়িত্ব পালন করে থাকে। আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ থেকে বিচার বিভাগ জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। বিচার বিভাগ সংবিধানের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করে থাকে। বিচার বিভাগ দেশের প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সমর্থন ও সংরক্ষণ করে। ন্যায়বিচারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। গণতন্ত্রের স্বরূপ সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও বিচার বিভাগের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোনো ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান ও নিরপরাধীকে মুক্তি দেওয়ার মাধ্যমে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব বিচার বিভাগের ওপর ন্যস্ত। বিচার বিভাগ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রত্যেকের ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয়, বিচার বিভাগ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষা, সংবিধানের ব্যাখ্যা, আইনের ব্যাখ্যাসহ আরো অনেক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। অর্থাৎ দুর্বলকে যেন সবলেরা অত্যাচার করতে না পারে তার বন্দোবস্ত করে বিচার বিভাগ।

প্রশ্ন ▶ ০৭ কামাল মিয়া অল্প বয়সে চারজন কন্যা সন্তানের বাবা হন। ছেলের আশায় দ্বিতীয়বার বিয়ে করলে তার দুই মেয়ে এবং এক ছেলের জন্ম হয়। অভাব তার সংসারের নিত্য সঙ্গী। তার ভাই জামাল মিয়া জমিতে ইটের ভাটা তৈরি করেছেন। ইটের ভাটার জ্বালানির জন্য তিনি প্রতিনিয়ত গাছ কাটছেন।

ক. খাদ্য নিরাপত্তা কাকে বলে? ১

খ. "অর্থনৈতিক বৈষম্য সন্ত্রাসের একটি কারণ" – ব্যাখ্যা কর। ২

গ. কামাল মিয়ার পরিবার কোন ধরনের নাগরিক সমস্যার সম্মুখীন? কারণগুলো ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জামাল মিয়ার কর্মকাণ্ডের ফলে যে দুর্যোগ দেখা দিচ্ছে তা থেকে পরিত্রাণের জন্য কোন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে তুমি মনে কর। ৪

[ব. বো. ২০২৫]

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক খাদ্যের প্রাপ্যতা, খাদ্য ক্রয় করার ক্ষমতা এবং খাদ্যের পুষ্টি নিশ্চিত করাকেই খাদ্য নিরাপত্তা বলে।

খ অর্থনৈতিক বৈষম্য সন্ত্রাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ।
সমাজে যখন ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান অতিমাত্রায় বেড়ে যায়, তখন দরিদ্র ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠী হতাশা ও ক্ষোভে আক্রান্ত হয়। তাদের জীবনে উন্নতির সুযোগ সীমিত থাকায় অনেকে ভুল পথে চলে যায়। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে চরমপন্থী সংগঠনগুলো তাদের দলে ভেড়ায় এবং সহিংস কার্যকলাপে জড়ায়। ন্যায়বিচার ও সমতা যখন বিঘ্নিত হয়, তখন সমাজে নিরাপত্তাহীনতা তৈরি হয়, যা সন্ত্রাসকে উসকে দেয়। তাই সন্ত্রাস দমনে শুধু আইন নয়, অর্থনৈতিক বৈষম্য কমিয়ে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠাও জরুরি।

গ কামাল মিয়ার পরিবার জনসংখ্যা সমস্যা নামক নাগরিক সমস্যার সম্মুখীন। এর পেছনে বহুবিধ কারণ জড়িত।
বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পেছনে একাধিক সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত কারণ কাজ করছে।
উদ্দীপকে কামাল মিয়া অল্প বয়সে চারজন কন্যা সন্তানের বাবা হন। ছেলের আশায় দ্বিতীয়বার বিয়ে করলে তার দুই মেয়ে এবং এক ছেলের জন্ম হয়। অভাব তার সংসারের নিত্য সঙ্গী। এরূপ বর্ণনায় বাংলাদেশের অন্যতম সমস্যা জনসংখ্যা সমস্যার চিত্র চিত্রিত হয়েছে। বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে উষ্ণ জলবায়ু, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ, দারিদ্র্য, শিক্ষার অভাব এবং সচেতনতার ঘাটতি। উষ্ণ জলবায়ুর ফলে মানুষ কম বয়সে প্রজননক্ষম হয়। বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহে সন্তান জন্মের হার বেশি থাকে। দরিদ্র জনগোষ্ঠী সন্তানকে ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা ভাবায় বেশি সন্তান নিতে চায়। শিক্ষার অভাবে মানুষ পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব বোঝে না। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিও দ্রুত বিয়েকে উৎসাহিত করে। এসব কারণে বাংলাদেশে জনসংখ্যা দ্রুত হারে বাড়ছে।

ঘ জামাল মিয়ার কর্মকাণ্ডের ফলে পরিবেশগত দুর্যোগ দেখা দিচ্ছে। এরূপ দুর্যোগ থেকে পরিত্রাণের জন্য সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।
বাংলাদেশের উন্নয়নে পরিবেশ সংরক্ষণ একান্ত জরুরি। বেশি জনসংখ্যার কারণে পরিবেশ দূষণ দ্বারা আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বল্প আয়তন ও জনসংখ্যার উচ্চ ঘনত্বের কারণে বাংলাদেশের জন্য এসব সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। এসব ভয়াবহ সমস্যা থেকে পরিত্রাণের জন্য সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।
উদ্দীপকে বর্ণিত পরিবেশগত সমস্যা সমাধানের জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা যেতে পারে–

১. অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠা কলকারখানা বন্ধ ঘোষণা করা।
২. মানুষের বসতি রয়েছে এমন এলাকায় শিল্প-কারখানা স্থাপনের অনুমতি না দেওয়া।
৩. যে শিল্পগুলো পরিবেশ দূষণের জন্য সর্বাধিক দায়ী, সেগুলো চিহ্নিত করে এর মধ্যে পরিবেশ দূষণের জন্য সর্বাধিক ক্ষতিকারক শিল্পগুলো বন্ধ ঘোষণা করা।
৪. ইটের ভাটার জ্বালানি কাঠ পোড়ানো বন্ধ করতে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া।
৫. অধিকমাত্রায় সার ও কীটনাশক ব্যবহার বন্ধ করে জৈবসার ব্যবহারে উৎসাহিত করা।
৬. যেখানে সেখানে ময়লা-আবর্জনা না ফেলা।
৭. পরিবেশ রক্ষার আন্দোলনে জনগণকে উৎসাহিত ও সচেতন করা।

সর্বোপরি, সরকার পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য কঠোর আইন প্রণয়ন এবং আইন ভঙ্গকারীকে কঠিন শাস্তির মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে একথাও সত্য, নাগরিক হিসেবে আমরা সচেতন না হলে পরিবেশ সংরক্ষণ সম্ভব নয়। তাই আমাদের উচিত এ ব্যাপারে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি নাগরিকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা।

প্রশ্ন ▶ ০৮

রাষ্ট্র-ক	রাষ্ট্র-খ
এক জাতি, এক দেশ, এক নেতা	নাগরিকের সকল মৌলিক চাহিদা পূরণের চেষ্টা করে

ক. নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র কী? ১

খ. এককেন্দ্রিক সরকার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. 'ক' কোন ধরনের রাষ্ট্র? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'ক' এবং 'খ' রাষ্ট্র দু'টির মধ্যে কোনটি উত্তম? উত্তরের সপক্ষে যুক্ত তুলে ধর। ৪

[ব. বো. ২০২৫]

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাষ্ট্রের রাজা বা রানি উত্তরাধিকার সূত্রে বা নিয়মতান্ত্রিকভাবে রাষ্ট্রপ্রধান হন এবং তিনি সীমিত ক্ষমতা ভোগ করেন তাই নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র।

খ ক্ষমতা বণ্টনের নীতির ভিত্তিতে সরকারকে এককেন্দ্রিক সরকারে ভাগ করা হয়েছে।
যে শাসনব্যবস্থায় সরকারের সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে এবং কেন্দ্র থেকে দেশের শাসন পরিচালিত হয়, তাকে এককেন্দ্রিক সরকার বলে। এতে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন করা হয় না। এ সরকারব্যবস্থায় আঞ্চলিক সরকারের কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। রাষ্ট্রে বিভিন্ন প্রদেশ বা প্রশাসনিক অঞ্চল থাকতে পারে। তবে তারা কেন্দ্রের প্রতিনিধি বা সহায়ক হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশ, জাপান, যুক্তরাজ্য প্রভৃতি দেশে এককেন্দ্রিক সরকার প্রচলিত আছে।

গ 'ক' একটি একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্র।
একনায়কতন্ত্র এক ধরনের স্বেচ্ছাচারী শাসনব্যবস্থা। এতে রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত না থেকে একজন স্বেচ্ছাচারী শাসক বা দল বা শ্রেণির হাতে ন্যস্ত থাকে। এতে নেতাই দলের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। আর তিনি একনায়ক বা ডিকটেটর। এরূপ রাষ্ট্রের আদর্শ হলো এক জাতি, এক দেশ, এক নেতা।

উদ্দীপকের রাষ্ট্র-ক সম্পর্কে বলা হয়েছে, এক জাতি, এক দেশ, এক নেতা। এটি হলো একনায়কতন্ত্রের মূল আদর্শ। অর্থাৎ 'ক' রাষ্ট্রটি একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পায়। একটি একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো একজন নেতা বা একনায়কের ইচ্ছাতেই দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হবে। সেখানে রাজনৈতিক দল হয় নেতার স্বেচ্ছাধীন। গণমাধ্যম ও জনগণের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা বলে কিছু থাকে না।

ঘ 'ক' এবং 'খ' রাষ্ট্র দুটি যথাক্রমে একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও কল্যাণমূলক রাষ্ট্র। এ দু'টির মধ্যে কল্যাণমূলক রাষ্ট্রটি উত্তম।

যে রাষ্ট্র জনগণের দৈনন্দিন ন্যূনতম চাহিদা পূরণের জন্য কল্যাণমূলক কাজ করে, তাকে বলা হয় কল্যাণমূলক রাষ্ট্র। এ ধরনের রাষ্ট্র জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য কর্মের সুযোগ সৃষ্টি করে, বেকার ভাতা প্রদান করে, বিনা খরচে শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। পক্ষান্তরে একনায়কতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থায় শাসকই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। এক জাতি, এক দেশ, এক নেতা একনায়কতন্ত্রের আদর্শ। এতে মনে করা হয়, সবকিছু রাষ্ট্রের জন্য, এর বাইরে বা বিরুদ্ধে কিছু নয়।

উদ্দীপকের ক ও খ রাষ্ট্রে যথাক্রমে একনায়কতান্ত্রিক ও কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। কেননা, এক জাতি, এক দেশ, এক নেতা একনায়কতন্ত্রের আদর্শ। অন্যদিকে, নাগরিকের সকল মৌলিক চাহিদা পূরণের চেষ্টা করা একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের মূল উদ্দেশ্য। একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার তুলনায় কল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা নিঃসন্দেহে উত্তম ও মানবিক। একনায়কতন্ত্রে জনগণের মতামতের কোনো মূল্য নেই; সেখানে একজন শাসকের ইচ্ছাই আইন। জনগণের মৌলিক অধিকার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা থাকে না। অন্যদিকে, কল্যাণমূলক রাষ্ট্র জনগণকেই রাষ্ট্রের মূল শক্তি মনে করে এবং তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, কর্মসংস্থান ও সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়ে রাষ্ট্র নাগরিকদের সম্মানজনক জীবনযাপন নিশ্চিত করে। এতে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য কমে এবং সামাজিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয়। কল্যাণমূলক রাষ্ট্র শোষণহীন, ন্যায়ভিত্তিক ও মানবিক সমাজ গঠনের দিকে অগ্রসর হয়, যেখানে জনগণের স্বার্থই মুখ্য। পক্ষান্তরে, একনায়কতন্ত্র স্বৈরশাসনের মাধ্যমে মানুষকে দমন করে এবং রাষ্ট্রকে কিছু মানুষের স্বার্থরক্ষার যন্ত্রে পরিণত করে।

আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও মানবিক উন্নয়নের দিক থেকে কল্যাণমূলক রাষ্ট্রই শ্রেয়।

প্রশ্ন ▸ ০৯ মি. 'X' এবং মি. 'Y' দুইজন ভিন্ন মতাদর্শের লোক। উভয়ই জাতীয় সংসদের নির্বাচিত প্রতিনিধি। বিগত সংসদ নির্বাচনে মি. 'X' এর দল সরকার গঠন করে। মি. 'Y' সংসদে বিরোধী দলের একজন তুখোড় সদস্য। তিনি সরকারের ভুল-ত্রুটির সমালোচনা করেন।

ক. নির্বাচকমণ্ডলী কী? ১

খ. 'এক ব্যক্তি এক ভোট'– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মি. 'X' এর দলের কী কী বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "গণতন্ত্র সফলতায় মি. 'Y' এর দলের গুরুত্ব"– বিশ্লেষণ কর। ৪

[ব. বো. ২০২৫]

<u>৯নং প্রশ্নের উত্তর</u>

ক নির্বাচনে যারা ভোট দেয় তারা হলেন নির্বাচক। আর এদের সমষ্টি হলো নির্বাচকমণ্ডলী।

খ নির্বাচন পদ্ধতির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হচ্ছে– 'এক ব্যক্তি, এক ভোট' পদ্ধতি।

'এক ব্যক্তি, এক ভোট' বর্তমানে সর্বত্র গৃহীত নীতি। এ পদ্ধতিতে একটি আসনের জন্য যেকোনো সংখ্যক প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন। একজন ভোটার কেবল তার পছন্দের প্রার্থীকে একটি ভোট দিবেন। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে, যিনি বেশি ভোট পাবেন তিনি নির্বাচিত হবেন। অর্থাৎ 'এক ব্যক্তি, এক ভোট' বলতে একজন ব্যক্তির একটিমাত্র ভোটপ্রদানকেই বোঝায়।

গ মি. 'X' এর দলটি হলো একটি রাজনৈতিক দল। রাজনৈতিক দলের বেশকিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল অপরিহার্য। আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা মূলত রাজনৈতিক দলেরই শাসন। জনগণের ভোটের মাধ্যমে গঠিত সরকার হচ্ছে গণতান্ত্রিক সরকার। আর রাজনৈতিক দল ছাড়া এই গণতান্ত্রিক সরকার গঠন সম্ভব নয়।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, বিগত সংসদ নির্বাচনে মি. 'X' এর দল সরকার গঠন করে। এ তথ্যটি রাজনৈতিক দলের ইঙ্গিত বহন করে। রাজনৈতিক দলের নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন। রাজনৈতিক দল হচ্ছে একটি দেশের জনগোষ্ঠীর সেই অংশ, যারা একটি আদর্শ বা কিছু নীতি বা কর্মসূচির ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধানে সংগঠিত হয়। রাজনৈতিক দলের প্রধান লক্ষ্য হলো নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের মাধ্যমে সরকার গঠন করা। রাজনৈতিক দলের আদর্শ ও কর্মসূচি ভিন্ন হতে পারে। কোনো দল ধর্মভিত্তিক আবার কোনো দল ধর্মনিরপেক্ষ। আবার অর্থনীতির রূপরেখা বিবেচনায় দল ভিন্ন হয়। প্রত্যেক দলের একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো থাকে। কেন্দ্র থেকে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত দলের শাখা বিস্তার থাকে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব দ্বারা দল পরিচালিত হয়। আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় তথা গণতান্ত্রিক বা একনায়কতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থায় এটি গুরুত্বপূর্ণ। আর সকল নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রকৃতি, প্রার্থী মনোনয়ন, নির্বাচনে দলীয় কর্মসূচি প্রণয়ন, নির্বাচনী প্রচার ও ভোট সংগ্রহ দলের বা দলীয় কর্মীদের দ্বারা সম্পাদিত হয়ে থাকে।

ঘ "গণতন্ত্র সফলতায় মি. 'Y' এর দলের তথা বিরোধী রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব অত্যধিক।

রাজনৈতিক দল হলো সেই জনগোষ্ঠী যারা অভিন্ন আদর্শ ও নীতির ভিত্তিতে দলীয় কর্মসূচির মাধ্যমে জনসমর্থন আদায় করে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতায় আরোহণ করে বা করতে চায়। প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে ক্ষমতায় আরোহণ করতে ব্যর্থ হলে তখন তারা বিরোধী দল হিসেবে পরবর্তী নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত পুনরায় জনসমর্থন আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে।

উদ্দীপকে মি. 'Y' সংসদে বিরোধী দলের একজন তুখোড় সদস্য। তিনি সরকারের ভুল-ত্রুটির সমালোচনা করেন। আর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিচালনায় বিরোধীদলের ভূমিকাকে বিকল্প সরকারের সাথে তুলনা করা হয়ে থাকে। গণতন্ত্রের সফলতায় বিরোধী দল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারা সরকারের কার্যক্রম নজরে রাখে, ভুল-ত্রুটি তুলে ধরে এবং বিকল্প মতামত প্রদান করে। বিরোধী দলের সক্রিয়তা সংসদে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে, যা সরকারকে স্বচ্ছ ও দায়িত্বশীল থাকতে বাধ্য করে। এছাড়া, বিরোধী দল জনগণের অভিমত ও সমস্যাগুলো সামনে তুলে ধরে নীতিনির্ধারণে সহায়ক হয়। শক্তিশালী বিরোধী দল থাকলে একক ক্ষমতার অপব্যবহার কমে এবং ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা পায়। বিরোধী দলের গঠনমূলক সমালোচনা ও পরামর্শ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে গতিশীল ও কার্যকর করে তোলে। তাই গণতন্ত্রের স্বাস্থ্য টিকিয়ে রাখার জন্য শক্তিশালী, সচেতন ও দায়িত্বশীল বিরোধী দল অপরিহার্য।

আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, বিরোধীদলের ভুলত্রুটির সমালোচনার ভয়ে সরকার সতর্ক ও সজাগ অবস্থানে বিরাজ করে। বিরোধী দলের এ গঠনমূলক বিরোধিতায় সরকার ক্রমশ ত্রুটিমুক্ত হতে থাকে এবং আইনসভা হয়ে ওঠে প্রকৃত গণতন্ত্র চর্চা কেন্দ্র। আর এভাবেই বিরোধী দল গণতন্ত্রের সফলতায় ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ▸ ১০

A	B	C
নির্দিষ্ট ধর্মের দেশগুলোর প্রতিনিধিত্ব করে।	একটি সংস্থার শাসন বিভাগস্বরূপ কাজ করে।	একটি সংস্থার প্রশাসনিক বিভাগস্বরূপ কাজ করে।
সদস্য সংখ্যা -৫৭	অস্থায়ী সদস্য-১০	মহাসচিব, উপ-সচিব অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে গঠিত।
সদস্যদের মধ্যে ঐক্য-সংহতি বজায় রাখে।	বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার মূল দায়িত্ব	বাজেট তৈরি, সদস্যদের কাছ থেকে চাঁদা আদায়সহ অন্যান্য কাজ করে।

ক. SAARC এর পূর্ণরূপ লিখ। ১

খ. অছি পরিষদ কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'A' দ্বারা কোন সংস্থাকে নির্দেশ করেছে এর গঠন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'B' ও 'C' সংস্থার কাজের তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। ৪

[ব. বো. ২০২৫]

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক SAARC-এর পূর্ণরূপ হলো– South Asian Association for Regional Cooperation.

খ অছি এলাকার তত্ত্বাবধানের জন্য জাতিসংঘের বিশেষ অঙ্গাসংস্থা হলো অছি পরিষদ।

বিশ্বের যেসব জনপদের পৃথক সত্তা আছে কিন্তু স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নেই এবং অন্য রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয় তাকে অছি এলাকা বলে। এসব এলাকার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব জাতিসংঘের অছি পরিষদের। অছি এলাকার উপর শাসন ক্ষমতার অধিকারী জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র, নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য ও নির্বাচিত অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে অছি পরিষদ গঠিত। এর কোনো সুনির্দিষ্ট সংখ্যা নেই। অছি এলাকার সংখ্যার উপর ভিত্তি করে এর সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'A' দ্বারা ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা-ওআইসিকে নির্দেশ করেছে।

মুসলিম বিশ্বের স্বার্থরক্ষার জন্য ওআইসি প্রতিষ্ঠিত হয়। মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা নিয়ে পশ্চিমা বিশ্বের সাথে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোর বিরোধ চলে আসছিল। এরই প্রেক্ষাপটে ১৯৬৯ সালে ইসরাইল অতর্কিতে মুসলমানদের পবিত্র মসজিদ আল-আকসায় অগ্নিসংযোগ করে। ফলে মুসলমানদের পবিত্র স্থান রক্ষার জন্য ওআইসি গঠিত হয়।

উদ্দীপকের 'A' সংস্থাটি নির্দিষ্ট ধর্মের দেশগুলোর প্রতিনিধিত্ব করে। সদস্য সংখ্যা ৫৭ এবং সংস্থাটি সদস্যদের মধ্যে ঐক্য-সংহতি বজায় রাখে। এসব তথ্যগুলো ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা ওআইসিকে ধারণ করে। মুসলমানদের পবিত্র মসজিদ আল-আকসায় ইসরাইল হামলা করলে মুসলিম বিশ্ব তীব্র প্রতিবাদ জানায়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ১৯৬৯ সালে ২৪টি মুসলিম রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানদের নিয়ে মরোক্কোর রাজধানী রাবাতে এক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর স্বার্থরক্ষায় একটি সংস্থা গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয় এবং ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে ওআইসি গঠিত হয়। এই সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো ইসলামি ভ্রাতৃত্ব রক্ষা করা, বর্ণবৈষম্য বিলোপ করা, মুসলমানদের পবিত্র ভূমি রক্ষা করা, আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠা করা ও সকল সংঘর্ষের শান্তিপূর্ণ সমাধান নিশ্চিত করা।

ঘ 'B' ও 'C' সংস্থা দ্বারা যথাক্রমে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদকে বোঝানো হয়েছে। বিশ্বশান্তি রক্ষায় তাদের কাজের ভিন্ন ক্ষেত্র রয়েছে।

জাতিসংঘ ৬টি আলাদা অঙ্গাসংস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এ সংস্থাগুলোর মধ্যে নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদ অন্যতম। সারাবিশ্বে জাতিসংঘের কার্যক্রম পরিচালনা ও শান্তি নিশ্চিত করতে সংস্থা দুটি ভূমিকা পালন করে।

উদ্দীপকের 'B' সংস্থা তথা নিরাপত্তা পরিষদের মূল দায়িত্ব হলো বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা। এ পরিষদ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা করে। আগ্রাসী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক অবরোধ আরোপ করতে পারে। এ চেষ্টা ব্যর্থ হলে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করার ক্ষমতা রাখে। তাছাড়া নিরাপত্তা পরিষদ শান্তি প্রতিষ্ঠা ও যুদ্ধ বন্ধের জন্য কোথাও জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েন করতে পারে। মোটকথা, আন্তর্জাতিক শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সকল কাজ নিরাপত্তা পরিষদ করে থাকে। অন্যদিকে 'C' সংস্থা তথা সাধারণ পরিষদ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তাসহ মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয় আলোচনা করে। শান্তির জন্য সে শক্তি প্রয়োগ করতে পারে না। তবে জাতিসংঘের মহাসচিব নিয়োগ, নতুন সদস্য গ্রহণ, বাজেট পাস, সদস্য রাষ্ট্রের চাঁদার পরিমাণ নির্ধারণ, বিভিন্ন সংস্থার সদস্য নির্বাচন, নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য নির্বাচন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সাধারণ পরিষদই সম্পাদন করে থাকে।

সুতরাং বলা যায়, সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পারস্পরিক শান্তি বজায় রাখতে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের চেয়ে নিরাপত্তা পরিষদ অধিক কার্যকরী।

প্রশ্ন ▸ ১১

ক. গণ-অভ্যুত্থান কী? ১

খ. অসহযোগ আন্দোলন বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের ছবিটি আমাদের কোন আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত– ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'উদ্দীপকের উল্লিখিত ঘটনার পথ ধরে আজকের এই বাংলাদেশ' – বিশ্লেষণ কর। ৪

[ব. বো. ২০২৫]

১১নং প্রশ্নের উত্তর

বি.দ্র. : ২০২৫ সালে প্রদত্ত পাঠ্যবই বহির্ভূত উদ্দীপক ও প্রশ্ন।

সিলেট বোর্ড–২০২৫

পৌরনীতি ও নাগরিকতা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড : | 1 | 4 | 0 |

সময় : ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান : ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. উত্তম প্রকৃতির সংবিধানের বৈশিষ্ট্য কোনটি?
ক পূর্ববর্তী শাসকদের মতামতকে প্রাধান্য দেয়া
খ প্রয়োজনীয় সকল আইন বিস্তারিতভাবে উল্লেখ থাকা
গ অধিকার রক্ষায় মানুষকে সচেতন করে তোলা
ঘ শাসকের ইচ্ছাকে গুরুত্ব দেয়া

২. রাফির দেশের আইনসভার সদস্য সংখ্যা ৩০০ জন। তাদের সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন হলে ১৫১ জন সদস্যের মতামত পেলেই তা সংশোধন করা যায়। রাফির দেশের সংবিধানের সাথে কোন সংবিধানের মিল রয়েছে?
ক লিখিত খ অলিখিত গ সুপরিবর্তনীয় ঘ দুষ্পরিবর্তনীয়

৩. সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ করেন কে?
ক রাষ্ট্রপতি খ প্রধানমন্ত্রী গ স্পিকার ঘ আইনমন্ত্রী

৪. সরকারের বিচার বিভাগের একটি বিভাগ বিচার প্রত্যাশী মানুষের ন্যায়সংগত বিচার পাওয়ার শেষ আশ্রয়স্থলের ভূমিকা পালন করে। সেটি কোনটি?
ক আপিল বিভাগ খ হাইকোর্ট বিভাগ
গ বিশেষ ট্রাইব্যুনাল ঘ জেলা জজ আদালত

৫. গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতির অন্যতম শর্ত কোনটি?
ক সংঘবদ্ধ জনসমষ্টি খ সুষ্ঠু নির্বাচন
গ সরকার গঠন ঘ ধর্ম নিরপেক্ষতা

৬. রাজনৈতিক দলের কাজ কোনটি?
ক ফ্যাসিস্ট সরকারের পতন ঘটিয়ে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত করা
খ দলের দীর্ঘস্থায়ী শাসন পরিচালনার বন্দোবস্ত করা
গ দলীয় নেতৃবৃন্দের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটানো
ঘ একনায়কতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার পথ তৈরি করা

৭. ইউনিয়ন পরিষদে মহিলাদের জন্য কয়টি আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে?
ক ২ খ ৩ গ ৪ ঘ ৫

৮. সিটি কর্পোরেশনের কাজ কোনটি?
ক যে কোনো অপরাধের বিচার করা
খ বিভিন্ন এনজিও এর কার্যক্রম তদারকি করা
গ পরিকল্পিত আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা
ঘ নগরবাসীর জাতীয় পরিচয়পত্রের ব্যবস্থা করা

৯. ২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কত?
ক ২.১ খ ১.৭৩ গ ১.৪৩ ঘ ১.৩৭

১০. খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের ক্ষেত্রে করণীয় কী?
ক শস্য ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থাপনাকে যুগোপযোগী করা
খ অর্থকরী শস্য উৎপাদনে কৃষককে উৎসাহিত করা
গ রাসায়নিক সারের ব্যবহার বৃদ্ধি করা
ঘ পরিবেশ দূষণ বন্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করা

১১. ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব পেশ করেন কে? [পাঠ্যবই বহির্ভূত প্রশ্ন]
ক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ খ চৌধুরী রহমত আলী
গ এ.কে. ফজলুল হক ঘ আল্লামা ইকবাল

১২. স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা প্রথম কোথায় উত্তোলন করা হয়? [পাঠ্যবই বহির্ভূত প্রশ্ন]
ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে খ ঢাকা মেডিকেল কলেজে
গ সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে ঘ পল্টন ময়দানে

১৩. "ওরা আমার মুখের ভাষা কাইরা নিতে চায়"– এর প্রেক্ষিতে গড়ে ওঠা আন্দোলনের অর্জন হচ্ছে– [পাঠ্যবই বহির্ভূত প্রশ্ন]
i. বাঙালি জাতিসত্তার বিকাশ ii. ধর্ম প্রসারের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি
iii. বাঙালির মুক্তির তীব্রতর আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪. আণবিক বোমার আঘাতে কোন শহরটি ধ্বংস হয়ে যায়?
ক পার্ল হারবার খ নিউইয়র্ক গ নাগাসাকি ঘ কাবুল

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৫ ও ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
বাংলাদেশ 'R' চিহ্নিত আন্তর্জাতিক সংস্থাটির প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য। এটি প্রতিষ্ঠিত হবার প্রায় ২২ বছর পর একটি রাষ্ট্রকে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে। অন্যদিকে 'Q' সংস্থাটি গড়ে ওঠার প্রায় ৫ বছর পরে বাংলাদেশ তার সদস্যপদ লাভ করে। ঐ বছরই বাংলাদেশ জাতিসংঘেও অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৫. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'R' দ্বারা নিচের কোন সংস্থাকে নির্দেশ করা হয়েছে?
ক কমনওয়েলথ খ ওআইসি গ জাতিসংঘ ঘ সার্ক

১৬. 'Q' সংস্থার সদস্যপদ লাভ করায় বাংলাদেশ–
i. বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রের স্বীকৃতি অর্জন করেছে
ii. মধ্যপ্রাচ্যে জনশক্তি রপ্তানি করতে পারছে
iii. ইসলামি প্রত্ন-নিদর্শন সংরক্ষণে আর্থিক সহায়তা পাচ্ছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭. কোন শহরে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা লাভ করে?
ক লন্ডন খ সানফ্রান্সিসকো গ মস্কো ঘ নিউইয়র্ক

১৮. রাষ্ট্র সৃষ্টির সর্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত ও বিজ্ঞানসম্মত মতবাদের সমর্থক কে?
ক টমাস হবস খ ড. গার্নার গ জ্যাক রুশো ঘ অধ্যাপক হল্যান্ড

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৯ ও ২০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
রফিক সাহেব পরিবারের প্রধান। তিনি তার পরিবারের সদস্যদের সুনাগরিকের গুণ অর্জনের শিক্ষা দেন। তিনি পারিবারিকভাবেই গণতন্ত্রের চর্চা করান।

১৯. রফিক সাহেবের পরিবারটি কোন ধরনের?
ক একক খ যৌথ গ মাতৃতান্ত্রিক ঘ পিতৃতান্ত্রিক

২০. উদ্দীপকে উল্লিখিত কাজের ফলে পরিবারের সদস্যরা–
i. আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে ii. পরমত সহিষ্ণুতার গুণ অর্জন করবে
iii. অর্থ উপার্জনের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২১. নগর রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছিল কোথায়?
ক ইটালীতে খ প্যারিসে গ গ্রীসে ঘ ইংল্যান্ডে

২২. নাগরিকের কর্তব্য–
i. সৎ ও যোগ্য লোককে প্রতিনিধি হিসেবে বাছাই করা
ii. রাষ্ট্রের প্রচলিত আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা
iii. প্রতিবেশী রাষ্ট্রের নাগরিকদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৩. কোনটির দ্বারা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতার প্রকাশ ঘটে?
ক সার্বভৌমত্ব খ ভূখণ্ড গ সরকার ঘ জনসমষ্টি

২৪. 'ক' রাষ্ট্রটি অন্য যে কোনো রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণমুক্ত এবং স্বাধীনভাবেই যে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে। 'ক' রাষ্ট্রটির সাথে স্বাধীনতার কোন রূপটির সাদৃশ্য রয়েছে?
ক রাজনৈতিক স্বাধীনতা খ সামাজিক স্বাধীনতা
গ জাতীয় স্বাধীনতা ঘ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা

২৫. এক দেশের সাথে অন্য দেশের পারস্পরিক লেনদেন কোন আইন দ্বারা পরিচালিত হয়?
ক আন্তর্জাতিক আইন খ রাষ্ট্র সম্পর্কিত আইন
গ শাসন বিভাগীয় আইন ঘ সাধারণ আইন

২৬. কোনটি সামাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র?
ক সৌদি আরব খ যুক্তরাজ্য গ নরওয়ে ঘ কিউবা

২৭. একনায়কতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় কোনটি প্রযোজ্য?
ক ব্যক্তিস্বাধীনতার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়
খ প্রচার মাধ্যমের স্বাধীনতা দেখা যায়
গ জনগণ তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করতে পারে
ঘ আদালতের কাজে সরকারপ্রধানের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৮ ও ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
বাংলাদেশ সরকার বছরের শুরুতেই শিক্ষার্থীদের হাতে বিনামূল্যে বই তুলে দিচ্ছে। এছাড়া বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, বয়স্ক ভাতা প্রভৃতি চালু করেছে। এখানে কোনো আঞ্চলিক সরকার ব্যবস্থা না থাকায় এসব ক্ষেত্রে সরকার দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

২৮. উদ্দীপকে উল্লিখিত কাজের ভিত্তিতে বাংলাদেশের সাথে কোন রাষ্ট্র ব্যবস্থার মিল পাওয়া যায়?
ক গণতান্ত্রিক খ কল্যাণমূলক গ সমাজতান্ত্রিক ঘ একনায়কতান্ত্রিক

২৯. ক্ষমতা বণ্টনের নীতির ভিত্তিতে বাংলাদেশে প্রচলিত উল্লিখিত সরকার ব্যবস্থায়–
i. অপেক্ষাকৃত প্রশাসনিক ব্যয় কম হয় ii. কেন্দ্রে সরকারের কাজের চাপ লাঘব হয়
iii. জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩০. জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য ৫০টি আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় কততম সংশোধনীর মাধ্যমে?
ক চতুর্দশ খ পঞ্চদশ গ ষোড়শ ঘ সপ্তদশ

☑ খালি ঘরগুলোতে পেন্সিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখ। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখ তোমার উত্তরগুলো সঠিক ছিল কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

সিলেট বোর্ড–২০২৫

পৌরনীতি ও নাগরিকতা (সৃজনশীল প্রশ্ন)

বিষয় কোড : 1 4 0

সময়– ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। **উদ্দীপক-১ :** রাহির মা ঘরে বসে টুপি, মাস্ক তৈরি করেন। তার বাবা সেগুলো বাজারে বিক্রি করেন। রাহি ছুটির দিনে ঘরে বসে অনলাইনে ক্লাস করিয়ে টাকা উপার্জন করে।

উদ্দীপক-২ : মোঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর ১৫২৬ সালে পানিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করে ভারতবর্ষে মোঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

ক. পরিবার কাকে বলে? ১
খ. আমরা সমাজে বাস করি কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপক-১ এ উল্লিখিত কার্যাবলি কি এখন পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপক-২ এ রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত যে মতবাদকে নির্দেশ করে তুমি কি তা সমর্থন কর? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২। **ঘটনা-১ :** জনাব 'A' বাংলাদেশের নাগরিক হলেও ব্যবসাসূত্রে তিনি স্ত্রীকে নিয়ে কানাডায় বসবাস করেন। ওখানে তার স্ত্রী এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেন।

ঘটনা-২ : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক রাষ্ট্রপতি জন এফ কেনেডি তার দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বলেন, "রাষ্ট্র আপনাকে কী দিয়েছে এ প্রশ্ন না করে নিজেকে প্রশ্ন করুন, আপনি রাষ্ট্রের জন্য কী করেছেন।"

ক. নাগরিক কাকে বলে? ১
খ. বুদ্ধিমান নাগরিককে রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব 'A' এর সন্তানের বাংলাদেশের নাগরিকতা অর্জনের ক্ষেত্রে কোন নীতি অনুসৃত হবে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ঘটনা-২ এ উল্লিখিত যে বিষয়টিকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তাকে কি তুমি সমর্থন কর? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩। **ঘটনা-১ :** 'R' দেশের জনগণ স্বাধীনভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারতেন না। তারা ভোটদানের অধিকার হতেও বঞ্চিত ছিলেন।

ঘটনা-২ : জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ১৯৯১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতীয় সংসদে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়।

ক. আন্তর্জাতিক আইন কাকে বলে? ১
খ. আইনের শাসন ছাড়া সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ঘটনা-১ এ কোন ধরনের স্বাধীনতার অনুপস্থিতির কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ঘটনা-২ এ উল্লিখিত বিষয়টি কি আইনের একমাত্র উৎস? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪। **দৃশ্যকল্প-১ :** 'P' রাষ্ট্রের উৎপাদন ব্যবস্থা রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এখানকার নাগরিকরা ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জন বা তা ভোগ করতে পারেন না এবং তারা মত প্রকাশের স্বাধীনতাও ভোগ করেন না।

দৃশ্যকল্প-২ : 'Q' রাষ্ট্রের নাগরিকরা সকল নাগরিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন। জনগণের সম্মতিতে এখানকার শাসক একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত হন। এখানে বাক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক সমতা ও দক্ষ নেতৃত্ব লক্ষণীয়।

ক. যুক্তরাষ্ট্র কাকে বলে? ১
খ. নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র কেন গণতন্ত্র বিরোধী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. 'P' কোন ধরনের রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'Q' রাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থার কি মিল রয়েছে? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫। **দৃশ্যকল্প-১ :** স্বাধীনতা লাভের পর 'X' দেশের জনপ্রতিনিধিরা পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং আইনজ্ঞদের পরামর্শক্রমে তাদের দেশের জন্য একটি সংবিধান রচনা করেন।

দৃশ্যকল্প-২ : 'Y' দেশের সংবিধানের প্রতিটি অনুচ্ছেদ স্পষ্ট। এখানে মৌলিক অধিকার সুরক্ষিত, জনগণের ইচ্ছাকে সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়া হয়েছে। সংবিধানটি ছোট ও যুগোপযোগী।

ক. বাংলাদেশের সংবিধানের দশম সংশোধনীর বিষয়টি লেখ। ১
খ. দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান কাম্য নয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ এ 'X' দেশের সংবিধানটি কোন পদ্ধতিতে প্রণয়ন করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'Y' দেশের সংবিধানের সাথে বাংলাদেশের সংবিধানের কি মিল রয়েছে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৬। **দৃশ্যকল্প-১ :** জনাব রহমান একজন নির্বাচিত প্রতিনিধি। তিনি আইন প্রণয়নে অংশগ্রহনের পাশাপাশি কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করছেন।

দৃশ্যকল্প-২ : জনাব আহসান মাঠ প্রশাসনের একজন সুদক্ষ কর্মকর্তা। তিনি উপ-সচিবের পদমর্যাদাসম্পন্ন। সরকারের সকল নির্দেশনা, উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা তার মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়।

ক. বাজেট কাকে বলে? ১
খ. প্রধানমন্ত্রীকে মন্ত্রিপরিষদের কেন্দ্রবিন্দু বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব রহমান সরকারের কোন বিভাগের কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "জনাব আহসান স্থানীয় প্রশাসনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা– বিশ্লেষণ কর। ৪

৭।

প্রতিষ্ঠান	কাজ
ক	• জনমত গঠন • নীতি প্রচার • ক্ষমতা গ্রহণ ও নীতি বাস্তবায়ন
খ	• জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনের ব্যবস্থাকরণ • নির্বাচকমণ্ডলীর এলাকা নির্ধারণ • জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান।

ক. পরোক্ষ নির্বাচন কাকে বলে? ১
খ. গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় নির্বাচন কেন এত গুরুত্বপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. রাজনৈতিক চেতনা বিকাশে উদ্দীপকের 'ক' প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় উদ্দীপকে উল্লিখিত 'খ' প্রতিষ্ঠানটি অসামান্য অবদান রাখে"– বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। ছক

স্থানীয় সরকারি	নির্বাচন পদ্ধতি	সদস্য সংখ্যা	কাজ
T	প্রত্যক্ষ	১৩	প্রত্যন্ত এলাকার জনগণের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন।
Q	পরোক্ষ	২৫	বিশেষ পশ্চাতপদ গোষ্ঠীর উন্নয়ন।

ক. স্থানীয় সরকার কাকে বলে? ১
খ. সিটি কর্পোরেশন কীভাবে স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করে? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. 'Q' দ্বারা কোন স্থানীয় সরকারকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. গ্রামীণ জনগণের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়নের T প্রতিষ্ঠানটির বিকল্প আছে কি? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৯।

প্রস্তাব/ কর্মসূচী	বিবেচ্য বিষয়
A	• সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ভিত্তিক অঞ্চল নিয়ে স্বাধীন দেশ গঠন • সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা • স্বাধীন দেশের প্রদেশসমূহ স্বাধীন ও সার্বভৌম
B	• অঞ্চলগত শোষণ ও বৈষম্য দূর • যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠা • অঙ্গারাজ্যগুলোর কর ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা

ক. আগরতলা মামলার আনুষ্ঠানিক নাম কী ছিল? ১
খ. যুক্তফ্রন্ট সরকার বেশিদিন ক্ষমতায় থাকতে পারেনি কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ছকে উল্লিখিত 'A' প্রস্তাবটির পটভূমি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. B প্রস্তাব বা কর্মসূচি আমাদের পরবর্তী রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহে কতটুকু প্রভাব ফেলেছে? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১০। **দৃশ্যকল্প-১ :** স্বাধীনতা লাভের তিন বছর পর বাংলাদেশ একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে। সংস্থটির সদর দপ্তর মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশে অবস্থিত।

দৃশ্যকল্প-২ : P একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং 'Q' তার একটি অঙ্গসংস্থা। 'Q' অঙ্গসংস্থা হলেও এর স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রগুলোই মূলত 'P' কে নিয়ন্ত্রণ করে এবং যে কোনো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ করতে পারে।

ক. ছিট এলাকা কাকে বলে? ১
খ. বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীদের কেন 'The cream of the UN peacekeeper' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে? ২
গ. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে দৃশ্যকল্প-১ এ উল্লিখিত সংস্থাটির অবদান বর্ণনা কর। ৩
ঘ. "'Q' অঙ্গসংস্থাটির স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্রের বিশেষ ক্ষমতার কারণেই 'P' সংস্থাটি তার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ব্যর্থ হচ্ছে"– পাঠ্যবইয়ের আলোকে উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

১১। **ঘটনা-১ :** লেখাপড়া না জানা জমির মিয়া আঙুলের টিপসই দিয়ে মহাজনের নিকট থেকে ২,০০০ টাকা ঋণ নেয়। এক বছর পর ঋণ পরিশোধ করতে গিয়ে সে জানতে পারি তাকে ঋণসমেত ১০,০০০ টাকা পরিশোধ করতে হবে।

ঘটনা-২ : সালেহাকে তার বাবা ৫ লক্ষ টাকা দিয়ে বেকার রায়হানের কাছে বিয়ে দেন। রায়হান আরও টাকার জন্য সালেহার উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন শুরু করে। উপায়ন্তর না দেখে সালেহার বাবা থানায় অভিযোগ করলে পুলিশ রায়হানকে গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ করে।

ক. খাদ্য নিরাপত্তা কাকে বলে? ১
খ. জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশের অস্তিত্বের জন্য হুমকি হিসেবে বিবেচিত কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জমির মিয়ার সমস্যাটির সামাজিক প্রভাব ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সালেহার বাবার গৃহীত পদক্ষেপই কি নারী নির্যাতন রোধে যথেষ্ট? তোমার উত্তরের সপক্ষে মতামত দাও। ৪

উত্তরমালা (সিলেট বোর্ড ২০২৫)

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	খ	২	ঘ	৩	ক	৪	ক	৫	খ	৬	ক	৭	খ	৮	গ	৯	ঘ	১০	ক	১১	গ	১২	ক	১৩	খ	১৪	গ	১৫	ক
	১৬	ঘ	১৭	খ	১৮	খ	১৯	ঘ	২০	ক	২১	গ	২২	ঘ	২৩	ক	২৪	গ	২৫	ক	২৬	ঘ	২৭	ঘ	২৮	ক	২৯	খ	৩০	খ

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ **উদ্দীপক-১ :** রাহির মা ঘরে বসে টুপি, মাস্ক তৈরি করেন। তার বাবা সেগুলো বাজারে বিক্রি করেন। রাহি ছুটির দিনে ঘরে বসে অনলাইনে ক্লাস করিয়ে টাকা উপার্জন করে।

উদ্দীপক-২ : মোঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর ১৫২৬ সালে পানিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করে ভারতবর্ষে মোঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

ক. পরিবার কাকে বলে? ১

খ. আমরা সমাজে বাস করি কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপক-১ এ উল্লিখিত কার্যাবলি কি এখন পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপক-২ এ রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত যে মতবাদকে নির্দেশ করে তুমি কি তা সমর্থন কর? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[সি. বো. ২০২৫]

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজস্বীকৃত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে স্বামী-স্ত্রীর একত্রে বসবাস করাকে পরিবার বলে।

খ অস্তিত্ব রক্ষা ও নিজেদের প্রয়োজন পূরণের জন্য আমরা সমাজে বাস করি।

মানুষ সামাজিক জীব। নিজেদের প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ একতাবদ্ধ হয়ে সমাজ গড়ে তোলে। কারণ একাকি কোনো প্রয়োজন পূরণ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাছাড়া সামাজিক পরিবেশ মানুষের মানবীয় গুণাবলি ও সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটায়। এসব কারণে আমরা সমাজে বসবাস করি।

গ উদ্দীপক-১ এ উল্লিখিত কার্যাবলি হলো পরিবারের অর্থনৈতিক কার্যাবলি যা এখন শুধু পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না।

যেসব কাজের মাধ্যমে পরিবারের মানুষের অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণ হয় তার সমষ্টি হলো পরিবারের অর্থনৈতিক কাজ। পরিবারের সদস্যরা বিভিন্নভাবে অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে এসব চাহিদা পূরণ করে থাকে। পরিবারকে কেন্দ্র করে এসব কাজ সম্পাদিত হলেও বর্তমানে পরিবারের বাইরেও অর্থনৈতিক কাজ ছড়িয়ে পড়েছে।

উদ্দীপক-১ এ রাহির মা ঘরে বসে টুপি, মাস্ক তৈরি করেন। তার বাবা সেগুলো বাজারে বিক্রি করেন। রাহি ছুটির দিনে ঘরে বসে অনলাইনে ক্লাস করিয়ে টাকা উপার্জন করে। এখানে পরিবারের অর্থনৈতিক কাজ প্রকাশ পেয়েছে। এরূপ অর্থনৈতিক কাজ এখন আর শুধু পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নাই। আগে পরিবার প্রধানত নিজের প্রয়োজন মেটাতে উৎপাদন করত, তবে এখন পরিবার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছে। রাহির মায়ের তৈরি করা টুপি ও মাস্ক বাইরে বিক্রি হচ্ছে, অর্থাৎ পরিবারের উৎপাদন বাণিজ্যিক রূপ পেয়েছে। রাহির বাবা সেগুলো বাজারে বিক্রি করে আয় করছেন, যা বাহ্যিক অর্থনীতির সঙ্গে পারিবারিক অর্থনীতিকে যুক্ত করেছে। এমনকি রাহি নিজেও অনলাইন ক্লাস করিয়ে আয় করছে, যা প্রযুক্তির মাধ্যমে পরিবারের সীমানা ছাড়িয়ে অর্থনৈতিক ভূমিকা পালন করছে। এই ঘটনা প্রমাণ করে, পরিবারের অর্থনৈতিক কার্যাবলি এখন আর শুধু পরিবারের ভেতর সীমাবদ্ধ নেই বরং বৃহত্তর অর্থনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

ঘ উদ্দীপক-২ এ রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত বল বা শক্তি প্রয়োগ মতবাদকে নির্দেশ করে। আমি এ মতবাদ সমর্থন করি না।

বলপ্রয়োগ মতবাদের মূল বক্তব্য হলো, বল বা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে এবং শক্তির জোরে রাষ্ট্র টিকে আছে। এ মতবাদে বলা হয়েছে, সমাজের বলশালী ব্যক্তিরা যুদ্ধবিগ্রহ বা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে দুর্বলের ওপর নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাষ্ট্র গঠন করে এবং শাসনকার্য পরিচালনা করে। আরও বলা হয়, সৃষ্টির শুরু থেকে আজ অবধি এভাবেই যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমে রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। ডেভিড হিউম ও জেলেনিক এ মতবাদে বিশ্বাসী। এ সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জেংকস বলেন, "ঐতিহাসিক দিক থেকে দেখা যায়, আধুনিক সকল রাষ্ট্রই সার্থক রণকৌশলের ফলশ্রুতি।"

উদ্দীপক-২ এ মোঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর ১৫২৬ সালে পানিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করে ভারতবর্ষে মোঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এরূপ আবহে রাষ্ট্র সৃষ্টির বল বা শক্তি প্রয়োগ মতবাদ স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। এ মতবাদ নানাভাবে সমালোচিত। এ মতবাদ মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এই বলপ্রয়োগ মতবাদকে কিছু সমালোচক একটি ভ্রান্ত, অযৌক্তিক ও মারাত্মক মতবাদ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তাদের অভিমত হলো, বল বা শক্তি প্রয়োগেই যদি রাষ্ট্র সৃষ্টি হতো তাহলে প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত বৃহৎ শক্তির পাশাপাশি সামরিক শক্তিতে দুর্বল রাষ্ট্র টিকে থাকতে পারতো না।

আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, রাষ্ট্র সৃষ্টির বল বা শক্তি প্রয়োগ মতবাদ একটি ভ্রান্ত ধারণামাত্র। তাই এটি গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রশ্ন ▶ ০২ **ঘটনা-১ :** জনাব 'A' বাংলাদেশের নাগরিক হলেও ব্যবসাসূত্রে তিনি স্ত্রীকে নিয়ে কানাডায় বসবাস করেন। ওখানে তার স্ত্রী এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেন।

ঘটনা-২ : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক রাষ্ট্রপতি জন এফ কেনেডি তার দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বলেন, "রাষ্ট্র আপনাকে কী দিয়েছে এ প্রশ্ন না করে নিজেকে প্রশ্ন করুন, আপনি রাষ্ট্রের জন্য কী করেছেন।"

ক. নাগরিক কাকে বলে? ১

খ. বুদ্ধিমান নাগরিককে রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব 'A' এর সন্তানের বাংলাদেশের নাগরিকতা অর্জনের ক্ষেত্রে কোন নীতি অনুসৃত হবে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ঘটনা-২ এ উল্লিখিত যে বিষয়টিকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তাকে কি তুমি সমর্থন কর? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[সি. বো. ২০২৫]

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে ব্যক্তি কোনো রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করে, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে, রাষ্ট্র প্রদত্ত অধিকার ভোগ করে এবং রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালন করে তাকে নাগরিক বলে।

খ পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের বহুমুখী সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে বিধায় বুদ্ধিমান নাগরিককে রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলা হয়।
বুদ্ধি সুনাগরিকের অন্যতম গুণ। সুনাগরিকের বুদ্ধির ওপর নির্ভর করে আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সফলতা। তাই বুদ্ধিমান নাগরিক রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। প্রতিটি রাষ্ট্রের উচিত নাগরিকের যথাযথ শিক্ষাদানের মাধ্যমে বুদ্ধিমান নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।

গ জনাব 'A' এর সন্তানের বাংলাদেশের নাগরিকতা অর্জনের ক্ষেত্রে জন্মনীতি অনুসৃত হবে।
জন্মসূত্রে নাগরিকতা লাভের দুটি নীতি প্রচলিত আছে। এর একটি হলো জন্মনীতি ও অন্যটি জন্মস্থান নীতি। জন্মনীতি অনুযায়ী পিতা-মাতার নাগরিকতা দ্বারা সন্তানের নাগরিকতা নির্ধারিত হয়। এক্ষেত্রে শিশু যে দেশে বা যেখানেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, পিতা-মাতা যে দেশের নাগরিক তাদের সন্তানও সেই দেশের নাগরিকতা লাভ করবে। যেমন– বাংলাদেশের কোনো দম্পতি যুক্তরাজ্যে গিয়ে সন্তান জন্ম দিলে জন্মনীতি অনুসারে ঐ সন্তান বাংলাদেশের নাগরিকতা লাভ করবে। কারণ তার পিতা-মাতা বাংলাদেশের নাগরিক।
উদ্দীপকের ঘটনা-১ এর জনাব 'A' বাংলাদেশের নাগরিক হলেও ব্যবসাসূত্রে তিনি স্ত্রীকে নিয়ে কানাডায় বসবাস করেন। ওখানে তার স্ত্রী এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। এক্ষেত্রে 'A' এর সন্তানের নাগরিকতা তার নাগরিকতা দ্বারা নির্ধারিত হবে। অর্থাৎ জন্মনীতি অনুযায়ী কোনো সন্তানের নাগরিকতা তার পিতামাতার নাগরিকতা দ্বারা নির্ধারিত হয়।

ঘ ঘটনা-২ এ উল্লিখিত যে বিষয়টিকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা হলো নাগরিকের কর্তব্যবোধ। আমি একে সমর্থন করি।

কর্তব্যবোধ হলো নাগরিকের এমন একটি মনোভাব, যার মাধ্যমে সে রাষ্ট্রের কল্যাণে নিজের দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হয়। নাগরিকের অধিকার যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি রাষ্ট্রের প্রতি তার কর্তব্যও অত্যাবশ্যক। দায়িত্ববান নাগরিকই রাষ্ট্রকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

উদ্দীপকে ঘটনা-২-এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক রাষ্ট্রপতি জন এফ কেনেডি তার দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বলেন, "রাষ্ট্র আপনাকে কী দিয়েছে এ প্রশ্ন না করে নিজেকে প্রশ্ন করুন, আপনি রাষ্ট্রের জন্য কী করেছেন।" এ বক্তব্যে তিনি কর্তব্যবোধের উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। আমি এ বক্তব্যকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করি। কারণ একটি রাষ্ট্র কেবল নাগরিকদের সুবিধা দান করলেই যথেষ্ট নয়; নাগরিকদেরও রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা, আইনশৃঙ্খলা এবং সমৃদ্ধির জন্য দায়িত্ববান হতে হবে। একজন নাগরিক যদি ভোটাধিকার প্রয়োগ না করে, কর প্রদান এড়িয়ে চলে বা রাষ্ট্রবিরোধী কাজে লিপ্ত হয়, তবে রাষ্ট্র যতই সুযোগ দিক না কেন, তা কখনোই টেকসই উন্নয়নে রূপ নেবে না। রাষ্ট্র নাগরিকদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ দেয়-এগুলো রক্ষায় নাগরিকদের আনুগত্য, আইন মান্য ও নৈতিক দায়িত্ববোধ থাকা জরুরি। কেনেডির কথায় মূলত এই বাস্তবতাটিই প্রতিফলিত হয়েছে-রাষ্ট্র থেকে নেওয়ার আগে নিজের দায়িত্ব পালন করা প্রয়োজন। তাহলে রাষ্ট্রই তোমার অধিকার ভোগের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারবে। তাই আমি মনে করি, একজন আদর্শ নাগরিক হিসেবে আমাদেরও নিজেদের প্রশ্ন করা উচিত-আমি রাষ্ট্রের জন্য কী করেছি? এই আত্মজিজ্ঞাসাই সৎ, সচেতন ও দায়িত্বশীল নাগরিক গড়ে তোলে।

সুতরাং, জন এফ কেনেডির কথাটি কেবল প্রেরণাদায়ক নয়, এটি নাগরিক দায়িত্ববোধের অন্যতম ভিত্তিও বটে।

প্রশ্ন ▸ ০৩ **ঘটনা-১ :** 'R' দেশের জনগণ স্বাধীনভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারতেন না। তারা ভোটদানের অধিকার হতেও বঞ্চিত ছিলেন।
ঘটনা-২ : জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ১৯৯১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতীয় সংসদে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থার পরিবর্তে সংসদীয় সরকারব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়।

ক. আন্তর্জাতিক আইন কাকে বলে? ১
খ. আইনের শাসন ছাড়া সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ঘটনা-১ এ কোন ধরনের স্বাধীনতার অনুপস্থিতির কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ঘটনা-২ এ উল্লিখিত বিষয়টি কি আইনের একমাত্র উৎস? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[সি. বো. ২০২৫]

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক এক রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক রক্ষার জন্য যে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা হয় তাকে আন্তর্জাতিক আইন বলে।

খ আইন প্রয়োগের মাধ্যমেই সমাজ থেকে অসাম্য দূর হয় বিধায় আইনের শাসন ছাড়া সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।
আইনের শাসন ছাড়া সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়, কারণ তা ন্যায়বিচার ও সমানাধিকারের মূল ভিত্তি। যেখানে আইনের শাসন নেই, সেখানে ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা শাসকের খেয়ালখুশি চলে, ফলে দুর্নীতি, বৈষম্য ও অনাচার বাড়ে। আইনের শাসন সকল নাগরিককে সমানভাবে আইনমান্য ও সুরক্ষার নিশ্চয়তা দেয়। এতে ধনী-দরিদ্র, ক্ষমতাবান-সাধারণ সবাই আইনের দৃষ্টিতে সমান হয়। ফলে সমাজে ন্যায়, নীতি ও সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই আইনের শাসন না থাকলে সাম্য কেবল আদর্শেই থেকে যাবে, বাস্তবে তা কখনোই অর্জিত হবে না।

গ ঘটনা-১ এ রাজনৈতিক স্বাধীনতার অনুপস্থিতির কথা বলা হয়েছে।
রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোটদান, নির্বাচিত হওয়া, বিদেশে অবস্থানকালীন নিরাপত্তা লাভ ইত্যাদি নাগরিকের রাজনৈতিক স্বাধীনতা। এসব স্বাধীনতার মাধ্যমে ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় শাসনকাজে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক স্বাধীনতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
উদ্দীপকের ঘটনা-১ এ 'R' দেশের জনগণ স্বাধীনভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারতেন না। তারা ভোটদানের অধিকার হতেও বঞ্চিত ছিলেন। এরূপ বর্ণনা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে উক্ত দেশের জনগণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত ছিল।

ঘ উদ্দীপকে ঘটনা-২ এ আইনের যে উৎসটির কথা বলা হয়েছে সেটি হলো আইনসভা। আইনসভা আইনের একমাত্র উৎস নয়।

যেসকল উৎস থেকে উৎসারিত বিধিবিধান রাষ্ট্রের আইন হিসেবে পরিগণিত হয় সেগুলো আইনের উৎস হিসেবে পরিচিত। তাই আইনের বিভিন্ন উৎস দেখা যায়। তবে আইন যে উৎস থেকেই উৎপত্তি লাভ করুক তার সবই জনগণের জন্য কল্যাণময়।

উদ্দীপকের ঘটনা-২ এ বলা হয়েছে, জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে **১৯৯১** সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতীয় সংসদে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থার পরিবর্তে সংসদীয় সরকারব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। এরূপ বর্ণনায় আইনের উৎস হিসেবে আইনসভাকে তুলে ধরা হয়েছে। আইনসভা ছাড়াও আইনের আরও অনেক উৎস রয়েছে। প্রথা হলো দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি, যা রাষ্ট্র অনুমোদন দিলে আইনে রূপ নেয়। ধর্মীয় অনুশাসনও আইনের গুরুত্বপূর্ণ উৎস; মুসলিম ও হিন্দু আইন এটির উদাহরণ। বিচারকগণ আইন ব্যাখ্যায় আইনবিদদের গ্রন্থ যেমন ডাইসি বা ব্লাকস্টোনের লেখার ওপর নির্ভর করেন, যা পরবর্তীতে আইনে পরিণত হয়। প্রচলিত আইন স্পষ্ট না হলে, বিচারকের রায় ভবিষ্যতের রেফারেন্স হয়ে দাঁড়ায়। কখনও আইনের অনুপস্থিতিতে ন্যায়বোধের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, যা আইনের উৎসে পরিণত হয়। এভাবে প্রথা, ধর্ম, আইনবিদদের গ্রন্থ, বিচারকের রায় ও ন্যায়বোধ-আইনের প্রধান উৎস হিসেবে বিবেচিত।

সুতরাং আলোচনা থেকে বলা যায়, আইন একটি নয় বরং একাধিক উৎস থেকে গৃহীত হয়ে জনগণের কল্যাণে প্রয়োগ করা হয়।

প্রশ্ন ▸ ০৪ **দৃশ্যকল্প-১ :** 'P' রাষ্ট্রের উৎপাদন ব্যবস্থা রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এখানকার নাগরিকরা ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জন বা ভোগ করতে পারেন না এবং তারা মতপ্রকাশের স্বাধীনতাও ভোগ করেন না।

দৃশ্যকল্প-২ : 'Q' রাষ্ট্রের নাগরিকরা সকল নাগরিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন। জনগণের সম্মতিতে এখানকার শাসক একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত হন। এখানে বাকস্বাধীনতা, অর্থনৈতিক সমতা ও দক্ষ নেতৃত্ব লক্ষণীয়।

ক. যুক্তরাষ্ট্র কাকে বলে? ১

খ. নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র কেন গণতন্ত্র বিরোধী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. 'P' কোন ধরনের রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'Q' রাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থার কি মিল রয়েছে? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[সি. বো. ২০২৫]

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে রাষ্ট্রব্যবস্থায় একাধিক রাষ্ট্র ও প্রদেশ মিলিত হয়ে একটি রাষ্ট্র গঠন করে তাকে যুক্তরাষ্ট্র বলে।

খ নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র গণতন্ত্রবিরোধী, কারণ এতে সকল ক্ষমতা একজন রাজাধিরাজের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে এবং জনগণের মতামত বা অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে না। নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রে রাজা আইন প্রণয়ন, বিচার ও প্রশাসনসহ সকল রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করেন, যা ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ ও জনগণের অধিকার নিশ্চিত করার পথে বাধা সৃষ্টি করে। গণতন্ত্রে জনগণই শাসনের উৎস এবং নির্বাচনের মাধ্যমে তারা শাসক নির্বাচন করে। কিন্তু নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রে এই জনপ্রভুত্ব অনুপস্থিত, ফলে এটি গণতন্ত্রের মৌলিক আদর্শ– স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও অংশগ্রহণ লঙ্ঘন করে।

গ 'P' সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করে।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলতে সেই ধরনের রাষ্ট্রকে বোঝায়, যেখানে ব্যক্তিমালিকানা স্বীকার করা হয় না। একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে উৎপাদনের উপকরণগুলো রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকে। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে উৎপাদন ও বণ্টনের ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করা হয় না। এ ধরনের রাষ্ট্রে একটিমাত্র দল থাকে। গণমাধ্যম রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং এ ব্যবস্থায় বিরোধী মত প্রচারের সুযোগ থাকে না।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১ এ 'P' রাষ্ট্রের উৎপাদন ব্যবস্থা রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এখানকার নাগরিকরা ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জন বা ভোগ করতে পারেন না এবং তারা মতপ্রকাশের স্বাধীনতাও ভোগ করেন না। এরূপ বর্ণনায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পায়। কেননা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাষ্ট্রের সমস্ত উৎপাদন কার্যক্রম রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়।

ঘ 'Q' রাষ্ট্রের রাষ্ট্রব্যবস্থা হলো গণতান্ত্রিক। তাই রাষ্ট্রটির সাথে বাংলাদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থার মিল রয়েছে।

বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক দেশ। এখানে জনগণ নির্বাচনে ভোটদানের মাধ্যমে প্রতিনিধি বাছাই করে। এখানে জনগণের অধিকার সংবিধান দ্বারা স্বীকৃত। জনগণ স্বাধীনভাবে তার সমস্ত অধিকার ভোগ করে।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-২ এর 'Q' রাষ্ট্রের নাগরিকরা সকল নাগরিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন। জনগণের সম্মতিতে এখানকার শাসক একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত হন। এখানে বাকস্বাধীনতা, অর্থনৈতিক সমতা ও দক্ষ নেতৃত্ব লক্ষণীয়। এরূপ বর্ণনায় এটা স্পষ্ট হয় যে, রাষ্ট্রটিতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বিদ্যমান। যেমনটি বাংলাদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থার ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়। বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থায় জনগণের ভোটের মাধ্যমে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য শাসক নির্বাচিত হন, যা গণতান্ত্রিক চেতনার প্রতিফলন। সংবিধানে বাক-স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের অধিকার ও নাগরিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। অর্থনৈতিক সমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে, যেমন- বয়স্কভাতা, বিধবা ভাতা ও ভিজিডি কার্ড। দক্ষ ও জবাবদিহিমূলক নেতৃত্ব গঠনের জন্য নির্বাচন কমিশন পরিচালিত অবাধ নির্বাচনের ব্যবস্থা রয়েছে। এসব দিক বাংলাদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে একটি গণতান্ত্রিক, জনমুখী ও অধিকারভিত্তিক শাসনব্যবস্থা হিসেবে উপস্থাপন করে।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের 'Q' রাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থার দিক দিয়ে মিল রয়েছে। উভয়ই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

প্রশ্ন ▶ ০৫ **দৃশ্যকল্প-১ :** স্বাধীনতা লাভের পর 'X' দেশের জনপ্রতিনিধিরা পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং আইনজ্ঞদের পরামর্শক্রমে তাদের দেশের জন্য একটি সংবিধান রচনা করেন।

দৃশ্যকল্প-২ : 'Y' দেশের সংবধিানের প্রতিটি অনুচ্ছেদ স্পষ্ট। এখানে মৌলিক অধিকার সুরক্ষিত, জনগণের ইচ্ছাকে সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়া হয়েছে। সংবিধানটি ছোট ও যুগোপযোগী।

ক. বাংলাদেশের সংবিধানের দশম সংশোধনীর বিষয়টি লেখ। ১

খ. দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান কাম্য নয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ 'X' দেশের সংবিধানটি কোন পদ্ধতিতে প্রণয়ন করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'Y' দেশের সংবিধানের সাথে বাংলাদেশের সংবিধানের কি মিল রয়েছে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[সি. বো. ২০২৫]

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের সংবিধানের দশম সংশোধনীর বিষয়টি হলো জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৩০টি আসনের সময় আরও ১০ বছর বৃদ্ধি করা।

খ দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান কাম্য নয়, কারণ এটি সময়ের প্রয়োজনে পরিবর্তন ও উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে।

সমাজ ও রাষ্ট্রের চাহিদা ক্রমাগত রূপান্তরিত হয়; সেই অনুযায়ী সংবিধান পরিবর্তনের সুযোগ না থাকলে তা জনইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাতে ব্যর্থ হয়। তাছাড়া কঠোর পরিবর্তন প্রক্রিয়া গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণকে সীমিত করে দেয়। ফলে সংবিধান জীবন্ত দলিল না থেকে এক ধরনের স্থবির দলিলে পরিণত হয়, যা আধুনিক রাষ্ট্রচালনায় অন্তরায় সৃষ্টি করে। এসব কারণে দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান কাম্য নয়।

গ দৃশ্যকল্প-১ এ 'X' দেশের সংবিধানটি আলাপ-আলোচনা পদ্ধতিতে প্রণয়ন করা হয়েছে।

সংবিধান হলো রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক দলিল। যেসব নিয়মের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় তাকে সংবিধান বলে। সরকার কীভাবে নির্বাচিত হবে, আইন, শাসন ও বিচারবিভাগ কীভাবে গঠিত হবে, এদের ক্ষমতা কী হবে, জনগণ ও সরকারের সম্পর্ক কেমন হবে-এসব বিষয় সংবিধানে উল্লেখ থাকে। এই সংবিধান একেক দেশে একেক পদ্ধতিতে গড়ে উঠেছে। সংবিধান প্রণয়ন পদ্ধতির একটি পদ্ধতি হলো আলাপ-আলোচনা পদ্ধতি।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১ এর স্বাধীনতা লাভের পর 'X' দেশের জনপ্রতিনিধিরা পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং আইনজ্ঞদের পরামর্শক্রমে তাদের দেশের জন্য একটি সংবিধান রচনা করেন। এরূপ বর্ণনায় সংবিধান প্রণয়নের আলাপ-আলোচনা পদ্ধতি প্রকাশ পেয়েছে। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সংবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত গণপরিষদের সদস্যদের আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সংবিধান রচিত হতে পারে। ভারত, পাকিস্তান ও যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান এভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে গণপরিষদ কর্তৃক ১৯৭২ সালে প্রণীত হয়।

ঘ 'Y' দেশের সংবিধানের সাথে বাংলাদেশের সংবিধানের অনেক ক্ষেত্রে মিল রয়েছে।

সংবিধান হলো রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক শাসনতন্ত্র যাকে ধারণ করে পৃথিবীর প্রত্যেকটি রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। ১৯৭২ সালে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে অত্যন্ত দক্ষতা ও দ্রুততার সাথে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণীত হয়। বাংলাদেশের সংবিধান নানারকম বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে গঠিত যা একে একটি উত্তম সংবিধানের মর্যাদা দান করেছে।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-২ এর 'Y' দেশের সংবিধানের প্রতিটি অনুচ্ছেদ স্পষ্ট। এখানে মৌলিক অধিকার সুরক্ষিত, জনগণের ইচ্ছাকে সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়া হয়েছে। সংবিধানটি ছোট ও যুগোপযোগী। এরূপ বর্ণনায় বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। কেননা, বাংলাদেশের সংবিধান একটি লিখিত দলিল। ফলে তা সুস্পষ্ট এবং সহজেই বোধগম্য। জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে সংবিধানে গ্রহণ করা হয়েছে। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে এসব মূলনীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত হয়ে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে। বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমরা যেসব মৌলিক অধিকার ভোগ করতে পারব তা সংবিধানে উল্লেখ করা হয়েছে। মাত্র ১৫৩ অনুচ্ছেদে বিন্যস্ত সংবিধানটি একটি ছোট যুগোপযোগী সংবিধান। এরূপ বিভিন্ন আকর্ষণীয় ও অনন্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধান রচিত হয়েছে।

সুতরাং আলোচনা থেকে বলা যায় উদ্দীপকের দেশটির সংবিধানের সাথে বাংলাদেশের সংবিধানটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ০৬ **দৃশ্যকল্প-১ :** জনাব রহমান একজন নির্বাচিত প্রতিনিধি। তিনি আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণের পাশাপাশি কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করছেন।

দৃশ্যকল্প-২ : জনাব আহসান মাঠ প্রশাসনের একজন সুদক্ষ কর্মকর্তা। তিনি উপ-সচিবের পদমর্যাদাসম্পন্ন। সরকারের সকল নির্দেশনা, উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা তার মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়।

ক. বাজেট কাকে বলে? ১

খ. প্রধানমন্ত্রীকে মন্ত্রিপরিষদের কেন্দ্রবিন্দু বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব রহমান সরকারের কোন বিভাগের কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "জনাব আহসান স্থানীয় প্রশাসনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা– বিশ্লেষণ কর। ৪

[সি. বো. ২০২৫]

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি অর্থবছরে সরকারের অনুমিত আয় এবং ব্যয়ের হিসাবকেই বাজেট বলে।

খ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে মন্ত্রিপরিষদের কেন্দ্রবিন্দু বলা হয় কারণ তিনিই সরকারের প্রধান নির্বাহী ও নীতি নির্ধারক।

প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিসভার বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন, মন্ত্রীদের দায়িত্ব বণ্টন করেন এবং রাষ্ট্রপতির কাছে মন্ত্রিসভার পরামর্শ প্রদান করেন। সংবিধান অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শেই অন্যান্য মন্ত্রী নিয়োগ দেন বা অপসারণ করেন। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত গ্রহণেও প্রধানমন্ত্রীর মতামত মুখ্য ভূমিকা রাখে। এছাড়া তিনি সরকারের কার্যক্রম সমন্বয় করেন ও সংসদের কাছে দায়বদ্ধ থাকেন। এসব কারণে প্রধানমন্ত্রীই মন্ত্রিপরিষদের কেন্দ্রীয় চরিত্র ও মূল চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচিত।

গ জনাব রহমান সরকারের শাসন বিভাগের কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট। প্রতিটি সরকারব্যবস্থায় তিনটি বিভাগ থাকে। যথা– শাসন বা নির্বাহী বিভাগ, আইন বিভাগ এবং বিচার বিভাগ। এর মধ্যে শাসন বিভাগ বা নির্বাহী বিভাগ দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালনা দায়িত্ব পালন করে। এটি মূলত রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদ নিয়ে গঠিত।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১ এর জনাব রহমান একজন নির্বাচিত প্রতিনিধি। তিনি আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণের পাশাপাশি কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করছেন। জনাব রহমানের এরূপ কাজে শাসন বিভাগের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। শাসন বিভাগের কাজ বলতে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদের কাজের সমষ্টিকে নির্দেশ করে। শাসন বিভাগের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হলেন রাষ্ট্রপতি। সরকারের সকল শাসনসংক্রান্ত কাজ তার নামে পরিচালিত হয়। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ করেন। আর প্রধানমন্ত্রী হলেন দেশের প্রকৃত নির্বাহী প্রধান। তাঁর নেতৃত্বে দেশের নির্বাহী কার্যক্রম পরিচালিত হয়। প্রধানমন্ত্রী তাঁর মন্ত্রিসভার মন্ত্রীদের নিয়োগ ও দপ্তর বণ্টন করেন। মন্ত্রিপরিষদ দেশের শাসন সংক্রান্ত সব কাজ পরিচালনা করার ক্ষমতার অধিকারী। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রধানমন্ত্রীর কাজে সহায়তা করেন।

ঘ "জনাব আহসান জেলা প্রশাসনের প্রধান বা জেলা প্রশাসক। স্থানীয় প্রশাসনে তার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

জেলা প্রশাসন মাঠ বা স্থানীয় প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর। এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হলেন জেলা প্রশাসক। দেশের সব জেলায় একজন করে জেলা প্রশাসক আছে। তিনি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের একজন অভিজ্ঞ সদস্য। তাকে কেন্দ্র করে জেলার সকল সরকারি কাজ পরিচালিত হয়।

দৃশ্যকল্প-২ এর জনাব আহসান মাঠ প্রশাসনের একজন সুদক্ষ কর্মকর্তা। তিনি উপ-সচিবের পদমর্যাদাসম্পন্ন। সরকারের সকল নির্দেশনা, উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা তার মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়। এরূপ বর্ণনায় জেলা প্রশাসকের পরিচয় পাওয়া যায়। একজন শাসক হিসেবে জেলার প্রশাসনিক কাজ, রাজস্বসংক্রান্ত ও আর্থিক কাজ ও স্থানীয় শাসনসংক্রান্ত কাজ পরিচালনা করে থাকেন। কেন্দ্র থেকে আসা সকল আদেশ-নির্দেশ ও সিদ্ধান্ত তিনি বাস্তবায়ন করেন। জেলার বিভিন্ন অফিসের কাজ তদারক ও সমন্বয় করেন। জেলার বিভিন্ন শূন্যপদে লোক নিয়োগ করেন। আবার তিনি জেলা কোষাগারের রক্ষক ও পরিচালক। জেলার সব ধরনের রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব তার। সে কারণে তিনি কালেক্টর নামে পরিচিত। এছাড়াও শাসক হিসেবে তিনি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজ তত্ত্বাবধান করেন। আবার জেলার সেবক হিসেবে তিনি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাসংক্রান্ত এবং উন্নয়নমূলক কাজ করে থাকেন। জেলার মধ্যে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা ও জনগণের জীবনের নিরাপত্তা প্রদানের দায়িত্ব তার ওপর ন্যস্ত। তিনি পুলিশ প্রশাসকের সাহায্যে এ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। আবার তিনি জেলার সার্বিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। জেলার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ (শিল্প, কৃষি, যোগাযোগসহ ইত্যাদি) বাস্তবায়নের দায়িত্বও তার। তিনি জেলার প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থাও করেন।

উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে বলা যায়, জনাব আহসান জেলার ও জনগণের উন্নয়নে অনেক কার্যাবলি সম্পন্ন করে থাকেন। তাই বলা যায়, তার মতো প্রত্যেক জেলা প্রশাসক শুধু শাসকই নন, সেবকও বটে।

প্রশ্ন ▸ ০৭

প্রতিষ্ঠান	কাজ
ক	● জনমত গঠন ● নীতি প্রচার ● ক্ষমতা গ্রহণ ও নীতি বাস্তবায়ন
খ	● জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনের ব্যবস্থাকরণ ● নির্বাচকমণ্ডলীর এলাকা নির্ধারণ ● জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান।

ক. পরোক্ষ নির্বাচন কাকে বলে? ১

খ. গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় নির্বাচন কেন এত গুরুত্বপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. রাজনৈতিক চেতনা বিকাশে উদ্দীপকের 'ক' প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় উদ্দীপকে উল্লিখিত 'খ' প্রতিষ্ঠানটি অসামান্য অবদান রাখে"– বিশ্লেষণ কর। ৪

[সি. বো. ২০২৫]

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক জনগণ ভোটের মাধ্যমে একটি মধ্যবর্তী সরকার নির্বাচিত করেন। এ জনপ্রতিনিধিগণ ভোট দিয়ে যখন রাষ্ট্রপতি বা সংসদের সংরক্ষিত আসনের সদস্য নির্বাচন করেন, তখন তাকে পরোক্ষ নির্বাচন বলে।

খ সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে একটি রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত হয় বলে একে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পূর্বশর্ত বলা হয়।

সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনব্যবস্থা হচ্ছে গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকার থাকা আবশ্যক। জনগণই তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে কোনো একটি দলকে সমর্থনের মাধ্যমে সরকার গঠনে সহায়তা করে। এখন নির্বাচন যদি অবাধ ও সুষ্ঠু না হয় তবে গণতন্ত্র ব্যাহত হবে। জনগণের মতামতের প্রতিষ্ঠা পাবে না। তাই অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অন্যতম পূর্বশর্ত।

গ উদ্দীপকের 'ক' প্রতিষ্ঠানটি হলো রাজনৈতিক দল। এটি রাজনৈতিক চেতনা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা মূলত রাজনৈতিক দলেরই শাসন। রাজনৈতিক দল ছাড়া গণতান্ত্রিক সরকার গঠন সম্ভব নয়। রাজনৈতিক দল নেতৃত্ব তৈরিতে গঠনমূলক ভূমিকা রাখে। রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব যেমন জাতীয় পর্যায়ে থাকে তেমনি স্থানীয় পর্যায়েও থাকে। আজকে যারা স্থানীয় পর্যায়ের নেতা আগামীতে তারা জাতীয় পর্যায়ের নেতা হওয়ার সম্ভবনা রাখে।

উদ্দীপকের 'ক' এর কাজগুলো বিশ্লেষণ করলে রাজনৈতিক দলের স্বরূপ প্রকাশ পায়। রাজনৈতিক চেতনা বিকাশে রাজনৈতিক দলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। রাজনৈতিক দল নেতৃত্ব তৈরি করে, যা স্থানীয় থেকে জাতীয় পর্যায়ে সম্প্রসারিত হয়। তারা সরকার গঠন করে এবং জনগণের স্বার্থে নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে। দলের আদর্শ ও কর্মসূচির পক্ষে জনমত গঠন, গণযোগাযোগ, সভা ও মিছিলের মাধ্যমে জনসচেতনতা বাড়ায়। তারা জনগণকে রাজনৈতিক শিক্ষা দেয়, বিভিন্ন মতের বিশ্লেষণ ও সমালোচনার মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার ধারণা স্পষ্ট করে। বিরোধী দল হিসেবে গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে সরকারকে দায়িত্বশীল রাখে। পাশাপাশি, দলগুলো সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের স্বার্থ একত্র করে ঐক্য প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে। এভাবেই রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক চেতনার প্রসার ঘটিয়ে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'খ' প্রতিষ্ঠানটি হলো নির্বাচন কমিশন। "গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় নির্বাচন কমিশন অসামান্য অবদান রাখে"– মন্তব্যটি যথার্থ।

বাংলাদেশ সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদের আওতায় নির্বাচন কমিশন গঠিত। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও চারজন কমিশনারসহ মোট পাঁচজনকে নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠিত। আর এ কমিশনের মেয়াদ পাঁচ বছর। কমিশনারবৃন্দ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন। নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান।

উদ্দীপকে উল্লিখিত 'খ' প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণে এ নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা অনন্য। কেননা, গণতন্ত্র জনগণের এমন একটি শাসনব্যবস্থা যেখানে জনগণ তাদের প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করে। এক্ষেত্রে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালিত হলে সঠিক নেতৃত্বে গণতন্ত্র রক্ষিত হয়। এর বিপরীত অবস্থায় জনগণের শাসন কায়েম হয় না এবং ভুল জনমত গঠিত হয়, যা গণতন্ত্রকে প্রশ্নবিদ্ধ করে এবং তা গণতন্ত্রের জন্য হুমকিস্বরূপ। তাই সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনকে গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ বলা হয়। আর এ কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন। এর একমাত্র উদ্দেশ্য হলো একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে গ্রহণযোগ্য করা ও সফল করা। কারণ গণতন্ত্র তখনই সফল হবে যখন জনগণ স্বাধীনভাবে তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারবে।

আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় নির্বাচন কমিশন ত্রাতার ভূমিকা পালন করে। জনগণ তাদের মতামত যাতে সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করতে পারে সে ব্যবস্থাই করে নির্বাচন কমিশন। তাদের এ ভূমিকা গণতন্ত্র বিকাশে অনন্য।

প্রশ্ন ▶ ০৮

ছক

স্থানীয় সরকার	নির্বাচন পদ্ধতি	সদস্য সংখ্যা	কাজ
T	প্রত্যক্ষ	১৩	প্রত্যন্ত এলাকার জনগণের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন।
Q	পরোক্ষ	২৫	বিশেষ পশ্চাতপদ গোষ্ঠীর উন্নয়ন।

ক. স্থানীয় সরকার কাকে বলে? ১

খ. সিটি কর্পোরেশন কীভাবে স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. 'Q' দ্বারা কোন স্থানীয় সরকারকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. গ্রামীণ জনগণের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়নের T প্রতিষ্ঠানটির বিকল্প আছে কি? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[সি. বো. ২০২৫]

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমগ্র রাষ্ট্রকে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত করে ক্ষুদ্রতর পরিসরে প্রতিষ্ঠিত সরকারব্যবস্থাকে স্থানীয় সরকার বলে।

খ সিটি কর্পোরেশন জনস্বাস্থ্যের সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সিটি কর্পোরেশন নিয়মিত নালা-নর্দমা ও রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখে এবং আবর্জনা ব্যবস্থাপনার জন্য ডাস্টবিন স্থাপন করে। স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার ও পায়খানা নির্মাণের মাধ্যমে সংক্রামক রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে। নিরাপদ পানির ব্যবস্থা, কূপ ও নলকূপ খনন এবং আবদ্ধ পানি নিষ্কাশনের মাধ্যমে জলবাহিত রোগ প্রতিরোধে কাজ করে। এছাড়া ভেজাল খাদ্য বিক্রির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয় ও খাদ্যদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে লাইসেন্স প্রদান করে। এভাবে সিটি কর্পোরেশন নগরবাসীর স্বাস্থ্য রক্ষায় কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে।

গ 'Q' দ্বারা যে স্থানীয় সরকারকে নির্দেশ করা হয়েছে সেটি হলো পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ।

তিনটি পার্বত্য জেলায় কার্যক্রম সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে ঐ তিন জেলাধীন সমগ্র এলাকাজুড়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ আছে। যাকে বলা হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ। ১জন চেয়ারম্যান, ১২ জন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সদস্য, ৬জন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বাইরের বা বাঙালি সদস্য, ২জন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মহিলা সদস্য, ১জন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বাইরের বা বাঙালি মহিলা সদস্য এবং তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের ৩ চেয়ারম্যানসহ সর্বমোট ২৫ জন সদস্য নিয়ে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হবে। চেয়ারম্যান অবশ্যই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর হবেন এবং তিনি প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদা ভোগ করবেন।

উদ্দীপকের 'Q' দ্বারা পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদকে নির্দেশ করা হয়েছে। এটি পার্বত্য নৃগোষ্ঠীর উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ পরিষদ তিন পার্বত্য জেলার উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও স্থানীয় সরকারব্যবস্থার কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করে। এটি পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনায় সমন্বয়সাধন করে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর রীতিনীতি, প্রথা ও সামাজিক বিচার পদ্ধতি সংরক্ষণে সক্রিয় ভূমিকা রাখে। পাশাপাশি জাতীয় শিল্পনীতির আলোকে ভারী শিল্প স্থাপনের লাইসেন্স প্রদান করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি করে। এসব কার্যক্রম নৃগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক।

ঘ T প্রতিষ্ঠানটি হলো ইউনিয়ন পরিষদ। গ্রামীণ জনগণের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়নের ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা বিকল্পহীন।

বাংলাদেশের স্থানীয় প্রশাসন ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট হলো ইউনিয়ন পরিষদ। গ্রামীণ মানুষের জীবন মান উন্নয়ন এবং এলাকার উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৩ জন সদস্যবিশিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারব্যবস্থার সবচেয়ে কার্যকরী একটি প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে পরিচিত।

উদ্দীপকের T প্রতিষ্ঠানটির তথ্যগুলো ইউনিয়ন পরিষদকে উপস্থাপন করে। গ্রামীণ জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা সত্যিই বিকল্পহীন। এটি স্থানীয় সরকারের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ও কার্যকর স্তর, যা সরাসরি জনগণের সাথে সম্পৃক্ত। ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় চাহিদা ও সমস্যা সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত থাকে, ফলে বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সহজ হয়। গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন, পানীয় জলের সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, কৃষি সম্প্রসারণ, দরিদ্র সহায়তা কর্মসূচি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ইউনিয়ন পরিষদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

তদ্ব্যতীত, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা ও ভিজিডি/ভিজিএফ কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও ইউনিয়ন পরিষদের সক্রিয়তা লক্ষ্যযোগ্য। এছাড়া, স্থানীয় শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, বিরোধ নিষ্পত্তি ও নাগরিক সেবা প্রদানে ইউনিয়ন পরিষদ সরাসরি ভূমিকা রাখে, যা গ্রামীণ জনগণের নিরাপদ ও সম্মানজনক জীবনযাত্রা নিশ্চিত করে। জনগণের অংশগ্রহণ ও জবাবদিহিতা বাড়ানোর মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় উন্নয়নে গণতান্ত্রিক চর্চাও প্রতিষ্ঠা করে।
অতএব, গ্রামীণ উন্নয়ন ও জীবনমান উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর প্ল্যাটফর্ম, যার কোনো বিকল্প নেই।

প্রশ্ন ▸ ০৯

প্রস্তাব/কর্মসূচি	বিবেচ্য বিষয়
A	• সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ভিত্তিক অঞ্চল নিয়ে স্বাধীন দেশ গঠন • সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা • স্বাধীন দেশের প্রদেশসমূহ স্বাধীন ও সার্বভৌম
B	• অঞ্চলগত শোষণ ও বৈষম্য দূর • যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠা • অঙ্গরাজ্যগুলোর কর ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা

ক. আগরতলা মামলার আনুষ্ঠানিক নাম কী ছিল? ১
খ. যুক্তফ্রণ্ট সরকার বেশিদিন ক্ষমতায় থাকতে পারেনি কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ছকে উল্লিখিত 'A' প্রস্তাবটির পটভূমি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. B প্রস্তাব বা কর্মসূচি আমাদের পরবর্তী রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহে কতটুকু প্রভাব ফেলে? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

[সি. বো. ২০২৫]

৯নং প্রশ্নের উত্তর

বি.দ্র. : ২০২৫ সালে প্রদত্ত পাঠ্যবই বহির্ভূত উদ্দীপক ও প্রশ্ন।

প্রশ্ন ▸ ১০ **দৃশ্যকল্প-১ :** স্বাধীনতা লাভের তিন বছর পর বাংলাদেশ একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে। সংস্থটির সদর দপ্তর মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশে অবস্থিত।
দৃশ্যকল্প-২ : P একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং 'Q' তার একটি অঙ্গসংস্থা। 'Q' অঙ্গসংস্থা হলেও এর স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রগুলোই মূলত 'P' কে নিয়ন্ত্রণ করে এবং যে কোনো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ করতে পারে।

ক. অছি এলাকা কাকে বলে? ১
খ. বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীদের কেন 'The cream of the UN peacekeeper' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে? ২
গ. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে দৃশ্যকল্প-১ এ উল্লিখিত সংস্থাটির অবদান বর্ণনা কর। ৩
ঘ. "'Q' অঙ্গাসংস্থাটির স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্রের বিশেষ ক্ষমতার কারণেই 'P' সংস্থাটি তার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ব্যর্থ হচ্ছে"– পাঠ্যবইয়ের আলোকে উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

[সি. বো. ২০২৫]

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিশ্বের যেসব জনপদের পৃথক সত্তা আছে কিন্তু স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নেই এবং অন্য রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয় তাকে অছি এলাকা বলে।

খ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে অভূতপূর্ব অবদানের কারণে বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের "The cream of UN Peacekeepers" বলে আখ্যায়িত করা হয়।
জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অধীনে পরিচালিত শান্তিরক্ষী মিশনে বাংলাদেশের অবদান বিশ্বনন্দিত। এ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অনেক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে শান্তিরক্ষা বাহিনীতে কমান্ডার হিসেবে ও ঊর্ধ্বতন পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এটি বাংলাদেশের ভূমিকার আরেকটি স্বীকৃতি, যা দেশের মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি করেছে। বাংলাদেশের এ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে বিবিসি বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের "The cream of UN Peacekeepers" বলে আখ্যায়িত করেছে।

গ দৃশ্যকল্প-১ এ উল্লিখিত সংস্থাটি হলো ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা বা ওআইসি। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ওআইসির অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
মুসলিম বিশ্বের স্বার্থরক্ষার জন্য ওআইসি প্রতিষ্ঠিত হয়। মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা নিয়ে পশ্চিমা বিশ্বের সাথে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোর বিরোধ চলে আসছিল। এরই প্রেক্ষাপটে ১৯৬৯ সালে ইসরাইল অতর্কিতে মুসলমানদের পবিত্র মসজিদ আল-আকসায় অগ্নিসংযোগ করে। ফলে মুসলমানদের পবিত্র স্থান রক্ষার জন্য ওআইসি গঠিত হয়। এর সদর দপ্তর সৌদি আরবের জেদ্দায় অবস্থিত। বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে ওআইসিতে যোগদান করে।
উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১ এ বলা হয়েছে, স্বাধীনতা লাভের তিন বছর পর বাংলাদেশ একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে। সংস্থটির সদর দপ্তর মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশে অবস্থিত। এরূপ তথ্যগুলো ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা বা ওআইসির প্রতিনিধিত্ব করে।
বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ওআইসি (OIC) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও দারিদ্র্য হ্রাসে ওআইসি থেকে সহযোগিতা পেয়েছে। ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের (IDB) মাধ্যমে অবকাঠামো উন্নয়ন, কৃষি ও ক্ষুদ্রঋণ খাতে অর্থায়ন দেশের অর্থনীতিকে গতিশীল করেছে। এছাড়া ওআইসি-ভুক্ত দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্য বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। শ্রমবাজারে বাংলাদেশি কর্মীদের স্থান করে দিতেও ওআইসির ভূমিকা ইতিবাচক। ফলে বাংলাদেশ ওআইসির সদস্যপদকে কৌশলগত উন্নয়ন অংশীদার হিসেবে ব্যবহার করে আসছে।

ঘ উদ্দীপকের 'P' ও 'Q' দ্বারা যথাক্রমে জাতিসংঘ ও জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদকে নির্দেশ করে। "নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্রের বিশেষ ক্ষমতার কারণেই জাতিসংঘ তার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ব্যর্থ হচ্ছে"– মন্তব্য যথার্থ।

জাতিসংঘ ছয়টি অঙ্গসংস্থা নিয়ে গঠিত। এর একটি হলো নিরাপত্তা পরিষদ। এটি জাতিসংঘের শাসন বিভাগ স্বরূপ। এর স্থায়ী ৫টি সদস্য রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, ফ্রান্স ও চীন ভেটো ক্ষমতার অধিকারী। যে ক্ষমতার বলে রাষ্ট্রগুলো নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত যেকোনো পদক্ষেপ নাকচ করে দিতে পারে।

উদ্দীপকে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে। তবে নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচটি স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্রের ভেটো ক্ষমতা জাতিসংঘের এ লক্ষ্য অর্জনে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্থায়ী সদস্যরা নিজেদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামরিক স্বার্থে এই বিশেষ ক্ষমতার অপব্যবহার করে। ফলে যেকোনো আন্তর্জাতিক সংকটে যদি তাদের স্বার্থ জড়িত থাকে, তাহলে তারা ভেটোর মাধ্যমে জাতিসংঘের উদ্যোগকে ব্যর্থ করে দিতে পারে। যেমন, সিরিয়া সংকটে রাশিয়া ও চীনের ভেটো, অথবা ফিলিস্তিন-ইসরায়েল সংঘাতে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষপাতদুষ্ট অবস্থান জাতিসংঘকে নিষ্ক্রিয় করে রেখেছে। এতে স্পষ্ট হয়, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ অনেক সময় নিরপেক্ষ ও কার্যকরভাবে কাজ করতে পারে না। ফলে সংঘাত থেমে না গিয়ে আরও দীর্ঘায়িত হয়। এভাবে, ভেটো ক্ষমতা একটি অসাম্যের ভিত্তি তৈরি করেছে, যা জাতিসংঘের সার্বজনীনতা ও ন্যায়বিচারের আদর্শকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

তাই বলা যায়, স্থায়ী সদস্যদের বিশেষ ক্ষমতাই জাতিসংঘের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পথে বড় অন্তরায়।

প্রশ্ন ▶ ১১ **ঘটনা-১ :** লেখাপড়া না জানা জমির মিয়া আঙুলের টিপসই দিয়ে মহাজনের নিকট থেকে ২,০০০ টাকা ঋণ নেয়। এক বছর পর ঋণ পরিশোধ করতে গিয়ে সে জানতে পারে তাকে ঋণসমেত ১০,০০০ টাকা পরিশোধ করতে হবে।

ঘটনা-২ : সালেহাকে তার বাবা ৫ লক্ষ টাকা দিয়ে বেকার রায়হানের কাছে বিয়ে দেন। রায়হান আরও টাকার জন্য সালেহার উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন শুরু করে। উপায়ন্তর না দেখে সালেহার বাবা থানায় অভিযোগ করলে পুলিশ রায়হানকে গ্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ করে।

ক. খাদ্য নিরাপত্তা কাকে বলে? ১

খ. জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশের অস্তিত্বের জন্য হুমকি হিসেবে বিবেচিত কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জমির মিয়ার সমস্যাটির সামাজিক প্রভাব ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সালেহার বাবার গৃহীত পদক্ষেপই কি নারী নির্যাতন রোধে যথেষ্ট? তোমার উত্তরের সপক্ষে মতামত দাও। ৪

[সি. বো. ২০২৫]

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক খাদ্যের প্রাপ্যতা, খাদ্য ক্রয় করার ক্ষমতা এবং খাদ্যের পুষ্টি নিশ্চিত করাকেই খাদ্য নিরাপত্তা বলে।

খ জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশের অস্তিত্বের জন্য বড় হুমকি, কারণ এটি দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, ঘন ঘন ঘূর্ণিঝড়, বন্যা ও খরার মতো দুর্যোগ কৃষি, বাসস্থান ও জীবিকা ধ্বংস করছে। উপকূলীয় অঞ্চল প্লাবিত হয়ে লক্ষ মানুষ বাস্তুচ্যুত হওয়ার ঝুঁকিতে আছে। নদীভাঙন ও লবণাক্ততার কারণে আবাদযোগ্য জমি কমে যাচ্ছে। বাংলাদেশের ভূগোল ও জনসংখ্যার ঘনত্ব এই ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে তুলছে। তাই জলবায়ু পরিবর্তন শুধু পরিবেশগত নয়, এটি অর্থনৈতিক ও মানবিক সংকটেরও কারণ হয়ে উঠেছে।

গ জমির মিয়ার সমস্যাটি হলো নিরক্ষরতা। এ সমস্যাটির সামাজিক প্রভাব মারাত্মক।

নিরক্ষরতা বলতে তাদের বোঝায় যারা লিখতে বা পড়তে জানে না। নিরক্ষরতা একটি অন্যতম নাগরিক সমস্যা। লেখাপড়া না জানার কারণে নিরক্ষর ব্যক্তি রাষ্ট্র ও সমাজের উপকারে আসে না। ফলে সে সমাজের বোঝা হিসেবে পরিগণিত হয়।

উদ্দীপকের ঘটনা-১ এ লেখাপড়া না জানা জমির মিয়া আঙুলের টিপসই দিয়ে মহাজনের নিকট থেকে ২,০০০ টাকা ঋণ নেয়। এক বছর পর ঋণ পরিশোধ করতে গিয়ে সে জানতে পারে তাকে ঋণসমেত ১০,০০০ টাকা পরিশোধ করতে হবে। এরূপ ঘটনার পেছনে মূল কারণ হলো নিরক্ষরতা যার সামাজিক প্রভাব মারাত্মক। একজন নিরক্ষর ব্যক্তি সমাজে সচেতন ও গঠনমূলক ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়, ফলে সামাজিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়। নিরক্ষর জনগোষ্ঠী কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও সামাজিক বৈষম্যের শিকার হয়ে পড়ে। তারা ন্যায়-অন্যায় ও অধিকার-বঞ্চনার পার্থক্য করতে না পারায় সমাজে অন্যায়ের প্রতিবাদ দুর্বল হয়। এছাড়া সামাজিক সম্প্রীতি, নাগরিক দায়িত্ব পালন এবং গণতান্ত্রিক চর্চায় তাদের অংশগ্রহণ কমে যায়। ফলে সমাজে অসচেতনতা, বৈষম্য ও পিছিয়ে পড়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং নিরক্ষরতা একটি সমাজকে স্থবির ও অবিচারপূর্ণ করে তোলে।

ঘ সালেহার বাবার গৃহীত পদক্ষেপ নারী নির্যাতন রোধে যথেষ্ট নয়।

নারী নির্যাতন বর্তমান বাংলাদেশের একটি অন্যতম নাগরিক সমস্যা। এ সমস্যা বর্তমানে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে। পারিবারিক নির্যাতন ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের অন্যতম কারণ। তাই নারী নির্যাতন প্রতিরোধে প্রয়োজন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।

উদ্দীপকের ঘটনা-২ এ সালেহা স্বামী কর্তৃক নারী নির্যাতনে শিকার হলে তার বাবা থানায় অভিযোগ করে। পুলিশ তার স্বামী রায়হানকে গেফতার করে আদালতে সোপর্দ করে। নারী নির্যাতন রোধে এরূপ আইন প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু এটিই এ থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় নয়। পাশাপাশি নির্যাতিত দরিদ্র ও অসহায় নারীদের আইনি সহায়তা প্রদান করে নারী নির্যাতন রোধ করা সম্ভব। এতে নারীদের প্রতি 'অবলা' মনোভাব দূর হবে যা অপরাধীদের অপরাধ করতে ভীতি তৈরি করবে। নারী নির্যাতনের বিশেষ কারণ হলো- ধর্মীয় অনুশাসন না মানা। ইসলামের দেওয়া নারী অধিকার নারীদের দেওয়া হলে তারা কখনো নির্যাতনের শিকার হবে না। তাছাড়া পাঠ্যপুস্তকসহ বিভিন্ন মাধ্যমে সচেতনতা তৈরি করা গেলে নারীর প্রতি মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আসবে যা নারী নির্যাতন রোধ করবে।

আলোচনা থেকে বলা যায়, নারী নির্যাতন প্রতিরোধে আইনের প্রয়োগের পাশাপাশি নারী-পুরুষ উভয়কে সচেতন হতে হবে। কোনো নারী যেন নির্যাতনের শিকার না হয় সেজন্য সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

দিনাজপুর বোর্ড–২০২৫

পৌরনীতি ও নাগরিকতা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড : | 1 | 4 | 0 |

সময় : ৩০ মিনিট | [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] | পূর্ণমান : ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. নাগরিকের কোন গুণাবলির মাধ্যমে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ জাগ্রত হয়?
ক বিবেক খ বুদ্ধি গ আত্মসংযম ঘ সাহস

২. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের ফলে – [পাঠ্যবই বহির্ভূত প্রশ্ন]
i. পূর্ববাংলার মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি
ii. মুসলিম লীগের ভরাডুবি হয়
iii. রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিকশিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩. সম্প্রতি বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ভাষণ প্রদান করেছেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানটি নাগরিকের কোন বিষয়কে নির্দেশ করে?
ক জাতীয় খ আন্তর্জাতিক গ স্থানীয় ঘ আঞ্চলিক

৪. কোন মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে মানুষ প্রকৃতিতে বসবাস করত?
ক ঐশী মতবাদ খ সামাজিক চুক্তি মতবাদ
গ ঐতিহাসিক মতবাদ ঘ বল বা শক্তি প্রয়োগ মতবাদ

৫. নিচের কোন রাষ্ট্রের মধ্যে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বিদ্যমান?
ক সৌদি আরব খ রাশিয়া গ কানাডা ঘ বৃটেন

৬. যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ ও ন্যায্য মজুরি পাওয়া কোন ধরনের সাম্যের অন্তর্ভুক্ত?
ক সামাজিক সাম্য খ রাজনৈতিক সাম্য
গ অর্থনৈতিক সাম্য ঘ আইনগত সাম্য

৭. সম্পূর্ণ সাক্ষরতা আন্দোলন কখন শুরু হয়?
ক ১৯৯৭ খ ১৯৯৯ গ ২০০১ ঘ ২০০৫

৮. পার্বত্য জেলা পরিষদ সর্বমোট কতজন সদস্য নিয়ে গঠিত?
ক ২৫ খ ৩০ গ ৩৪ ঘ ৩৫

৯. জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলি হচ্ছে –
i. নতুন আইন প্রণয়ন করা
ii. শাসন বিভাগের কার্যক্রম তদারকি করা
iii. সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ দান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১০. বাংলাদেশ সংবিধানের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে –
i. লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয়
ii. সর্বজনীন ভোটাধিকার
iii. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

☐ **নিচের ছকটি দেখ এবং ১১ ও ১২নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**

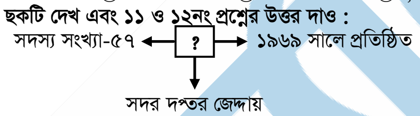

১১. প্রশ্ন চিহ্নিত স্থানে [?] কোন সংস্থাটি বসবে?
ক জাতিসংঘ খ কমনওয়েলথ গ ওআইসি ঘ সার্ক

১২. উক্ত সংস্থাটির উদ্দেশ্য হল :
i. ইসলামি ভ্রাতৃত্ব ও সংহতি প্রতিষ্ঠা করা
ii. বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করা
iii. সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩. প্রথা হচ্ছে –
ক দীর্ঘদিন যাবত সমাজে প্রচলিত নিয়ম খ ধর্মীয় অনুসন্ধান
গ আইনের চর্চা ঘ আইনের ব্যাখ্যা

১৪. বাংলাদেশ সংবিধান কখন গণপরিষদে গৃহীত হয়?
ক ৪ নভেম্বর, ১৯৭২ খ ১৭ এপ্রিল, ১৯৭২
গ ১০ এপ্রিল, ১৯৭২ ঘ ২৫ মার্চ, ১৯৭২

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৫ ও ১৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার একজন অভিজ্ঞ আমলাকে সাংবিধানিক সংস্থার প্রধান হিসাবে নিয়োগ প্রদান করেন। তিনি একটি স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

১৫. উদ্দীপকে কোন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে?
ক নির্বাচন কমিশন খ সচিবালয়
গ পি.এস.সি ঘ হিসাব ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর

১৬. উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ হচ্ছে –
i. সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান করা
ii. সরকার গঠন করা
iii. ভোটার লিস্ট তৈরি করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭. মৌলিক অধিকার ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য সরকারের কোন বিভাগ কাজ করে?
ক জাতীয় সংসদ খ জেলা প্রশাসন গ বিচার বিভাগ ঘ সচিবালয়

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৮ ও ১৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
রাজু দশম শ্রেণির ছাত্র। তার পরিবারে বাবা, মা, দাদা-দাদি ও চাচা-চাচি একত্রে বসবাস করে। অপরদিকে রাজুর বন্ধু মিজানের বাবা ও মা দুজনই চাকুরিজীবী। সে প্রায় সময় নিঃসঙ্গতায় ভোগে।

১৮. রাজু কোন পরিবারে বসবাস করে?
ক একক পরিবার খ যৌথ পরিবার গ অনুপরিবার ঘ বহুগামী পরিবার

১৯. মিজানের মানসিক বিকাশের জন্য প্রয়োজন –
i. তাকে সঙ্গ প্রদান করা
ii. তাকে পর্যাপ্ত অর্থ প্রদান
iii. তাকে বিনোদন প্রদান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

☐ **নিচের ছকটি দেখে ২০ ও ২১নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**

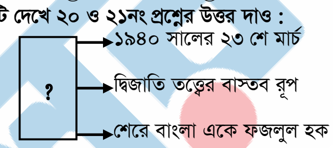

২০. ছকে প্রশ্ন চিহ্নিত [?] স্থানে কোন বিষয়টি বসবে? [পাঠ্যবই বহির্ভূত প্রশ্ন]
ক ছয় দফা খ ভাষা আন্দোলন
গ যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন ঘ লাহোর প্রস্তাব

২১. ছকে বর্ণিত বিষয়টির ফলে –
i. একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়
ii. হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি সৃষ্টি
iii. মুসলিম স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রস্তাব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২২. কার সম্মতি ব্যতীত কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তি হতে পারে না?
ক রাষ্ট্রপতি খ প্রধানমন্ত্রী গ আইনমন্ত্রী ঘ পররাষ্ট্রমন্ত্রী

২৩. নাগরিকতা বিকাশে স্থানীয় সরকারের অবদান হচ্ছে –
i. স্থানীয় পর্যায়ে নাগরিকের অংশগ্রহণ
ii. ছোট ছোট বিরোধ নিষ্পত্তি
iii. নারীর ক্ষমতায়ন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৪. কোন ধরনের সংবিধান প্রগতির সহায়ক?
ক লিখিত সংবিধান খ অলিখিত সংবিধান
গ সুপরিবর্তনীয় সংবিধান ঘ দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান

২৫. আন্তর্জাতিক আদালত কতজন বিচারক নিয়ে গঠিত?
ক ৫ খ ১০ গ ১৫ ঘ ২০

২৬. রাষ্ট্র প্রদত্ত নাগরিকের মর্যাদাকে কী বলে?
ক মূল্যবোধ খ রাষ্ট্রীয় সম্মান গ নাগরিকতা ঘ রাষ্ট্রীয় খেতাব

২৭. গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অপরিহার্য উপাদান কোনটি?
ক নির্বাচন কমিশন খ রাজনৈতিক দল গ নির্বাচক মণ্ডলী ঘ সংসদ সদস্য

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৮ ও ২৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
জনাব, রবিউল একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক। তার দেশের সকল কার্যক্রম একটিমাত্র কেন্দ্র থেকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করা হয়। অপরদিকে, জাহেদের রাষ্ট্র অনেকগুলো অঞ্চলে বিভক্ত। কেন্দ্র ও অঞ্চলের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন করে দেয়া হয়।

২৮. জনাব রবিউলের দেশে কোন ধরনের সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান?
ক এককেন্দ্রিক খ যুক্তরাষ্ট্রীয়
গ সমাজতান্ত্রিক ঘ একনায়কতান্ত্রিক

২৯. জনাব জাহেদের রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে কোনটি প্রযোজ্য?
ক অঞ্চলগুলো আলাদা রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে সহায়ক
খ সকল ক্ষেত্রে একই ধরনের প্রশাসন বিদ্যমান
গ ক্ষুদ্র রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়ক
ঘ জাতীয় ঐক্য ও আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের সমন্বয় ঘটায়

৩০. যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন? [পাঠ্যবই বহির্ভূত প্রশ্ন]
ক শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক খ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
গ খাজা নাজিম উদ্দিন ঘ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ

☑ খালি ঘরগুলোতে পেন্সিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখ। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখ তোমার উত্তরগুলো সঠিক ছিল কি না।

উত্তর																														
	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

দিনাজপুর বোর্ড–২০২৫

পৌরনীতি ও নাগরিকতা (সৃজনশীল প্রশ্ন)

বিষয় কোড : 1 4 0

সময়– ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। রাকিব মা-বাবাসহ শহরে বাস করে। তার মা একজন গৃহিণী এবং বাবা একজন সরকারি স্কুল শিক্ষক। মা-বাবা তার পড়াশুনার ব্যাপারে নিয়মিত খোঁজ খবর রাখেন এবং ছুটির দিনে তাকে নিয়ে পার্কে ও চিড়িয়াখানায় বেড়াতে যান। বার্ষিক পরীক্ষা শেষে রাকিব তার বন্ধু রাজিনের গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যায়। রাজিনের বাবা ব্রয়লার মুরগি পালন করেন এবং পুকুরে মাছ চাষ করেন। রাজিনের দাদা ও দাদি তাদের সাথে গল্প করেন।

ক. পৌরনীতি কাকে বলে? ১

খ. মানুষ কেন সমাজে বাস করে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে রাজিনের পরিবার কোন ধরনের পরিবার? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রাকিব এবং রাজিনের পরিবারের কাজের ধরন কি একই? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২। জনাব হাসনাত আদালতের একজন বিচারক। একটি মামলা পরিচালনা করতে গিয়ে সুস্পষ্ট আইন না থাকায় তিনি অভিজ্ঞতা, প্রজ্ঞা ও বুদ্ধির মাধ্যমে উক্ত মামলা নিষ্পত্তি করেন। অপরদিকে তার বন্ধু আরিফ এমন এক পরিষদের সদস্য যেখানে আইন তৈরি করা হয়।

ক. আইন কাকে বলে? ১

খ. 'সীমাহীন স্বাধীনতা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে'– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব হাসনাতের কার্যক্রমের মাধ্যমে আইনের কোন উৎসকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আধুনিক যুগে জনাব আরিফের প্রতিষ্ঠানটি আইন প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। 'ক' রাষ্ট্র এর প্রতিবেশী 'খ' রাষ্ট্র। 'ক' রাষ্ট্রের ২৮টি অঙ্গরাজ্য রয়েছে এবং তাদের নিজস্ব সরকার রয়েছে। অন্যদিকে, 'খ' দেশটিতে কোনো অঙ্গরাজ্য নেই। দেশটিতে একটিমাত্র কেন্দ্র থেকে প্রশাসন পরিচালনা করা হয়।

ক. কল্যাণমূলক রাষ্ট্র কাকে বলে? ১

খ. একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের 'খ' দেশটিতে কোন ধরনের সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে 'ক' রাষ্ট্রের প্রশাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে দক্ষ নেতৃত্ব গড়ে উঠে। তুমি কি একমত? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪। জনাব হালিম একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। তিনি সঠিক মাপে ক্রেতাদেরকে পণ্য প্রদান করেন এবং প্রতিবছর তাঁর এলাকায় গরীব ও অসহায় মানুষদেরকে খাদ্য ও বস্ত্র প্রদান করেন। তিনি সরকারকে নিয়মিত কর প্রদান করেন। অপরদিকে, জনাব আব্দুল্লাহ একটি কারখানার মালিক। উক্ত কারখানায় নারী ও পুরুষ একসাথে কাজ করেন। একই ধরনের কাজ করা সত্ত্বেও নারী শ্রমিকরা কম মজুরি পান। নারী শ্রমিকরা পুরুষ শ্রমিকদের সমান মজুরি দাবি করলে মালিক পক্ষ তা মেনে নেন।

ক. নাগরিকতা কাকে বলে? ১

খ. তথ্য অধিকার আইন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে নারী-পুরুষের সমান মজুরি পাওয়ার মধ্য দিয়ে কোন ধরনের অধিকার প্রতিষ্ঠা পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "জনাব হালিমের কাজের মাধ্যমে একজন সুনাগরিকের গুণাবলিসমূহ প্রতিফলিত হয়েছে।" উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। 'ক' রাষ্ট্রের পরিচালনার দলিলের কোনো লিখিতরূপ নেই। বরং ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠেছে। দেশটিতে কোনো সমস্যা দেখা দিলে তা প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সমাধান করা হয়। অন্যদিকে, 'খ' রাষ্ট্রের পরিচালনার নীতিমালা লিখিত আকারে আইন পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয়। উক্ত নীতিমালা অনুসরণ করে সমস্যার সমাধান করা হয়।

ক. সংবিধান কী? ১

খ. সংবিধানকে কেন রাষ্ট্রের চালিকা শক্তি বলা হয়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. 'ক' রাষ্ট্রের সংবিধান কোন পদ্ধতিতে প্রণীত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'খ' রাষ্ট্রের নীতিমালাসমূহ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সফলতার পূর্বশর্ত– উক্তটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৬।

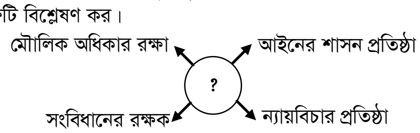

ক. সচিবালয় কী? ১

খ. আইনসভা কীভাবে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের প্রশ্নবোধক '?' চিহ্নিত স্থান বাংলাদেশ সরকারের কোন বিভাগকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে নির্দেশিত বিষয়টি ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।" বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। আয়েশা এ বছর এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। তার ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ায় একটি সরকারি সংস্থা থেকে জাতীয় পরিচয়পত্র লাভ করে। সংস্থাটি নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ করে থাকে। অপরদিকে, জনাব জামাল একটি সংগঠনের নেতা। তিনি জনগণের সমর্থন আদায়ের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা করেন। জাতীয় নির্বাচনে তাঁর দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সরকার গঠন করে।

ক. নির্বাচন কী? ১

খ. 'এক ব্যক্তি এক ভোট' পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'আয়েশা' কোন সংস্থা থেকে জাতীয় পরিচয়পত্র লাভ করে? তার কার্যাবলি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'গণতন্ত্রের বিকাশে জনাব জামালের সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।' বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। জনাব আশিকের প্রতিষ্ঠানটি ৯ জন সাধারণ সদস্য ৩ জন মহিলা সদস্য নিয়ে গঠিত। অন্যদিকে, জনাব সিকান্দার অন্য আরেকটি প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। উক্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩৩০ টি। প্রতিষ্ঠানটি সরকারি বরাদ্দ ছাড়াও অন্য উৎস থেকে আয় করে।

ক. স্থানীয় সরকার কী? ১

খ. গ্রাম আদালত বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে জনাব আশিক কোন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'শহর এলাকার সমস্যার সমাধান ও উন্নয়নে সিকান্দারের প্রতিষ্ঠানটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে'– বিশ্লেষণ কর। ৪

৯। জনাব ওমর একজন NGO কর্মী। পুত্র সন্তানের আশায় তার স্ত্রী চারটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেয়। মেয়েদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে তাদেরকে অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে দেন। অপরদিকে, জনাব ফরহাদ পরিবারের সদস্যদের খাদ্যের চাহিদা পূরণের জন্য মুরগি ও কবুতর পালন করে এবং বিভিন্ন রকমের সবজি চাষ করে। এলাকার মানুষ তার কাছ থেকে ফরমালিন মুক্ত সজি ক্রয় করে।

ক. পরিবেশগত দুর্যোগ কাকে বলে? ১

খ. সম্পূর্ণ সাক্ষরতা আন্দোলন কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব ওমরের মনমানসিকতার সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কোন কারণটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর ফরহাদ সাহেবের নেয়া পদক্ষেপ খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১০। ছক-১

দল	প্রাপ্ত আসন
A	০৯
B	২২৩

ছক-২

দল	প্রাপ্ত আসন
X	১৬৭
Y	৮৮

ক. ভাষা আন্দোলন কী? ১

খ. অসহযোগ আন্দোলন বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ছক-১ দ্বারা পাকিস্তান আমলের কোন নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ছক-২ এর নির্বাচনি ফলাফল বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে ত্বরান্বিত করে। উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

১১। 'M' সংস্থাটির প্রথম সম্মেলন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়, যার সদর দপ্তর কাঠমুন্ডুতে। সংস্থাটির বর্তমান সদস্য সংখ্যা-৮। অপরদিকে, "K" নামক সংস্থাটির প্রথম সম্মেলন শুরু হয়, মরক্কোর রাজধানী রাবাতে। যার সদর দপ্তর সৌদি আরবের জেদ্দায়। এর সদস্য সংখ্যা-৫৭।

ক. জাতিসংঘের প্রশাসনিক বিভাগ কোনটি? ১

খ. কমনওয়েলথ গঠনের উদ্দেশ্য কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের 'M' সংস্থাটির সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন সংস্থার সাথে মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের "K" সংস্থার সাথে বাংলাদেশের গভীর সম্পর্ক রয়েছে"। উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরমালা (দিনাজপুর বোর্ড ২০২৫)

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	গ	২	ঘ	৩	খ	৪	খ	৫	ঘ	৬	গ	৭	ক	৮	গ	৯	ক	১০	ক	১১	গ	১২	ঘ	১৩	ক	১৪	ক	১৫	ক
	১৬	খ	১৭	গ	১৮	খ	১৯	খ	২০	ঘ	২১	খ	২২	ক	২৩	ঘ	২৪	খ	২৫	গ	২৬	গ	২৭	খ	২৮	ক	২৯	ঘ	৩০	ক

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ রাকিব মা-বাবাসহ শহরে বাস করে। তার মা একজন গৃহিণী এবং বাবা একজন সরকারি স্কুল শিক্ষক। মা-বাবা তার পড়াশুনার ব্যাপারে নিয়মিত খোঁজ খবর রাখেন এবং ছুটির দিনে তাকে নিয়ে পার্কে ও চিড়িয়াখানায় বেড়াতে যান।

বার্ষিক পরীক্ষা শেষে রাকিব তার বন্ধু রাজিনের গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যায়। রাজিনের বাবা ব্রয়লার মুরগি পালন করেন এবং পুকুরে মাছ চাষ করেন। রাজিনের দাদা ও দাদি তাদের সাথে গল্প করেন।

ক. পৌরনীতি কাকে বলে? ১

খ. মানুষ কেন সমাজে বাস করে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে রাজিনের পরিবার কোন ধরনের পরিবার? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রাকিব এবং রাজিনের পরিবারের কাজের ধরন কি একই? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[দি. বো. ২০২৫]

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক নাগরিক ও নাগরিকতার সাথে জড়িত সকল বিষয় নিয়ে যে বিষয় আলোচনা করে তাকে পৌরনীতি বলে।

খ অস্তিত্ব রক্ষা ও নিজেদের প্রয়োজন পূরণের জন্য মানুষ সমাজে বাস করে।

মানুষ সামাজিক জীব। নিজেদের প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ একতাবদ্ধ হয়ে সমাজ গড়ে তোলে। কারণ একাকি কোনো প্রয়োজন পূরণ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাছাড়া সামাজিক পরিবেশ মানুষের মানবীয় গুণাবলি ও সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটায়। এসব কারণে মানুষ সমাজে বসবাস করে।

গ উদ্দীপকে রাজিনের পরিবারটি একটি যৌথ পরিবার।

পারিবারিক গঠন ও কাঠামোর ভিত্তিতে পরিবারকে দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা– একক পরিবার ও যৌথ পরিবার। যৌথ পরিবার হচ্ছে সেই পরিবার যেখানে বাবা-মা, ভাইবোন, দাদা-দাদি, চাচা-চাচি ও অন্যান্য পরিজন একত্রে বাস করে। মূলত যৌথ পরিবার হচ্ছে একাধিক একক পরিবারের সমষ্টি। এ পরিবারের বন্ধন মূলত রক্তের সম্পর্কের মাধ্যমে গড়ে ওঠে। এ পরিবারের সদস্যরা একত্রে উপার্জন, ব্যয় ও ভোগ করে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বার্ষিক পরীক্ষা শেষে রাকিব তার বন্ধু রাজিনের গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যায়। রাজিনের বাবা ব্রয়লার মুরগি পালন করেন এবং পুকুরে মাছ চাষ করেন। রাজিনের দাদা ও দাদি তাদের সাথে গল্প করেন। যেহেতু রাজিনের দাদা ও দাদি তাদের সাথে থাকে। সুতরাং রাজিনের পরিবারটি একটি যৌথ পরিবার।

ঘ রাকিব এবং রাজিনের পরিবারের কাজের ধরনে ভিন্নতা রয়েছে।

পরিবার একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান, যা আমাদের জন্ম, লালন-পালন, শিক্ষা, মানসিক বিকাশ ও চাহিদা পূরণের মাধ্যমে সুস্থ জীবন গড়ে তোলে। পরিবার আমাদের প্রথম পাঠশালা, যেখানে আমরা মানবিক গুণাবলি, দায়িত্ববোধ ও সামাজিক আচরণ শিখি। পরিবারের মাধ্যমে সদস্যদের খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বিনোদনের চাহিদা পূরণ হয়। এছাড়াও, পরিবারে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক কাজেরও সূচনা হয়।

উদ্দীপকে রাকিবের পরিবারে শিক্ষামূলক, মনস্তাত্ত্বিক ও বিনোদনমূলক কাজ বেশি লক্ষ করা যায়। মা-বাবা তার পড়ালেখার খোঁজ রাখেন এবং ছুটিতে তাকে ঘুরতে নিয়ে যান। অন্যদিকে, রাজিনের পরিবারে ব্রয়লার মুরগি পালন ও মাছ চাষ করা হয়– যা অর্থনৈতিক কাজের স্পষ্ট চিত্র। দাদা-দাদি গল্প করে সময় কাটান, যা মনস্তাত্ত্বিক ও বিনোদনমূলক কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত। রাকিব ও রাজিনের পরিবারের কার্যাবলির ধরনে কিছু পার্থক্য থাকলেও উভয় পরিবারই সদস্যদের কল্যাণ সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। দুই পরিবারেই পারিবারিক সম্পর্ক দৃঢ় এবং সদস্যদের মানসিক ও সামাজিক বিকাশে সবাই অংশ নিচ্ছেন।

আলোচনার শেষে তাই বলা যায়, পরিবারের কাজের ধরন পরিবেশ ও পেশাভেদে কিছুটা ভিন্ন হতে পারে, তবে পরিবারের মৌলিক কাজগুলো– যেমন শিক্ষাদান, মানসিক সাপোর্ট, বিনোদন দেওয়া ও প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করা– সব পরিবারেই কমবেশি একরকমভাবে সম্পাদিত হয়। সুতরাং রাকিব ও রাজিনের পরিবারের কাজের ধরন মূলত একই, কারণ উভয় পরিবারই তাদের সদস্যদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে কাজ করে যাচ্ছে।

প্রশ্ন ▶ ০২ জনাব হাসনাত আদালতের একজন বিচারক। একটি মামলা পরিচালনা করতে গিয়ে সুস্পষ্ট আইন না থাকায় তিনি অভিজ্ঞতা, প্রজ্ঞা ও বুদ্ধির মাধ্যমে উক্ত মামলা নিষ্পত্তি করেন। অপরদিকে তার বন্ধু আরিফ এমন এক পরিষদের সদস্য যেখানে আইন তৈরি করা হয়।

ক. আইন কাকে বলে? ১

খ. 'সীমাহীন স্বাধীনতা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে'– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব হাসনাতের কার্যক্রমের মাধ্যমে আইনের কোন উৎসকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আধুনিক যুগে জনাব আরিফের প্রতিষ্ঠানটি আইন প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশ্লেষণ কর। ৪

[দি. বো. ২০২৫]

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজ স্বীকৃত এবং রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত নিয়মকানুন, যা ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে প্রয়োগ করা হয় তাকে আইন বলে।

খ সীমাহীন স্বাধীনতা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, কারণ এটি মানুষকে নিয়ম-কানুন উপেক্ষা করতে উৎসাহিত করে। যখন কেউ নিজের ইচ্ছামতো কাজ করে, তখন অন্যের অধিকার লঙ্ঘিত হয় এবং সামাজিক শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ে। স্বাধীনতা মানে ইচ্ছামতো সবকিছু করার সুযোগ নয়; এটি দায়িত্ব ও নীতির সঙ্গে জড়িত। আইন ও ন্যায়বিচারের সীমার মধ্যে থেকে স্বাধীনতা ভোগ করলে সমাজে ভারসাম্য থাকে। তাই সীমারেখাবিহীন স্বাধীনতা সমাজের জন্য ক্ষতিকর।

গ জনাব হাসনাতের কার্যক্রমের মাধ্যমে আইনের বিচারকের রায় উৎসকে নির্দেশ করে।

আদালতে উত্থাপিত মামলার বিচার করার জন্য প্রচলিত আইন অস্পষ্ট হলে বিচারকগণ তাদের প্রজ্ঞা ও বিচারবুদ্ধির উপর ভিত্তি করে ঐ আইনের ব্যাখ্যা দেন এবং উক্ত মামলার রায় দেন। পরবর্তীকালে বিচারকগণ সেসব রায় অনুসরণ করে বিচার করেন। এভাবে বিচারকের রায় পরবর্তীকালে আইনে পরিণত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব হাসনাত আদালতের একজন বিচারক। একটি মামলা পরিচালনা করতে গিয়ে সুস্পষ্ট আইন না থাকায় তিনি অভিজ্ঞতা, প্রজ্ঞা ও বুদ্ধির মাধ্যমে উক্ত মামলা নিষ্পত্তি করেন। আর এভাবেই বিচারকের রায় আইনের উৎস হয়। কেননা পরবর্তীকালে বিচারকগণ সেসব রায় অনুসরণ করে বিচার করেন। সুতরাং বলা যায়, বিচারকের রায় আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

ঘ আধুনিক যুগে জনাব আরিফের প্রতিষ্ঠানটি তথা আইনসভা আইন প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উক্তিটি যথার্থ।

আধুনিককালে আইনের প্রধান উৎস হচ্ছে আইনসভা। জনমতের সাথে সংগতি রেখে বিভিন্ন দেশের আইনসভা নতুন আইন প্রণয়ন করে। তাছাড়া আইনসভা পুরাতন আইনকেও সংশোধন করে যুগোপযোগী করে তোলে। অতএব, আইনের উৎস হিসেবে আইনসভার গুরুত্ব অপরিসীম।

উদ্দীপকের আরিফ এমন এক পরিষদের সদস্য যেখানে আইন তৈরি করা হয়। এখানে স্পষ্টভাবে আইনের উৎস হিসেবে আইনসভাকে নির্দেশ করা হয়েছে। আর বর্তমান সময়ে আইনসভা আইনের প্রধানতম এবং একমাত্র উৎস হিসেবে বিবেচিত। একটি দেশে আইনসভা হলো জনপ্রতিনিধিদের সভাস্থল। এটি সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সম্মতিক্রমে যেকোনো নতুন আইন প্রণয়ন, প্রচলিত আইনের পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারে। আইনসভা সর্বদা জনমতের সাথে সম্মতি রেখে এসব কাজ পরিচালনা করে বিধায় এটি বর্তমান সময়ে আইনের প্রধান উৎস হিসেবে বিবেচিত।

পরিশেষে বলা যায়, আধুনিক কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে আইনসভা হলো জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান। আর তাই আইনের উৎস হিসেবে এর গুরুত্ব সর্বজনস্বীকৃত।

প্রশ্ন ▸ ০৩ 'ক' রাষ্ট্র এর প্রতিবেশী 'খ' রাষ্ট্র। 'ক' রাষ্ট্রের ২৮টি অঙ্গরাজ্য রয়েছে এবং তাদের নিজস্ব সরকার রয়েছে। অন্যদিকে, 'খ' দেশটিতে কোনো অঙ্গরাজ্য নেই। দেশটিতে একটিমাত্র কেন্দ্র থেকে প্রশাসন পরিচালনা করা হয়।

ক. কল্যাণমূলক রাষ্ট্র কাকে বলে? ১

খ. একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের 'খ' দেশটিতে কোন ধরনের সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে 'ক' রাষ্ট্রের প্রশাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে দক্ষ নেতৃত্ব গড়ে উঠে। তুমি কি একমত? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[দি. বো. ২০২৫]

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে রাষ্ট্র জনগণের দৈনন্দিন ন্যূনতম চাহিদা পূরণসহ সর্বোচ্চ ও সার্বিক কল্যাণের প্রচেষ্টা চালায় তাকে কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বলে।

খ যে রাষ্ট্রব্যবস্থায় শাসকের আদেশই আইন তাকেই এক নায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

একনায়কতন্ত্র এক ধরনের স্বেচ্ছাচারী শাসনব্যবস্থা। এতে রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত না থেকে একজন স্বেচ্ছাচারী শাসক বা দল বা শ্রেণির হাতে ন্যস্ত থাকে। এতে নেতাই দলের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। আর তিনি একনায়ক বা ডিকটেটর। এক জাতি, এক দেশ, এক নেতা একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আদর্শ।

গ উদ্দীপকের 'খ' দেশটিতে এককেন্দ্রিক সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান।

যে শাসনব্যবস্থায় সরকারের সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে এবং কেন্দ্র থেকে দেশের শাসন পরিচালিত হয়, তাকে এককেন্দ্রিক সরকার বলে। এতে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন করা হয় না। এ সরকারব্যবস্থায় আঞ্চলিক সরকারের কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। রাষ্ট্রে বিভিন্ন প্রদেশ বা প্রশাসনিক অঞ্চল থাকতে পারে। তবে তারা কেন্দ্রের প্রতিনিধি বা সহায়ক হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশ, জাপান, যুক্তরাজ্য প্রভৃতি দেশে এককেন্দ্রিক সরকার প্রচলিত আছে।

উদ্দীপকের 'খ' দেশটিতে কোনো অঙ্গরাজ্য নেই। দেশটিতে একটিমাত্র কেন্দ্র থেকে প্রশাসন পরিচালনা করা হয়। এরূপ বর্ণনায় এককেন্দ্রিক সরকারের প্রতিরূপ প্রকাশ পায়। কেননা এককেন্দ্রিক সরকারে সকল ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। আর এটি ছোট রাষ্ট্রের জন্য উপযোগী বিধায় এতে কোনো অঙ্গরাজ্য থাকে না।

ঘ উদ্দীপকে 'ক' রাষ্ট্রের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থাকে তুলে ধরা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে দক্ষ নেতৃত্ব গড়ে উঠে। এ বক্তব্যের সাথে আমি একমত।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার এমন একটি শাসনব্যবস্থা, যেখানে একাধিক অঞ্চল বা প্রদেশ একটি সংবিধানের অধীনে যুক্ত হয়ে একটি কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করে। এ ব্যবস্থায় কেন্দ্র ও প্রদেশ উভয় স্তরের সরকারই নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা রাখে। এতে দ্বৈত শাসন কাঠামোর মাধ্যমে একদিকে যেমন জাতীয় ঐক্য বজায় থাকে, অন্যদিকে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যও নিশ্চিত হয়।

উদ্দীপকে 'ক' রাষ্ট্রের ২৮টি অঙ্গরাজ্য রয়েছে এবং তাদের নিজস্ব সরকার রয়েছে। এই প্রশাসনিক কাঠামো দক্ষ নেতৃত্ব গঠনে সহায়ক, কারণ এতে আঞ্চলিক সরকারসমূহ নিজ নিজ অঞ্চলের বাস্তবতা ও সমস্যা অনুধাবন করে উপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এতে নেতৃত্বের বিকাশ হয় স্থানীয় পর্যায় থেকেই। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় স্বার্থে নীতিনির্ধারণে মনোযোগ দিতে পারে। স্থানীয় ও জাতীয় স্তরে জনগণের অংশগ্রহণ এবং রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পায়। দ্বৈত সরকার কাঠামোতে দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব ভাগ করে নেওয়ায় স্বেচ্ছাচারিতা রোধ হয় এবং জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব উপাদান দক্ষ, গণতান্ত্রিক ও দায়িত্বশীল নেতৃত্ব গঠনের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। ফলে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থা একটি দক্ষ প্রশাসন ও নেতৃত্ব গঠনের সহায়ক মডেল হিসেবে কাজ করে।

আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থায় তৃণমূল পর্যায়ের জনগণ রাজনীতিতে যুক্ত হওয়ার কারণে দক্ষ নেতৃত্বের বিকাশ সহজতর হয়।

প্রশ্ন ▶ ০৪ জনাব হালিম একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। তিনি সঠিক মাপে ক্রেতাদেরকে পণ্য প্রদান করেন এবং প্রতিবছর তাঁর এলাকায় গরিব ও অসহায় মানুষদেরকে খাদ্য ও বস্ত্র প্রদান করেন। তিনি সরকারকে নিয়মিত কর প্রদান করেন। অপরদিকে, জনাব আব্দুল্লাহ একটি কারখানার মালিক। উক্ত কারখানায় নারী ও পুরুষ একসাথে কাজ করেন। একই ধরনের কাজ করা সত্ত্বেও নারী শ্রমিকরা কম মজুরি পান। নারী শ্রমিকরা পুরুষ শ্রমিকদের সমান মজুরি দাবি করলে মালিক পক্ষ তা মেনে নেন।

ক. নাগরিকতা কাকে বলে? ১

খ. তথ্য অধিকার আইন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে নারী-পুরুষের সমান মজুরি পাওয়ার মধ্য দিয়ে কোন ধরনের অধিকার প্রতিষ্ঠা পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "জনাব হালিমের কাজের মাধ্যমে একজন সুনাগরিকের গুণাবলিসমূহ প্রতিফলিত হয়েছে।" উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

[দি. বো. ২০২৫]

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক নাগরিকরা রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে রাষ্ট্রের দেয়া যে মর্যাদা লাভ করে তাকে নাগরিকতা বলে।

খ আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হতে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকারসংক্রান্ত আইনকে তথ্য অধিকার আইন বলে।

জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য ২০০৯ সালের ৫ এপ্রিল রাষ্ট্রপতির সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক তথ্য অধিকার বিষয়ক আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়। এ আইনটি চালু হওয়ার পূর্বে যেসব তথ্য গোপন ছিল, এখন জনগণ তা জেনে নিজেদের অধিকার ভোগ করতে পারছে।

গ উদ্দীপকে নারী-পুরুষের সমান মজুরি পাওয়ার মধ্যে অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

অধিকার হলো সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত কতকগুলো সুযোগ-সুবিধা, যা ভোগের মাধ্যমে নাগরিকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। অধিকার ব্যতীত মানুষ তার ব্যক্তিত্বকে উপলব্ধি করতে পারে না। অধিকারের মূল লক্ষ্য ব্যক্তির সর্বজনীন কল্যাণ সাধন। অনেকগুলো অধিকারের মধ্যে একটি হলো অর্থনৈতিক অধিকার। অর্থনৈতিক অধিকার নাগরিকের আর্থিক জীবনের সাথে জড়িত। জীবনধারণ করা এবং জীবনকে উন্নত ও এগিয়ে নেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপ্রদত্ত অধিকারকে অর্থনৈতিক অধিকার বলে। যেমন- যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করার অধিকার, ন্যায্য মজুরি লাভের অধিকার, অবকাশ লাভের অধিকার, শ্রমিকসংঘ গঠনের অধিকার।

উদ্দীপকে জনাব আব্দুল্লাহর কারখানায় নারী ও পুরুষ একসাথে কাজ করেন। একই ধরনের কাজ করা সত্ত্বেও নারী শ্রমিকরা কম মজুরি পান। নারী শ্রমিকরা পুরুষ শ্রমিকদের সমান মজুরি দাবি করলে মালিক পক্ষ তা মেনে নেন। এরূপ বর্ণনায় অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

ঘ "জনাব হালিমের কাজের মাধ্যমে একজন সুনাগরিকের গুণাবলিসমূহ প্রতিফলিত হয়েছে।" উক্তিটি যথার্থ।

সুনাগরিক হলেন সেই ব্যক্তি যিনি বুদ্ধি, বিবেক ও আত্মসংযমের গুণে ভূষিত হয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। বুদ্ধির মাধ্যমে তিনি সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধান করেন, বিবেকের দ্বারা ন্যায়-অন্যায় বিচার করেন এবং আত্মসংযমের মাধ্যমে ব্যক্তিস্বার্থ ত্যাগ করে বৃহত্তর কল্যাণে কাজ করেন। সুনাগরিক রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালনের পাশাপাশি মানবিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজসেবায় এগিয়ে আসেন।

উদ্দীপকের জনাব হালিমের কর্মধারা একজন সুনাগরিকের প্রকৃত প্রতিফলন। তিনি ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হতে তার পরিশ্রম ও বুদ্ধির ব্যবহার করেছেন। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে সততা বজায় রেখে সঠিক মাপে পণ্য বিক্রি করেন, যা তাঁর বিবেক ও ন্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনোভাবের পরিচায়ক। প্রতিবছর তিনি গরিব ও অসহায় মানুষদের খাদ্য ও বস্ত্র দিয়ে সহমর্মিতার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, তা তাঁর আত্মসংযম ও বৃহত্তর স্বার্থে কাজ করার মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ। তদুপরি, নিয়মিত কর প্রদান করে তিনি রাষ্ট্রের প্রতি নিজের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন। এসব কাজের মাধ্যমে জনাব হালিম শুধু একজন সফল ব্যবসায়ীই নন, বরং একজন আদর্শ সুনাগরিকের চিত্রও আমাদের সামনে তুলে ধরেন।

আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, জনাব হালিমের কর্মকাণ্ডে সুনাগরিকের তিনটি মূল গুণ-বুদ্ধি, বিবেক ও আত্মসংযম-স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং এটি স্পষ্ট হয়, "জনাব হালিমের কাজের মাধ্যমে একজন সুনাগরিকের গুণাবলিসমূহ প্রতিফলিত হয়েছে।"

প্রশ্ন ▶ ০৫ 'ক' রাষ্ট্রের পরিচালনার দলিলের কোনো লিখিতরূপ নেই। বরং ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠেছে। দেশটিতে কোনো সমস্যা দেখা দিলে তা প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সমাধান করা হয়। অন্যদিকে, 'খ' রাষ্ট্রের পরিচালনার নীতিমালা লিখিত আকারে আইন পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয়। উক্ত নীতিমালা অনুসরণ করে সমস্যার সমাধান করা হয়।

ক. সংবিধান কী? ১

খ. সংবিধানকে কেন রাষ্ট্রের চালিকা শক্তি বলা হয়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. 'ক' রাষ্ট্রের সংবিধান কোন পদ্ধতিতে প্রণীত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'খ' রাষ্ট্রের নীতিমালাসমূহ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সফলতার পূর্বশর্ত– উক্তটি বিশ্লেষণ কর। ৪

[দি. বো. ২০২৫]

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংবিধান হলো সেসব নিয়মকানুনের সমষ্টি যার মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়।

খ সংবিধান হলো রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক দলিল। যেসব নিয়মের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়, তাকে সংবিধান বলে।

সরকার কীভাবে নির্বাচিত হবে, আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ কীভাবে গঠিত হবে, এদের গঠন ও ক্ষমতা কী হবে, জনগণ রাষ্ট্রপ্রদত্ত কী কী অধিকার ভোগ করবে এবং জনগণ ও সরকারের সম্পর্ক কেমন হবে– এসব বিষয় সংবিধানে উল্লেখ থাকে। এসব বিষয়ে সংবিধানের পরিপন্থি কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। তাই সংবিধান হলো রাষ্ট্রের চালিকাশক্তি।

গ 'ক' রাষ্ট্রের সংবিধান ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে প্রণীত।

সংবিধান রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক দলিল রূপে রাষ্ট্র পরিচালনায় মুখ্য ভূমিকা পালন করে। একটি সংবিধান সেদেশের প্রকৃতি কেমন তার বাস্তব রূপ। তাই দেশভেদে সংবিধান নানারকম উপায়ে বা পদ্ধতিতে গঠিত হয়েছে। কোনো দেশের সংবিধান গড়ে উঠেছে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে, আবার কোনো দেশের সংবিধান গড়ে উঠেছে বিপ্লবের দ্বারা বা ক্রমবিবর্তনের দ্বারা। তবে সংবিধান যে উপায়েই গড়ে উঠুক তা রাষ্ট্রের জন্য কল্যাণকর।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, 'ক' রাষ্ট্রের পরিচালনার দলিলের কোনো লিখিতরূপ নেই। বরং ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠেছে। দেশটিতে কোনো সমস্যা দেখা দিলে তা প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সমাধান করা হয়। এরূপ বর্ণনায় সংবিধান প্রণয়নের ক্রমবিবর্তন পদ্ধতির রূপ প্রকাশ পেয়েছে। কেননা, একটি দেশে প্রচলিত লোকাচার ও প্রথার ভিত্তিতে গড়ে উঠে এ ধরনের সংবিধান। এক্ষেত্রে সংবিধান কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণয়ন করা হয় না, ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। এরূপ পদ্ধতিতে ব্রিটিশ সংবিধান গড়ে উঠেছে।

ঘ 'খ' রাষ্ট্রের নীতিমালাসমূহ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সফলতার পূর্বশর্ত– লিখিত সংবিধানের ক্ষেত্রে উক্তিটি যথার্থ।

লিখিত সংবিধান হলো একটি রাষ্ট্রের মৌলিক আইনসমষ্টি, যা সুস্পষ্টভাবে লিখিত আকারে লিপিবদ্ধ থাকে। এতে সরকারের গঠন, শাসনব্যবস্থা, শাসকের ক্ষমতা, নাগরিকের অধিকার এবং রাষ্ট্রের মৌলিক নীতিমালা নির্ধারণ করা হয়। লিখিত সংবিধান সহজে পাঠযোগ্য ও ব্যাখ্যাযোগ্য হওয়ায় জনগণ তাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হতে পারে। একই সঙ্গে শাসকরাও নিজেদের ক্ষমতার সীমা বুঝে চলতে বাধ্য হয়।

উদ্দীপকের 'খ' রাষ্ট্রের সংবিধানটি একটি লিখিত সংবিধান। আর যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থা অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতার বিভাজনের জন্য একটি সুসংগঠিত ও লিখিত সংবিধান অপরিহার্য। কারণ এতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে কোন স্তরের সরকার কী দায়িত্ব পালন করবে। যদি সংবিধান লিখিত না হয়, তবে ক্ষমতার সীমা নির্ধারণে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হতে পারে। যেমন, ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের বিষয়টি সংবিধানে নির্দিষ্টভাবে বলা আছে। ফলে উভয় সরকার নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত থাকে এবং সংঘাত এড়ানো সম্ভব হয়। উপরন্তু, লিখিত সংবিধান পরিবর্তন সহজ নয় বলে এটি একটি স্থিতিশীল কাঠামো প্রদান করে, যা রাষ্ট্র পরিচালনায় ধারাবাহিকতা রক্ষা করে।

তাই বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সুষ্ঠু বিকাশ ও সাফল্যের জন্য লিখিত সংবিধান একটি অপরিহার্য ভিত্তি।

প্রশ্ন ▸ ০৬

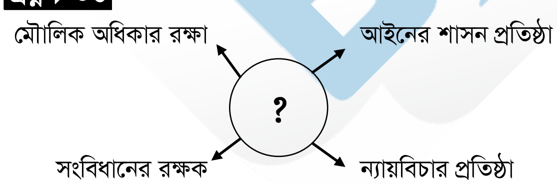

ক. সচিবালয় কী? ১

খ. আইনসভা কীভাবে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের প্রশ্নবোধক '?' চিহ্নিত স্থান বাংলাদেশ সরকারের কোন বিভাগকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে নির্দেশিত বিষয়টি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।" বিশ্লেষণ কর। ৪

[দি. বো. ২০২৫]

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে স্থানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়গুলো অবস্থিত তাই সচিবালয় নামে পরিচিত।

খ বাংলাদেশের আইনসভা শাসন বিভাগের কাজের তদারকি করে উক্ত বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে।

শাসন বিভাগের প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সদস্যগণ সংসদের নিকট দায়ী থাকেন। কোনো কারণে সংসদ প্রধানমন্ত্রীর প্রতি অনাস্থা আনলে মন্ত্রিসভা ভেঙে যায়। মুলতুবি প্রস্তাব, নিন্দা প্রস্তাব, অনাস্থা প্রস্তাব, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, সংসদীয় বিভিন্ন কমিটি ও সংসদের সাধারণ আলোচনার মাধ্যমে জাতীয় সংসদ অর্থাৎ আইনসভা শাসন বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে।

গ উদ্দীপকের প্রশ্নবোধক '?' চিহ্নিত স্থান বাংলাদেশ সরকারের বিচার বিভাগকে নির্দেশ করে।

বাংলাদেশ সরকারের তিনটি বিভাগ রয়েছে। আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ। এর মধ্যে আইন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত বিধান দ্বারা বিচার কাজ করে থাকে বিচার বিভাগ। আইনসভা কর্তৃক বিধানকৃত নীতিসমূহ বাস্তবায়নের দ্বারা আইনের অনুশাসন ও দেশের সংবিধানকে অক্ষুণ্ন রাখা বিচার বিভাগের কাজ।

উদ্দীপকের প্রশ্নবোধক '?' চিহ্নিত স্থান বাংলাদেশ সরকারের বিচার বিভাগকে তুলে ধরা হয়েছে। কেননা বিচার বিভাগ জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। বিচার বিভাগ সংবিধানের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করে সংবিধানের রক্ষক হিসেবে ভূমিকা পালন করে। রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে আইনের শাসন নিশ্চিত করে গণতন্ত্রের স্বরূপ সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও বিচার বিভাগের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোনো ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান ও নিরপরাধীকে মুক্তি দেওয়ার মাধ্যমে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব বিচার বিভাগের ওপর ন্যস্ত। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে বিচার বিভাগকে উপস্থাপন করা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে নির্দেশিত বিষয়টি তথা বিচার বিভাগ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।" উক্তিটি যথার্থ।

বাংলাদেশের বিচার বিভাগ হলো রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, যা সংবিধান ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় কাজ করে। এটি প্রধানত দুটি বিভাগ নিয়ে গঠিত-আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ– যা সুপ্রিমকোর্টের অধীনে পরিচালিত হয়। বিচার বিভাগ স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করার সাংবিধানিক ক্ষমতা রাখে এবং নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ন্যায়বিচার নিশ্চিত করাই এর প্রধান লক্ষ্য, যা আইনের শাসনের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে।

উদ্দীপকে নির্দেশিত বিচার বিভাগ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, কারণ এটি সংবিধান, মৌলিক অধিকার এবং আইনের সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করে। আপিল বিভাগ হাইকোর্টের রায় পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত রায় দেয়, রাষ্ট্রপতিকে আইনের ব্যাখ্যা বিষয়ে পরামর্শ দেয় এবং ন্যায়বিচারের স্বার্থে প্রয়োজনীয় আদেশ জারি করতে পারে। অপরদিকে, হাইকোর্ট বিভাগ মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করে, সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত মামলার মীমাংসা করে এবং অধস্তন আদালতের কার্যক্রম তদারকি করে। এভাবে সুপ্রিমকোর্টের দুই বিভাগ সম্মিলিতভাবে আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় নিরলসভাবে কাজ করে।

আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, রাষ্ট্রের নাগরিকদের ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণে বিচার বিভাগের এই ভূমিকা গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে।

প্রশ্ন ▸ ০৭ আয়েশা এ বছর এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। তার ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ায় একটি সরকারি সংস্থা থেকে জাতীয় পরিচয়পত্র লাভ করে। সংস্থাটি নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ করে থাকে। অপরদিকে, জনাব জামাল একটি সংগঠনের নেতা। তিনি জনগণের সমর্থন আদায়ের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা করেন। জাতীয় নির্বাচনে তাঁর দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সরকার গঠন করে।

ক. নির্বাচন কী? ১

খ. 'এক ব্যক্তি এক ভোট' পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'আয়েশা' কোন সংস্থা থেকে জাতীয় পরিচয়পত্র লাভ করে? তার কার্যাবলি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'গণতন্ত্রের বিকাশে জনাব জামালের সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।' বিশ্লেষণ কর। ৪

[দি. বো. ২০২৫]

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিভিন্ন পর্যায়ে প্রতিনিধি বাছাইয়ের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াই নির্বাচন।

খ নির্বাচন পদ্ধতির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হচ্ছে– 'এক ব্যক্তি, এক ভোট' পদ্ধতি।

'এক ব্যক্তি, এক ভোট' বর্তমানে সর্বত্র গৃহীত নীতি। এ পদ্ধতিতে একটি আসনের জন্য যেকোনো সংখ্যক প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন। একজন ভোটার কেবল তার পছন্দের প্রার্থীকে একটি ভোট দিবেন। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে, যিনি বেশি ভোট পাবেন তিনি নির্বাচিত হবেন। অর্থাৎ 'এক ব্যক্তি, এক ভোট' বলতে একজন ব্যক্তির একটিমাত্র ভোটপ্রদানকেই বোঝায়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত 'আয়েশা' নির্বাচন কমিশন থেকে জাতীয় পরিচয়পত্র লাভ করে।

সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনব্যবস্থা গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ। আর এ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব থাকে নির্বাচন কমিশনের ওপর। নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করতে কমিশন নানারকম কর্মসূচি প্রণয়ন করে থাকে। এর মাধ্যমে মূলত তারা গণতন্ত্রকে সুসংহত করার পথ তৈরি করে দেয়।

উদ্দীপকের আয়েশা এ বছর এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। তার ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ায় একটি সরকারি সংস্থা থেকে জাতীয় পরিচয়পত্র লাভ করে। সংস্থাটি নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ করে থাকে। এরূপ বর্ণনায় নির্বাচন কমিশনের স্বরূপ প্রকাশ পায়। নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব হলো নির্বাচনের উপর জনগণের আস্থা অর্জনের জন্য নির্বাচন পরিচালনা, ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণ, ভোটারদের পরিচয়পত্র প্রদান, আইনকর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য সকল নির্বাচন পরিচালনা ও আনুষঙ্গিক কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা। নির্বাচনে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র বাছাইকরণ, দল সম্পর্কিত নীতিমালা ও নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজও নির্বাচন কমিশন করে থাকে। নির্বাচন কমিশনের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ করা। এছাড়াও নির্বাচনি আইন তৈরি করে নির্বাচন কমিশন প্রার্থীদের দুর্নীতির পথকে বন্ধ করে দেয়। এ কারণে নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়ে থাকে।

ঘ জনাব জামাল একজন রাজনৈতিক দলের নেতা। 'গণতন্ত্রের বিকাশে জনাব জামালের সংগঠন তথা রাজনৈতিক দল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।' উক্তিটি যথার্থ।

রাজনৈতিক দল নির্দিষ্ট আদর্শকে সামনে রেখে নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের মধ্য দিয়ে বৃহত্তর সংগঠন তথা রাষ্ট্রের ক্ষমতা লাভের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে থাকে। অর্থাৎ প্রতিটি রাজনৈতিক দলের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এরা কতকগুলো নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে সংগঠিত জনসমষ্টি যারা নিয়মতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা লাভ করতে চায়। একইভাবে ক্ষমতা লাভের লক্ষ্যে প্রতিটি দলের পৃথক ও সুনির্দিষ্ট আদর্শ ও কর্মসূচি থাকে।

উদ্দীপকে জনাব জামাল একটি সংগঠনের নেতা। তিনি জনগণের সমর্থন আদায়ের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা করেন। জাতীয় নির্বাচনে তাঁর দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সরকার গঠন করে। এরূপ তথ্য দ্বারা রাজনৈতিক দলকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক বিকাশে রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব অত্যধিক। কারণ, গণতন্ত্র মানেই হচ্ছে রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি। গণতন্ত্র বলতে এমন একটি সরকারব্যবস্থা বোঝায় যেখানে জনগণ তাদের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে সরকার নির্বাচিত করে এবং জনগণের আস্থার উপর সরকার টিকে থাকে। তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব অপরিসীম। রাজনৈতিক দলই জনগণের মতামতকে সুসংগঠিত করে এবং জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটায়। যেহেতু জনগণের আস্থার উপর সরকার টিকে থাকে তাই রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে এর প্রতিযোগিতা চলে।

আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক আদর্শের বিকাশে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা অনন্য।

প্রশ্ন ▸ ০৮ জনাব আশিকের প্রতিষ্ঠানটি ৯ জন সাধারণ সদস্য ৩ জন মহিলা সদস্য নিয়ে গঠিত। অন্যদিকে, জনাব সিকান্দার অন্য আরেকটি প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। উক্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩৩০ টি। প্রতিষ্ঠানটি সরকারি বরাদ্দ ছাড়াও অন্য উৎস থেকে আয় করে।

ক. স্থানীয় সরকার কী? ১

খ. গ্রাম আদালত বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে জনাব আশিক কোন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'শহর এলাকার সমস্যার সমাধান ও উন্নয়নে সিকান্দারের প্রতিষ্ঠানটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে'– বিশ্লেষণ কর। ৪

[দি. বো. ২০২৫]

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমগ্র রাষ্ট্রকে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত করে ক্ষুদ্রতর পরিসরে প্রতিষ্ঠিত সরকারব্যবস্থাই স্থানীয় সরকার।

খ বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থার সর্বনিম্ন আদালত হলো গ্রাম আদালত।

গ্রাম আদালত ইউনিয়ন পর্যায়ে অবস্থিত। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও বিবাদমান দুই গ্রুপের দুইজন করে মোট পাঁচজন সদস্য নিয়ে গ্রাম আদালত গঠিত হয়। যেসব মামলা স্থানীয় পর্যায়ে বিচার করা সম্ভব, মূলত সেগুলোর বিচার এখানে করা হয়। ছোটখাটো ফৌজদারি মামলার বিচারও এ আদালতে করা হয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকে জনাব আশিক ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধিত্ব করেন।

স্থানীয় সরকারের অনুরূপ তা হলো ইউনিয়ন পরিষদ। ইউনিয়ন পরিষদ বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর সর্বনিম্ন পর্যায় অর্থাৎ, তৃণমূলে অবস্থিত। গড়ে ১০-১৫টি গ্রাম নিয়ে ৯টি ওয়ার্ডের সমন্বয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়। একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যান, ৯টি ওয়ার্ডে ৯ জন নির্বাচিত সদস্য ও প্রতি ৩ আসনের বিপরীতে ১ জন করে মোট ৩ জন সংরক্ষিত নারী সদস্য নিয়ে এ পরিষদ গঠিত হয়ে থাকে।

উদ্দীপকের জনাব আশিকের প্রতিষ্ঠানটি ৯ জন সাধারণ সদস্য ৩ জন মহিলা সদস্য নিয়ে গঠিত। এরূপ তথ্যগুলো স্পষ্টভাবে ইউনিয়ন পরিষদকে উপস্থাপন করে। কেননা, জনাব আশিকের প্রতিষ্ঠানটি তথা ইউনিয়ন পরিষদ একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যান, ৯ জন নির্বাচিত সদস্য ও ৩ জন সংরক্ষিত নারী সদস্য নিয়ে গঠিত হয়।

ঘ 'শহর এলাকার সমস্যার সমাধান ও উন্নয়নে সিকান্দারের প্রতিষ্ঠানটি তথা পৌরসভা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে'– উক্তিটি যথার্থ।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের গুরুত্বপূর্ণ একটি ইউনিট হলো পৌরসভা। পৌরসভা শহরের জনগণের স্থানীয় সমস্যার সমাধান এবং উন্নয়নমূলক কাজের দায়িত্ব পালন করে। এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে পৌরসভাকে বেশকিছু কাজ করতে হয়। সারা বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ ৩৩০টি শহর এলাকায় পৌরসভা গড়ে উঠেছে। স্থানীয় জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধি শহরের মানুষের জীবন মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ সব কাজ করে থাকে।

উদ্দীপকের জনাব সিকান্দার একটি প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। উক্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩৩০ টি। প্রতিষ্ঠানটি সরকারি বরাদ্দ ছাড়াও অন্য উৎস থেকে আয় করে। এরূপ বর্ণনায় পৌরসভার চিত্র ফুটে ওঠে। পৌরসভা এলাকার উন্নয়নে নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন– পৌর এলাকায় শিক্ষা বিস্তারের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য অনুদান প্রদান, হোস্টেল নির্মাণ, মেধাবী ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান, বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র ও নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন, পাঠাগার স্থাপন করা ইত্যাদি কাজ করে। পৌরসভা শহরের জনস্বাস্থ্য রক্ষামূলক কার্যাদি সম্পন্ন করে; অনাথ ও দুঃস্থদের জন্য এতিমখানা ও আশ্রম নির্মাণ করে; জনগণের জন্য নিরাপদ পানির ব্যবস্থা এবং আবদ্ধ পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করে; অপরাধমূলক ও বিপজ্জনক খেলা ও পেশা নিয়ন্ত্রণ করে ইত্যাদি।

আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, শহর এলাকার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে পৌরসভা এলাকার পরিবেশ ও জনগণের জীবনমান উন্নতি কল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ০৯ জনাব ওমর একজন NGO কর্মী। পুত্র সন্তানের আশায় তার স্ত্রী চারটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেয়। মেয়েদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে তাদেরকে অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে দেন। অপরদিকে, জনাব ফরহাদ পরিবারের সদস্যদের খাদ্যের চাহিদা পূরণের জন্য মুরগি ও কবুতর পালন করে এবং বিভিন্ন রকমের সবজি চাষ করে। এলাকার মানুষ তার কাছ থেকে ফরমালিন মুক্ত সব্জি ক্রয় করে।

ক. পরিবেশগত দুর্যোগ কাকে বলে? ১

খ. সম্পূর্ণ সাক্ষরতা আন্দোলন কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব ওমরের মনমানসিকতার সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কোন কারণটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর ফরহাদ সাহেবের নেয়া পদক্ষেপ খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[দি. বো. ২০২৫]

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক পরিবেশের স্বাভাবিক অবস্থা নষ্ট হয়ে যে বিরূপ অবস্থা বিরাজ করে, সে অবস্থাকে পরিবেশগত দুর্যোগ বলে।

খ বাংলাদেশের নিরক্ষর সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে গৃহীত একটি সরকারি পদক্ষেপ হলো সম্পূর্ণ সাক্ষরতা আন্দোলন।

সরকারের প্রাথমিক এবং গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ১৯৯৭ সালে 'সম্পূর্ণ সাক্ষরতা আন্দোলন' (Total Literacy Movement) শুরু করে। সম্পূর্ণ সাক্ষরতা আন্দোলনের মাধ্যমে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০১৪ সালের মধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করার রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

গ জনাব ওমরের মনমানসিকতার সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধির দারিদ্র্য ও আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা এবং বাল্যবিবাহ কারণটি ফুটে উঠেছে।

আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ দরিদ্র। দরিদ্র মানুষের জীবনের মানও কম। তাই দারিদ্র্য ও আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তার জন্য অধিকতর আয়ের প্রত্যাশায় দরিদ্র মানুষ অধিক সন্তান জন্মদান করে থাকে। এছাড়া কেউ কেউ মনে করেন যে, পুত্র সন্তান বৃদ্ধ পিতামাতাকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দিতে সক্ষম। অধিক নিরাপত্তার আশায় তাঁরা একাধিক পুত্র সন্তান কামনা করেন। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এরপর কন্যা সন্তানগুলোর নিরাপত্তার কথা ভেবে দ্রুত বিয়ে দেয় যা বাল্য বিবাহকে নির্দেশ করে। এই বাল্য বিবাহ জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম আরেকটি কারণ।

উদ্দীপকের জনাব ওমর একজন NGO কর্মী। পুত্র সন্তানের আশায় তার স্ত্রী চারটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেয়। মেয়েদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে তাদেরকে অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে দেন। জনাব ওমরের এরূপ মানসিকতা জনসংখ্যা বৃদ্ধির দারিদ্র্য ও সামাজিক নিরাপত্তা এবং বাল্য বিবাহকে নির্দেশ করে।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি, ফরহাদ সাহেবের নেয়া পদক্ষেপ খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

খাদ্য নিরাপত্তা বলতে বোঝায়, সকল মানুষের জন্য সব সময় পর্যাপ্ত, নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য পাওয়ার সুযোগ ও সক্ষমতা নিশ্চিত করা। এটি শুধু খাদ্য উৎপাদনের বিষয় নয়, বরং খাদ্য বণ্টন, প্রাপ্যতা, অর্থনৈতিক সামর্থ্য ও স্বাস্থ্যকর খাদ্যের ওপর নির্ভর করে। দারিদ্র্য, দুর্যোগ, খাদ্যে ভেজাল, বাজার ব্যবস্থার অসংগতি ও কৃষিতে সীমিত সহায়তা খাদ্য নিরাপত্তার প্রধান প্রতিবন্ধক। এই সমস্যা মোকাবিলায় প্রয়োজন একটি কার্যকর খাদ্যনীতি, উৎপাদন বৃদ্ধির পদক্ষেপ ও সচেতনতা।

উদ্দীপকের জনাব ফরহাদের গৃহীত পদক্ষেপ খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে বাস্তব উদাহরণ হয়ে উঠেছে। তিনি মুরগি ও কবুতর পালন করে নিজ পরিবারে প্রাণিজ প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করছেন। পাশাপাশি নিজে সবজি চাষ করে কেবল নিজের পরিবারের জন্য নয়, এলাকার মানুষকেও নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ করছেন। তার উৎপাদিত ফরমালিনমুক্ত সবজি স্থানীয় বাজারে বিক্রি হওয়ায় জনস্বাস্থ্য রক্ষা পাচ্ছে এবং খাদ্যে ভেজালের বিরুদ্ধে একটি ইতিবাচক দৃষ্টান্ত তৈরি হয়েছে। তার উদ্যোগ শুধু তার পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তাই নিশ্চিত করছে না, বরং সমাজের অন্যান্য সদস্যদেরও নিরাপদ খাদ্য পাওয়ার সুযোগ তৈরি করছে। তার মতো ছোট পরিসরে উদ্যোগ নেওয়া মানুষগুলো যদি প্রয়োজনীয় সহায়তা পায়, তবে জাতীয় পর্যায়েও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

আলোচনার শেষে তাই বলা যায়, সকলের জন্য নিরাপদ খাদ্য খাদ্য নিরাপত্তার স্লোগান হলে জনাব ফরহাদের গৃহীত পদক্ষেপ কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

প্রশ্ন ▶ ১০ ছক-১

দল	প্রাপ্ত আসন
A	০৯
B	২২৩

ছক-২

দল	প্রাপ্ত আসন
X	১৬৭
Y	৮৮

ক. ভাষা আন্দোলন কী? ১

খ. অসহযোগ আন্দোলন বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ছক-১ দ্বারা পাকিস্তান আমলের কোন নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ছক-২ এর নির্বাচনি ফলাফল বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে ত্বরান্বিত করে। উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

[দি. বো. ২০২৫]

১০নং প্রশ্নের উত্তর

বি.দ্র. : ২০২৫ সালে প্রদত্ত পাঠ্যবই বহির্ভূত উদ্দীপক ও প্রশ্ন।

প্রশ্ন ▶ ১১ 'M' সংস্থাটির প্রথম সম্মেলন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়, যার সদর দপ্তর কাঠমুন্ডুতে। সংস্থাটির বর্তমান সদস্য সংখ্যা-৮। অপরদিকে, "K" নামক সংস্থাটির প্রথম সম্মেলন শুরু হয় মরক্কোর রাজধানী রাবাতে। যার সদর দপ্তর সৌদি আরবের জেদ্দায়। এর সদস্য সংখ্যা-৫৭।

ক. জাতিসংঘের প্রশাসনিক বিভাগ কোনটি? ১

খ. কমনওয়েলথ গঠনের উদ্দেশ্য কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের 'M' সংস্থাটির সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন সংস্থার সাথে মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের "K" সংস্থার সাথে বাংলাদেশের গভীর সম্পর্ক রয়েছে"। উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

[দি. বো. ২০২৫]

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতিসংঘের প্রশাসনিক বিভাগ হলো সাধারণ পরিষদ।

খ ব্রিটিশ শাসনমুক্ত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার এবং পারস্পরিক সহযোগিতার উদ্দেশ্যে কমনওয়েলথ গঠিত হয়।

একসময় প্রায় সারাবিশ্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। ভারতীয় উপমহাদেশও সে সময় ব্রিটিশ শাসনের অধীন ছিল। ব্রিটিশরা সে সময় দোর্দণ্ড প্রতাপে প্রায় সমগ্র পৃথিবীতে রাজত্ব করেছে। কিন্তু পরবর্তীতে শাসিত অঞ্চলগুলোতে জাতীয়তাবাদী চেতনার সৃষ্টি হয় এবং সেসব অঞ্চল বা দেশ একের পর এক স্বাধীন হতে থাকে। তখন ব্রিটেন ও এর শাসন থেকে মুক্ত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সম্পর্কের বন্ধন ধরে রাখার উদ্দেশ্যে কমনওয়েলথ গঠিত হয়।

গ উদ্দীপকের 'M' সংস্থাটির সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের সার্কের সাথে মিল রয়েছে।

পাশাপাশি ৮টি রাষ্ট্র মিলে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (South Asian Association for Regional Co-operation) বা SAARC গঠিত হয়। সদস্য রাষ্ট্রগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতি সাধনের লক্ষ্যে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলোর সমস্যা দূরীকরণ ও পারস্পরিক উন্নয়ন সাধনই এ সংস্থার উদ্দেশ্য। ১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ঐ বছরই ৮ ডিসেম্বর ঢাকায় সার্কের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু হয়। বাংলাদেশ, ভুটান, মালদ্বীপ, নেপাল, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তান সার্কের সদস্য রাষ্ট্র। এর সদর দপ্তর কাঠমুন্ডুতে অবস্থিত।

উদ্দীপকে 'M' সংস্থাটির প্রথম সম্মেলন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়, যার সদর দপ্তর কাঠমুন্ডুতে। সংস্থাটির বর্তমান সদস্য সংখ্যা-৮। এরূপ তথ্যগুলো স্পষ্টভাবে সার্ককে উপস্থাপন করে।

ঘ "উদ্দীপকের "K" সংস্থা তথা ওআইসির সাথে বাংলাদেশের গভীর সম্পর্ক রয়েছে"। মন্তব্যটি যথার্থ।

বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত OIC-এর দ্বিতীয় সম্মেলনে এর সদস্যপদ লাভ করে। সদস্যপদ লাভের মধ্য দিয়ে মুসলিম বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠে। শুরু থেকেই বাংলাদেশ ওআইসির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে আসছে।

উদ্দীপকের "K" নামক সংস্থাটির প্রথম সম্মেলন শুরু হয় মরক্কোর রাজধানী রাবাতে। যার সদর দপ্তর সৌদি আরবের জেদ্দায়। এর সদস্য সংখ্যা-৫৭। এসব তথ্য ওআইসিকে তুলে ধরে। ওআইসির সাথে বাংলাদেশেরও গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এ কারণে ওআইসির প্রতিটি প্রতিষ্ঠান, অঙ্গসংগঠন এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কমিটির সদস্য হিসেবে বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও ওআইসির প্রতিটি উদ্যোগে বাংলাদেশ সংহতি প্রকাশ, একাত্মতা ঘোষণা ও সহযোগিতা করেছে। আবার, বাংলাদেশ ওআইসি-এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহের দ্বারা বিভিন্ন সহযোগিতাও পেয়েছে। সংস্থাভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সহযোগিতার সম্পর্কে আবদ্ধ থেকে তেল সমৃদ্ধ মুসলিম দেশগুলোতে বাংলাদেশের বিশাল জনশক্তি রপ্তানির দ্বারা বাংলাদেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে। অর্থনৈতিক সহযোগিতা ছাড়াও শিক্ষা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ওআইসির সদস্য রাষ্ট্রের সহযোগিতা লাভ করে আসছে। প্রতিবছর বাংলাদেশের বহুসংখ্যক লোক হজ করার জন্য সৌদি আরব যায়। তাছাড়া বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এবং পুরাতন মসজিদ সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ ওআইসির কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা পায়। গাজীপুরে অবস্থিত ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি ওআইসির আর্থিক সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হচ্ছে। বস্তুত বাংলাদেশ ওআইসির সদস্য হওয়ার পর থেকে এর নীতি ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনায় প্রমাণিত হয় উদ্দীপকে বর্ণিত "K" সংস্থাটি অর্থাৎ ওআইসির সাথে বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান।

ময়মনসিংহ বোর্ড–২০২৫

পৌরনীতি ও নাগরিকতা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড : 1 4 0

সময় : ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান : ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. **কোন ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থায় একটিমাত্র রাজনৈতিক দল থাকে?**
ক পুঁজিবাদী খ নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে
গ সমাজতান্ত্রিক ঘ এককেন্দ্রিক

২. **সংসদীয় সরকারের ত্রুটি কোনটি?**
ক দলীয় স্বেচ্ছাচারিতা সৃষ্টি
খ সমালোচনা করার সুযোগ কম
গ অনমনীয় শাসন
ঘ বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সুসম্পর্কের অভাব

৩. **নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র রয়েছে কোন রাষ্ট্রে?**
ক যুক্তরাজ্যে খ সৌদি আরবে গ কিউবায় ঘ জাপান

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ থেকে ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
'ক' রাষ্ট্রের জনগণ তাদের পূর্বসূরীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন রীতিনীতিগুলো অনুসরণ করে যাচ্ছে। এই রীতিনীতিগুলো সমষ্টিবদ্ধ করেই তাদের সংবিধান গড়ে ওঠে। কিন্তু বাংলাদেশের সংবিধানটি গণপরিষদের সদস্যদের আলাপ-আলোচনা ও ভোটাভুটির মাধ্যমে প্রণীত হয়।

৪. **'ক' রাষ্ট্রের সংবিধানটি কোন পদ্ধতিতে প্রণয়ন করা হয়?**
ক বিপ্লবের দ্বারা খ ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে
গ অনুমোদনের মাধ্যমে ঘ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে

৫. **বাংলাদেশে যে পদ্ধতিতে সংবিধান প্রণয়ন করা হয়, সেটি–**
i. আইনসভা কর্তৃক পাশ করতে হয়।
ii. স্বৈরাচার শাসকের পতনের মধ্য দিয়ে হয়।
iii. সাধারণত লিখিত প্রকৃতির হয়।
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬. **সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তিত হয় কোন সংশোধনীর মাধ্যমে?**
ক অষ্টম খ একাদশ গ দ্বাদশ ঘ পঞ্চদশ

৭. **বাংলাদেশে নিযুক্ত অন্য দেশের রাষ্ট্রদূতগণ পরিচয়পত্র প্রদান করেন কার নিকট?**
ক প্রধানমন্ত্রী খ পররাষ্ট্রমন্ত্রী গ প্রধান বিচারপতি ঘ রাষ্ট্রপতি

৮. **মনে কর বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিপরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা ৫০। এক্ষেত্রে সংসদ সদস্য নয় এমন কতজন ব্যক্তিকে মন্ত্রী নিযুক্ত করা যাবে?**
ক ৫ খ ১০ গ ২৫ ঘ ৫০

৯. **নির্বাচন কমিশন গঠিত হতে পারে—**
i. ৬ জনকে নিয়ে
ii. ৫ জনকে নিয়ে
iii. ৩ জনকে নিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১০. **ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণ পদাধিকার বলে কোন প্রতিষ্ঠানটির সদস্য হন?**
ক পৌরসভার খ উপজেলা পরিষদের
গ সিটি কর্পোরেশনের ঘ জেলা পরিষদের

১১. **বাংলাদেশে মোট কয়টি সিটি কর্পোরেশন রয়েছে?**
ক ৬ খ ৮ গ ১০ ঘ ১২

১২. **নাগরিকতা বিকাশে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা প্রকাশ পায়–**
i. জন্ম নিবন্ধন সার্টিফিকেট প্রদানের মাধ্যমে
ii. পল্লি আদালতে ছোট-খাট বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে
iii. নারীদের রাজনৈতিক অধিকার প্রদানের মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩. **২০১১ সালের আদম শুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কত ছিল?**
ক ১.৩০ খ ১.৩৭ গ ১.৪০ ঘ ১.৭০

১৪. **বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর প্রতিদিনের গৃহীত ক্যালরির শতকরা কত ভাগ শস্য হতে আসে?**
ক ৮০ খ ৭০ গ ৬০ ঘ ৫০

১৫. **ভারসাম্যপূর্ণ বনভূমির তুলনায় বাংলাদেশে বনভূমির পরিমাণ কত ভাগ কম রয়েছে?**
ক ২৫ খ ১৭ গ ৮ ঘ ৫

১৬. **পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানটি বাতিল হয় কত সালে?** [পাঠ্যবই বহির্ভূত প্রশ্ন]
ক ১৯৫৮ খ ১৯৫৯ গ ১৯৬০ ঘ ১৯৬৫

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৭ থেকে ১৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**

চিত্র-১

চিত্র-২

[পাঠ্যবই বহির্ভূত প্রশ্ন]

১৭. **চিত্র-১ এ বাংলাদেশের কোন ঐতিহাসিক ঘটনাটি ফোটে উঠেছে?**
ক ভাষা আন্দোলন খ ৬ দফা আন্দোলন
গ ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান ঘ মুক্তিযুদ্ধ

১৮. **২নং চিত্র দ্বারা বাংলাদেশের যে ঘটনা প্রকাশ পাচ্ছে তা হলো–**
i. সূর্য সন্তানদের বিজয়োল্লাস
ii. একটি স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন
iii. অর্জিত স্বাধীনতার উল্লাস
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৯. **ওআইসি'র সাথে বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলাফল কোনটি?**
ক আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি
খ সামরিক সহায়তা প্রাপ্তি
গ সকল প্রত্ন নিদর্শন সংরক্ষণে সহায়তা প্রাপ্তি
ঘ জনশক্তি রপ্তানির হার বৃদ্ধি

২০. **বাংলাদেশ সদস্য পদ পাওয়ায় যেখানে একটি সংস্থার মোট সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাবার কথা সেখানে অন্য একটি দেশের সদস্যপদ প্রত্যাহারের ফলে মোট সদস্য সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকে। সংস্থাটি কোনটি?**
ক কমনওয়েলথ খ জাতিসংঘ গ ওআইসি ঘ সার্ক

২১. **কত সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে?**
ক ১৯৭২ খ ১৯৭৪ গ ১৯৭৫ ঘ ১৯৮৫

২২. **পৌরনীতির আলোচ্য বিষয় কোনটি?**
ক ভূ-প্রকৃতি খ সামাজিকীকরণ গ মূল্যবোধ ঘ ব্যবসা-বাণিজ্য

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৩ থেকে ২৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
জনাব জহুর আলী বিবাহিত চারপুত্র ও তাদের সন্তানদের নিয়ে একই পরিবারে বসবাস করেন। পরিবারের কোনো সদস্যের সফলতায় সকলে একসাথে আনন্দ করে এবং উৎসাহ জোগায়। আবার কারো ব্যর্থতায় তাকে সান্ত্বনা দেয় এবং সাহস জোগায়।

২৩. **জনাব জহুর আলীর পরিবারটি কোন ধরনের পরিবার?**
ক একক খ একপত্নিক গ বর্ধিত ঘ যৌথ

২৪. **অনুচ্ছেদে উল্লিখিত কাজ পরিবারের সদস্যদের সহায়তা করে–**
i. উদার হতে ii. সহমর্মী হতে iii. সহনশীল হতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৫. **রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত ড. গার্নারের মতবাদ কোনটি?**
ক বিবর্তনমূলক খ সামাজিক চুক্তি
গ ঐশী ঘ বল প্রয়োগ

২৬. **ভিক্ষুকের ভিক্ষা লাভ কোন ধরনের নাগরিক অধিকার?**
ক সামাজিক খ নৈতিক গ রাজনৈতিক ঘ অর্থনৈতিক

২৭. **অনুরোধকৃত তথ্যের সাথে একাধিক তথ্য প্রদান ইউনিটের সংশ্লিষ্টতা থাকলে সর্বোচ্চ কত কার্যদিবসের মধ্যে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করতে হবে?**
ক ১০ খ ২০ গ ৩০ ঘ ৪৫

২৮. **ব্যক্তির স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার নিশ্চিতকরণে কোন আইনের প্রয়োগ হয়?**
ক ফৌজদারি খ প্রশাসনিক গ ব্যক্তি সম্পর্কিত ঘ দেওয়ানি

২৯. **সামাজিক স্বাধীনতার উদাহরণ কোনটি?**
ক ধর্মচর্চা করা খ জীবন রক্ষা করা
গ যোগ্যতা অনুযায়ী পেশাগ্রহণ ঘ পারিবারিক গোপনীয়তা রক্ষা করা

৩০. **মি. জাবেদ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে প্রার্থী হন। জনগণের ভোটে তিনি নির্বাচিত হন। এখানে কোন ধরনের সাম্যের প্রকাশ ঘটেছে?**
ক সামাজিক খ আইনগত গ ব্যক্তিগত ঘ রাজনৈতিক

☑ খালি ঘরগুলোতে পেন্সিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখ। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখ তোমার উত্তরগুলো সঠিক ছিল কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

ময়মনসিংহ বোর্ড–২০২৫

পৌরনীতি ও নাগরিকতা (সৃজনশীল প্রশ্ন)

বিষয় কোড : 1 4 0

সময়– ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। ছুটির দিনে রিফাত তার বাবার সাথে ঢাকা থেকে ফেণি যাওয়ার উদ্দেশ্যে ট্রেনে উঠে পড়েন। ট্রেনে অত্যধিক যাত্রীর ভিড় থাকায় বয়স্ক এক যাত্রী সিট না পেয়ে রিফাত এর সিটের পার্শ্বে দাঁড়ালে, রিফাত সিট থেকে উঠে বয়স্ক যাত্রীটিকে সিটে বসতে দিলেন। স্টেশনে নামার পর রিফাত তার বাবার সাথে পার্কে বেড়াতে যায় এবং সেখানে অনেক মজা করেন।

ক. নাগরিক কাকে বলে? ১

খ. মানুষ সমাজে বাস করে কেন — ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে পরিবারের কোন কাজগুলোর ইঙ্গিত রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে করো উদ্দীপকে বর্ণিত কাজগুলো ছাড়াও পরিবারের আরও কাজ রয়েছে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২। তানভীর সাহেব পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকৌশলী। বন্যায় বেড়ী বাঁধের ব্যাপক ক্ষতি হওয়ায় টেন্ডারের মাধ্যমে X নামক কোম্পানি বাঁধ সংস্কারের কাজ পায়। কোম্পানি অধিক মুনাফার লোভে স্বল্প মূল্যের নির্মাণ সামগ্রী দিয়ে কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করেন এবং তানভীর সাহেবের সাথে অনৈতিক লেনদেন করতে চান। কিন্তু তানভীর সাহেব সবকিছুর উর্ধ্বে থেকে সততার সাথে কাজ করেন এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নেন।

ক. অর্থনৈতিক অধিকার কী? ১

খ. জন্মনীতির সাথে জন্মস্থান নীতির পার্থক্য ব্যাখ্যা কর। ২

গ. তানভীর সাহেবের কার্যকলাপে সুনাগরিকের কোন গুণটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তানভীর সাহেব একজন সুনাগরিক – উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

৩। বাবুল একজন দাদন ব্যবসায়ী। দাদন ব্যবসার নামে তিনি নিরীহ কৃষক রহিমকে চড়া সুদে টাকা ধার দিয়ে ফাঁকা স্ট্যাম্পে টিপ সহি নেন। কৃষক যথাসময়ে তার দেনা পরিশোধ করলেও বাবুল অতিরিক্ত টাকার জন্য রহিমকে চাপ প্রয়োগ করেন। রহিম বিষয়টি নিয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নিকট গিয়ে এর প্রতিকার চান। কিন্তু সে কোনো প্রতিকার পায়নি। উপরন্তু তাকে হয়রানির শিকার হতে হয়।

ক. আইন ও স্বাধীনতার শর্ত সম্পর্কে উইলোবির মত কী? ১

খ. আইনের শাসন একটি সভ্য সমাজের মানদণ্ড— ব্যাখ্যা কর। ২

গ. নাগরিক জীবনে কোন বিষয়টি না থাকার কারণে রহিম হয়রানির শিকার হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর নাগরিক জীবনে উক্ত বিষয়টি না থাকার কারণে রহিমের মত নিরীহ কৃষকের আরও বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়? তোমার মতামত দাও। ৪

৪। জনাব রফিক একটি সংস্থার প্রধান। তিনি পাঁচ বছরের জন্য সংস্থার প্রধান নির্বাচিত হন। তিনি তার পছন্দের ব্যক্তিদের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দেন। এবং তার মনের মত করে সংস্থাটি পরিচালিত করেন। গুরুত্বপূর্ণ কোনো সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তাদের মতামত নিতেও পারেন আবার নাও নিতে পারেন।

ক. পুঁজিবাদী রাষ্ট্র বলতে কী বুঝ? ১

খ. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা জটিল পদ্ধতির সরকার কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব রফিকের সংস্থার সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের যে সরকার ব্যবস্থার মিল রয়েছে তার গুণাগুণ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি উক্ত সরকার ব্যবস্থাকে উত্তম সরকার ব্যবস্থা বলে মনে কর। উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫। নিচের ছকটি দেখ এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

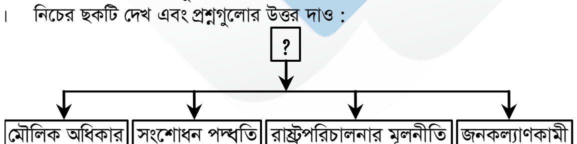

ক. সংবিধান সম্পর্কে এরিস্টটলের সংজ্ঞাটি লিখ। ১

খ. দ্বাদশ সংশোধনটি গুরুত্বপূর্ণ কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের '?' চিহ্নিত স্থানটির মাধ্যমে যে সংবিধানের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তার ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকে সংবিধানের বৈশিষ্ট্যের প্রকৃতি বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যের প্রকৃতি কি একই? বিশ্লেষণ পূর্বক মতামত দাও। ৪

৬। নিচের ছকটি দেখ এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

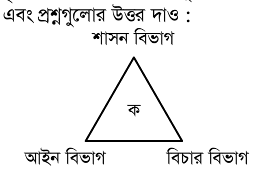

ক. সচিবালয় কী? ১

খ. জেলা প্রশাসন স্থানীয় প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর–ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে 'ক' দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের বিভাগগুলোর সম্পর্কে উপর রাষ্ট্রব্যবস্থা নির্ভর করে— তুমি কি উক্তিটির সাথে একমত? পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৭। দৃশ্যকল্প-১ : জনাব মিজান নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে উঠা একটি সংগঠনের সদস্য। সংগঠনটির কিছু শাখা রয়েছে, যেগুলি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব দ্বারা পরিচালিত হয় এবং ক্ষমতা লাভ করে নিজেদের আদর্শ বাস্তবায়ন করতে চায়।

দৃশ্যকল্প-২ : রসুলপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৭ম শ্রেণির ক ও খ শাখার ক্যাপ্টেন বাছাইয়ের ক্ষেত্রে 'ক' শাখার শ্রেণি শিক্ষক শ্রেণির সকল ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে প্রকাশ্যে এমনভাবে ক্যাপ্টেন বাছাই করলেন যাতে অনেক ছাত্র-ছাত্রী বিব্রত বোধ করল। অন্যদিকে 'খ' শাখার শ্রেণি শিক্ষক এমনভাবে ক্যাপ্টেন বাছাই করলেন যাতে করে সকল ছাত্র-ছাত্রী বিব্রতবোধ না করে উৎসাহ দেখালেন।

ক. গণতান্ত্রিক সরকার কী? ১

খ. সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা মুখ্য–ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব মিজান কোন ধরনের সংগঠনের সদস্য? পাঠ্য বইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর 'ক' শাখার ক্যাপ্টেন নির্বাচন পদ্ধতির চেয়ে 'খ' শাখা ক্যাপ্টেন নির্বাচন পদ্ধতি বর্তমান সর্বজন স্বীকৃত। পাঠ্য বইয়ের আলোকে তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। শিবপুর এলাকার জনগণ মি. 'ক' কে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে বিপুল ভোটে নির্বাচিত করেন। তারা মনে করেন জনাব মি. 'ক' কে নির্বাচিত করে সঠিক কাজটি করেছে। মি. 'ক' ৯ জন সদস্যসহ সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত ৩ জন মহিলা সদস্যের সমন্বয়ে এলাকার উন্নয়নমূলক কাজ পরিচালনা করেছেন।

ক. জন স্টুয়ার্ট মিল স্থানীয় সরকার সম্পর্কে কী বলেছেন? ১

খ. সরকারের সাতে পার্বত্য জেলা ও আঞ্চলিক পরিষদের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মি. 'ক' কোন স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রতিনিধি? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "জন কল্যাণে উক্ত সরকার বহুবিধ কার্যাবলি সম্পাদন করে" পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৯। নিরক্ষর সেলিমের মেয়ে রাবেয়া ৭ম শ্রেণির ছাত্রী। সামাজিক পারিপার্শ্বিকতার কথা বিবেচনা করে তিনি তার মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দেন। অন্যদিকে তিনি অধিক নিরাপত্তার আশায় সদ্য ৫ম নবজাতক সন্তানের বাবা হন।

ক. VGD এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. নারী নির্যাতন রোধে বিদ্যমান আইনের কঠোর বাস্তবায়ন দরকার কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে রাবেয়ার বিষয়টি জনসংখ্যা বৃদ্ধির কোন সমস্যাকে চিহ্নিত করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে করো সেলিমের ৫ম সন্তানের জন্মদান জনসংখ্যা বৃদ্ধির একমাত্র কারণ? তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর। ৪

১০। 'X' নামক সংস্থার সভাপতির একরোখা মনোভাব ও অসহযোগিতামূলক কার্যক্রমে অসন্তোষ প্রকাশ করেন সংস্থার সদস্যগণ। মারুফ সাহেবের নেতৃত্বে সদস্যগণ তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলন শুরু করেন। এতে সভাপতি ক্ষিপ্ত হয়ে সংগঠন বিরোধী কার্যক্রমের অভিযোগ মারুফ সাহেবসহ বেশ কিছু সদস্যকে সংস্থা থেকে বহিষ্কার করেন। বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার ও সভাপতির পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হলে সভাপতি বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করেন। সদস্যপদ ফিরে পাওয়ার পর সদস্যগণ মারুফ সাহেবকে নতুন উপাধিসহ সংস্থার নতুন সভাপতি পদে নির্বাচনে বিপুল ভোটে বিজয়ী করেন।

ক. দ্বিজাতি তত্ত্ব কে ঘোষণা করেন? ১

খ. "এ রাষ্ট্রের প্রতিটি ধূলিকণাকে ভালোবাসাই হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের প্রধান শিক্ষা"–ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে মারুফ সাহেবের আন্দোলনের সাথে তাদের পাঠ্য বইয়ের যে আন্দোলনের মিল রয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মারুফ সাহেবের বিপুল ভোটে বিজয়ী হওয়ার নির্বাচনের সাথে তোমার পাঠ্য বইয়ের যে নির্বাচনের মিল রয়েছে তার তাৎপর্যসহ ফলাফল বিশ্লেষণ কর। ৪

১১। 'ছক'

১	প্রতিষ্ঠাকাল	১৯৪৫
২	বর্তমান সদস্য সংখ্যা	১৯৩
৩	সদর দপ্তর	নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র

ক. 'SAARC' এর ইংরেজি পূর্ণরূপ কী? ১

খ. কমনওয়েলথকে আন্তর্জাতিক সংস্থা বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ছকের মাধ্যমে কোন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করা। ৩

ঘ. তুমি কি মনে করো বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় উক্ত সংস্থাটি মুখ্য ভূমিকা পালন করছে? তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরমালা (ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৫)

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	গ	২	ক	৩	খ	৪	খ	৫	খ	৬	গ	৭	ঘ	৮	ক	৯	গ	১০	খ	১১	ঘ	১২	ঘ	১৩	খ	১৪	ক	১৫	গ
	১৬	খ	১৭	ক	১৮	খ	১৯	ঘ	২০	খ	২১	খ	২২	গ	২৩	ঘ	২৪	ঘ	২৫	ক	২৬	খ	২৭	গ	২৮	ক	২৯	খ	৩০	ঘ

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ ছুটির দিনে রিফাত তার বাবার সাথে ঢাকা থেকে ফেনী যাওয়ার উদ্দেশ্যে ট্রেনে উঠে পড়েন। ট্রেনে অত্যধিক যাত্রীর ভিড় থাকায় বয়স্ক এক যাত্রী সিট না পেয়ে রিফাত এর সিটের পার্শ্বে দাঁড়ালে, রিফাত সিট থেকে উঠে বয়স্ক যাত্রীটিকে সিটে বসতে দিলেন। স্টেশনে নামার পর রিফাত তার বাবার সাথে পার্কে বেড়াতে যায় এবং সেখানে অনেক মজা করেন।

ক. নাগরিক কাকে বলে? ১

খ. মানুষ সমাজে বাস করে কেন– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে পরিবারের কোন কাজগুলোর ইঙ্গিত রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে করো উদ্দীপকে বর্ণিত কাজগুলো ছাড়াও পরিবারের আরও কাজ রয়েছে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[ম. বো. ২০২৫]

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্রের অধিবাসীকে নাগরিক বলে যারা রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব কর্তব্য পালন করে।

খ মানুষ নিজেদের প্রয়োজন পূরণ ও নিরাপত্তার জন্য সমাজে বাস করে। মানুষকে নিয়ে সমাজ গড়ে ওঠে। আর সমাজ মানুষের বহুমুখী প্রয়োজন মিটিয়ে উন্নত ও নিরাপদ সামাজিক জীবনদান করে। সমাজের মধ্যেই মানুষের মানবীয় গুণাবলি ও সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে। সমাজকে সভ্য জীবনযাপনের আদর্শ স্থান মনে করে বলে মানুষ তার নিজের প্রয়োজনেই সমাজ গড়ে তোলে। বস্তুত মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমাজে বসবাস করে এবং সামাজিক পরিবেশেই সে নিজেকে বিকশিত করে। এসব কারণেই সমাজের সাথে মানুষের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।

গ উদ্দীপকে পরিবারের শিক্ষামূলক ও বিনোদনমূলক কাজগুলোর ইঙ্গিত রয়েছে।

পরিবার হলো শিশুর আদি ও আদর্শ শিক্ষাকেন্দ্র। একটি শিশু বিদ্যালয়ে যাওয়ার পূর্বেই পরিবারে বর্ণমালার সাথে পরিচিত হয়। তাছাড়া মা-বাবা ও ভাই-বোনদের পারস্পরিক সহায়তায় সততা, শিষ্টাচার, উদারতা, নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি মানবিক গুণাবলির শিক্ষালাভের প্রথম সুযোগ পরিবারেই সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে, পরিবারের সদস্যদের সাথে গল্প-গুজব, হাসি-ঠাট্টা, গান-বাজনা, টিভি দেখা, বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে যাওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে আমরা বিনোদন লাভ করি। এগুলো পরিবারের বিনোদনমূলক কাজকে নির্দেশ করে।

উদ্দীপকের রিফাত ট্রেনে একজন বয়স্ক যাত্রীকে নিজের সিটে বসতে দেয়। স্টেশনে নামার পর রিফাত তার বাবার সাথে পার্কে বেড়াতে যায় এবং সেখানে অনেক মজা করে। এরূপ কাজের মধ্যে পরিববারের শিক্ষামূলক ও বিনোদনমূলক কাজগুলোর ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি, উদ্দীপকে বর্ণিত কাজগুলো তথা শিক্ষামূলক ও বিনোদনমূলক কাজ ছাড়াও পরিবারের আরও কাজ রয়েছে।

পরিবার হলো একটি পরিপূর্ণ শিক্ষাকেন্দ্র। ভবিষ্যৎ সুনাগরিক গড়ে তোলার জন্য পরিবারের কোনো বিকল্প প্রতিষ্ঠান আজ অবধি গড়ে ওঠেনি। ব্যক্তির ক্ষুদ্র প্রয়োজন থেকে শুরু করে যাবতীয় প্রয়োজন পূরণে পরিবার নানাবিধ কাজ সম্পাদন করে থাকে।

উদ্দীপকের রিফাতের ঘটনায় পরিবারের শিক্ষামূলক ও বিনোদনমূলক কাজ ফুটে উঠে। এর বাইরেও পরিবার জৈবিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক কাজগুলো সম্পাদন করে থাকে। পরিবার তার সদস্যদের সুন্দর ও নিরাপদ জীবন গড়ে তোলার জন্য এসব কাজের অকৃত্রিম প্রতিষ্ঠান হিসেবে আদিকাল থেকেই দায়িত্ব পালন করে আসছে। জৈবিক কাজ সেসবের একটি মৌলিক কাজ। সমাজ স্বীকৃতভাবে সন্তান জন্মদান ও জৈবিক চাহিদা পূরণের কাজটি একমাত্র পরিবার করে থাকে। পরিবার আদি যুগ থেকেই বিভিন্ন অর্থনৈতিক কাজের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করে আসছে। পরিবারে সাধারণত মা-বাবা কিংবা বড় ভাই-বোন অভিভাবকের ভূমিকা পালন করে। আমরা ছোটরা তাঁদের আদেশ-নির্দেশ মেনে চলি। তারাও আমাদের অধিকার রক্ষায় কাজ করেন। বুদ্ধি, বিবেক ও আত্মসংযমের শিক্ষা দেন যা আমাদের সুনাগরিক হতে সাহায্য করে। এভাবে পারিবারিক শিক্ষা ও নিয়ম মেনে চলার মাধ্যমে পরিবারেই শিশুর রাজনৈতিক শিক্ষা শুরু হয়। এছাড়া পরিবার মায়া-মমতা, স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে পরিবারের সদস্যদের মানসিক চাহিদা পূরণ করে। নিজের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা পরিবারের অন্যান্য সদস্যের সাথে ভাগাভাগি করে প্রশান্তি লাভ করা যায়। এগুলো পরিবারের মনস্তাত্ত্বিক কাজকে নির্দেশ করে।

আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, পরিবার একটি নয় বরং একাধিক কাজের মাধ্যমে এর সদস্যদের জীবনকে সুন্দর করে তোলে।

প্রশ্ন ▶ ০২ তানভীর সাহেব পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকৌশলী। বন্যায় বেড়ী বাঁধের ব্যাপক ক্ষতি হওয়ায় টেন্ডারের মাধ্যমে X নামক কোম্পানি বাঁধ সংস্কারের কাজ পায়। কোম্পানি অধিক মুনাফার লোভে স্বল্প মূল্যের নির্মাণ সামগ্রী দিয়ে কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করেন এবং তানভীর সাহেবের সাথে অনৈতিক লেনদেন করতে চান। কিন্তু তানভীর সাহেব সবকিছুর ঊর্ধ্বে থেকে সততার সাথে কাজ করেন এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নেন।

ক. অর্থনৈতিক অধিকার কী? ১

খ. জন্মনীতির সাথে জন্মস্থান নীতির পার্থক্য ব্যাখ্যা কর। ২

গ. তানভীর সাহেবের কার্যকলাপে সুনাগরিকের কোন গুণটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তানভীর সাহেব একজন সুনাগরিক– উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

[ম. বো. ২০২৫]

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক জীবনধারণ করা এবং জীবনকে উন্নত ও এগিয়ে নেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপ্রদত্ত অধিকারই অর্থনৈতিক অধিকার।

খ নাগরিকতা অর্জনের ক্ষেত্রে জন্মনীতি ও জন্মস্থান নীতির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

জন্মনীতিতে সন্তানের নাগরিকতা নির্ধারিত হয় পিতা-মাতার নাগরিকতার ভিত্তিতে, ফলে সন্তান যেখানেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, তার নাগরিকতা হবে পিতা-মাতার দেশের। বিপরীতে, জন্মস্থান নীতিতে নাগরিকতা নির্ভর করে শিশুর জন্মস্থান অনুযায়ী; অর্থাৎ যে রাষ্ট্রে জন্ম নেয়, সে রাষ্ট্রেরই নাগরিক হিসেবে গণ্য হয়। বাংলাদেশ জন্মনীতি অনুসরণ করে, আর যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা জন্মস্থান নীতি মেনে চলে। দুটি নীতির লক্ষ্য ভিন্ন-একটি রক্তসূত্রে, অন্যটি ভৌগোলিক ভিত্তিতে নাগরিকতা নির্ধারণ করে।

গ তানভীর সাহেবের কার্যকলাপে সুনাগরিকের আত্মসংযম গুণটি ফুটে উঠেছে।

সুনাগরিকের অন্যতম একটি গুণ হলো আত্মসংযম। এর অর্থ নিজেকে সকল প্রকার লোভ-লালসার ঊর্ধ্বে রেখে সততা ও নিষ্ঠার সাথে নিজের দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করা। অর্থাৎ সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করার নাম আত্মসংযম। আমাদের মধ্যে যিনি এ গুণের অধিকারী তিনি যেমন স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করতে পারেন, তেমনি অন্যের মতামত প্রকাশেও নিজেকে সংযত রাখেন। এছাড়া প্রত্যেক নাগরিককে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও পক্ষপাতিত্বের ঊর্ধ্বে থাকতে হবে। এর মাধ্যমে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ জাগ্রত হয়।

উদ্দীপকের তানভীর সাহেব পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকৌশলী। বন্যায় বেড়ী বাঁধের ব্যাপক ক্ষতি হওয়ায় টেন্ডারের মাধ্যমে X নামক কোম্পানি বাঁধ সংস্কারের কাজ পায়। কোম্পানি অধিক মুনাফার লোভে স্বল্প মূল্যের নির্মাণ সামগ্রী দিয়ে কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করেন এবং তানভীর সাহেবের সাথে অনৈতিক লেনদেন করতে চান। কিন্তু তানভীর সাহেব সবকিছুর ঊর্ধ্বে থেকে সততার সাথে কাজ করেন এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নেন। তানভীর সাহেবের এরূপ কাজের মধ্যে একজন সুনাগরিকের আত্মসংযম গুণটি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কারণ তিনি রাষ্ট্রের বৃহৎ স্বার্থে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করেন।

ঘ তানভীর সাহেব একজন সুনাগরিক– উক্তিটি যথার্থ।

রাষ্ট্রের সব নাগরিক সুনাগরিক নয়। আমাদের মাঝে যে বুদ্ধিমান, যার বিবেক রয়েছে এবং যে আত্মসংযমী তাকে সুনাগরিক হিসেবে গণ্য করা হয়। অর্থাৎ, যে সকল সমস্যা অতি সহজে সমাধান করে, যে বিবেক দ্বারা ন্যায়-অন্যায়, সৎ-অসৎ বুঝতে পেরে অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকে এবং বৃহত্তর স্বার্থে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করতে পারে তাদেরকে সুনাগরিক হিসেবে অভিহিত করা হয়। সুনাগরিকের প্রধানত তিনটি গুণ থাকে। যথা– বুদ্ধি, বিবেক ও আত্মসংযম।

উদ্দীপকের তানভীর সাহেবের মধ্যে আত্মসংযম গুণটি স্পষ্ট। তবে তার মধ্যে সুনাগরিকের অন্য দুটি গুণ বুদ্ধি ও বিবেকেরও সংমিশ্রণ ঘটেছে। তিনি একজন প্রকৌশলী হিসেবে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বেড়িবাঁধ সংস্কারের কাজে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যা তাঁর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বহন করে। তিনি ঘুষ বা অনৈতিক লেনদেনের প্রলোভনে প্রভাবিত না হয়ে সৎভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন, যা প্রমাণ করে তিনি বিবেকবান ও ন্যায়পরায়ণ। তিনি আত্মসংযমের মাধ্যমে নিজের ব্যক্তিস্বার্থ বা লাভের কথা চিন্তা না করে সমাজ ও রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থে কাজ করেছেন। এমনকি চাপ ও প্রলোভনের মধ্যেও তিনি নীতিবিচ্যুত হননি। এ থেকেই বোঝা যায়, তানভীর সাহেব কেবল একজন দক্ষ কর্মকর্তা নন, বরং তিনি একজন দায়িত্বশীল ও নীতিনিষ্ঠ সুনাগরিক। তাঁর মতো নাগরিক রাষ্ট্রের উন্নয়ন, সুশাসন ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, জনাব তানভীর সাহেবের মাঝে সুনাগরিকের অপরিহার্য তিনটি গুণ বুদ্ধি, বিবেক ও আত্মসংযমের সমন্বয় ঘটেছে। সে হিসেবে বলা যায়, তিনি একজন সুনাগরিক।

প্রশ্ন ▸ ০৩ বাবুল একজন দাদন ব্যবসায়ী। দাদন ব্যবসার নামে তিনি নিরীহ কৃষক রহিমকে চড়া সুদে টাকা ধার দিয়ে ফাঁকা স্ট্যাম্পে টিপ সহি নেন। কৃষক যথাসময়ে তার দেনা পরিশোধ করলেও বাবুল অতিরিক্ত টাকার জন্য রহিমকে চাপ প্রয়োগ করেন। রহিম বিষয়টি নিয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নিকট গিয়ে এর প্রতিকার চান। কিন্তু সে কোনো প্রতিকার পায়নি। উপরন্তু তাকে হয়রানির শিকার হতে হয়।

ক. আইন ও স্বাধীনতার শর্ত সম্পর্কে উইলোবির মত কী? ১

খ. আইনের শাসন একটি সভ্য সমাজের মানদণ্ড– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. নাগরিক জীবনে কোন বিষয়টি না থাকার কারণে রহিম হয়রানির শিকার হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর নাগরিক জীবনে উক্ত বিষয়টি না থাকার কারণে রহিমের মতো নিরীহ কৃষকের আরও বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়? তোমার মতামত দাও। ৪

[ম. বো. ২০২৫]

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক আইন ও স্বাধীনতার শর্ত সম্পর্কে উইলোবির মত হলো "আইনের নিয়ন্ত্রণ আছে বিধায় স্বাধীনতা রক্ষা পায়"।

খ আইনের শাসন একটি সভ্য সমাজের মূল ভিত্তি ও মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত।

আইনের শাসন নিশ্চিত করে রাষ্ট্রের সর্বস্তরে আইনই সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত থাকে, ব্যক্তি বা শাসকের খেয়াল-খুশির উপর নয়। আইনের শাসন নিশ্চিত করে সকল নাগরিকের জন্য সমান অধিকার, ন্যায়বিচার ও মানবিক মর্যাদা। এটি স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও সুশাসনের পথ সুগম করে। যেখানে আইনের শাসন নেই, সেখানে অন্যায়, দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতা বেড়ে যায়। তাই একটি ন্যায়ভিত্তিক ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনে আইনের শাসন অপরিহার্য। সভ্য সমাজ গঠনে এটি একটি অটুট স্তম্ভ।

গ নাগরিক জীবনে আইনের শাসন না থাকার কারণে রহিম হয়রানির শিকার হয়।

আইনের শাসনের অর্থ হচ্ছে সকল নাগরিকের জন্য সমান আইনি অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা। যেখানে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত থাকে, সেখানে ধনী-দরিদ্র, সবল-দুর্বল সকলেই আইনসম্মত সহায়তা পায় এবং প্রশাসন পক্ষপাতহীনভাবে কাজ করে। কিন্তু আইনের শাসন না থাকলে ক্ষমতাবানরা দুর্বলদের ওপর অন্যায় চাপিয়ে দিতে পারে এবং বিচারপ্রাপ্তির প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়।

উদ্দীপকের রহিম একজন নিরীহ কৃষক। তিনি বাবুল নামের এক দাদন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে টাকা ধার নেন এবং তা সময়মতো পরিশোধও করেন। কিন্তু বাবুল চড়া সুদের অজুহাতে তার কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা আদায় করতে চান এবং জোরপূর্বক ফাঁকা স্ট্যাম্পে সই নেন। রহিম আইনি সহায়তার আশায় সংশ্লিষ্ট সংস্থার দ্বারস্থ হলেও প্রতিকার পাননি; বরং তিনি হয়রানির শিকার হন। এ থেকেই বোঝা যায়, সেখানে আইনের শাসন কার্যকর নয়। আইনের শাসন থাকলে রহিম সুবিচার পেতেন এবং বাবুলের অন্যায় প্রতিহত হতো।

ঘ আমি মনে করি, নাগরিক জীবনে উক্ত বিষয়টি তথা আইনের শাসন না থাকার কারণে রহিমের মতো নিরীহ কৃষকের আরও বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

আইনের শাসনের অনুপস্থিতি নাগরিক জীবনে ব্যাপক দুর্ভোগ ও বৈষম্যের সৃষ্টি করে। আইনের শাসনের মূলকথা হলো-সবাই আইনের অধীন, আইনের চোখে সবাই সমান। কিন্তু বাস্তবে যখন আইনের প্রয়োগ সঠিকভাবে হয় না বা আইন প্রভাবশালীদের পক্ষে ঝুঁকে পড়ে, তখন সাধারণ নাগরিক বিশেষ করে দরিদ্র ও দুর্বল জনগণ চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আইনের শাসন না থাকলে সমাজে অন্যায়, অবিচার, দমন-পীড়ন, ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতি বাড়ে। নিরীহ ও সৎ মানুষরা হয়রানির শিকার হয়, আর দোষীরা বিচারহীনতার সুযোগ নিয়ে আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠে।

উদ্দীপকের বাবুল ও রহিমের ঘটনাটিতে আইনের শাসন না থাকার দরুন রাষ্ট্রে বা সমাজে যে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। দাদন ব্যবসায়ী বাবুল কৃষক রহিমকে চড়া সুদে টাকা ধার দিয়ে প্রতারিত করে। রহিম আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দ্বারস্থ হলেও কোনো সঠিক প্রতিকার পান না; বরং হয়রানির শিকার হন। এই ঘটনা প্রমাণ করে, আইনের শাসন না থাকলে দুর্বল ও গরিব মানুষ যেমন আইনের আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হয়, তেমনি প্রভাবশালী ব্যক্তি আইনের ফাঁকফোকর ব্যবহার করে নিজের স্বার্থ হাসিল করে। রহিমের মতো হাজারো মানুষ প্রতিদিন এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হন, যেখানে তারা ন্যায্য অধিকার থেকেও বঞ্চিত হন।

সুতরাং সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, দুর্বলের অধিকার রক্ষা ও ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে কার্যকর আইনের শাসন অপরিহার্য। এটি না থাকলে নাগরিক স্বাধীনতা, সাম্য ও শান্তি শুধু কথার কথা হয়েই থেকে যাবে।

প্রশ্ন ▶ ০৪ জনাব রফিক একটি সংস্থার প্রধান। তিনি পাঁচ বছরের জন্য সংস্থার প্রধান নির্বাচিত হন। তিনি তার পছন্দের ব্যক্তিদের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দেন এবং তার মনের মতো করে সংস্থাটি পরিচালিত করেন। গুরুত্বপূর্ণ কোনো সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তাদের মতামত নিতেও পারেন আবার নাও নিতে পারেন।

ক. পুঁজিবাদী রাষ্ট্র বলতে কী বুঝ? ১

খ. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থা জটিল পদ্ধতির সরকার কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব রফিকের সংস্থার সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের যে সরকারব্যবস্থার মিল রয়েছে তার গুণাগুণ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি উক্ত সরকারব্যবস্থাকে উত্তম সরকারব্যবস্থা বলে মনে কর। উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[ম. বো. ২০২৫]

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে রাষ্ট্রে সম্পত্তির উপর নাগরিকের ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করা হয়, তাকে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র বলে।

খ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থা জটিল পদ্ধতির সরকার, কারণ এতে কেন্দ্র ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে শাসন চালানো হয়।

এই ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উভয় সরকার নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে কার্যকরী, ফলে "সরকারের ভিতর আরেক সরকার" ধারণা তৈরি হয়। এ কারণে ক্ষমতা বণ্টন, আইন প্রণয়ন, প্রয়োগ ও প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনে দ্বৈততা ও সমন্বয়হীনতা দেখা দিতে পারে। কখনো কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়, যা জটিলতা সৃষ্টি করে। তাছাড়া সাংবিধানিক ব্যাখ্যার প্রয়োজনেও সমস্যা জটিল হয়। এসব কারণে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা তুলনামূলকভাবে জটিল ও বহুস্তরীয়।

গ জনাব রফিকের সংস্থার সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থার মিল রয়েছে।

আইন ও শাসনবিভাগের সম্পর্কের ভিত্তিতে সরকারের দুটি রূপ লক্ষ করা যায়। একটি হলো সংসদীয় সরকার আর অন্যটি হলো রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বলতে সেই সরকারকে বোঝায় যেখানে শাসনবিভাগ তার কাজের জন্য আইন বিভাগের নিকট দায়ী থাকে না। রাষ্ট্রপতি তার পছন্দের ব্যক্তিদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এ সরকারে রাষ্ট্রপতি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনি কোনো কাজে মন্ত্রীদের পরামর্শ গ্রহণ করতেও পারেন আবার নাও করতে পারেন।

উদ্দীপকের জনাব রফিক একটি সংস্থার প্রধান হিসেবে তার পছন্দের ব্যক্তিদের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দেন। কিন্তু সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তাদের মতামতের তোয়াক্কা না করে মনের মতো করে সংস্থাটি পরিচালিত করেন। এরূপ বর্ণনায় রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের চিত্র প্রকাশ পায়। রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থার প্রধান গুণ হলো শাসনব্যবস্থার স্থিতিশীলতা, কারণ রাষ্ট্রপতি নির্ধারিত মেয়াদে দায়িত্ব পালন করেন এবং সহজে অপসারণযোগ্য নন। তিনি দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, বিশেষত জরুরি পরিস্থিতিতে, যা কার্যকর প্রশাসনের পরিচায়ক। আইন প্রণয়ন নয়, বরং প্রশাসনিক কার্যাবলিতে মনোনিবেশ করায় শাসন দক্ষ হয়। এ ব্যবস্থায় শাসন, আইন ও বিচার বিভাগ পৃথকভাবে কাজ করলেও ভারসাম্য বজায় থাকে। সংসদীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার পরিবর্তনে সরকারের পতনের আশঙ্কা না থাকায় দলীয় রাজনীতির প্রভাব কম থাকে এবং রাষ্ট্রপতি জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করেন।

ঘ আমি রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থাকে উত্তম সরকারব্যবস্থা বলে মনে করি।

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থা একটি সুসংগঠিত ও কার্যকর শাসন পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত। বর্তমান সময়ে সারাবিশ্বে যতগুলো সরকার পদ্ধতি আছে তার মধ্যে এ পদ্ধতি নানা কারণে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

উদ্দীপকে বর্ণিত রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থা নিঃসন্দেহে একটি উত্তম সরকারব্যবস্থা, কারণ এটি স্থিতিশীল, দক্ষ ও সংকট মোকাবিলায় কার্যকর শাসনের নিশ্চয়তা দেয়। এই ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হন এবং অভিশংসন ব্যতীত তাকে অপসারণ করা সম্ভব নয়। ফলে শাসনব্যবস্থা বারবার পরিবর্তিত হয় না, যা দেশ পরিচালনায় ধারাবাহিকতা ও স্থিরতা বজায় রাখে। জরুরি পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, কারণ তাকে আইন বিভাগের সাথে পরামর্শ করতে হয় না-যা যুদ্ধ বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো সংকটে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণে সহায়ক। মন্ত্রীগণ আইনসভার সদস্য না হওয়ায় তারা প্রশাসনিক কাজেই মনোযোগ দিতে পারেন, ফলে সরকার কার্যকর ও দক্ষ হয়। সরকারের তিনটি বিভাগ স্বাধীনভাবে কাজ করায় ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ হয় এবং ভারসাম্য বজায় থাকে। দলীয় রাজনীতির প্রভাব কম থাকায় রাষ্ট্রপতি জাতীয় স্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেন।

আলোচনার যৌক্তিক পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে এটি প্রমাণ করে যে, রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থা কেবল একটি কার্যকর নয়, বরং একটি উত্তম ও সময়োপযোগী শাসনব্যবস্থা।

প্রশ্ন ▶ ০৫ নিচের ছকটি দেখ এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

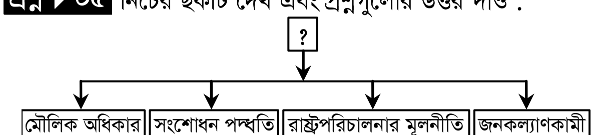

ক. সংবিধান সম্পর্কে এরিস্টটলের সংজ্ঞাটি লিখ। ১

খ. দ্বাদশ সংশোধনীটি গুরুত্বপূর্ণ কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের '?' চিহ্নিত স্থানটির মাধ্যমে যে সংবিধানের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তার ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকে সংবিধানের বৈশিষ্ট্যের প্রকৃতি বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যের প্রকৃতি কি একই? বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। ৪

[ম. বো. ২০২৫]

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংবিধান সংক্রান্ত এরিস্টটলের সংজ্ঞাটি হলো– "সংবিধান হলো এমন এক জীবন পদ্ধতি যা রাষ্ট্র স্বয়ং বেছে নিয়েছে"।

খ বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি সংসদীয় সরকার পদ্ধতি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে।

১৯৯১ সালে বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীকেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা চালু হয়, যেখানে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন সংসদীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে। এটি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনে এবং সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। সংশোধনীটি নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থাও প্রবর্তন করে, যা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে সহায়ক ছিল। এভাবে দ্বাদশ সংশোধনী বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করে এবং শাসনব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করে।

গ উদ্দীপকের '?' চিহ্নিত স্থানটির মাধ্যমে উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

উত্তম সংবিধান এমন একটি সংবিধান, যেখানে রাষ্ট্রের সকল রীতিনীতি সুস্পষ্ট এবং নাগরিকের চাহিদার পূর্ণ প্রতিফলন ঘটে। এ ধরনের সংবিধান লিখিত হওয়ায় সেখানে শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন ধারা ও নীতিমালা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে। জনগণের কাছে তা সুস্পষ্ট ও সহজেই বোধগম্য হয়। উত্তম সংবিধানে নাগরিকের মৌলিক অধিকারেরও উল্লেখ থাকে। এর ফলে জনগণ তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়। ফলে তা জনকল্যাণকামী হয়। এছাড়া উত্তম সংবিধানের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো সেখানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি উল্লেখ করা থাকে।

উদ্দীপকের ছকটিতে উল্লিখিত তথ্যগুলো হলো মৌলিক অধিকার, সংশোধন পদ্ধতি, রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি ও জনকল্যাণকামী। এসব বৈশিষ্ট্যগুলো স্পষ্টভাবে একটি উত্তম সংবিধানকে উপস্থাপন করে। কেননা, একটি উত্তম সংবিধান হয় সুস্পষ্ট, সংক্ষিপ্ত, মৌলিক অধিকারের স্পষ্টতা, জনকল্যাণকামী।

ঘ উদ্দীপকে একটি উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। উক্ত সংবিধানের বৈশিষ্ট্যের প্রকৃতি এবং বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যের প্রকৃতি একই।

উত্তম সংবিধান এমন একটি সংবিধান, যেখানে রাষ্ট্রের সকল রীতিনীতি সুস্পষ্ট এবং নাগরিকের চাহিদার পূর্ণ প্রতিফলন ঘটে। এ ধরনের সংবিধান লিখিত হওয়ায় সেখানে শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন ধারা ও নীতিমালা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে। জনগণের কাছে তা সুস্পষ্ট ও সহজেই বোধগম্য হয়। এ ধরনের সংবিধান সাধারণ সংক্ষিপ্ত আকারের হয়। উত্তম সংবিধানে নাগরিকের মৌলিক অধিকারেরও উল্লেখ থাকে। এর ফলে জনগণ তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়।

উদ্দীপকের উল্লিখিত সংবিধানের সাথে বাংলাদেশের সংবিধানের সাদৃশ্য রয়েছে। কারণ বাংলাদেশের সংবিধান একটি উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। বাংলাদেশের সংবিধান লিখিত হওয়ায় এর অধিকাংশ ধারা লিখিত থাকে বলে এটি জনগণের নিকট সুস্পষ্ট ও বোধগম্য হয়। বাংলাদেশের সংবিধান রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন। কারণ বাংলাদেশের সংবিধানের সাথে দেশের প্রচলিত কোনো আইনের সংঘাত সৃষ্টি হলে সেক্ষেত্রে সংবিধান প্রাধান্য পাবে। বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমরা কী কী অধিকার ভোগ করব তা সংবিধানে উল্লেখ রয়েছে। জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি নির্ধারণ করা হয়েছে। এ সংবিধানে জনগণের চাহিদা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে। বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন করতে গেলে জাতীয় সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতির প্রয়োজন হয়। আর কোনো সংবিধানকে উত্তম প্রকৃতির সংবিধান হতে হলে সেটাকে লিখিত, সুস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত হতে হয়, নাগরিকের মৌলিক অধিকার উল্লেখ থাকতে হয়, জনমতের প্রতিফলন ঘটাতে হয়, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি উল্লেখ থাকতে হয়, সংশোধন পদ্ধতির উল্লেখ থাকতে হয় এবং জনকল্যাণকামী হতে হয়।

সুতরাং বলা যায়, বাংলাদেশের সংবিধানের প্রকৃতি একটি উত্তম সংবিধানের প্রকৃতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ০৬ নিচের ছকটি দেখ এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

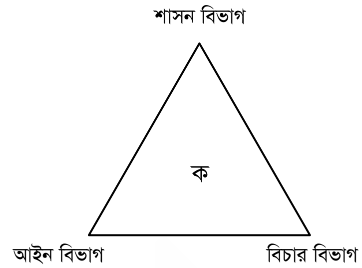

ক. সচিবালয় কী? ১

খ. জেলা প্রশাসন স্থানীয় প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর–ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে 'ক' দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের বিভাগগুলোর সম্পর্কের উপর রাষ্ট্রব্যবস্থা নির্ভর করে– তুমি কি উক্তিটির সাথে একমত? পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[ম. বো. ২০২৫]

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে স্থানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়গুলো অবস্থিত তাই সচিবালয় নামে পরিচিত।

খ জেলা প্রশাসন বাংলাদেশের স্থানীয় প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর।

প্রতিটি জেলায় একজন জেলা প্রশাসক (ডিসি) সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি প্রশাসনিক, উন্নয়নমূলক, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং ভূমি ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। জেলা প্রশাসক জেলার বিভিন্ন দপ্তরের সমন্বয়সাধন করেন এবং নাগরিকসেবা নিশ্চিত করেন। এছাড়া তিনি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম তদারকি করেন। জেলা প্রশাসনের কার্যকর ভূমিকা সুশাসন ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

গ উদ্দীপকে 'ক' দ্বারা সরকারব্যবস্থাকে বোঝানো হয়েছে।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সরকারব্যবস্থার মতো বাংলাদেশ সরকারের তিনটি বিভাগ আছে। যেমন– ১. শাসন বিভাগ, ২. আইন বিভাগ ও ৩. বিচার বিভাগ। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদ নিয়ে বাংলাদেশের শাসনবিভাগ গঠিত। আইনসভা হলো আইন প্রণয়নকারীর সংস্থা। বাংলাদেশের আইন বিভাগের নাম হলো জাতীয় সংসদ। আর নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষা, ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা, অপরাধীর শাস্তি বিধান এবং দুর্বলকে সবলের হাত থেকে রক্ষা করার নিমিত্তে বিচার বিভাগ গঠিত।

উদ্দীপকে ছকের 'ক' দ্বারা শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগকে নির্দেশ করা হয়েছে। এরূপ তথ্যগুলো বাংলাদেশের সরকারব্যবস্থাকে নির্দেশ করে।

ঘ উদ্দীপকের বিভাগগুলোর সম্পর্কের উপর রাষ্ট্রব্যবস্থা নির্ভর করে। আমি এ উক্তিটির সাথে একমত পোষণ করছি।

সরকার দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। আর সরকার পরিচালিত হয় আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের সমন্বয়ে। অর্থাৎ আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের যথাযথ ভূমিকার উপর একটি রাষ্ট্র তার যথাযথ ভূমিকা পালনে সচেষ্ট হয়।

উদ্দীপকে সরকারের তিনটি বিভাগের কথা প্রকাশ পেয়েছে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় সরকারের তিনটি বিভাগের-আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের কার্যকর সমন্বয়ের মাধ্যমে। সংসদ আইন প্রণয়ন করে, প্রশাসন সেই আইন বাস্তবায়ন করে এবং বিচার বিভাগ আইনের ভিত্তিতে বিচার কার্য

সম্পাদন করে। এই তিন বিভাগের কাজ আলাদা হলেও তারা একে অপরের পরিপূরক। যদি আইন বিভাগ জনকল্যাণমূলক আইন প্রণয়ন করেও প্রশাসন তা কার্যকর না করে, কিংবা বিচার বিভাগ আইনের যথাযথ ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ নিশ্চিত না করে, তবে রাষ্ট্রে ন্যায়বিচার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। আবার প্রশাসন বা বিচার বিভাগ যদি আইন বিভাগকে পাশ কাটিয়ে কাজ করে, তবে গণতন্ত্র ও সাংবিধানিক শাসন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই এই তিন বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয়, ভারসাম্য ও সহযোগিতা ছাড়া একটি কার্যকর রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলা যায় না। বাংলাদেশের সংবিধানও এই তিন বিভাগের পৃথকতা ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করলেও তাদের মাঝে সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা গুরুত্বসহকারে উল্লেখ করেছে।

অতএব, বলা যায়-বাংলাদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা এই তিন বিভাগের সমন্বিত কাজের উপরই নির্ভরশীল।

প্রশ্ন ▸ ০৭ দৃশ্যকল্প-১ : জনাব মিজান নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে উঠা একটি সংগঠনের সদস্য। সংগঠনটির কিছু শাখা রয়েছে, যেগুলো কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব দ্বারা পরিচালিত হয় এবং ক্ষমতা লাভ করে নিজেদের আদর্শ বাস্তবায়ন করতে চায়।

দৃশ্যকল্প-২ : রসুলপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৭ম শ্রেণির ক ও খ শাখার ক্যাপ্টেন বাছাইয়ের ক্ষেত্রে 'ক' শাখার শ্রেণি শিক্ষক শ্রেণির সকল ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে প্রকাশ্যে এমনভাবে ক্যাপ্টেন বাছাই করলেন যাতে অনেক ছাত্র-ছাত্রী বিব্রতবোধ করল। অন্যদিকে 'খ' শাখার শ্রেণি শিক্ষক এমনভাবে ক্যাপ্টেন বাছাই করলেন যাতে করে সকল ছাত্র-ছাত্রী বিব্রতবোধ না করে উৎসাহ দেখালেন।

ক. গণতান্ত্রিক সরকার কী? ১

খ. সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা মুখ্য–ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব মিজান কোন ধরনের সংগঠনের সদস্য? পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর 'ক' শাখার ক্যাপ্টেন নির্বাচন পদ্ধতির চেয়ে 'খ' শাখার ক্যাপ্টেন নির্বাচন পদ্ধতি বর্তমান সর্বজন স্বীকৃত। পাঠ্যবরইয়ের আলোকে তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর। ৪

[ম. বো. ২০২৫]

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক জনগণের ভোটের মাধ্যমে গঠিত সরকারই হচ্ছে গণতান্ত্রিক সরকার।

খ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি একটি স্বাধীন সংস্থা, যা নির্বাচনের সময় ভোটার তালিকা প্রস্তুত, ভোট গ্রহণ, ফলাফল ঘোষণা এবং নির্বাচনি আচরণবিধি পালন নিশ্চিত করে। প্রার্থীদের সমান সুযোগ দেওয়া, প্রভাবমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা ও আইনভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়াও এর দায়িত্ব। নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা গণতন্ত্রের ভিত্তি মজবুত করে এবং জনগণের আস্থা অর্জনে সহায়ক হয়। তাই এর কার্যকর ভূমিকা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অপরিহার্য।

গ জনাব মিজান রাজনৈতিক দলের সদস্য।

রাজনৈতিক দল হচ্ছে একটি দেশের সেই জনগোষ্ঠী যারা একই আদর্শে বা নীতি ও কর্মসূচির ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় সমস্যা সমাধানে সংগঠিত হয়। এর প্রধান লক্ষ্য হলো ক্ষমতায় আরোহণ করে দলের নীতি ও আদর্শ অনুযায়ী দেশ পরিচালনা এবং নির্বাচনি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা। সকল ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ, শ্রেণি-পেশা নির্বিশেষে সকলের সমন্বয়ে ও সকলের স্বার্থে রাজনৈতিক দল গঠিত ও পরিচালিত হয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আদর্শ ও কর্মসূচিভিত্তিক রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি। স্বীয় আদর্শ ও স্বার্থ একত্রীকরণের মাধ্যমে নিজেদের পক্ষে জনসমর্থন আদায়ের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে নির্বাচনে জয়ী হয়ে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সরকার গঠন করে রাজনৈতিক দল।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১ এর জনাব মিজান নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে উঠা একটি সংগঠনের সদস্য। সংগঠনটির কিছু শাখা রয়েছে, যেগুলো কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব দ্বারা পরিচালিত হয় এবং ক্ষমতা লাভ করে নিজেদের আদর্শ বাস্তবায়ন করতে চায়। এরূপ বর্ণনায় স্পস্টভাবে একটি রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলি প্রকাশ পায়। অর্থাৎ উদ্দীপকের জনাব মিজান একটি রাজনৈতিক দলের সদস্য।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি 'ক' শাখার ক্যাপ্টেন নির্বাচন পদ্ধতির চেয়ে 'খ' শাখার ক্যাপ্টেন নির্বাচন পদ্ধতি বর্তমান সর্বজন স্বীকৃত। কারণ 'ক' শাখার ক্যাপ্টেন প্রকাশ্য ও 'খ' শাখার ক্যাপ্টেন গোপন নির্বাচন পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়েছে।

বর্তমানে নির্বাচনে ভোট প্রদানের দুটি পদ্ধতি রয়েছে। যথা : প্রকাশ্য ভোটদান পদ্ধতি ও গোপন ভোটদান পদ্ধতি। প্রকাশ্য ভোটদান পদ্ধতিতে ভোটারগণ নিজ নিজ পছন্দের ব্যক্তিকে সকলের সামনে প্রকাশ্যে ভোট দেয়। যেখানে গোপন ভোটদান পদ্ধতিতে ভোটারগণ গোপনে ব্যালটপত্রে পছন্দকৃত ব্যক্তির নামের পাশে নির্ধারিত চিহ্ন এঁকে বা সিল দিয়ে ভোট প্রদান করে। বর্তমানে এ পদ্ধতি সর্বজনস্বীকৃত।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-২ এর 'খ' শাখার ক্যাপ্টেন নির্বাচন পদ্ধতি বর্তমানে সর্বজনস্বীকৃত, কারণ এটি গোপন ভোটদানের নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। দৃশ্যকল্প-২ অনুযায়ী, 'ক' শাখায় প্রকাশ্য ভোটদান পদ্ধতিতে ক্যাপ্টেন বাছাই করা হয়েছিল, যেখানে ছাত্রছাত্রীদের হাত তুলে বা প্রকাশ্যে ভোট দিতে হয়। এতে অনেকেই বিব্রতবোধ করে, কারণ তাদের পছন্দ-অপছন্দ সবার সামনে প্রকাশিত হয়, যা চাপ বা লজ্জার সৃষ্টি করতে পারে। অন্যদিকে, 'খ' শাখায় গোপন পদ্ধতিতে ভোট নেওয়ায় শিক্ষার্থীরা নির্ভয়ে ও স্বাধীনভাবে তাদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে পেরেছে। গোপন ভোটদানের এই পদ্ধতি ন্যায্যতা, স্বচ্ছতা ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নিশ্চিত করে, যা আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজে গুরুত্বপূর্ণ। এটি ভোটারদের কোনো প্রকার চাপ বা ভয় ছাড়াই সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ দেয়। ফলে 'খ' শাখার পদ্ধতিটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে উৎসাহ ও অংশগ্রহণ বাড়ায়। এজন্যই বর্তমানে গোপন ভোটদান পদ্ধতিকে আদর্শ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

উপরিউক্ত বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায়, 'খ' শাখার নির্বাচন পদ্ধতি আধুনিক, ন্যায়সংগত ও গ্রহণযোগ্য। অতএব, 'খ' শাখার ক্যাপ্টেন নির্বাচন পদ্ধতিই বর্তমানে সর্বজনস্বীকৃত-এই মন্তব্যটি সঠিক ও বাস্তবভিত্তিক।

প্রশ্ন ▸ ০৮ শিবপুর এলাকার জনগণ মি. 'ক' কে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে বিপুল ভোটে নির্বাচিত করেন। তারা মনে করেন জনাব মি. 'ক' কে নির্বাচিত করে সঠিক কাজটি করেছে। মি. 'ক' ৯ জন সদস্যসহ সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত ৩ জন মহিলা সদস্যের সমন্বয়ে এলাকার উন্নয়নমূলক কাজ পরিচালনা করছেন।

ক. জন স্টুয়ার্ট মিল স্থানীয় সরকার সম্পর্কে কী বলেছেন? ১

খ. সরকারের সাথে পার্বত্য জেলা ও আঞ্চলিক পরিষদের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মি. 'ক' কোন স্থানীয় সরকারব্যবস্থার প্রতিনিধি? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "জনকল্যাণে উক্ত সরকার বহুবিধ কার্যাবলি সম্পাদন করে" পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

[ম. বো. ২০২৫]

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক জন স্টুয়ার্ট মিল স্থানীয় সরকার সম্পর্কে বলেছেন, "স্থানীয় সরকার সরকারি ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে এবং এ বিষয়ে নাগরিকদের সচেতন করে।

খ পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ বাংলাদেশের সংবিধানের অধীনে গঠিত বিশেষ প্রতিষ্ঠান, যা পার্বত্য অঞ্চলের স্বায়ত্তশাসন ও উন্নয়ন নিশ্চিত করে।

সরকারের সাথে পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদগুলোর সম্পর্ক সহযোগিতামূলক, তবে কিছু ক্ষেত্রে সরকারের ঊর্ধ্বতন ভূমিকা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, পার্বত্য এলাকার জমি, পাহাড় বা বনাঞ্চল অধিগ্রহণ বা হস্তান্তরের আগে সরকারকে পরিষদের সাথে আলোচনা ও সম্মতি নিতে হয়। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও সরকার পরিষদের পরামর্শ বিবেচনা করে। তবে, পরিষদগুলোর আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সীমিত এবং সরকার প্রয়োজনে তাদের কাজকর্ম তদারকি, নির্দেশনা দেওয়া বা এমনকি বাতিলও করতে পারে। এভাবে সংবিধান ও আইনের সীমার মধ্যে থেকে পরিষদগুলো স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে, কিন্তু চূড়ান্ত কর্তৃত্ব সরকারের হাতেই থাকে।

গ মি. 'ক' ইউনিয়ন পরিষদ নামক স্থানীয় সরকারব্যবস্থার প্রতিনিধি।

ইউনিয়ন পরিষদ বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর সর্বনিম্ন পর্যায় অর্থাৎ, তৃণমূলে অবস্থিত। গড়ে ১০-১৫টি গ্রাম নিয়ে ৯টি ওয়ার্ডের সমন্বয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়। একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যান, ৯টি ওয়ার্ডে ৯ জন নির্বাচিত সদস্য ও প্রতি ৩ আসনের বিপরীতে ১ জন করে মোট ৩ জন সংরক্ষিত নারী সদস্য নিয়ে এ পরিষদ গঠিত হয়ে থাকে।

উদ্দীপকের শিবপুর এলাকার জনগণ মি. 'ক' কে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে বিপুল ভোটে নির্বাচিত করেন। তারা মনে করেন জনাব মি. 'ক' কে নির্বাচিত করে সঠিক কাজটি করেছে। মি. 'ক' ৯ জন সদস্যসহ সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত ৩ জন মহিলা সদস্যের সমন্বয়ে এলাকার উন্নয়নমূলক কাজ পরিচালনা করছেন। এরূপ বর্ণনায় স্পষ্টভাবে ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পেয়েছে। অর্থাৎ মি. 'ক' একজন ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধি।

ঘ "জনকল্যাণে উক্ত সরকার বহুবিধ কার্যাবলি সম্পাদন করে" ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষেত্রে মন্তব্যটি যথার্থ।

ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় সরকার কাঠামোর সবচেয়ে কার্যকর ইউনিট। এ প্রতিষ্ঠানটি এলাকার জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

উদ্দীপকে ইউনিয়ন পরিষদের চিত্র ব্যক্ত হয়েছে। গ্রামীণ জনগণের জীবনমান উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। স্থানীয় সরকারব্যবস্থার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ স্তর হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ জনকল্যাণে বহুবিধ কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। ইউনিয়ন পরিষদ আইনে পরিষদকে মোট ৩৯টি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে পাঁচশালা পরিকল্পনা প্রণয়ন, পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে উদ্যোগ গ্রহণ অন্যতম। কৃষি, মৎস্য ও পশুসম্পদ উন্নয়নে কার্যক্রম পরিচালনা করে তারা গ্রামের অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত করে। মহামারি বা দুর্যোগের সময় ইউনিয়ন পরিষদ জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং স্থানীয় জনগণের পাশে দাঁড়ায়। এছাড়া কর ও ফি আদায়, পারিবারিক বিরোধ নিরসন, নারী ও শিশু কল্যাণ, খেলাধুলা ও সংস্কৃতিচর্চা, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষা-সবক্ষেত্রেই পরিষদের সক্রিয়তা লক্ষ্যযোগ্য। এমনকি জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন কাজেও ইউনিয়ন পরিষদ ভূমিকা রাখে।

উপরের আলোচনায় দেখা যায়, ইউনিয়ন পরিষদ শুধু প্রশাসনিক নয়, বরং সমাজকল্যাণমূলক ও উন্নয়নমূলক দায়িত্বও সফলভাবে পালন করে। সুতরাং, "জনকল্যাণে ইউনিয়ন পরিষদ বহুবিধ কার্যাবলি সম্পাদন করে" - উক্তিটি নিঃসন্দেহে যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ০৯ নিরক্ষর সেলিমের মেয়ে রাবেয়া ৭ম শ্রেণির ছাত্রী। সামাজিক পারিপার্শ্বিকতার কথা বিবেচনা করে তিনি তার মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দেন। অন্যদিকে তিনি অধিক নিরাপত্তার আশায় সদ্য ৫ম নবজাতক সন্তানের বাবা হন।

ক. VGD এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. নারী নির্যাতন রোধে বিদ্যমান আইনের কঠোর বাস্তবায়ন দরকার কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে রাবেয়ার বিষয়টি জনসংখ্যা বৃদ্ধির কোন সমস্যাকে চিহ্নিত করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে করো সেলিমের ৫ম সন্তানের জন্মদান জনসংখ্যা বৃদ্ধির একমাত্র কারণ? তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর। ৪

[ম. বো. ২০২৫]

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক VGD এর পূর্ণরূপ হলো Vulnerable Group Development.

খ নারী নির্যাতন রোধে বিদ্যমান আইনের কঠোর বাস্তবায়ন খুবই জরুরি, কারণ আইন থাকলেও তার সঠিক প্রয়োগ না হলে অপরাধীরা শাস্তি পায় না। এতে নির্যাতনের ঘটনা বাড়ে এবং ভুক্তভোগীরা ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয়। কঠোরভাবে আইন প্রয়োগ করা হলে অপরাধীরা ভয় পাবে এবং সমাজে সচেতনতা বাড়বে। ফলে নারীরা নিরাপদ বোধ করবে এবং সমাজে সমতা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা পাবে। বাস্তবায়নই আইনের কার্যকারিতা নিশ্চিত করে।

গ উদ্দীপকে রাবেয়ার বিষয়টি জনসংখ্যা বৃদ্ধির বাল্যবিবাহ সমস্যাকে চিহ্নিত করে।

বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বহুবিধ কারণ রয়েছে। তার মধ্যে একটি অন্যতম কারণ হলো বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ। বিবাহ আমাদের দেশে একটি ধর্মীয় ও সামাজিক কর্তব্য বলে মনে করা হয়। এ কর্তব্যবোধ ছাড়াও অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণে দেশে বাল্যবিবাহ প্রচলিত। কম বয়সে বিয়ে হওয়ার কারণে তাদের সন্তান-সন্ততির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায়, একজন পুরুষ একাধিক বিয়ে করে। বিশেষ করে অল্প আয়ের পরিবারগুলোতে এ প্রবণতা বেশি থাকে। এভাবে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের ফলে বাংলাদেশের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উদ্দীপকে নিরক্ষর সেলিমের মেয়ে রাবেয়া ৭ম শ্রেণির ছাত্রী। সামাজিক পারিপার্শ্বিকতার কথা বিবেচনা করে তিনি তার মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দেন। এখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বাল্যবিবাহ কারণটি প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ সেলিমের ৫ম সন্তানের জন্মদান জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ হিসেবে আর্থসামাজিক নিরাপত্তাকে উপস্থাপন করে। এটি জনসংখ্যা বৃদ্ধির একমাত্র কারণ নয়।

বর্তমানে বাংলাদেশের একটি অন্যতম সামাজিক সমস্যা হলো জনসংখ্যা সমস্যা। জনসংখ্যা সমস্যার নানারকম কারণ রয়েছে। যার প্রেক্ষিতে আমাদের দেশের জনসংখ্যা সমস্যায় পরিণত হয়েছে।

উদ্দীপকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ হিসেবে সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে যার কারণে নিরক্ষর সেলিম ৫ম সন্তানের জন্মদান করে। এর বাইরেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনেক কারণ রয়েছে।

বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণগুলো সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত নানা বিষয়ের সঙ্গে জড়িত। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় জলবায়ুর কারণে এখানে মানুষ তুলনামূলক কম বয়সে প্রজননক্ষম হয়, ফলে জনসংখ্যা দ্রুত বাড়ে। বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ আমাদের সমাজে প্রচলিত একটি রীতি, যা জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে। দারিদ্র্য, নিরাপত্তাহীনতা ও শিক্ষার অভাবও এর বড় কারণ। অনেক দরিদ্র পরিবার মনে করে, বেশি সন্তান মানেই ভবিষ্যতে বেশি আয় ও নিরাপত্তা। শিক্ষার অভাবে মানুষ ছোট পরিবার গড়ার প্রয়োজনীয়তা বোঝে না। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, মেয়েদের দ্রুত বিয়ে দেওয়া হয় নিরাপত্তার কারণে, যা জনসংখ্যা বৃদ্ধির আরেকটি কারণ। এছাড়া পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সচেতনতার অভাব এবং সুযোগ-সুবিধার অপ্রতুলতাও জনসংখ্যা বৃদ্ধির পেছনে দায়ী।

আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পেছনে একক কোনো কারণ নয় বরং বহুবিধ কারণ জড়িত।

প্রশ্ন ▶ ১০ 'X' নামক সংস্থার সভাপতির একরোখা মনোভাব ও অসহযোগিতামূলক কার্যক্রমে অসন্তোষ প্রকাশ করেন সংস্থার সদস্যগণ। মারুফ সাহেবের নেতৃত্বে সদস্যগণ তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলন শুরু করেন। এতে সভাপতি ক্ষিপ্ত হয়ে সংগঠন বিরোধী কার্যক্রমের অভিযোগ মারুফ সাহেবসহ বেশকিছু সদস্যকে সংস্থা থেকে বহিষ্কার করেন। বহিষ্কারদেশ প্রত্যাহার ও সভাপতির পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হলে সভাপতি বহিষ্কারদেশ প্রত্যাহার করেন। সদস্যপদ ফিরে পাওয়ার পর সদস্যগণ মারুফ সাহেবকে নতুন উপাধিসহ সংস্থার নতুন সভাপতি পদে নির্বাচনে বিপুল ভোটে বিজয়ী করেন।

ক. দ্বিজাতি তত্ত্ব কে ঘোষণা করেন? ১

খ. "এ রাষ্ট্রের প্রতিটি ধূলিকণাকে ভালোবাসাই হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের প্রধান শিক্ষা"—ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে মারুফ সাহেবের আন্দোলনের সাথে তাদের পাঠ্যবইয়ের যে আন্দোলনের মিল রয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মারুফ সাহেবের বিপুল ভোটে বিজয়ী হওয়ার নির্বাচনের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের যে নির্বাচনের মিল রয়েছে তার তাৎপর্যসহ ফলাফল বিশ্লেষণ কর। ৪

[ম. বো. ২০২৫]

১০নং প্রশ্নের উত্তর

বি.দ্র. : ২০২৫ সালে প্রদত্ত পাঠ্যবই বহির্ভূত উদ্দীপক ও প্রশ্ন।

প্রশ্ন ▶ ১১ 'ছক'

১	প্রতিষ্ঠাকাল	১৯৪৫
২	বর্তমান সদস্য সংখ্যা	১৯৩
৩	সদর দপ্তর	নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র

ক. 'SAARC' এর ইংরেজি পূর্ণরূপ কী? ১

খ. কমনওয়েলথকে আন্তর্জাতিক সংস্থা বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ছকের মাধ্যমে কোন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে করো বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় উক্ত সংস্থাটি মুখ্য ভূমিকা পালন করছে? তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর। ৪

[ম. বো. ২০২৫]

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক SAARC এর পূর্ণরূপ হলো South Asian Association for Regional Cooperation.

খ কমনওয়েলথকে আন্তর্জাতিক সংস্থা বলা হয় কারণ এটি বহু দেশের একটি সংগঠন, যারা পারস্পরিক সহযোগিতা, গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও উন্নয়নের লক্ষ্যে একত্রিত হয়েছে।

কমনওয়েলথের সদস্য রাষ্ট্রগুলো ভৌগোলিকভাবে ভিন্ন হলেও ঐতিহাসিকভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। বর্তমানে এটি একটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংস্থা হিসেবে কাজ করে এবং নিয়মিত সম্মেলনের মাধ্যমে সদস্যদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করে থাকে। তাই একে আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

গ ছকের মাধ্যমে জাতিসংঘকে নির্দেশ করা হয়েছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯২০ সালের ১০ জানুয়ারি বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সৃষ্টি হয়েছিল 'লীগ অব নেশনস'। কিন্তু 'লীগ অব নেশনস'-এর ব্যর্থতা ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে বিশ্বের তৎকালীন নেতারা বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য আরো একটি নতুন আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। যার দরুণ ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতার প্রেক্ষিতে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতিসংঘের সৃষ্টি হয়। বিশ্বের প্রতিটি স্বাধীন দেশ জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র। এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা হলো ১৯৩। জাতিসংঘ ছয়টি শাখার মাধ্যমে এর কার্যাবলি সুসম্পন্ন করে থাকে। এর সদর দপ্তর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে অবস্থিত।

উদ্দীপকের ছকে বলা হয়েছে, সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৪৫ সাল, বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৯৩ এবং এর সদর দপ্তর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে। এরূপ তথ্যগুলো জাতিসংঘকে উপস্থাপন করে। কেননা বিশ্বশান্তি ও সহযোগিতার মহান লক্ষ্যে ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ গঠিত হয়। সুতরাং উদ্দীপকে জাতিসংঘের ইঙ্গিতই দেওয়া হয়েছে।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় উক্ত সংস্থাটি তথা জাতিসংঘ মুখ্য ভূমিকা পালন করছে।

বিংশ শতাব্দীতে ভয়াবহ বিশ্বযুদ্ধ বিশ্ববাসীকে আতঙ্কিত করে তুলেছিল। বিশ্বশান্তির আশায় শান্তিকামী মানুষ তখন সমাধানের পথ হিসেবে জাতিসংঘের সৃষ্টি করে। ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘ আত্মপ্রকাশ করে যার সদর দপ্তর অবস্থিত আটলান্টিক পাড়ের নিউইয়র্ক শহরে।

উদ্দীপকে জাতিসংঘকে উপস্থাপন করা হয়েছে যেটি বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় অদ্বিতীয় প্রতিষ্ঠান। লীগ অব নেশনস-এর ব্যর্থতা এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা অনুধাবন করে বিশ্বব্যাপী শান্তি আনয়নের জন্য বিশ্ব নেতৃবৃন্দের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জাতিসংঘ। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো আন্তর্জাতিক শান্তিশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি করা, আন্তর্জাতিক আইনের সাহায্যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিশ্বের সকল বিরোধ নিষ্পত্তি করা এবং বিশ্বের কোথাও যুদ্ধ বা সামরিক সংঘাত বাধলে জাতিসংঘ তা বন্ধ করার উদ্যোগ নেয়। কখনো কখনো যুদ্ধ বন্ধে বা যুদ্ধের পর ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার জন্য জাতিসংঘ তার শান্তিরক্ষী বাহিনীকেও সংঘাতপূর্ণ এলাকায় পাঠায়। এছাড়া বিশ্ব থেকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা দূর করা, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, পরিবেশ দূষণজনিত সমস্যা মোকাবিলা, জনসংখ্যা বিস্ফোরণরোধ, নারী ও শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমেও জাতিসংঘ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখছে।

সুতরাং এটি বলা যায়, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের ভূমিকা অতুলনীয়।